Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY 3/358
No. 7/9L
Sri Sri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 3/358
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

LIBRARY
No. 3/358
... Ashram
BANARAS

PRESENTED

শ্রীশরণাপুরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিকা ঃ
সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী
মাতৃমন্দির
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী।

প্রথম সংস্করণ
২রা মাঘ, বিবেক সপ্তমী, ১৩৬৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
সিউড়ী, বীরভূম।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন,
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬।

ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস
এ ৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২।

মূল্য—৪৲ টাকা
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মুদ্রাকর
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য
কো-অপারেটিফ প্রেস
১, ছিদাম মুদিলেন, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

উৎসর্গ

ডক্টর—শ্রীসত্যসাধন মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর জীবনে আবাল্য আদর্শ দিয়েছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্বের প্রথম ডি, এস, সি,—যিনি পরবর্ত্তী কালে আদর্শ গৃহীর মত ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী সাধনানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই নির্ম্মাল্য।

LIBRARY
No. 7192
BANARAS 3/358

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/358

LIBRARY
No............
Ashram
BANARAS

নিবেদন

জগৎ জুড়ে আজ স্বরু হয়েছে স্বামিজীর—শতবার্ষিকীর মহোৎসব। সেই উৎসবক্ষেত্রেরই আনন্দ স্মরণিকা রূপেই নিবেদিত হয় আশ্রমের এই অর্ঘ্য অবদান বহুদিনের পরিকল্পিত ঠাকুর, মা স্বামিজী—এই তিনটি জীবন চরিত আমাদের এই উদ্দেশ্যে লেখা—যে অবতার এবং অবতারকল্প পুরুষদের জীবনী ত্যাগীদের লেখনীতে হয়তো ফুটে উঠতে পারে কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে—উপনিষদে ঋষিদের প্রার্থনা ছিল আবিরাবির্মত্রধি। আজ তুর্দ্দশামথিত জগতেরও এই প্রার্থনা যে, উর্দ্ধলোক থেকে স্বামীপাদদের আশীষ ভারতকে সকল তুর্দ্দশার হাত থেকে রক্ষা করুক—স্বামিজীর স্বদেশ মন্ত্র আজ বড় প্রয়োজন মনে হচ্ছে। হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মানুষ কর।

এই পুস্তক খানিতে কতকগুলি গ্রন্থেরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে যথা—স্বামী বিবেকানন্দ, বিবেকান্দ চরিত, পরিব্রাজক, লণ্ডনে স্বামিজী। বিবেকান্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, নিবেদিতা, পত্রাবলী স্বামিশিষ্য সংবাদ ইত্যাদি—

সেই অগ্রণী শিল্পিদের প্রতি আমাদের চিরন্তন কৃতজ্ঞতা রইলো তুমি কে বলদেখি—তুমি তিনিই। কিন্তু আমরা সেই ক্ষুদ্র অহংযুক্ত জীবনটাকে ধরে রাখি বলেই ক্ষুদ্র মৃত্যুটীকেও ধরে রাখতে বাধ্য হই। যদি মানুষ নিজেকে বিরাট অখণ্ড জীবনের মধ্যে যুক্ত করতে পারতো তাহলে সে নিশ্চয়ই মৃত্যুভয় জয় করতে সক্ষম হত। স্বামিজী বল্লেন—মনে রেখো, তুমি যা তাই আছ। এখানে ক্রমবিকাশের পথে উন্নতি অবনতির কোন মূল্য নাই। তোমার সামনে একটি আবরণ, তার একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তোমাকে দেখা যাচ্ছে ছিদ্রটি যবনিকাটিতে পরিব্যাপ্ত হলে তুমি হবে স্বপ্রকাশ। সাধনার ক্ষেত্রে সেই কথাই তোমার উপলব্ধি হবে যে তুমি যাকে খুঁজছ সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার অন্তরেই। তুমিই আমি, আমিই তুমি, এইভাবে তার আলোচনাকে স্বামিজী, বেদান্তের একটি পরম তত্ত্বে এনে উপস্থিত করলেন।—

স্বামিজী বল্লেন একদিক দিয়ে দেখলে জানার কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। কে কাকে জানবে? একটি গভীর যবনিকা। তার অন্তরালে যা আছে তা সংবেদ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

LIBRARY

পরমপূজ্য স্বামীপাদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নিবেদিত এই গ্রন্থখানি সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পত্রিকা 'ভাবমুখে' প্রকাশিত অংশসমূহের সামগ্রিক রূপ। লেখিকা সন্ন্যাসিনী। শ্রীঠাকুরের ভাবধারায় অনুস্নাত তাঁর লেখনী। রচনা,—গতানুগতিকতার অনেক উর্দ্ধে। প্রতিটি শব্দ-যোজনা অনুধ্যানে গভীর, উপলব্ধিতে সমুজ্জ্বল।

বিবরণের আনুপূর্বিকতা এখানে বড় কথা নয়। কেননা অতিক্রান্ত স্থান কালে প্রতিষ্ঠিত যুগাচার্য্যের জীবনবেদ। তাই একটানা ঘটনাপঞ্জীর পরিবর্তে চয়ন করেছেন লেখিকা এক একটি 'স্বর্নিম ক্ষণ', দীপ্তবহ্নি মুহূর্ত যা একান্তই ভাবঘন এবং আবেগমধুর। জ্যোতির্ময় মুক্তাবিন্দু শতকের একত্র সমাবেশে যেন এই গ্রন্থ—মুক্তার সাতনরী হার।

আলোক বিজ্ঞানের চলচ্চিত্রতত্ত্বে সেই কথাই বলে। খণ্ড খণ্ড ছবি—সুনিপুণ বিন্যাসে সৃষ্টি করে একটানা চলমান চিত্র। মনের পর্দায় একটির স্মৃতি মুছে যেতে না যেতেই এসে পড়ে আর একটি ছবি। ছেদ যায় ঘুচে। খণ্ডসত্ত্বা লয় হয় অখণ্ডে। "বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ" স্বামীপাদের জীবনবেদের সেই এক অপূর্ব চলচ্চিত্র—মরমী মনের পর্দায় যা একান্তভাবে অখণ্ড এবং পরিপূর্ণ।

উদ্ধৃত করি একটু অংশ! (পৃঃ ৪৪)…স্বর্ণিম ক্ষণ আপনিই এসে দাঁড়ালো, এসেছেন ঠাকুর কলকাতার এক ভক্ত মন্দিরে… অনাহূত নরেন্দ্রনাথ নীরবে গিয়ে বসল একটি কোণে…"আজ আমার সঙ্গে তোকে যেতেই হবে দক্ষিণেশ্বর।"

পথে অব্যক্ত ছন্দ-কম্পনে দুজনেই নীরব……। নীল আকাশের আকুল আহ্বানে উতল একঝাঁক নীলকণ্ঠ উড়ে যায় অনর্পিত অর্ঘ্য নিয়ে….

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

…সহসা শ্রীঠাকুরের বেদন-স্তব্ধ হৃদয় জাহ্নবীতে জাগে গান্ধারের মীড়মূর্ছনা…

কথা কহিতে ডরাই—
… … …
বুঝি তোমায় হারাই হা-রা-ই

শুধু সুর নয় বাঁধভাঙা নয়ন জলে ভিজে যায় বক্ষ…।

নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারেনা, শিশুর মত লুটিয়ে পড়ে গুরুর বক্ষে জ্ঞানের আবরণে, পুরুষের অভিমানে যে অশ্রুল আষাঢ় ছিল জমা, আজ তা নেমে এল অবাধে উছলে…

পুরুষকার মিশে গেল দৈবে—জ্ঞান মিশে গেল প্রেমে—আর সৃষ্টি হল বিংশ শতাব্দীর অমর কাব্য।

এ কাব্য সত্যই অমর। কেন্দ্রমনি লীলার ঠাকুর।—আর তাঁকে ঘিরেই স্নেহসিঞ্চিত তুলালে লীলায়িত সমাবর্ত্তন। আপন আপন কক্ষপথে কল্‌মিদলের এই যে ছন্দানুবর্ত্তন—আকর্ষণ-বিকর্ষণের এই যে বিরহমিলন গীতি—এ তো শুধু কাব্য নয়, এযে সেই ব্যাস-বাল্মিকীর মহাকাব্য— অসীম অনন্তের মাহাসঙ্গীত।

আজও বাজে সে সঙ্গীত আকাশে বাতাসে, ধূলার ধরণীতে, ভক্তের আকুলতায়, প্রেমীর চক্ষে, সাধক শিল্পীর লেখনী তুলিকায়। অমরার কাব্যময় সেই সঙ্গীতকে শ্রবণ মঙ্গল রূপে উদ্‌গীত করতেই তো এসেছেন যুগের ঠাকুর যুগে যুগে। আর নবনব ভাবে, ভাষায়, জীবন ভঙ্গিমায় তাকে মুখরিত করতে এনেছেন যুগাচার্য্যগণ লীলাপার্ষদরূপে।

তুরন্ত নরেন, তুর্বার নরেন, জিজ্ঞাসু নরেন, আকুল-বিহ্বল নরেন্দ্রনাথ, দিগ্বিজয়ী বিবেকানন্দ, বীবেকানন্দ, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—যেন সপ্ত বর্ণের বর্ণালি। বিচিত্র—অতি বিচিত্র। সপ্ত বর্ণের সমন্বয়ে শ্বেতশুভ্র শিবত্যুতি। কখনো রূপে রঙে স্পন্দন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্থক্যে বর্ণ-প্রতিম, কখনো বা সত্য শিব সুন্দরের বর্ণহীন সীমাহীন একাকার অখণ্ড প্রকাশ।

ঠাকুরেরই কথা—। "এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খ্যালে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। ...এরা সংসারে আসে "জীবশিক্ষার জন্য।"

"নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই।"

এক একবাব বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শ দল, কারুর শতদল, কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।"

"অন্যেরা কলসী, ঘটি এসব হতে পারে ; নরেন্দ্র জালা।"

ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর।"

আবার ঠাকুর বলেছেন, "নরেন্দ্র, খাপ খোলা তলোয়ার।" আরও বলেছেন, "ছাখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়, সব তাতেই ভাল।...."

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ" স্বামীপাদের জীবন বিচিত্রার কয়েকটি দৃশ্যপট।

মহামাতৃকার রঙ্গমঞ্চে তাঁর আদরের দুলালের নাচা-গাওয়া হাসি কান্নার যেন একটি একাঙ্কিকা।

সার্থক সেই লেখনী—শ্রীঠাকুরের কৃপা প্রসাদে যা বিকীরণ করেছে স্বামীপাদের সূর্য্যপ্রতিভা, স্বল্প এবং সীমিত হয়েও যা দিয়েছে পূর্ণতার আস্বাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিম্বিত, প্রতিবিম্বিত হউক সেই দীপ্তরশ্মি প্রতিটি চিত্তমুকুরে প্রতি ভক্তমানসে বর্ত্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে, এই প্রার্থণা। স্বামীপাদের অশুভবিধ্বংসী পূণ্যাশিস্ আসুক প্রাণে নূতন প্রেরণা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

চমকে উঠলো চেনা ফুলের পরাগ ঝরা ক্ষণ—বলত নরেন বড় হয়ে তুই কি হবি ?

কেন কোচুয়ান কি সহিস হব !

কণ্ঠে ঝরে পড়ল দৃঢ়তা···আঁখিতে খেলে গেল শত বিদ্যুৎ···

শিশু হলেও পিতার প্রশ্নে অলস তামসিকতার মাঝে কর্ম্মরথ চক্রের ভাবী চালক—অন্ধ কুসংস্কারের মাঝে রামকৃষ্ণ রথচক্রের ভাবী সারথি—ভোগমত্ত পশ্চিম দিগন্তের দিশারী দীপ দুর্জ্ঞেয় ভবিষ্যতের দিল ইঙ্গিত—দুরাগত আলোকের দিল ঝলক···রহস্যগহিনতার দিল নিরিখ—

বৈরাগ্যের আগুনে পুড়ে পুড়ে বিষয় বাসনা হল ছাই—গৃহ সংসারে এল বিরক্তি—তাই নীড় বিরাগী অনাসক্ত দুর্গাচরণ একটি মাত্র পুত্র বিশ্বনাথের জন্মের পরই হলেন নিরুদ্দেশ—আত্মার যিনি পরম আত্মীয়—হৃদয়েতে যিনি হৃষীকেষ তাঁরি সন্ধানে—সন্ন্যাসীর বেশে—পশ্চাতে পড়ে রইল ২৫ বছরের পুরানো খেলাঘর —আর পুত্র কলত্র—।

তারপর···

সাধ্বীর অশ্রুজলে পদচিহ্ন এঁকে এগিয়ে চলে একটি একটি উন্মিলিত দিন—একটি একটি নিমীলিত রাত্রি···। সুদীর্ঘ ১১ বছর পর এল সেই দিন—যেদিন বিরহানলে জ্বলে যাওয়া চন্দন তরুর বক্ষে এল সমাপ্তির সুখ—প্রতিক্ষীত শ্রবনে এল পরপারের ডাক—

লক্ষ্মীর বরপুত্র বিশ্বনাথ—তেজদীপ্ত আর্য্যতনু—অগাধ সম্পত্তি আর আছে খ্যাতির সিংহাসন। সেই বিরাট প্রাসাদোপম দত্ত বাড়ীর তোরণ দ্বারে—ফুলবাগিচায়—বাতায়নে ক্ষনিক মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে চলে পথিক।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিড় করে দীন নারায়ণের দল—ইষ্টদেবতার মন্দির চুড়ায় ডানাঝাপটায় গৃহ পারাবত—নব কর্নিকার তলে ঝরে মকরন্দ। ঐশ্বর্য্য শুধু তার বাইরে নয় অন্তরেও ছিল অগাধ সম্পদ। স্থকণ্ঠ সঙ্গীতানুরাগী স্বজন প্রতিপালক, উদার কার্পন্য হীন, গুণগ্রাহী সময়জ্ঞ তিনি।

তবু দেবী ভুবনেশ্বরীর দুঃখ ছিল অতলান্ত। বহুজন মুখরিত ধনমানপূর্ণ বৃহৎ পরিবারের মাঝে তিনি একমাত্র অধিকারী হলেও অন্তর ছিল তাঁর ব্যথাহত, কন্যা থাকলেও ছিল না পুত্র। তাঁর সেই শান্ত শ্রীখানিতে জড়িয়ে থাকে একটা আকাঙ্ক্ষার দীর্ণ হাহাকার; শারদনলিন নয়নে জাগে খর বৈশাখের দগ্ধছায়া—তিমিরনির্ঝর আকুল কেশে কেমন একটা উদাসীনতার পরিচয়—।

গৃহদেবতা দেবাদিদেবের মন্দিরেই কেটে যায় বহুক্ষণ। শুধু অশ্রু আর অশ্রু—অশ্রুই পূজার্ঘ্য, নৈবেদ্য, অশ্রু জলই প্রণামী। আর একটি করুণ কাতর অভিযোগ—আশুতোষ এখনও তোমার দয়া হলো না। ভেসে আসে সদূর অতীত—ভগবান চন্দ্রমৌলীশ্বরের চরণতলে ভুলুণ্ঠিতা ব্রত ধারিনী জননী বশিষ্ঠার অশ্রুছাওয়া কণ্ঠ—প্রভু দয়া কর—।

মরতের শিবলোক, মন্দাকিনী ধৌত মুক্তিক্ষেত্র বারানসী। নিত্য বিরাজমান দেবতা বিশ্বনাথ; সেখানেও পৌঁছিল অশ্রুসিক্ত একখানি প্রার্থনা পত্র বৃদ্ধা আত্মীয়ের কাছে—বিশ্বনাথকে পূজা দাও—অর্ঘ্য দাও, নিবেদন কর আমার বুবুক্ষু অন্তরের একান্ত চাওয়া। দুদিন পর এল উত্তর—যথারীতি পূজার্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে।

সেই তীর্থরেণু পুলকিত—তীর্থগন্ধ আমোদিত

গঙ্গা শীকর সিক্তিত চিঠিখানির স্পর্শে নেমে এল একটা আনন্দ উন্মাদনা···আশা মুকুলের একটুখানি সুবাস।

* * *

তিমির তীর্থে ভেঙ্গে পড়া এক অস্ফুট আলোয় দেবী ভুবনেশ্বরী বসেছেন পুজার আসনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবে গেল মন মানস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরোবরে। কত চঞ্চল মুহূর্ত্ত, কত মন্দানিলক্ষণ যায় চলে তবু ধ্যান ভাঙ্গে না—রজত গলা মধ্যাহ্ন যায়—পৌঢ় প্রদোষ গেল—তমাল কাল সন্ধ্যায় সবিতা পথভ্রান্ত হল, তবু ধ্যান ভাঙ্গে না। তারপর দেবতার নীরাজন দীপের আভায়—ঘণ্টাধ্বনিতে সে ধ্যান ভাঙ্গলো—

নেমে এলেন জীবন তীর্থে। একটি আকুল প্রণতি আর তৃষিত মনের প্রতিস্বন টুক রেখে ফিরে গেলেন অবগুণ্ঠিতা বধু সুজাতার পদক্ষেপে—শয়ন গৃহে।

সে রাতেও তাঁর কণ্ঠ নৈশ নীরবতায় থর থর করে কেঁপে উঠলো···আশুতোষ এখনও তোমার দয়া হলনা ?···

তারপর সব চুপ—শুধু জেগে থাকে চৈত্রের চকোর—চামেলির হাসি—স্বর্গঙ্গায় ধোয়া একটি রহস্যময় ক্ষণ···।

সহসা মালিনীর জলে জোছনা তরঙ্গের মত সারা ঘর আলোয় ভরে দিয়ে—আকন্দবন গন্ধে সমাকীর্ণ করে—এসে দাঁড়ালেন শঙ্খধবল কান্তি শশাঙ্কমৌলি। ধীরে ধীরে তিনিই শিশুরূপে তৃষ্ণাতুর ব্যাকুল বুকে নিলেন আশ্রয়—। পুলকিত তনুমন, ওগো আমার চির ঈপ্সিত দেবতা তবে কি তুমিই আসবে ?

স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে হে শিব হে করুণাময় হে শঙ্কর বলতে বলতে ভুবনেশ্বরী উঠে দাঁড়ালেন ভূমি শয্যা হতে—তখন গগনে ভুবনে হাসে সূর্য্যের ঘ্রাণ—

ওদিকে দখিনেশ্বরের দেউলে এসেছেন নারায়ণ হরি—হরের তো না এলে নয় হরিহর যে এক আত্মা একপ্রাণ···।

* * * *

১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ—নভরেণু পুঞ্জিত দুরাবগাহ রহস্যের এক প্রভাত। একদিকে শীত সুপ্তা দিগ্বধুর অফুরাণ ক্লান্তি—আরদিকে বিদায় বিষণ্ণ রাগ রক্ত গোলাপের হাসির উচ্ছলন—একদিকে বিদায় বিষণ্ণ বর্ণহীন নক্ষত্র—আর দিকে উষসীর প্রত্যাসন্ন চরনের অলক্তক—।

সেদিন ছিল মকর সপ্তমী তিথি চলেছে কত শত পূণ্যলোভাতুর নরনারী···ভাগীরথি মুখে···। সেই অগণিত পদশব্দের সঙ্গে অশ্রু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেঁচা স্বপন সেঁচা তুটী ধুতরাপরাগ লাঞ্ছিত পদ শব্দে চমকেউঠলো— মুখর হলো দত্তবাড়ীর সকলে। আহা কি রূপ—এ যেন পৌষালী বায়ে তুলে ওঠা এক ঝাড় কুন্দ এ যেন তুধ সাগরের ঢেউ। তবু— পিতামহ তুর্গাচরনের সঙ্গে কোথায় যেন একটু মিল দেখে বল্লে সকলে শিশুর নাম হোক তুর্গাদাস, কিন্তু শিশুর মুখপানে আঁখি তুটি নিবদ্ধ করে ভুবনেশ্বরীর পড়ল মনে সেই মধুর স্বপন—তিনি বল্লেন না এর নাম হোক বীরেশ্বর। তাই হল। সোহাগের শতধারায়—স্নেহের চুম্বনে—বুকের উত্তাপে শিশু হতে থাকে বর্দ্ধিত···দিনের পর দিন। কটী পূর্ণিমার নীলাভ গুণ্ঠন উন্মোচন অন্তে এগিয়ে আসে একটি মন্দা ক্রান্তাদিন···আসে অন্নপ্রাসনের শুভলগ্ন। বাঙ্গালীর জাতিগত প্রথা অনুসারে সে লগ্নে শিশুর নাম হল শ্রীনরেন্দ্র নাথ তবে সকলে ডাকে বিলে বলে।

* * * *

ঝলমলে রোদে—থমথমে মেঘে—শরতের চপলতায় বর্দ্ধিত শ্বেত শতদলের মত নরেন দিনে দিনে হয় পরিবর্দ্ধমান···

মানে না কারো মানা, শোনে না কারো কথা, তার খেয়াল খুসীতে বাধা পড়লেই হয় আসবাব পত্র ভেঙ্গে করে চুর—নয়তো গগন ফাটা চীৎকার করে দেয় সুরু। দামাল শিশুকে সামলাতে তু তুটো ঝি ও পারে না। অশান্ত শিশুর অশিষ্ট আচরণে পাড়া প্রতিবেশী সকলেই বড় উত্ত্যক্ত।

ভয় দেখালে হাসিতে ঝরায় সে লক্ষ গোলাপ কুড়ি—শাসন করলে ক্ষেপে ওঠে চূনী নদীর জলোচ্ছাসের মত···

কখনও বা প্রহারের ভয়ে চতুর নর্দমায় নেমে বলে কই আমায় ধর দিকি ?

বড় চিন্তায় পড়েন ভুবনেশ্বরী। সেদিন তো বলেই ফেল্লেন পুত্র চেয়েছিলুম বলে তিনি কিনা একটা ভূত পাঠিয়েছেন আমার কাছে। সৃষ্টির সানন্দে একি আক্ষেপ··· অধরাকে ধরতে চাওয়া সে কি অপরাধ ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনি এক প্রলয় নাচন ক্ষণে কি মনে হল বল্লেন জননী ছ্যাখ বিলে বেশী তুষ্টুমি করলে শিব তোকে আর কৈলাসে ঢুকতে দেবেন না—। হরি হরি ধ্বনি শ্রবনে শান্ত শোভন শচীত্থলালের মত শিব শিব ধ্বনিতে প্রশান্ত হল নরেন। হবে না—সতীহারা উন্মত্ত শিব শান্ত হয়েছিলেন প্রসুতির শিবস্তুতিতে এতো সেই শিব-ই। আর একটাউপায়—তুধ নয় দই নয় মধু নয় শিব শিব বলে গঙ্গাবারি ঢাললেই নরেন শান্তসুন্দর নিশ্চল—যেন তারকনাথ—অথবা অমরনাথ—

* * *

ঘুঘুডাকা ঘুমপাড়ানি তুপুরে দত্ত বাড়ীতে রোজই বসে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ভাগবত পাঠের দিব্য আসর। বর্ষীয়ানদের এই আসরে তুরন্ত নরেন শান্ত হয়ে বসে মার কোলে…নিথর নির্ব্বাক। শুনতে শুনতে সে যেন চলে যায় সুদূর অতীতে। মনের পর্দ্দায় ক্ষণে ক্ষণে হয় পট পরিবর্তন হয়ত দেখে—মৃগযুথের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সানুজরঘুকুলতিলকের চিত্রকুটের বনে বনে ভ্রমণ—না হয় বৈজয়ন্তী মাল্য সুশোভিত শ্রীবাসুদেবের সখা সুদামার পাদ প্রক্ষালন—কখনও সখী কর্পূরতিলকার সঙ্গে ক্ষীণমধ্যা পার্ব্বতীর অশোকের আলবালে জল সিঞ্চন।

শুধু কল্পনা নয় সত্যিই একদিন সে বসে থাকে নিভৃত নিঝুম কলাবাগানে। ঐ যে কথক ঠাকুর বলেছেন হনুমানজী আজো আছেন জীবিত আর তিনি নাকি কলাবাগানেই থাকেন। দিগন্তে ডানা মেলে উড়ে গেল শঙ্খচিলেরা—রূপাগ্নিতে মুগ্ধ কত ভ্রমরের পদশব্দ গেল হারিয়ে—কই হনুমানজী তো এলেন না। পড়ন্তদিনের জাফরানী আকাশটার দিকে চেয়ে একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে এল গৃহে। অভিমান হত কণ্ঠে করল অভিযোগ কই মা কথক ঠাকুর যে বলে হনুমানজী কলাবাগানেই থাকেন কিন্তু আমি কেন দেখতে পেলুম না? বুদ্ধিমতী শিশুর বিশ্বাসে আঘাত দিলেন না বল্লেন হ্যাঁ বাবা তুমি ঠিকই শুনেছ তবে আজ নিশ্চয় রামকার্য্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথাও গেছেন—। ভক্তশ্রেষ্ঠ—বীরশ্রেষ্ঠ কিনা তাই বীরেশ্বরের নয়নে জাগে প্রতীক্ষা—

উত্তরের শিরশিরে হাওয়ার সঙ্গে বেজে উঠলো একটি দীপ্তকণ্ঠ নমো নারায়ণায়—এসে দাঁড়ালেন একটি সন্ন্যাসী—যেন গৈরিক অপরাহ্ন—। ছুটে এল নরেন বল্ল কি গো সন্ন্যাসীঠাকুর কি চাই? কাকে চাই? আচ্ছা নাও, নাও এটা নিয়ে যাও, আর দেখ এটাও তুমি নিয়ে যাও বলে সামনে যা পেল উজার করে দিয়ে দিল, এমন কি পরনের কাপড় খানাও! মুঠো মুঠো ঝরা ফুলের মত অজস্র আশীর্ব্বাদ করে চলে গেল সন্ন্যাসী নরেনের কাপড় খানা মাথায় পাগড়ী করে বাঁধতে বাঁধতে। কপট কটাক্ষে বল্লেন নরেন্দ্র জননী হ্যাঁরে জিনিষপত্তর দিলি দিলি পরনের কাপড়খানাও দিয়ে দিলি? মার চোখে এক মুহুর্ত দুটি চোখ রেখে শিব শিব বলে দিগম্বর শিশু হাতদুটি তুলে করে ভুবন ভোলা নৃত্য—শাসনে ভুলে যান—নিমিখ ভুলে যান—ভুলে যান ভুবনেশ্বরী জগৎ সংসার।

শিশু ভোলানাথ এমন কাজ করেই চলে। তাই তো কখনও তাকে তালা বন্ধ ঘরেথাকতে হয়। কিন্তু যার হৃদয় দরজা খোলা সে কি বন্দী থাকতে পারে? ভিখারীর গলা পেয়ে ভাল ভাল সাড়ী ব্লাউজ জানালা দিয়ে দেয় ছুড়ে—তলাতে ভিড় জমে যায় দীন নারায়ণদের।

লাঞ্ছিত বালক আবার তেমনি করেই নৃত্য করে ভোলায় সবাইকে।

কেন ভুলবে না এ নৃত্যে তো হৃদয় ভাঙ্গে না বরং চোখের কোণে জমা করে অলকার আনন্দাশ্রু…।

সব সময় কি নটরাজ হওয়া ভাল লাগে? মাঝে মাঝে যোগেশ্বরের যোগী হব, জটা বাঁধবে এ সাধ ও হয়। কেউ বল্লে ধ্যান করলে জটা হবে আর বটের নামালের মত মাটিতে ঠেকবে। তাই শুনে সে বসল ধ্যানে। যেন অচল অটল শিখিকণ্ঠ—কিছুক্ষণ পর ফিরে দেখে কই জটা তো হল না? আবার চোখ বোজে, গভীর তন্ময়ে ডুবে যায়—আবার চেয়ে দেখে—নাঃ এখনোও হল না, কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে ? তাহলে শিব হওয়া তো হলনা। চোখের জলে ধুয়ে যায় যোগ সাধনা—মাকে জড়িয়ে ধরে বলে বল না মা জটা কেন হলো না, কখন বা হবে ?

শরাহত হরিণীর মত বুকটা টনটন করে উঠলো—ঠিক সেই খানটিতে নরেনের মাথাটা চেপে ধরে ভুবনেশ্বরী বল্লেন ওরে পাগল তুই কি আর কিছুই জানিস না শুধু মায়ের বুকটা ভেঙ্গে দেবার নিঠুর আয়োজন ছাড়া ? অবুঝ কিছু বুঝল না শুধু জননীর বুকের স্পন্দন গুণতে লাগল।

* * *

কত ফুলের ঠোঁঠে রঙ দিয়ে—পাখীর তানে তাল দিয়ে—
নদীর জলে ঢেউ তুলে চলে গেল পাঁচটী বছর···

নরেন্দ্র আজ ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক তার পাঠশালার পাঠ হয়েছে সুরু···পাঠশালাটী অবশ্য ঘরেই।

এখন আর একটী নয় সঙ্গীদল সহ নরেন্দ্রনাথের ক্রীড়াকৌতুকের কোলাহলে মুখরিত হল দত্ত ভবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন প্রভাতে—অপরাহ্নে। ছিন্ন মুকুলে—ছেঁড়াফুলের পাপড়িতে—হাসিতে কান্নাতে ছোট্ট ছোট্ট ধূলা পায়ের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে ঘুরে গেল ১২টি মাস। নরেনের প্রথম শিক্ষা হল সমাপন। নতুন বছরের কোন রূপালি দিনে এল সে মেট্রপলিটনে পড়তে। এবার কিন্তু বাঁধনে পড়লো শিশুযোগী খাঁচাতে ঢুকলো বন বুলবুলি···।

বিপদ হল এইবার সে তো বেশীক্ষণ একভাবে বসে থাকতে পারে না। চঞ্চল কখনও দাঁড়ায়—কখনও বা বসে—কখনও দুষ্ট হাওয়ার মত ছুটে পালিয়ে যায় ঘর থেকে—কখনও পরনের কাপড় ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দেয়—কখনও বা বইগুলি ছিঁড়ে হাওয়ায় দেয় উড়িয়ে···

শিক্ষকগণেরও বিপদ কম নয়—নরেন তো সনাতন পন্থা মানে না। শাসনে সে বেঁকে বসে—বাধাতে সে মেঘের মত গর্জ্জে ওঠে। উপায়হীন হয়ে তারা নিলেন অন্যপথ—মিষ্ট কথা—ব্যবহার—। রুদ্র শিব তুষ্ট হয় স্তবে স্তুতিতে....।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশের রঙ যখন মাটিতে নেমে আসে—ভ্রমর যখন ফুলের বুকে ধৈর্য্যহীন হয়—ক্ষণবসন্তের এমনি—এক সোনার চৈতালিতে বসেছে চরকের মেলা। পথঘাট লোকে লোকারণ্য। মাঝে মাঝে সারা পথ জুড়ে চলেছে বিরাট বিরাট রঙ্গ মিছিল··· বাঁশীতে, বাজনাতে, শিশুদের কলহাসিতে দিনের দাব দাহে সে এক বিচিত্র মিতালি। মেলা থেকে ফিরছে স্বসঙ্গী নরেন্দ্রনাথ হাতে তাদের দুটী একটী মৃন্ময় মূর্ত্তি—মুখে অফুরান কথাগল্প—চোখে হাজার প্রশ্নের জটলা···।

সহসা পথচারীদের চীৎকার গেল গেল। দীপ্তবুদ্ধি বালক তখনই বুঝল আসন্ন বিপদ—। মূহূর্ত্তের মধ্যে উদ্যত অশ্বপদতল হতে, সে একটী বালককে ছিনিয়ে আনল ফুটপাথের উপর। পথচারীরা বিস্মিত স্তম্ভিত, এও কি সম্ভব একটী ছবছরের শিশুর দ্বারা। বৃদ্ধেরা প্রাণখুলে করেন আশীর্ব্বাদ, বন্ধুরাও মুখর হয়ে ওঠে আনন্দ বন্যায়।

পুত্রকে বক্ষে পেয়ে ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠে জাগল ভাষা "বাবা সব সময়ে এমনি মানুষের মত কাজই করো।" মায়ের বুকে মুখখানি রেখে বালক অজানা আনন্দে কম্পিত—আর পুত্র গৌরবে জননী আনন্দাশ্রু বিগলিত।

শুধু কি একদিন....

অবকাশ মধুর সেই চঞ্চল প্রদোষে যখন নরেনের অনুরোধে ট্রাপিজ টাঙ্গাতে গিয়ে ট্রাপিজেরই ভারে সাহেব হল হতচেতন তখন পার্কের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বৃদ্ধ তরুন বালক সকলেই সরে পড়ল ভয়ে। কর্ত্তব্যপরায়ন নরেন পরনের কাপড় খানা ছিড়ে পটী বেধে দিয়ে জল সিঞ্চনে ফিরিয়ে আনল তার গত চেতনা—শিশু ভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে গাড়ী করে পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে—

সেদিন শুধু কলকাতা বাসী নয় বিমুগ্ধ হ'ল দেশী বিদেশী সকলেই—। মার বুক হতে নামল তৃপ্তিভরা মৃদু নিঃশ্বাস—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তেজস্বিতা—নিষ্কম্প্র প্রখরতা এই উপস্থিতবুদ্ধি ঔদার্য্য দুরাসন্ন ইতিহাসেরই ছন্দ—।

* * * *

কখন সে কলহাস্য মুখর চঞ্চল কখন সে নিবাত নিমীল দীপ শিখা সম নিথর—

মাটির কৈলাসেই নন্দী ভৃঙ্গীর সঙ্গে কৈলাসেশ্বরের খেলা হয়েছে সুরু—

নাই বা থাকল চকিত মন্দানিলে দুলে ওঠা দেবদারুর পাতা—ভূর্জ্জের ইঙ্গিতে—মহান নীরবতা—কুর্চ্চির মিনতি—

কখন তাদের প্রদীপ পতাকা হাতে সারিসারি গঙ্গামুখে যেতে দেখা যায়—রাজ্য শাসনে খেলায় আবার সমুদ্র গম্ভীর—।

দলপতির আদেশে সেদিন যোগিয়া রঙের আকাশখানার তলে সবাই বসেছে ধ্যানে। সহসা সঙ্গীরা করে কোলাহল ওরে আয় পালিয়ে আয়। সকলেই পালায় কিন্তু নরেনের যে ধ্যান ভাঙ্গে না। সে কি এ লোকে আছে? ছুটে আসেন জনক জননী—আত্মীয় পরিজন—পাড়া প্রতিবেশী। অরূপের মোহনায় একোন অপরূপে দুরন্ত ঝড়ের মুখে এ কোন অর্নিবান শিখা—একদিকে হিংসা ভুলে দেখে সাপ—আর দিকে স্তম্ভিত হয়ে দেখে চাঁদ—বন্দনা গায় ঘরে ফেরা যত পাখীরা—

কিন্তু আজ কেন মন বসে না ধ্যানে—কেন আজ মুহূর্ত্তে বিলীন মন টানে আমিত্বের আবরণ। মনে পড়ে মা বলেছেন শিব তোকে কৈলাসে ঢুকতে দেবেন না—চোখের কোনে ছলকে আসে জল—মুখে ভাসে মেঘ মেদুর ছায়া—বুকে জাগে দুরু দুরু কম্পন। আসন ছেড়ে সে মৃদু মন্থর পায়ে এসে দাঁড়ায় মার কোল ঘেসে শুধায় আচ্ছা মা আমি যদি সাধু হই তবে তো তিনি আমায় কৈলাসে ঢুকতে দেবেন? আনমনা জননী দেন উত্তর— হ্যাঁ বাবা দেবেন বৈকি?

অজ্ঞাতসারে কথাটা বলেই বিচলিত হন ভুবনেশ্বরীএকি এ আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি বললাম—হায় হায়। সত্যিই যদি সে পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাধু হয়ে চলে যায়। অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হল মন—কুল ভাঙ্গা আছড়ে ঢেউ যেন পড়ল বুকে···। কিন্তু ভাব গোপনে অভ্যস্তা জননী নিজেকে দেন সান্ত্বনা—ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে। আমি বাধা দেবার কে? এমনি ভাবে একদিন জননী বিশিষ্ঠাকেও দিতে হয়েছিল সন্ন্যাসের আদেশ। নয়নের মনি—অঞ্চলের নিধি একমাত্র পুত্র শিবের দোর ধরা শঙ্কর কে।

* * * *

ভ্রমর কৃষ্ণ চুল দুলিয়ে—পথচারীর মন ভুলিয়ে লঘু পদে চল্ল নরেন চাঁপার ডালে দোল খেতে—। ফিরে দেখে পায়ে পায়ে ধূলা উড়িয়ে নন্দী ভৃঙ্গীরাও আসছে পেছনে পেছনে—। হল্লাকরে তারা চাঁপা তলায় দাঁড়ায়—। নরেনকে গাছে চাপতে দেখে বাড়ির মালিক বুড়ো বল্লে খোকা গাছে ওঠোনা।

নরেন—কেন?

বুড়ো—ও গাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে।

দেখতে কি রকম?

জাননা তার বীভৎস চেহারা দেখলে সকলের ভয় করে তুমিও ভয় পাবে। নরেন—না—।

বুড়ো শুধু ভয় পাওয়া নয় ঘাড় মটকে দেবে। নরেন চুপ করে থাকে। বুড়ো ভাবলো কাজ হাসিল হয়েছে। ওমা কোথায় কি নরেন আরো উচুঁ ডালে উঠে বসে—।

নীচের থেকে সঙ্গীটি বল্লে কাজ নেই ভাই নেমে আয়। নরেন —তুই একটা আস্ত বোকা। ভয় দেখাবার জন্য তোর ঠাকুর দাদা মিথ্যে গল্প বানিয়ে বল্ল। আয় না ভাই আমার যে ভয় করছে। নরেন—যা যা তবে তুই বাড়ী যা—মায়ের আঁচলের তলায় থাক গে। নরেন আরো উচু ডালে উঠলো ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার অপেক্ষায়—ভূতনাথের আবার ভূতের ভয়—মৃত্যুঞ্জয়ের আবার মৃত্যু ভয়। তাছাড়া সে যে ভয়কে পাপ বলেই জানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

*   *   *   *

যুগ প্রয়োজনেই আসেন অবতার আচার্য্য। যুগের সব চাহিদাই হয় তাদের মেটাতে। তাই ভবিতব্যভারাতুর নরেনের দুটি চোখেই জাগে সর্ব্ব বিদ্যার আকুণ্ঠ ক্ষুধা—

কুস্তি লড়ে সে শরীরকে করতে চায় অটুট—ইতিহাস, সাহিত্য দর্শনের মাঝে ডুব দিয়ে হতে চায় জ্ঞান বৃদ্ধ—দেশ বিদেশের সব তত্ত্ব মোহিত করে জানতে চায় সত্যকে অন্তরে প্রবেশ করে চিনতে চায় আপনাকে—ধ্যান করে জানতে চায় ভগবানকে। তাই সারাদিনেও স্কুলের পড়ার হয় না সময়।

আর রাত্রি কাটে অনাগত ভবিষ্যতের কত রঙিন ছায়া ছবি দেখতে দেখতে। কখনও দেখে—সে যেন জড়া মরনাহত জীব মুক্তির কল্পে করুণা বিগলিত ভগবান তথাগতের মত গয়া কাশী মৃগদার সারনাথের পথে পথে···রোহিণী নৈরঞ্জণার বালু সৈকতে ছুটে চলেছে—পরক্ষণেই দেখে সে যেন আত্মভোলা নির্ব্বৈর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শঙ্করের মত বদরী, কেদার, নন্দ প্রয়াগ, তুঙ্গনাথ, গোমুখী গঙ্গোত্রীর বন্ধুর পথবাহি। চকিতে সে কল্পনার হয় পটক্ষেপ। ভেসে উঠে অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠাসিংহাসনে সে যেন একমাত্র অধিকারী। তারপর মিলিয়ে যাওয়া ছায়া ছবির সঙ্গে সঙ্গে বাজে কার জলদ কণ্ঠ—এই দুইটি হবার শক্তি তোর ভিতরে আছে। বল কোনটি হবি? সন্ন্যাসী হবার ব্যাকুল বাসনাই তার আধো জাগা মনকে করে দিশাহারা তার সমগ্র চেতনাকে করে উন্মাদ—।

তারপর চোখেরপাতা কেমন যেন ভারী ভারী হয়ে আসে মুদিত চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি জ্যোতিবিন্দু। বাড়তে বাড়তে সেই বিন্দু তারা বাজির মত যায় ফেটে আলোয় আলোময় হয় দিক দেশ। আলোর সমুদ্রে পাড়ি দিতে দিতেসে ঘুমের দেশে গিয়ে উঠে—এমনটা রোজই হয়। এযে বহুজন্মের বহু সাধনার ফল তা সে জানত না।

এমনি ভাবেই কাটে দিন রাত্রি মাস, এগিয়ে আসে পরীক্ষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র দু চার দিন আগে অযতনে তুলে রাখা বইগুলো এনে ঝেড়ে মুছে স্কুলের পড়া শুরু হয়!—অসম্ভব হলেও সত্যিই এক রাত্রে জ্যামিতীর চার খণ্ড মুখস্ত করে দিয়ে আসে পরীক্ষা—। সে যে বিরাট শিশু, সেতো কোন সীমার বন্ধনে সীমিত নয়। পরীক্ষার ফল ভালই।

* * * *

বাতাসে দোলা কচি কিশলয়ের মত চলেছে কটি বালক খেয়া-পারে—শুধু কলগুঞ্জন, আর হাসির ফোয়ারা—। সহসা একটিবার বমি করে পাটাতনে লুটিয়ে পড়ল একজন সঙ্গী। শুকতারার মত অনুজ্জ্বল মুখে তারা ভাবে কি হবে? ওদিকে মাঝিরা ক্ষেপে ওঠে বলে নৌকা ধুয়ে দাও—শিশুদের কণ্ঠে জাগে মিনতি মাঝি ভাই ওটি তোমরা করে নিও বেশী ভাড়া দোবো। উন্মত্ত ক্রোধে বলে তারা তা হবে না....। সেদিন কি কেউ ভেবেছিল জুলুমবাজ মাঝিদের হাত হতে রক্ষা করতে সবার চেয়ে ছোট্ট নরেন লাফ দিয়ে নেমে ডেকে আনবে গোরা পল্টনকে—আর তারাও সাহসী শিশুবাঙ্গালী বন্ধুটিকে তারা জানাবে থিয়েটার যাবার নিমন্ত্রণ—। ধন্যবাদের সঙ্গে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে মায়ের ছেলেরা ফিরে গেল মায়ের কোলে—। সাক্ষী রহিলসুরধুনীর জলতরঙ্গ—দিগন্তের সোনালী মন।

শিশুর মনে শুধু অশান্ত পটক্ষেপ—অকারণ উচ্ছলতা—হঠাৎ একদিন বিলিতি জাহাজের রূপসজ্জা দেখবার ছাড়পত্র আনতে ছুটল নরেন চৌরঙ্গী...

প্রবেশ পথে বাধা পায়—কিন্তু সে তো হটবার পাত্র নয়। আর সবার মত সেও পর্দ্দা ঠেলে ঢোকে—বিস্মিত সাহেবের সামনে—মেলেধরে কাগজখানা—সই করিয়ে নিয়ে নেমে আসে সামনের সিড়ি বেয়ে—চমকে বলে দরোয়ান—

এ লেড়কা—তুম ক্যায়সে উপরমে গিয়া থা?

দুষ্টু মুখভঙ্গী করে দেয় জবাব—হাম যাদু জানতা—

* * * *

অনন্তের বক্ষে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলে কাল....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়নানন্দের যে উৎস—জীবনানন্দের যে উন্মেষ—সেই নরেন আজ নিখিল মন অঙ্গনের কিশোর। ছেলের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে বুক ভরে ওঠে মা বাপের—। নব রূপায়নে সেই নটরাজ রূপ দেখে চমকে ওঠে পাড়া প্রতিবেশী সকলেই এই কি আমাদের সেই নরেন এ যে ছুধে ধোয়া শিব ঠাকুর গো···এ যে শিব চতুর্দশীর চন্দ্রচূড়া।

দৃষ্টি দাহনে কিনা জানিনা—নরেন আক্রান্ত হলো রোগে। দিন দিন সে কৃশ হতে লাগল—মলিন হতে লাগল—কৃষ্ণাতিথির ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের মত। চিকিৎসায় ভাল ফল হয় না। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সুদূর রায়পুর হতে পিতা বিশ্বনাথ দিলেন ডাক···।

এখনকার মত তখন সব জায়গা হয়নি রেল লাইন—নাগপুর হতে দীর্ঘ ১৫ দিনের পথ যেতে হয় গোযানে—আকাশ ছোঁয়া ছুটী শৃঙ্গমালার মাঝে চলে গেছে এক মনোরম বনপথ। সবুজের ঐশ্বর্য্য—পাখীর গীতালি—অচেনা বৃক্ষলতার রোমাঞ্চ—নীরদ নীলে ভেসে যাওয়া মেঘ বলাকা জাগাল কবিতার স্বাদ—।

সহসা প্রকৃতির এই নিজননিকুঞ্জে মক্ষিকাদের মধুচক্র চলার পথে টানল থমক। বিশ্বনিয়ন্তার সৃজন মালার কথা ভাবতে ভাবতে সে অনন্তের ভাবে গেল সে তলিয়ে···হল বাহ্যহারা জানি না তা কতক্ষণ—। শুনেছি কবি ওয়ার্ডওয়ার্থের জীবনে নাকি এমনি একটি প্রকৃতিলীন দিন নেমে এসেছিল—

অরন্যের দিন হল শেষ—আরন্যিক রাত্রি হল সমাপন। পথ প্রমত্ত নরেন থামল রায়পুর গৃহদ্বারে। মামলা মকোদ্দমায় যায় না সময়—আদালতেও হয়:না যেতে। এই অখণ্ড অবসরে পিতা তুলে নিলেন পুত্রের শিক্ষার ভার আপন হাতে···। নরেনের বিকাশ উন্মুখ বুদ্ধিও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিশ্বনাথ তাকে শ্রেণীগত বিদ্যার ক্ষুদ্র আবেষ্টনে বদ্ধ না রেখে দেশ বিদেশের ইতিহাস—সাহিত্য দর্শনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বই পড়াতে করলেন সুরু…শুধু তাই নয় তর্কের সাহায্যে স্বাধীন মত প্রকাশের দিলেন অবাধ সুযোগ—।

এটর্নি বিশ্বনাথের বৈঠকখানায় আসে কত জ্ঞানী গুণী সাহিত্যিক হয় কত আলাপ আলোচনা। পিতার আদেশে নরেন্দ্র সেই সভায় থাকে উপস্থিত…। সেদিন পিতাও পিতৃবন্ধুর বঙ্গ সাহিত্য আলোচনার কালে আহুত নরেন্দ্রনাথ এসে যোগ দিল—তার জ্ঞান গভীরতা স্থির গাম্ভীর্য্য লেখকের চোখে জাগাল আশার ঝলক। বললেন বৎস—একদিন নিশ্চয় তোমার দ্বারাই বঙ্গ সাহিত্য হবে গৌরবান্বিত। তিনি কি দেখতে পেয়েছিলেন বর্ত্তমান ভারত—ভাববার কথা প্রাচ্যও, পাশ্চাত্য, পরিব্রাজকের পাণ্ডুলিপি…।

বিশ্বনাথের শিক্ষার রীতি ছিল অন্যরূপ। তিরস্কারের বদলে তিনি চাইতেন স্নেহ সিঞ্চনে—কৌশলে শিক্ষা দিতে…

অফুরান কথা ও কাহিনীর আসরে যখন নরেন্দ্র হল স্তব্ধ—মূক তখন সঙ্গীরা হয় ব্যস্ত ফুলের বুকে মেঘের ছায়া মঞ্জীর কেন জানতে।

খুজতে খুজতে নজরে পড়ে যায় কারণ—দেওয়ালে লেখা আছে "নরেন্দ্রবাবু আজ তার মাতাকে কটু কথা বলিয়াছে" এ লজ্জা এ মনস্তাপ ছিল সারা জীবন ?

বহু গুণোগুণী হলেও বিশ্বনাথ ছিলেন না মিতব্যয়ী। কোন আত্মীয়ের উপদেশে নরেন সেদিন জানতে চাইল বাবা আপনি আমাদের কি রাখছেন ? চমকে ওঠলেন পিতা এ শিক্ষা কে দিল ? হঠাৎ স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত পর তিনি শান্ত কণ্ঠে দিলেন উত্তর ওরে যা যা নিজের চেহারাটা দেখেআয় তাহলে বুঝবি কি তোর পিতার দান—দিনে দিনে বর্দ্ধিত সরল ঋজু দেহ তুষার ঢালা দিব্য কান্তি—শিবশান্ত দুটী আয়ত চক্ষু—অন্তরে উচ্ছলিত অপূর্ব জ্যোতি দেখে বুদ্ধিমান বুঝল কি তার পিতার দান। শাস্ত্রবানী তো নয় মিথ্যা—পিতার পূণ্যে পুত্রের উদয়—গেলাপ ঝাড়ে গোলাপই ধরে—।

দত্তবাড়ীতে আত্মীয় অনাত্মীয় অনেক দুস্থ লোক অতি আরামেই করে' কালক্ষয়। শুধু ভরনপোষণের গুরু ভার বহন নয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের মাদক দ্রব্যের খরচ ও বিশ্বনাথ যোগাতেন—। এইসব অলস নেশাখোরদের দানের বিরুদ্ধে জানায় অভিযোগ—বাবা আশ্রয় দিয়েছ বেশ করেছে কিন্তু তাদের স্বভাবকে কেন প্রশ্রয় দিচ্ছ? ন্যায়দণ্ডের যেন বিচারক···

কয়েক মুহূর্ত্ত থমকে দাড়ালেন মহান মহীয়ান—থমকে দাড়ালেন সুমেরু পর্ব্বত—বল্লেন আয় বুকে আয়—কি বুঝল জানিনা ছুটে এ'সে সে পিতার বিশাল বক্ষে নিল ঠাই।

শোন 'জীবন যে কত দুঃখময় যখন বড় হবি তখন বুঝবি —শূন্যময় জীবনের গভীর দুঃখ হতে—ব্যর্থতা হতে মুক্তির পিয়াসে যারা নেশা ভাঙ্গ করে, যখন বড় হবি তাদের এই ব্যর্থতার সুর— হতাশার ঝড় তোর বুকে ও বাজবে তোর'ও হবে দয়া।

শ্রদ্ধায় বুক ভরে ওঠে—আমার পিতা এত উদার—এত বড় বিশ্বপ্রেমিক—। কখনও কখনও মুখর হয়ে উঠতে দেখা যায়— জনকের গুণাবলী কীর্ত্তনে। আমি মহতের পুত্র। হবেনা—সন্ন্যাসীর পুত্র তিনি—সন্ন্যাসীর জনক—

সত্য আর ন্যায় যার জীবনের মুল মন্ত্র তার যুক্তিপূর্ণ কথা বালক জ্ঞানে অবজ্ঞাত হলে সেতো ক্রোধে আত্মহারা হবেই···

জ্ঞান বিজ্ঞানের তরী বোঝাই করতে করতে কেটে গেল দুটী বছর······

প্রেম, পবিত্রতা, দয়া, ক্ষমা অন্তরের যা কিছু, অপার্থিব সম্পদ নিঃশব্দে অধিকার করে উত্তরাধিকারী নরেন্দ্র বিজয়ীর মত ফিরল কলকাতায়—

সুপ্তি স্বপ্নে ধাক্কা দেওয়া বন্ধু নরেন পেয়ে আবার সহপাঠীরা আনন্দে মেতে উঠলো যেমন করে মাতে মেঘগর্জ্জনে মেখণা— স্মরনতীর্থে ভিড় করলো কত কথা—কত কল্পনা—কত ছিন্নছায়া—।

এরপর সুরু হল গভীর অধ্যয়ন—পেরিয়ে যায় কত রম্যরুচি দিন—পেরিয়ে যায় কত বিদ্যুৎ স্তনিত রাত্রি—নাই ভ্রুক্ষেপ—শুধু পড়া পড়া। তিন বছরের পড়া এক বছরে তৈরী করে দিয়ে এল পরীক্ষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর—আশ্বিনের হাল্কা রোদ্দুরের মত একদিন সে হেসে দাড়ালো প্রথম বিভাগের প্রমোশন পত্রখানা হাতে—

সে শুধু গ্রন্থকীট নয়—একডেলে গাছ নয়—রঙ্গ তামাসা, খেলাধূলা, নৌকাচালনা, অসিচালনা, রোমাঞ্চকর গল্প বর্ণনা, পিতার কাছে শেখা রসনাতৃপ্তকর রন্ধন, দিলরিঝানা গান, বিস্ময়কর বাজনা, নয়ন ভুলানো নৃত্য, অপূর্ব্ব কবিতারচনা এসবি তার জানা আবার সে ভাল ঘোড়সওয়ার ও ছিল। আর ছিল তার আপন হাতে গড়া ছোট্ট একটি নাট্যশালা।

মাসি পিসি দিদি সম্বোধনে প্রতিবেশীদের মন কুড়াতে সে ছিল অদ্বিতীয়—তবু অনেকেই বলে অহংকারী। অনেক জানাই কি এর কারণ—না স্পষ্টবাদিতা, দলপতির আসন এর কারণ—না হয় স্ফটিকের উপর প্রসন্ন রৌদ করোজ্জ্বল দীপ্তরূপ এর কারণ জানি না—তবে তাদের অনিচ্ছন মন ফিরে ফিরে তাকেই খোঁজে। এইখানেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদের বাল্য কাহিনী হল শেষ। আধ-ফোটা কুঁড়ির নিরূদ্ধ সুবাস এবার ছুটতে চায় উধাও অসীমে।

* * * *

নরেন্দ্র এখন জেনারেল এসেমব্রিজের ছাত্র। বুদ্ধিমান, প্রিয়দর্শন তাই সহপাঠী, অধ্যক্ষ সবারি বড় প্রিয়। বাড়ীতে ও মা বাপের বড় আদরের। এখন তার মনের দিগন্তে শুধু মলয় দাক্ষিন্যের স্রোত···অন্তরে যেন দেওয়ালীর উৎসব।

শ্রুতধর কিনা তাই পড়াশুনার সময়ের হয় না অভাব, গান, বাজনা, নাচ, ব্যায়াম ধ্যানাভ্যাস সবদিকই তার থাকে—।

প্রবেশিকা পাশের আগেই সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিদেশী মাশম্যান এলফিনষ্টোনের ইতিহাস কণ্ঠস্থ ছিল। এবার সুরু হল বিদেশী ন্যায়শাস্ত্রের সব বই—হোয়েটলি, জেভনস, মিল। নদীতে জাগে স্রোতাবর্ত্ত। কার চঞ্চলছায়া তাকে অনুসরন করল সে দেখল না। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনশাস্ত্রে তার জন্মগত ধর্ম্মবিশ্বাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংঘাত সৃজন করল। চিত্তকে বিচলিত করল—জিজ্ঞাসার তুফান তুল্ল।

প্রকৃত সত্য কি ? এই জড়জগতের পশ্চাতে স্রষ্টা কেউ আছেন কিনা ? এ সমাধানের জন্য সে আকুল হল।

আবার ডুব দিল অধ্যয়নে—হিউম, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের পাতা উলটালো। কিন্তু কই সমাধান! বুঝল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র যুক্তি বিচারের সাহায্যে তত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে যেন আরো জটিল করে তুলেছে—তাই খুঁজতে লাগল বাহির জগতে সত্যদ্রষ্টাকে…।

সভায় সভায় ফেরে, শোনে ধর্ম্মপ্রচারকদের বক্তৃতা। যদি ভাল লাগে তবে করে প্রশ্ন—মহাশয় আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ? তার অশান্ত কণ্ঠ, উদ্‌ভ্রান্ত চাহনিতে বক্তা নির্ব্বাক—দেখেন নি। ঝড়ের মত বেরিয়ে যায়। কেউ দেখেন নি! তবে কি ঈশ্বর দর্শন শুধু শব্দের ঝঙ্কার। মন সন্দেহবাদী হয়ে ওঠে…

এই সত্যদর্শন বা ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজেও নিয়ে যায়…

প্রণালীবদ্ধ উপাসনায় যোগ দেয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা তার মেটে না—মতে ও মেলে না।

তাকে স্বমতে আনতে কেউ চেষ্টা করলে তুমুল তর্ক করে—প্রতিপক্ষকে সে অগাধ জলে ভাসিয়ে দেয়। তবুও তাকে সবাই ভালবাসেন। তার উদাত্ত কণ্ঠের ব্রাহ্ম সঙ্গীতে তাদের মন ভেজে…

সন্দেহের লুব্ধ অত্যাচারে সে অস্থির হয়ে উঠলো—

সেদিন ঘটে গেল এক বিস্ময়—ভাসমান নৌকায় দেবেন্দ্রনাথ আছেন ধ্যানরত, সহসা নরেন উন্মাদের মত নৌকায় উঠে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ?

উত্তেজিত কণ্ঠে মহর্ষির ধ্যান যায় ভেঙ্গে—নীরব, কয়েক মুহূর্ত পর শুধু বলেন—তোমার চক্ষুদুটি কি উজ্জ্বল—যেন মহাযোগী।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি ধ্যানাভ্যাস কর—তোমার দর্শন ও শান্তি হবে।…আপনিও দেখেন নি? কেশবকে যিনি উদ্ভাসিত করেছেন তিনিও ঈশ্বরকে দেখেন নি? তবে কি ঈশ্বর নেই? আকাঙ্ক্ষার ঝড় হতাশার সুরে হল স্তিমিত।

তবে এরপর থেকে মহর্ষির উপদেশ মত সে ব্রহ্মচর্য্যবিধি-পালন করে—ভূমিতে শয্যা পাতে—নিরামিষ খায়…নির্জনে একলা ঘরে থাকে—ধ্যানাভ্যাস করে—। ধ্যান করতে করতে রাত ফুরিয়ে যায়…তবু সমাধান তো হয় না—এদিকে এই অন্তর্ঝড়ের মধ্যেই চলতে থাকে তার এফ. এ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি…

নিরাশার সাহারা বুকে একদিন কাঁপল একখানি কপোত-ধূসর মেঘ—। ছাত্রপ্রিয় হেষ্টি সাহেবের ক্লাস—বিদ্যাগ্রহণে উন্মুখ-ছাত্রেরা। বিষয়বস্তু—কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা। কথায় কথায় এসে পড়ল ভাব সমাধির কথা। ধর্ম্মপ্রাণ সাহেব প্রিয় ছাত্র নরেন্দ্র নাথের দিকে তাকিয়ে বল্লেন হ্যাঁ জানি একজনকে—যাঁর সমাধি হয় মুহুর্মুহুঃ—তিনি দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর নাম কলকাতার সকল লোকের মুখে মুখে ফেরে—।

সচকিত নরেন—কে এই রামকৃষ্ণ? দক্ষিণেশ্বর কতদূর—তিনি কি ভগবানকে দেখেছেন—ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন? তার চিন্তার স্রোতে এবার অনুকূল হাওয়া বইল।

ভিজে ভিজে কটী মেঘলা দিনের পর—দৈব নির্দ্দেশে হল অমৃত যোগাযোগ—এল ব্যাকুলিত অন্তরের একটি শুভলগ্ন…

প্রতিবেশী সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্ত ভগবানের জন্য সব আয়োজনই করেছেন—একটি ত্রুটি, গান শোনাবে কে? প্রভু যে গান শুনতে ভালবাসেন। ছুটল সুরেশ মিত্তির নরেনের কাছে…আয় ভাই একটা গান গাইবি। পরীক্ষার পড়া ফেলে গান পাগল চল্ল প্রতিবেশীর আহ্বানে…ঢুকলো গৃহমধ্যে……

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চমকে ওঠেন সচল বিগ্রহ—কে? দেখেন অনিমেষ নয়নে—এ যেন অরণিতে লুকিয়ে থাকা অগ্নি—এ যেন ঘন-ঘটার বুকে ইরম্মদ—। এই তো সেই প্রতীক্ষার ধন…চির প্রিয়জন।

সাঙ্গ হল গীত। এগিয়ে আসেন তিনি দূর হতে নিকটে বুকের কাছে—। অঙ্গের ভাগবত লক্ষণ দেখে ভগবান রোমাঞ্চ বিস্ময়ে করেন অনুরোধ একটিবার রাসমণির বাগানে যেও, বল যাবে? "অন্তর্দ্বন্দ্বে মর্ম্মাহত নরেন্দ্র নির্ব্বাক—!

লোকালয়ে জমাট বাঁধেনা দর্শনের আনন্দানুভূতি—তাই বুঝি কুঞ্জবনে—নিভৃত নিরালায় যেতে হবে বাঞ্ছিত প্রিয় অভিসারে… জানাতে হবে যত ব্যথা—যত বেদন বাণী…

* * *

পরীক্ষা হয়ে গেছে; পাশও করল। আবার সেই অতৃপ্তি—সেই আলোড়ন—সেই সমুদ্রমন্থন—

পুত্রের ভাবান্তর দেখে পিতা বিশ্বনাথ করলেন বিবাহের আয়োজন। প্রায় পাকাপাকি....। পাত্রী শ্যামলী বলে ব্যারিষ্টার বাপ দেবেও প্রচুর…

নরেন বেঁকে বসল—বিবাহ করবে না। শিউরে ওঠে ভুবনেশ্বরীর বুক, না জানি কপালে কি আছে? মনে পড়ল মধুর স্বপ্ন—। কোন দক্ষের ঘরে—কোন নগাধিরাজের ঘরে—সুস্বপ্নশরীরিণী কিশোরী উমার নূপুর গুঞ্জন তো শ্রবণে আসেনি, তবে কি হবে? পাষাণে বুক বাঁধে…।

পুত্রের স্বাধীনতায় বাধা দিতে অনিচ্ছুক পিতা নীরব…।

আত্মীয় রামদত্তকে ডেকে বলেন—খোঁজ এর কারণ কি? রামদত্ত বুঝলেন প্রবল ধর্মানুরাগই এর কারণ। বলেন, এতই যদি আগ্রহ তবে যাও দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের কাছে।

নরেন্দ্র ভুলে গেছে শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অনুরোধ, সাভিলাষ দুটী আঁখি—বুঝি বিদেশী শিক্ষা দেয় বাধা। লেখাপড়া জানা নেই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাছাড়া দক্ষিণেশ্বর না জানি কতদূর ? আর সেকি আমার অন্তরের ক্ষুধা পারবে মেটাতে, না কখনই নয়।

রামতনু বসুর ভাড়াটে বাড়ীর এক নির্জন কক্ষে তার দগ্ধ দিনগুলি কেটে চলে। খুলে বসে শেলি—খোলে বায়রন—খুল্ল হেগেল—কিন্তু সমস্যার সমাধান কোথায় ? স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ, নাঃ, ওতেও কিছু নেই।

কোনদিন বা আসে বন্ধুরা। বলে গা না ভাই, একটা গান গা, আর কত পড়বি রাতদিন—হেমন্তের অপরাহ্নের মত ম্লান হেসে সুরু করে সুরের ঝঙ্কার···। গান হয়ত সুরু হল বেলা ১০টায়—কখন যে দিনান্তের ক্লান্ত রবি বিদায় নিয়েছে—পাখীর কলকাকলি স্তব্ধ হয়েছে—ভৃত্য এসে রেখে গেছে সাঁঝের প্রদীপ, জানলো না গায়ক···জানল না শ্রোতা। পড়াশোনায় যত বাধাই হোক না কেন, নরেন্দ্র উদাসীন। উধাও মন তার কোন অমৃতের সন্ধানে—কোন আলোকের উৎসপানে ছুটে যেতে চায় সে তা জানে না, কিন্তু করে অনুভব, বাহিরে অন্তরে নিরন্তর এক তীব্র জ্বালা—।

একে একে কতদিনের পদশব্দ যায় হারিয়ে···যায় অতন্দ্ররাতের কালিমা মুছে।

নীড়হারা ঝড়ো পাখীর মত রূপ—বিভ্রান্ত মন দেখে চমকে ওঠেন রামদত্ত, বলেন বারবার—ওরে একটিবার চল দক্ষিণেশ্বরে। তিনি যে ডেকে গেছেন মনে পড়ে না ?

চেতনার অন্তরাল হতে ভেসে ওঠে একখানি প্রাণময় চিত্র—সুমধুর না হলেও মমতায় গড়া কাঞ্চনতনু—সেই আপন করা আহ্বান। এবার বুঝি ধরা পড়ল পলাতক মন। মিলনের অগাধ কামনা নিয়ে জাগল সহস্রদল।

ওদিকে উচাটন মন—প্রতীক্ষারত নয়ন, কে যেন আসে আসে, তবু আসে না। ওগো তুমি যে আমার কে, এ বিশ্বে তোমার কিবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন, তাতো জানো না। আর জানো আর নাই জানো, তবু এস, একটিবার এসো—

পিতৃলোক দেবলোক—চন্দ্রলোক—সব ভেদ করে জ্যোতির সপ্তর্ষিমণ্ডলে তুমি ছিলে সমাধিস্থ—নির্বিকার, আর আমি ধরার ব্যথায় বিগলিত দিব্য শিশুরূপে কত নতি, কত মিনতি ক'রে সে সমাধি ভাঙ্গি—আমারই সৃষ্টির সুখ-দুঃখ স্পন্দনে যোগ দিতে তোমায় আহ্বান করে এনেছি ধরাতলে···তবে কেন দূরে রও, বিরহের বেলাভূমে আর রেখো না, এসো—"মা মা, একটিবার তাকে এনে দে—প্রাণ খুলে দুটো কথা বলি।"

হৈমন্তী সূর্যের হাসিতে সেদিন ছড়িয়ে পড়েছে হেনার গন্ধ—বাতাসে হিমসিক্ত আলিঙ্গন—গঙ্গা তরঙ্গে যেন কোন বিশ্ববেদার পদধ্বনি—

সহসা পশ্চিম দুয়ারে পড়ল কার ছায়া—গগনে ভুবনে বাজল কার আগমনী সুর—সে কি এল, অনাগত ভবিষ্যতের যে যুগাচার্য্য—? বিরহখিন্ন দুটী চোখে জাগে আনন্দ শিহর, "ওরে আয়, আয় বস্—।"

গঙ্গাজলের জালার কাছে বসল নরেন সবান্ধবে।··· ঐ তো সঙ্গে কত ছোকরারা এসেছে কিন্তু এমনটি তো কেউ নয়, সকলে যেন ডোবা, ও যেন বড় দীঘি—ঠিক ওদেশের হালদার পুকুর। বিলাস বিষয়ীর আবাস কলকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণীও আছে ? অরুণিত আয়ত আঁখিতে ধ্যানের আবেশ···অঙ্গে জড়িয়ে আছে অযত্ন শিথিল মলিন উত্তরীয়—অষ্টমী চাঁদের মত দীপ্ত ললাটে অবলুণ্ঠিত অবাধ্য কেশগুচ্ছ।

প্রেমতন্ময় দৃষ্টিতে দেখেন ঠাকুর আপনহারা শিবের এই উদাসীন রূপ—তারপর সংযত কণ্ঠে বল্লেন—ওরে গা, একটা গান গা—। অন্তর মথিত করে জাগল বেদনা।

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরদী কণ্ঠ ও সুরের মিতালিতে গান হয়ে ওঠে অপূর্ব—আর শুনতে শুনতে সুরময় হন ভাবাবিষ্ট। অবশ আতুর উত্তরায়ণে লাগে দোলা…আবার ধ্বনিত হয় হৃদয়ের ব্যর্থ ব্যাকুলতা—

যাবে কি হে দিন আমার
বিফলে চলিয়ে
আছি নাথ দিবানিশি
আশাপথ নিরখিয়ে।

প্রিয়জনের আক্ষেপ, এ যেন অসহ্য হয়।

ত্বরিতপদে নেমে এসে নরেনের হাত ধরে নিয়ে গেলেন উত্তরের বারান্দায়…দ্বার রুদ্ধ হল—বুঝি বা দেবেন উপদেশ।

ক্ষণভঙ্গে একি অধীরতা—অবিরল ধারাবর্ষণ অন্তে প্রেমালিঙ্গনে বেঁধে চলে কাতর নিবেদন—"ওরে নিঠুর এতদিন পরে আসতে হয়? বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ আমার পুড়ে যাচ্ছে। আমি যে তোর পথ চেয়েই বসে আছি—সে কি একবারও ভাবতে নেই?"

মিলনের পর যে অশ্রু সে তো প্রীতির নবধারা…

আর নরেন যেন চিত্রলেখার মত নিথর—

নিবেদন শেষে আবার স্থুরু হল স্তুতি…কমল দুটি হাত জোড় ক'রে বলেন কমলাপতি "ওগো তুমি জানো আর নাই জানো, আমি জানি তুমি নররূপী নারায়ণ—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—শুধু আমার জন্য নয়, সমস্ত জীবের সমস্ত ভুবনের দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ হরণ করতে তুমি এসেছ।"

তাইতো, লোকে যে পাগল বলে এতো মিথ্যা নয়, নইলে আমি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে—সামান্য কলেজের ছাত্র আমাকে এসব বলা কেন?

……কিন্তু পাগল কি জীবকে দেখে নারায়ণ, ঈশ্বরের জন্য করে অশ্রুপাত? হয় কি এত রূপময়? থাকে কি কথায় এত অমৃত? মুখে ভুবন ভোলানো হাসি? স্পর্শে কি জাগে পুলক শিহরণ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উড়িয়ে দেবার মত পায় না কোন ভাষা তাই অনিমেষ নয়নে দেখে…নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শোনে… ।

ভাব-সাগরে জাগল নতুন ঢেউ…একটু বস, আমি আসি বলে তিনি মুহূর্তে যান চলে…। শরত সান্নিধ্যে উচ্ছল ভ্রমরের মত চকিতে আসেন, ফিরে তুলে ধরেন ওষ্ঠাধরে মাখন, মিছরি, সন্দেশ—বলেন, খা খা। সে কি ব্যাকুলতা, সে কি আগ্রহ… ।

"তা দিন না,সকলের সঙ্গে খাইগে।" না, না, ওরা খাবেখ'ন, তুই খা। স্তবস্তুতি ভোগ নিবেদনের পালা সাঙ্গ হলে……সকলের মাঝে দুজনে এলেন ফিরে।

কেটে চলে নন্দিত মনের কটি রসমেদুর ক্ষণ…

সহসা জেগে উঠে উঠলো সেই চিরপ্রশ্নের প্রভঞ্জন—আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?

"ওরে হ্যাঁ, হ্যাঁ তোকে যেমন দেখছি, ঠিক তেমনি করে দেখেছি, শুধু তাই নয়—তোর সঙ্গে যেমন করে কথা কইছি তেমনি করে কথাও কয়েছি।"

আশাতীত উত্তরে নরেন্দ্র বিহ্বল। একি নতুন বিস্ময়—একি আলোক সম্পাৎ…

এগিয়ে আসা বিদায়-বিধুরক্ষণে জাগল আবার মিনতি—বল্ আবার আসবি ? না না কথা দে আমার কাছে।

কথা তো দিতে পারি না তবে চেষ্টা করব।"

প্রণতঃ নরেনকে আবার করেন মিনতি—আসিস্, যেন দেরী করিস না…। কণ্ঠ জড়িয়ে আসে বিচ্ছেদ বেদনায়—চোখে ফুটে ওঠে সাগর ধোয়ান দুটি মুক্তা।

সত্যি মন্দিরাঙ্গণ থেকে মিলিয়ে গেল দীর্ঘতম সেই ছায়া… তুষার চূড়ার শ্বেত স্বপ্ন।

পঞ্চবটী—ঝাউতলা—গঙ্গাতীর সব ঠাঁই হতে শোনা যায়—দিব্য উন্মাদের, ভক্ত বৎসলের বিরহ আকুল ক্রন্দন—ওরে সত্যি তুই চলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলি, ফিরে আয়, তোকে না দেখে আমি থাকতে পারি না, আয়…বুকে আয়।”

ওদিকে শয়নে-স্বপনে—নিদ্রায়-জাগরণে—চঞ্চল দিনমানে—নিশীথিনীর নিভৃত নিরালায় সর্ব্বদা নরেন্দ্র করে অনুভব কে যেন করে আহ্বান—কে যেন করে ইশারা। দিশারীর ডাকে সে কি আকুলতা—সে কি মমতা। দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সে চলে যায় দুর্ব্বার বেগে দখিনাপুরীর দেব সন্নিধানে—। প’রে থাকে সর্ব্বহারা শিথিল শরীর সিমলার শীতসুপ্তা পিঙ্গল রাত্রির কোলে।

দুটী বিদগ্ধ মনের সেই গীতগুঞ্জন শুনল শুধু এক আকাশ তারা এক প্রদীপ আলো।

জেগে উঠে সে চমকে ওঠে…নিশ্চয় সে হিপনোটীজম্ জানে তাই এমনটা হচ্ছে। তা ছাড়া আর কিছু নয়—নইলে ঈশ্বরকে মানুষের মত দেখা যায় বলে! এই যন্ত্রমুখর উনবিংশ শতাব্দীতে একথা মানাও যে অসম্ভব।

আর যদি আছেন তবে সে কি রূপ—মৃন্ময় না শিলা? স্মৃতির দেউলে ভেসে উঠে দক্ষিণেশ্বরের প্রাণময় দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। আবার ভাবে…যিনি সর্ব্বব্যাপী অন্তরে বাহিরে—প্রতিক্ষণে যাতে আছি ডুবে—তিনি তবে আমার মাঝেও আছেন। অমনি পড়ে মনে ভাবঘন বাণী—ওগো তুমি সেই নররূপী নারায়ণ—পুরাণ পুরুষ—।

যদি আমি আছি তবে তিনিও তো আছেন। চিত্ত-সমুদ্রে বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব তরঙ্গ চলে অবিরাম।

নাঃ আর ভাবতে পারি না, তার কাছে যাবওনা, তার কথা ভাববও না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মীমাংসা, জড় বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষা তাকে ধরে রাখতে পারেনা, আপনার অজানায় কখনও সে পা বাড়ায় দক্ষিণেশ্বরের দেউল পথে।

*　　*　　*　　*

…ঐ তো আমার পরমতীর্থ দক্ষিণেশ্বর—আর সেই ঘরে ঠিক তেমনি করে তীর্থ দেবতা আছেন বসে প্রতীক্ষিত নয়নে…নির্জনে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীরবে গিয়ে সে বসে ঘরের একটী পাশে। জাগে শঙ্কা—হয়ত এখুনি হবে সুরু, পাগলের প্রলাপ—নয় বিরহ বিলাপ।

কিন্তু লীলাময়ের লীলা নব নব—তিনি আজ স্থির শান্ত সুগভীর …হয়ত ছিল মনের মীড় মূর্চ্ছনায় রহস্য আলাপ…।

হঠাৎ এগিয়ে এসে দক্ষিণাকালীর মত দক্ষিণ চরণ রাখলেন তার বুকে—নিমেষে সে হয়ে গেল বাহ্যহারা—সংজ্ঞাহীন—চোখে তার নামল বিশ্বাবলুপ্তির আতঙ্ক—প্রলয় ঘূর্ণির উত্রাস। সে চীৎকার করে ওঠে…ওগো তুমি আমার এ কি করলে! আমার যে বাপ আছে মা আছে…

খল খল করে হেসে ওঠে অদ্ভুত পাগল। কাছে এগিয়ে এসে বুকে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, "থাক থাক, এখন থাক কালে হবে।"

আশ্চর্য্য—একটী মাত্র স্পর্শে শান্ত হয় চিত্ত—মুছে যায় সব বিপর্য্যয়।…কে এই উন্মাদ? যাঁর একটী স্পর্শে জ্ঞান বুদ্ধি সবই পায় লোপ—নিমেষে ঘটে যায় যুগান্তর।

কে এই শক্তিমান? কাদার তালের মত মানুষের মনকে নিয়ে করে খেলা।

"হতে পারে সম্মোহন কিন্তু যাকে আমি পাগল বলে মনে করি তার হাতে হব পুতুলের মত না কখনই না। যেমন করেই হোক, জানতে হবে এই হিরণ্ময় প্রেমময় পাগল পুজারীকে। হয় জয়, নয় পরাজয়—হয় প্রতিষ্ঠা, নয় বিসর্জ্জন…।"

* * *

সেদিন তীর্থযাত্রীতে আছে ভরে মন্দির প্রাঙ্গণ। সহসা নরেন্দ্রনাথ ও এসে পড়ে…বুকে তার দ্বন্দ্ব দুর্ব্বলতা—ডেকে বলেন অন্তর্যামী "চল একটু ঘুরে আসি…"তখন গঙ্গার শীকর-সিক্ত উতলা বাতাসে ছিল সিধুগন্ধ বকুলের ভারী নিঃশ্বাস—দুটী একটি ঝরা পাতায় বনমঞ্জীর—

নরেনের হাত ধরে যদু মল্লিকের বাগান বাড়ীর এক নির্জন কক্ষে করলেন উপবেশন—নরেন্দ্রও পাশেই বসে।…ক্ষণিকে সে ফিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে নিথর নিস্পন্দ দেহে ঠাকুর সমাধিস্থ—যেন জীবনের কোন লক্ষণই নেই—পাষাণ দেবতা…

সেদিনকার সেই বিপর্য্যয়ের কথা পড়ে মনে, সে মনকে তৈরী করে কঠিন শিলাবেদীর মত—

সহসা দেবতা হলেন প্রাণময়, হলেন ছন্দময়। তারি স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মগ্ন চৈতন্যের যত আলোক। সে বলে চলল স্মৃতির পরতে পরতে জমা তার আত্মকথা। লুম্বিনীর শতদল কণ্ঠে যেমন জেগেছিল তার জাতক কাহিনী।

সম্বিত এল ফিরে…চমকে ওঠে সে সবেগে…না না, কিছুতেই না, এমনি করে যাদুকরের হাতে নিজেকে লুপ্ত হতে কিছুতেই দেবো না—না হয় আসব না এখানে।

* * *

কেটে গেল কত বিষণ্ণ সন্ধ্যা…বিষাদিনী রাত্রি…বিপ্রলম্ভ দিন।

বিরহের একি দুঃসহ জ্বালা, অন্তরে বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা…চোখে আকুল শ্রাবণ…ভাষায় ব্যাকুল উচ্ছ্বাস।

দিনে একে তাকে শুধান, "হ্যাঁগা আমার নরেনের খবর জানো? বল, কেমন আছে সে?" আর রাত্রে কাঁদেন অঝোর ধারায়।

বুঝি নয়নে তারি
ঝরে বেদন বারি…

এমনি এক বিরহ বেদনাকুল গহীন রাতে, কম্পিত পায়ে, স্খলিত বসনে ব্যাকুল বেগে ছুটে যান পাশের ঘরে…করেন ডাকাডাকি, "ওগো রামদয়াল ঘুমুলে নাকি?" বেদনা বিজড়িত কম্পকণ্ঠে আর সকলেরই ভাঙ্গে ঘুম, কি হল? "ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, একটিবার আমার নরেনের কাছে যাও, একবার তাকে এখানে আসতে বলো। তার জন্যে বুকটা আমার গামছা নিঙরানোর মত নিঙরাচ্ছে। সকলে বলে "কাল সকালেই নরেনের কাছে যাব, আপনি ক্ষান্ত হন"…কিন্তু হায় "মন বুঝেছে প্রাণ বোঝেনা"…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ তাহারি লাগি
দুঃখ সায়রে জাগি
মোর জাগার আঁখি
মাগে রূপ কাজরে।

* * * *

…নির্জন ঘরে নিবিড় ধ্যানে কাটে দিন—কাটে রাত। কিন্তু মাঝে মাঝে জাগে ভয়—পথ আমার ভুল হচ্ছেনা তো? খোলে শাস্ত্র, দেখে পুঁথি পত্রে—চাই আলো, অচিন পথে চাই পথপ্রদর্শক সাথী। গুরুই হচ্ছেন পথপ্রদর্শক, গুরুই জ্বেলে দেন অনির্ব্বাণ দীপশিখা—গুরুহীন সাধনা সবই বিফল।

বিদ্রোহ ঘোষণা করে মন—নীরবে নিঃসন্দেহে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে তুলে দিতে হবে অপরের হাতে না জেনে না বুঝে দশজনের মত একই নিয়মে আমাকেও চলতে হবে! পুরুষকার আত্মনির্ভরতা সবই লুটিয়ে দিতে হবে। না না কখনই নয়! শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ মানে না গুরুবাদ।

…কোন অনিবার্য্য আকর্ষণে সে আসে যায় দক্ষিণেশ্বরে—তবে ঠাকুরের কোন কথা নেয়না সে মেনে। নাইবা মেনে নিল—তবু তো যায় আসে—

তিনি মাখন মিছার রাখেন তুলে নরেন আমার খাবে বলে। তাতেও বিরক্ত হয়—করে মৃদু অনুযোগ, "কেন মশায় আপনি সন্ন্যাসী হয়ে আমার জন্যে করেন সঞ্চয়, করেন অশ্রুপাত?"

স্মিতহাস্যে বলেন ঠাকুর, "ওরে তোকে আমার কত প্রয়োজন, একদিন মা দেবেন বুঝিয়ে…"

ব্রহ্মবিজ্ঞানী মন—নিরাকার পরব্রহ্ম ছাড়া কোন সাকার মূর্ত্তি করে না বিশ্বাস…তাই বলে ও সব আপনার মনের ভুল, কল্পনার প্রতিচ্ছবি। সন্ত্রস্ত হয় ভক্তরা, ভাবে কি আস্পর্ধা—

অন্তর্য্যামী হেসে বলেন, "ও যে মানুষ শাসন করতে জন্মেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওর কথাই আলাদা।" পরে নির্জনে ডেকে বলেন, "আমার মাকে যদি নাই মানিস, তবে এখানে আসিস কেন?"

উত্তেজিত নরেন্দ্রনাথ দেয় জবাব, "এখানে আসি বলে আপনার মাকেও আমায় মানতে হবে?" হাসেন লীলাময়…"ওরে একদিন তুইও মা মা বলে কাঁদবি…" একি! চমকে ওঠে সে—কোন বিশ্বাসে এত নিশ্চয়তার সঙ্গে কথা বলে। জানিনা ইনি উন্মাদ না যাতুকর—না সত্যি ভগবৎদর্শী মহাপুরুষ—তবে আমার চাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

…চিত্তাকাশের অবিরাম মহাদ্বন্দ্বের সংঘর্ষণে কখনও বেদনায় পড়ে মুষড়ে, কখনও বা ওঠে গর্জ্জে…

নিজেকে স্বাধীন, মুক্ত একক ব'লে বার বার সে ঘোষণা করতে চায়—কিন্তু হায়—অনির্ব্বচনীয় কোন এক আকর্ষণে পড়ে জড়িয়ে রহস্যময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে। বুঝি যে আকর্ষণে সমস্ত বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে সনাতন করেছিলেন গৃহত্যাগ—যে আকর্ষণে মেবারের রাণী মীরাবাঈ পথকে করেছিলেন পরম আশ্রয়—যে আকর্ষণে ক্ষীণা তটিনী অনুর্ব্বর ভূমি উচ্ছেদ করে ছুটে যায় সাগর অভিমুখে…যে আকর্ষণে জ্বলন্ত অগ্নিতে সুকোমল তনু পতঙ্গ দেয় আত্মাহুতি…সেই আকর্ষণে নরেন্দ্রও পড়ল ধরা। অনিচ্ছা থাকলেও নাই উপায়…

* * *

অদ্বৈত বেদান্তের গ্রন্থ অষ্টাবক্র সংহিতা পাঠ হল সমাপন… কেটে চলে কটি শান্ত প্রহর।

বুকে যার ভীম ভৈরব বৈশাখী তাণ্ডব সে কি শান্ত থাকতে পারে? বলে ওঠে নরেন্দ্রনাথ—আমি স্রষ্টার সমান? এই ঘট, পট, গাছ, পাথর এরাও তিনি আমিও তিনি? তবে নাস্তিকতার সঙ্গে এর ভেদ কোথায়?

একটুখানি স্পর্শের বিদ্যুতে সে হয়ে গেল সমাধিস্থ—নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে দেখে তিনি ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই, কিছু নেই…

সমাধির এই নিথরে দিক দেশ যায় হারিয়ে।

সে সমাধি তার ভাঙ্গলো, কিন্তু কাটলো না ঘোর…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসে বাড়ীতে, স্নেহময়ী জননী কত ব্যাকুল আগ্রহে মুখের সামনে ধরেন খাবারের থালা, কিন্তু খাবে কে? যেদিকে ফেরে যা কিছু দেখে সবই তো তিনি···

যে খেতে দিচ্ছে···যাকে দেওয়া হচ্ছে···আর খাদ্য সবই তো এক··· খাওয়া আর হয় না, হাত গুটিয়ে নেয়, মা বলেন ওরে খা, তখন হুঁশ হয় আবার খেতে করে সুরু···

খেতে খেতে হয়না খাওয়া শুয়ে পড়ে···যেতে যেতে হয়না যাওয়া—থমকে দাঁড়ায়।

হয়তো পথ চলছে···গাড়ী আসছে পড়বে ঘাড়ে, সে খেয়াল নেই—

কে কার ঘাড়ে পড়বে, সবই যে এক, সব ভেদ যে গেছে মুছে—

ধীরে এ ঘোর আসে কমে—জীব, জগৎ সবই মনে হয় যেন স্বপ্নময় ছায়া ছায়া···

একদিন তো পথ চলতে চলতে হেদুয়া দীঘির লোহার রেলিং-এ মাথা ঠুকে দেখে লাগে কিনা? সত্যিই দেহটা আমার আছে কিনা?

ক্রমে এ ছায়া ছায়া বোধও যায় মুছে। একদিকে কাটে ঘোর ···অন্যদিকে জাগে অদ্বৈতানুভূতির, প্রত্যক্ষ পাওয়ার আনন্দ···

চুম্বক শুধু টানে তা নয় লোহারও আছে টান···ধীরে ধীরে গুরু শিষ্য উভয়ে উভয়ের কাছে আসেন এগিয়ে···

শিষ্যের হ'ত সন্দেহ, গুরু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে করান নিরসন··· আর শিষ্য অনুভূতির সুরবাহারে সে সুর মিলিয়ে নিয়ে তবে করে বিশ্বাস···

তবু সন্দেহ দোলার নাই অবসান···

গুরু তাতে সায় দেন, নিজেই বললেন ডেকে ওরে! যাকে জীবন মরণের সর্ব্বস্ব বলে, একমাত্র সাথী বলে মানতে হবে, তাঁকে যাচাই করে নিবি বৈকি?

এইভাবে সন্দেহ আর প্রমাণের ভেতর চলে গ্রহণ ও দানের মাধুর্য্য লীলা···আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরেই সমুপস্থিত। কিন্তু শ্রীঠাকুরের দর্শনে বঞ্চিত। সেই দগ্ধঋতুরুক্ষ ক্ষণ, হতাশ গুঞ্জন মনে সৃজন করল অবিশ্বাসের আঁধার—দেখি কেমন তুমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—

যুগে যুগে সেই রহস্য সেই লীলা—তুলসী চন্দনে বেদন ঝঙ্কারে যাঁকে নামিয়ে আনা হয় ক্ষণে ক্ষণে সেই গৌর গদাধরের প্রতি আসে অবিশ্বাস—চলে পরীক্ষা, যাচাই নব অদ্বৈতাচার্য্যের।

যথা সময়ে ফিরে আসেন তিনি—কিন্তু বিছানায় বসতে না বসতে বেদনায় শিশুর মত করেন চীৎকার—ওরে জ্বলে গেল, আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, দেখ, দেখ, বিছানা চাদর সব তুলে দেখ—

স্তম্ভিত ও নিস্পলক দুটী চোখে নেমে এল ব্যথার বাদল··· বিগলিত অলকানন্দা। অনুতপ্ত বেদনায় সে লুটিয়ে পড়ল শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে···।

তারপর···কখন—কবে—কোথায়—কোন সে মহালগ্নে নিরাকার-বাদী, সংশয়-পীড়িত, বিজ্ঞান বিশ্বাসী, তেজস্বী, নরেন্দ্রনাথ প্রভু রামকৃষ্ণের পদতলে করল আত্মনিবেদন....নিল গুরু বলে বরণ করে··· সেকথা আজও আছে অজানার অতল তলে।

আত্মার ক্ষুধা মেটাতে যেমন একান্ত প্রয়োজন সদগুরুর··· আধিকারিক পুরুষের—তেমনি গুরুর বাণী, গুরুর শক্তি ধারণ করবার মত উপযুক্ত আধারেরও প্রয়োজন···

*   *   *   *

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত পাতায় পাতায় শব্দ হলে সচকিত হন শ্রীঠাকুর—ঐ বুঝি নরেন এল··· আর যখন কাছে থাকে—

জনম অবধ হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল

অপলকে শুধু চেয়ে থাকেন তবু আশ মেটেনা।

তারপর—দূরত্ব দুঃখ ভেদ করতে নেমে আসেন ছোট খাটটি থেকে—একেবারে নরেনের বুকের কাছে। কত স্নেহে কত আদরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুলান পদ্মহস্ত তার সারা অঙ্গে। তাই রঙ্গ করে নরেন, "পুরাণে আছে, ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর পর হরিণ হ'য়েছিলেন, তা আপনি আমার জন্য যে রকম করেন তাতে আপনার হয়ত ঐ দশাই হবে।"

চমকে ওঠেন তিনি "ওরে তাইতো। তবে কি হবে, আবার তোকে না দেখে থাকতেও যে পারিনা" ···মাতৃগত-প্রাণ ঠাকুর চললেন মা'র উদ্দেশ্যে—অবুঝ ব'লে মা হয়ে তুই আমায় ডোবাবি? ফিরে আসেন নির্ভর ভরসায় "যাঃ তোর কথা আর শুনব না। মা বল্লেন, তুই ওকে (নরেনকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে মানিস তাই ভালবাসিস, যেদিন ওর ভেতর নারায়ণ না দেখবি সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না ।"

কিন্তু যেখানে ভালবাসা সেখানে তো আসেনা অবিশ্বাস, তাই আবার যেদিন বলে নরেন, "তা মশাই আপনি যে বলেন, চাতক যেমন মেঘের জল ছাড়া অন্যজল খায়না, তা কিন্তু ঠিক নয়, আমি দেখেছি তাদের এই গঙ্গার জল খেতে।" বলেন ঠাকুর, সত্যি! "হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ—আপনাকে দেখাতেও পারি।"

পাতা ঝরা কয়েকটী দিন পর—নরেন ওঠে চীৎকার ক'রে—"দেখুন মশাই, দেখুন, দেখুন, চাতক পাখী গঙ্গাজল খাচ্ছে।" বিস্মিত নয়নে সকলেই করে লক্ষ্য—কিন্তু কোথায় চাতক—উচ্ছ্বসিত সুরধুনীর 'অতল বুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে জল খাচ্ছে কয়েকটী চামচিকে···। ভক্তগণের সশব্দ হাসির প্রতিধ্বনিতে ঘরখানা যেন কেঁপে উঠল, হাসিতে হাসি ঢেলে ঠাকুরও বল্লেন, "দূর—ওযে চামচিকে, চাতক কেন হবে?" আর নরেন যেন লজ্জার শতদল।

আভাসে চলে কানাকানি—কেন? কিসের জন্য এতটান? এত অস্থিরতা! হাসেন অন্তর্য্যামী···

···সকল মতের···সকল ভাবের মিলনভূমি শ্রীদক্ষিণেশ্বর—
বুঝি সেইজন্যই পথচারীতে থাকে সদাপূর্ণ···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিনও এসেছেন কেশব, বিজয়, প্রতাপ প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণ··· নরেন্দ্রও আছে বসে।

তিনি মাঝে মাঝে হন ভাবস্থ। আর মাঝে মাঝে ভক্তদের করেন নিরীক্ষণ—কিছুক্ষণ পর শুচিশুভ্রক্ষণগুলি বুকে করে নিয়ে ব্রাহ্মভক্তগণ নিলেন বিদায়। কেটে চলে নীরবে, নিঃশব্দে, কটা উদাস প্রহর সহসা মৌনতা ভঙ্গ ক'রে বলেন ঠাকুর, "ভাবে দেখলাম, যে শক্তিবলে কেশব প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছে, নরেন্দ্রের ভেতর সেই শক্তি আছে আঠারোটা। কেশব, বিজয়ের মাঝে জ্বলছে জ্ঞানদীপ, আর আমার নরেনের মধ্যে জ্বলছে জ্ঞানসূর্য ··"

সেই মুহূর্তে নরেন্দ্র বলে ওঠে, "কি বলেন মশাই কোথায় জগৎ বরেণ্য কেশব সেন আর কোথায় নগণ্য কলেজের এক ছোঁড়া, শুনলে যে লোকে আপনাকে পাগল বলবে।"

রক্তিমাধরে জাগে বিলাস।

"তা কি ক'রব বল, মা দেখিয়ে দিলেন তাই ব'লছি।"

"মা দেখিয়ে দিলেন, না আপনার মাথার খেয়াল—কেমন ক'রে বুঝবো ? আমার তো ম'শায় ওরকম হ'লে খেয়াল দেখছি ব'লেই বিশ্বাস হ'ত।" আপন প্রশংসা শুনে প্রায় সকলেই হয় স্ফীতবক্ষ ···অহংকারে থাকে মাথা উঁচু ক'রে, কিন্তু নরেন্দ্র করে প্রতিবাদ—। তাইতো এ নিরহঙ্কারী, এই নির্ভীক তবে কে ? এ তো সামান্য নয়।

সবার চোখে নরেন্দ্র আজ অন্যরূপে হল প্রকাশিত।

* * * *

অগণিত তীর্থিকের হরি-গুঞ্জনে দখিনাপুরীর দিন আনন্দোচ্ছল—লীলাচঞ্চল—

কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মনে হয়—কই তেমনি ক'রে আর তো ভাবসুন্দরের হাসি জোছনায়িত হয়না....তেমনি করে আর তো অশ্রুজলে নয়ন পাড় ভাঙ্গে না···কণ্ঠবীণা আর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবুও সে আসে ঘন ঘনই আসে—করেনা ভ্রূক্ষেপ....কিন্তু হৃদয় সমুদ্রের এত উপলাঘাত আর বুঝি সহ্য হয় না···অবাধ্য অশ্রুবেগ আর বুঝি দমন হয়না। ঠাকুর নিজেই করেন জিজ্ঞেস, হ্যাঁরে আমি যে তোকে একটা কথাও বলিনা, এমনকি তোর পানে ফিরেও তাকাই না তবে কেন তুই এখানে আসিস?" এক ঝলক স্বর্ণালী আলোকে বেজে ওঠে কটী কথা "আপনাকে ভালবাসি তাই আসি, আপনার কথা শুনতে নয়।"

ভক্তগণ বিস্মিত—আর শ্রীমুখে জাগল রক্তাশোকের মত মধুরঞ্জি হাসি—আর গহীন মনের গোপন কথা এমনি ভাবে প্রকাশ হ'য়ে পড়ায় সে নিজে হয় লজ্জিত···হয় অপ্রতিভ···

অঙ্কুরিত হওয়াই বীজের ধর্ম্ম···তারপর মেলে ধরে সে প্রকাশরূপ নবপত্র···। কখন তার অন্তরে অঙ্কুরিত হয়েছে সুপ্ত প্রেমবীজ তা সে জানে না, আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ করে ফেলে ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা বা প্রেম···।

···ওদিকে ব্রাহ্মসমাজে জাগে চাঞ্চল্য—শ্রীঠাকুরের দিব্যস্পর্শে ও সুমধুর সরল ধর্ম্মতত্ত্ব শুনে কেশববাবু, চিরঞ্জীববাবু, প্রতাপবাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাগণের হ'য়েছে ভাবান্তর, বিশেষ ক'রে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একেবারে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ক'রেছেন ছিন্ন।

শিবনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মনেতাগণ দক্ষিণেশ্বরে আসা যাওয়া দিলেন ছেড়ে। কারণ যদি তাদেরও মতের হয় পরিবর্ত্তন। সেই সঙ্গে নরেন্দ্রকেও করেন বারণ ঠাকুরের কাছে যেতে। বলেন সমাধি ও ভাব যা কিছু ওসব স্নায়বিক দুর্ব্বলতা মাত্র। কঠোর সাধনার ফলে তাঁর মস্তিষ্কের হ'য়েছে বিকৃতি।

···নরেন্দ্র নিরুত্তর—ঐ উদার, ত্যাগী ও প্রেমময় পুরুষের কি হ'তে পারে মস্তিষ্কের বিকৃতি? আমার মত সামান্য একজন কলেজের ছাত্রের প্রতি কি অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ ভালবাসা এও কি বিকৃত.

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মস্তিষ্কের লক্ষণ? তবে তিনি কি? রহস্যময় সমস্যার হয় না সমাধান।

পিতার আদেশে বি, এ, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী নিমাইচরণ বসুর কাছে শেখে এটর্নী ব্যবসায়। বিশ্বনাথবাবুর ইচ্ছা—বিবাহের পর নরেন বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস অথবা ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে আসুক—। সে বলে, "সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেব, তবে বিয়ে ক'রবোনা।"

দেখতে দেখতে বি, এ, পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দেবার এল সময়। সকলেই আনে বেতন ও ফি।

তখনকার দিনে জেনারেল এসেম্ব্লিতে এ নিয়মও ছিল, যে পরীক্ষার সময় ছাত্রদের সারা বছরের মাইনা আদায় করা হ'ত। দু-একজন সঙ্গতিহীন্ ছাত্রের মাইনা ও ফি কখনও কখনও ছেড়ে দেওয়াও হতো। আর এই ছাড়ছুড়ের ব্যবস্থা ছিল একজন কেরানীর উপর, নাম তার রাজকুমার। রাজকুমার বাবুর প্রতি কর্তৃপক্ষের ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস, আর ছাত্রমহলে ছিল তার বেজায় প্রতিপত্তি। সহপাঠী হরিদাস বিষাদ বিষণ্নমুখে জানায় নরেনকে, "দেখ্ ভাই আমি কোন রকমে ফি-এর টাকা যোগাড় ক'রেছি কিন্তু মাইনেটা জোগাড় ক'রতে পারলুম না, কি হবে?"

স্বয়ং আশুতোষ যার সহপাঠী তার আবার কিসের ভাবনা··· ?

বলে নরেন, "তুই কিছু ভাবিস্ না। পড়া তৈরী কর। আমি রাজকুমারকে ব'লে মাইনেটা মাফ করে দেওয়াব।"

সেদিন রাজকুমারকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছে ছেলেরা, আর সে সকলকে ব'লছে চড়া সুরে' "অমুক দিনের মধ্যে চাই টাকা নইলে নাম পাঠাব না।"

একদিকে ঝন ঝন শব্দে টেবিলের উপর প'ড়তে থাকে টাকা, আর একদিকে শোনা যায় বিনা ফি-এ ও বেতনে নাম পাঠাবার করুণ আবেদন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিড় ঠেলে নরেন যায় এগিয়ে—বলে, "মশাই এই হরিদাসের মাইনেটা মাপ ক'রতে হবে, নইলে ওর সব মাটী হয়ে যাবে।"

রাজকুমার বাবু খিঁচিয়ে উঠে বলেন, "যা, যা, তোকে জ্যাঠামি ক'রতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দিগে।"

অপ্রতিভ নরেন্দ্র আসে ফিরে নিঃশব্দে। হরিদাসের মুখে নামে আশাভঙ্গে কাতরতা।

নরেন সহজে হটবার পাত্র নয়। সে বলে বন্ধুকে, "হতাশ হ'স না ভাই, বুড়ো অমন তাড়াতুড়ি দেয়। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি তোর উপায় ক'রবই।"

—তারপর···ঘনায়িত কোন এক ভীরু সন্ধ্যায় দেখা যায় নরেন্দ্র চঞ্চল পদক্ষেপে করে পায়চারী—আর এদিক ওদিক করে নিরীক্ষণ, বুঝি কার আগমন প্রতীক্ষায়—।

সহসা সেই প্রতীক্ষিত জনেরই ক'রল পথরোধ। কোথায় যাচ্ছেন? তার দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে, বৃদ্ধ পায় ভয়। ভীতকণ্ঠে বলে, "কিরে দত্ত এখানে কেন?"

কেন আর আপনার জন্য। দেখুন মশায় আপনি যদি হরিদাসের মাইনাটা মাফ না করেন তবে আমি কলেজে গিয়ে রটিয়ে দেবো আপনার এই নেশা করার কথাটা। ভেবে দেখুন—তাহলে কিন্তু আপনার কলেজে ঢোকা দায় হবে।" দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের মুখের ভঙ্গী দেখে তার গলদেশ জড়িয়ে ধরে কোমলকণ্ঠে রাজকুমার বাবু বলেন, "যা যা, রাগ করিস না—তুই যখন ব'লছিস, তখন কি আর না শুনব?" নরেন্দ্র বিরক্তি স্বরে বলে, "তবে কেন সকালে আমায় উড়িয়ে দিলেন।"

"ওরে তোর দেখাদেখি সবাই ব'লবে কিনা তাই।"

আড়াল হতে দেখল—এদিক ওদিক তাকিয়ে রাজকুমার বাবু ঢুকলো গুলির আড্ডায়—। তার ভাবগতিক দেখে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে নরেন্দ্র চ'ল্ল বাড়ী···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরের দিন—সূর্যোদয়ের আগেই বন্ধুর দ্বারদেশে করে করাঘাত ; ভয়রোঁর সুরে সুরে ধরে গীত—

অনুপম মহিমপূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান
নিরমল পবিত্র উষাকালে
ভানু নব তাঁর প্রেম মুখচ্ছায়া
দেখ ঐ উদয় গিরি শুভ্রভালে
মধু সমীরণ বহিছে আজ শুভদিনে
তাঁর নামগান করি অমৃত তালে
চল সবে ভক্তিভাবে ভগবত নিকেতনে
প্রেম উপহার ল'য়ে হৃদয় থালে।

সুমধুর কণ্ঠস্বরে হরিদাসের ঘুমঘোর যায় কেটে—রুদ্ধ দ্বার দেয় খুলে।

বলে নরেন্দ্র, "ওরে আনন্দ কর,—ফুর্ত্তি কর—কাজ হাসিল হয়েছে।

তারপর—সে আগের দিনের চিত্রটি প্রতিবিম্বের মত তুলে ধরে সবার সামনে—সেই ভয়ার্ত মুখ—ইতস্ততঃ চাওয়া ত্রস্ত বিক্ষেপে গুলির আড্ডায় প্রবেশ—সবকিছু—। পড়ে যায় গগনফাটা হাসির হুল্লোড়—

* * * *

দর্শনে বঞ্চিত তৃষ্ণাতুর একটি তনুমন আসে ধেয়ে মুখার্জ্জী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে—নরেন! নরেন!

সেই স্বর পৌঁছল কানে কি প্রাণে জানি না—চকিতে ত্রস্তে ছুটলো নরেন। উদ্বেল গতি ভঙ্গের পানে চেয়ে বন্ধুরা হতবাক্—তারপর কোন বর্ণাঢ্য আলোয় সোপানের মাঝখানেই নরেনের সাথে হল তাঁর মিলন। নেমে আসা নির্ঝরিণী যেন শৈল-সানুদেশেই পেল সাগর—দুজনেই নির্ব্বাক—নিথর—

বেদনার মুষ্টিচ্যুত কটী আনন্দ প্রহরের পর বলেন তিনি—এতদিন কেন যাসনি, কেন যাসনি বল? উদ্গত অশ্রু কণ্ঠকে করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুদ্ধ, বলা আর হয় না আর নরেন্দ্র—সেই প্রেম মন্থন রূপে তখন বিহ্বল !

মান অভিমানের পালা সাঙ্গ হলে সবাই মিলেই খেতে থাকে শ্রীঠাকুরের স্পর্শ-মধুমাখা সেই অলকার অমৃত আর তাকিয়ে থাকেন তিনি স্নেহঝরা দুটী চোখে—যে দৃষ্টির অতল গভীরে শুধু প্রাণ বিনিময়। ঘরছাড়ার ইঙ্গিত। সুরু হল গীত ঝঙ্কার—

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী
নিত্যানন্দ স্বরূপিণী
প্রসুপ্ত ভুজাগাকারা আধার পদ্মবাসিনী—।

গান শুনতে শুনতে ভাবময় হলেন ভাবস্থ নিথর—নিশ্চল। নরেন্দ্র বন্ধুদের দেয় আশ্বাস—ভয় নাই ভাই, ওঁর ভাব হয়েছে—গান শুনতে শুনতে আবার আসবেন নেমে এই মরজগতে—ধূলার ধরণী সে বড় রমণীয়—। অনেক গানই হলো, অনেকক্ষণ ধরেই হলো। স্থির দেহ আবার হলো স্পন্দিত—সমাধির সপ্ত-সায়র মথিত কণ্ঠে আবার জাগল ভাষা—চল দক্ষিণেশ্বর যাবি না ? অনেকদিন তো যাসনি তা চল না—”

শুধু সযতনে তানপুরাটি তুলে রেখে নীরবে নির্ভাবনায় বন্ধু'বান্ধব গৃহ পরিজন সব পিছনে রেখে সে চলে যায় শ্রীঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে—যেন কায়ার সঙ্গে চলে ছায়া—যেন দিনের সঙ্গে চলে দীপ্তি।

* * * *

একদিকে চলে তার অনন্য অধ্যয়ন—আর দিকে হয় তার বিবাহ বন্ধনের সমস্ত আয়োজন। দখিনাপুরী আসা যাওয়া যদিও প্রীতিকর ছিল না আত্মীয় পরিজনদের কিন্তু মৃগেন্দ্রকে বাধা দেবে কে ? হস্তীযূথের পথ প্রতিরোধ করবে কে ?

—সতীর্থরা তবে ছাড়েনা, ছোঁড়ে বাক্যবাণ, বলে—ধর্ম্মালোচনা, সাধু সঙ্গ কর পরিত্যাগ—ছাড় পাগলামি—সংসারের সুখ সুবিধা করার চেষ্টাই হচ্ছে প্রধান কর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

…কিছুদিন থেকে তার বিরুদ্ধে অযথা আলোচনা, তাকে সংসারী করার উপদেশ সে নীরবে শুনছিল, তাই আজ সে দিল জবাব—"আমার মনে হয় সন্ন্যাসী হওয়াই জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সংসারে থেকে দুঃখরূপ মায়া মরীচিকার পশ্চাতে দৌড়ানোর চেয়ে অপরিবর্ত্তনীয় সত্য শিব সুন্দর কে পাওয়ার জন্য প্রাণপণ করে চেষ্টা করাই শ্রেয়তর—শ্রেয়তম।"

বন্ধু বলে—সংসারে সুখ সুবিধা দেখা শ্রেয় আর নরেন্দ্র করে বৈরাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন…শেষে তর্ক হতে হ'তে ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে বন্ধুটি ব'লে বসে "দেখ নরেন যে রকম বুদ্ধি ও প্রতিভার তুমি ছিলে অধিকারী তাতে জীবন যাত্রার সব পথেই হতে তুমি জয়যুক্ত কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস তোমার মাথা খেয়েছেন। এখনও আছে সময়, ভাল চাও তো ওঁর সঙ্গ কর পরিত্যাগ, আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি—নইলে অনাগত ভবিষ্যত হবে তোমার আঁধার যবনিকায় ঢাকা—"

নরেন্দ্র নীরব—গম্ভীর…ছায়াহীন তটিনীর স্তব্ধ তীরের মত—প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ সমানে চলতে থাকে। উভয়ের অগোচরেই কেটে চলে কত পলাতক আলো-ছায়া—কত অবাঞ্ছিত ক্ষণ।

শেষে মৌনতা ভঙ্গ ক'রে নরেন—"তুমি পরমহংস দেবকে বুঝতে পারছনা ভাই, আমি আর কি বলব—আমি নিজেই তাকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি…তবে শুনে রাখ—ঐ সরল সৌম্যাতি-সৌম্য…দিব্যাতি দিব্য মহাপুরুষকে আমি ভালবাসি।

পরমহংসের সঙ্গদোষে নরেনের মস্তিষ্কের হয়েছে বিকৃতি ভেবে বন্ধুটি নেয় বিদায় দুঃখিত মনে।

* * * * *

পরীক্ষার আর মাসখানেকও নেই। হঠাৎ খেয়াল হল Green's History of England বইখানা একেবারেই হয়নি পড়া। পাশতো ক'রতেই হবে। প্রতিজ্ঞা তার বইখানা সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিগত ক'রে তবে আসন ও কুঠরী ক'রবে পরিত্যাগ। যেমনি কথা তেমনি কাজ—বসে গেল একটি চোর কুঠুরীর মধ্যে।

দীর্ঘ তিনদিনের দিন চারিদিক থেকে শুনা যায় "নরেন নরেন"—বুঝি বা কোন বন্ধুবরের কণ্ঠ—নরেন দেয় উত্তর "এই চোর কুঠুরীর মধ্যে আছি আয় এদিকে আয়।" অবাক কাণ্ড—সেই বিরাট দেহ ইতিহাসখানা মাত্র তিনদিনের মধ্যে ক'রেছে আয়ত্ত, শুধু তাই নয় তিনদিন ধরে আছে সে অনাহারে…অনিদ্রায়…একাসনে উপবিষ্ট…। কি অপূর্ব্ব মেধা, কি অপূর্ব্ব সংযম, কি ভীষণ মানসিক শক্তি। এতখানি মনোবল না থাকলে কেউ কি সদর্পে বলতে পারে আমি ইচ্ছা করলে চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ করতে পারি। চন্দ্রশেখরের মুখেই একথা শোভা পায়…প্রলয় পিনাকীর কণ্ঠেই একথা সাজে—

* * *

বি, এ, পরীক্ষা হল সমাপন। শ্রমক্লান্ত মস্তিষ্কের প্রয়োজন বিশ্রাম—লঘুতা—আনন্দ, তাই মাঝে মাঝে সঙ্গীত অনুষ্ঠানে তাকে দেখা যায়।

এমনি এক উচ্ছল অতন্দ্র রাত্রে সুরু হল সঙ্গীত রঙ্গ-পরিহাস বরানগরের বন্ধুভবনে—! জোছনা তরঙ্গে ঢেউ দিয়ে গেল মালতী-পুঞ্জের কত নিঃশ্বাস—অরাল লতায় কেটে গেল কত নীলাম্বরী নিশির ক্ষণ—গান চলতেই থাকে। এমনিভাবে কত সঙ্গীত ও সঙ্গতের মুখর মিতালি অন্তে সকলে হল শয্যালীন। সহসা সেই স্বর্গচ্যুত রমণীয় রজনী যেন কেঁদে উঠলো—! উল্কার বেগে ছুটে এসে একজন জানাল দুঃসংবাদ। বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ হৃদরোগে করেছেন দেহত্যাগ।

বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত। নীরব নৈঃশব্দের গভীরে ডুবে গেল দেশকাল—আনন্দ-অনুভূতি। তারাবিদ্ধ রাত্রি শুধু চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। সহসা বাবা—নে—ই বলে নরেন্দ্র ঝড়ের মত বেড়িয়ে পড়ল পথে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুটছে তো ছুটছেই—সেই নিরালম্ব আঁধারে—সেই নিষ্করুণ ব্যঙ্গের পথ দিয়ে···কতবার হোঁচট খায়—কতবার বা পড়তে পড়তে এড়িয়ে যায় নাই হুঁস। মনে হয় তেমনি করে আর তো বাবা আমায় নরেন কাছে আয় বলে ডাকবেন না—তেমনি করে স্নেহসিক্ত দৃষ্টি মেলে আর তো ফিরে চাইবেন না—অশান্ত পুত্রকে শাসনের বদলে আর তো বুকে জড়িয়ে ধরবেন না—বাবা—বা—বা—। পথ এত দীর্ঘ কেন, তবে কি—ভুল পথে চলেছি···ক্ষণিক থেমে আবার গতি বাড়ায়—পিছন হতে বলে তুর্দ্দিনের বন্ধু ভবনাথ—একটু আসতে চল ভাই।

পথের সীমানা হল শেষ—। নিষ্ঠুর সত্য এল এগিয়ে—গৃহাগত নরেন্দ্রনাথ দেখলো পিতার স্থূল দেহখানা ঘিরে জননী-ভ্রাতা-ভগিনী ক্রন্দনরত। অবিশ্বাস্য এই দৃশ্যে সে-ও শিশুর মত কেঁদে উঠলো—শান্ত শীতল চরণে লুটিয়ে পড়ল বাবা—।

কি নির্ম্মম সত্য—কি নির্দয় আঘাত।

সুখনীড় গেল ভেঙ্গে। দমকা ঝড়ে যেন দেওয়ালীর সব কটী দীপ গেল নিভে—।

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এটর্নি বিশ্বনাথ—জীবনে যথেষ্ট উপার্জ্জনও ক'রেছেন, কিন্তু পরদুঃখ কাতর, মুক্ত হস্ত তিনি ভবিষ্যতের জন্য করেননি কিছুমাত্র সঞ্চয়। মহাকালের উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে নীরবে ক'রেছেন পরলোক যাত্রা।

এখন এই বিরাট সংসার চলবে কিসে? অশ্রু-সজল শুভ্রবেশা জননী, অসহায় অবুঝ ভ্রাতা ভগিনী ও পরিজনবর্গকে নিয়ে সে আজ দিশাহারা তার উপর আবার পাওনাদারেরা দাঁড়ায় পথ আগলে।

···একটি মাত্র মানুষের জীবন লেখার সাথে সাথে মুছে গেল সমস্ত বৈভব, যশ, গৌরব, মান, সম্মান। কিছুদিন আগেও যারা অযাচিত ভাবে ক'রেছে খোঁজ খবর—আজ তারা কোথায়? এমনকি সেধে গিয়ে পায়না দেখা তাদের। সম্পদের বন্ধুরা বিপদে যায় পরিত্যাগ ক'রে—হায় সংসার···!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বুদ্ধিমান নরেন্দ্র সবই বোঝে; তাই নিজে অবিচলিত থেকে জননীকে দেয় সান্ত্বনা। পুত্রের হৃদয়বলে জননী আশ্বস্ত, আবার জননীর ধৈর্য্য দেখে পুত্র বিস্মিত।

বিষাদ বিমূঢ় কটী দিনের পরই সর্ব্বহারা দারিদ্র্য হ'ল তাদের অতিথি···। বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে হল নিঃসম্বল ··· নিঃসহায়। অনাহারে অনিদ্রায় মহানগরী কলকাতার পথে পথে সামান্য একটা চাকরীর জন্য বেড়ায়, কিন্তু সকলেই করে বিমুখ···

বন্ধনহীন মন তার আজ দারিদ্র্যের শতবাহুপাশে আবদ্ধ··· নিয়তির একি পরিহাস—।

নিজের অনাহার সইতে পারা যায় কিন্তু মা ভাইবোন?

এমনি একদিন চাকরীর জন্য ঘুরতে ঘুরতে বহুক্ষণ যায় কেটে···। নিদাঘের উত্তপ্ত পথে পা আর চলেনা—অসহ উষ্ণ হাওয়া বুকে আর সহ্য হয় না। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে পড়ে গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের ছায়ায়। ব্যর্থ বিক্ষুব্ধ চিত্তে ভাবে দুর্ব্বলের, দরিদ্রের বুঝি এস্থান নয়—সহসা চমকে ওঠে বন্ধুর গীতস্বরে—

"বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে···"

···স্নেহময়ী জননীর, প্রাণের ভাইবোনদের অনাহার ক্লিষ্ট অসহায় মুখচ্ছবি পড়ে মনে, ক্ষোভে নিরাশার রুদ্ধ অভিমানে সে বলে ওঠে, "নে-নে-চুপ কর, অনাহারে যাদের দিন যায় না, অনটন যাদের কখনও সহ্য ক'রতে হয়নি, টানা পাখার হাওয়া খেতে খেতে এ কল্পনা তাদের মধুর লাগতে পারে—আমার ও একদিন লাগত— কিন্তু আজ এই নিষ্ঠুর কঠোর সত্যের মুখোমুখি হ'য়ে সবি যেন ব্যঙ্গ বলে মনে হ'চ্চে।" ক্ষুণ্ণ হয় বন্ধুবর।

সকাল হ'তেই পথের পানে পা বাড়ায়—মা ডাকেন, "ওরে কিছু খেয়ে যা"—থমকে দাঁড়ায় সে, "না মা আমার যে নেমন্তন্ন আছে।" বুঝি তারি অংশটুকু দিয়ে হবে অন্যের ক্ষুধার অবসান তাই এ অজুহাত। ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় রাস্তার কল থেকে আঁজলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরে জলপান করে আর পথ চলে…পথেই কাটিয়ে দেয় সারাটা দিন। কোনদিন বা ধনী বন্ধুরা গান শুনতে ধ'রে নিয়ে যায় তাদের বাগান বাড়ীতে। ল্যাভেণ্ডার, অর্কিডের তনুসজ্জার সামনে বসে সে গান করে—পলাশের ওষ্ঠচ্যুত উপছে পড়া হাসির সামনে বসে সে গান করে—কিন্তু অর্দ্ধাহার অনাহারের দহন দাহ সে করেনা প্রকাশ। এমন কি বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসায় থাকে নীরব। শুধু একজন দরদী বন্ধু অন্যের কাছে খবর নিয়ে বেনামী চিঠিতে পাঠায় টাকা তার মার কাছে।

…সুযোগ বুঝে কেউ বা অসৎ পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে—অবুঝের দল বোঝে না সে যে মদন ভস্মকারী দেবাদিদেব মহাদেব।

কখনও বা অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও দাঁড়ান পথ আগলে।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে, ঈশ্বর সর্ব্বকল্যাণ গুণের আকর—তাই প্রতিদিন প্রভাত প্রসূনে বেদনার্দ্র কণ্ঠে ডাকে ভগবান—দয়াময়—

শত সাধনার সঞ্চিত ধন পুত্র নরেনের এই ব্যর্থ বেদনা জননীর বুকে করে শেলাঘাত—তিনি বিদ্রোহী কণ্ঠে ব'লে ওঠেন—"চুপ কর, চুপ কর, রাত দিন ভগবান আর ভগবান! ছেলেবেলা হতে কত আরাধনা কত সাধনা তো ক'রলি, তিনি তো সবই ক'রলেন।"

…আঁধারের বুক চিরে অবিশ্বাস যেন বিদ্রূপ ক'রে গেল…নাস্তির গভীরে মন যেন ডুবে গেল—তাইতো, সত্যিই কি তিনি নেই? যদি বা আছেন তবে কেন এ দারিদ্র্য জ্বালা? কেন এ অসমতা?

প্রকাশ্যে সে ব'লে বেড়ায়, ঈশ্বর নাই, যদি বা আছেন তবে তাকে ডেকে জীবনে কোন সাফল্যই দেয় না দেখা।

কথাটি পল্লবিত হ'ল হাটে বাটে—সে এখন অতি বড় নাস্তিক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেশা ভাঙ্গ করে, শুধু তাই নয় দারিদ্র্য তার অমোঘ চরিত্র বল ক'রেছে হরণ। শুনে সে হেসে দেয় উড়িয়ে....বলছে বলুক।

সহসা যেন কাল ভুজঙ্গীর মত অন্ধকার আসে নেমে—যদি তিনি শুনেছেন,···নিশ্চয় বিশ্বাসও করেছেন। হৃদয় তার ফুলে ফুলে ওঠে অভিমানে···অশ্রুকেও সে শাসন করে—আপন জ্বালায় আপনি থাকে জ্বলতে—আপন ব্যথায় আপনি থাকে গুমরে—একটিবারও যায় না সে দক্ষিণেশ্বর....

সত্যিই দক্ষিণেশ্বরের দেউল-দেবতাও শুনলেন "মশায় নরেন্দ্র আজ হীনতার চরম সোপানে উপবিষ্ট···"

সুপ্ত সিংহের মত গর্জ্জে ওঠেন তিনি—"সে যে কি তা তোরা কি বুঝবি? এমন কি তার নিজের থেকেও আমি জানি ভাল। ওর বিরুদ্ধে এ রকম কথা আর কোন দিন যদি শুনি তবে তোর মুখ এ জীবনে আর দেখবো না।" কোন মর্ম্মরিত মাধবী মৃদুলে একথা নরেন্দ্রও শুনলো—রুদ্ধ নিঃশ্বাস তার হাল্কা হয়ে গেল, যাক, এখনও একজন আমাকে তাহলে স্থির বিশ্বাসে ভালবাসে—একটি একাকী হিয়া এখনো গতিহীন চোখে আমার পথ পানে চেয়ে থাকে—

* * *

চলতে চলতে কোনদিন পায়ের জুতা যায় ছিঁড়ে···কোনদিন বা ছেঁড়া জামাটাই গায়ে চড়াতে হয়। অনাহার এসে দাঁড়িয়েছে অভ্যাসের হৃদয় গহ্বরে। বর্ণহীন রাত্রি, উপায়হীন দিন তবু চলে—কিন্তু চাকরী মেলে না

থরে থরে জমল তমালমেঘভার—মেঘে মেঘে ছুটল স্তনিত বিদ্যুৎ···শুরু হল ঘন বর্ষা—এমনি এক উতলা শ্রাবণ ক্ষণে বর্ষার জলে সিক্ত, অনাহারে অবসন্ন তনু তার মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল অজানা কোন এক বাড়ীর দাওয়ায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

…অন্নপূর্ণা যাঁর ঘরণী, কুবের যাঁর রত্নভাণ্ডারের শুধুমাত্র রক্ষক, সর্ব্ব যজ্ঞের যিনি মহাভাগ, নারায়ণ যাঁর নিত্য সাথী, তিনি আজ সামান্য মানব দুয়ারে লুণ্ঠিত—একি লীলা—একি রহস্য…।

কই কোন পথচারী তো এলনা ছুটে শিব সেবা ক'রতে—তবুও তার মূর্চ্ছা হ'ল ভঙ্গ।

দেহে ফিরে এল নব বল—পূর্ণ হল মন অফুরাণ আনন্দে। বুঝলেন শিবের সংসারে কেন এ অ-শিব, কেন এ অসম। মুছে গেল সেইদিন নিন্দা প্রশংসার সর্ব ভেদাভেদ।

মনের আষাঢ়ে শ্রাবণে শত উল্লাস উতরোল নিয়ে ফিরলো বাড়ী।

মুক্তির আশ্বাসে যেন জীবন ভরে উঠল—ভাবে—কুহকিনী মায়ার পদধ্বনি শুনতে....সুখস্বপ্নের স্বর্ণজাল বুনতে আমার জন্ম নয়—তাই পিতামহের মত গৃহত্যাগের জন্য গোপনে করল সব আয়োজন। শুধু একটিবার তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে প্রণাম ক'রে জন্মের মত বিদায় নিয়ে যাব চলে…দূর হতে দূরান্তরে—নির্জন গিরি-কন্দরে—যেথা দুঃখ বেদনা পিছু ডাকবে না…দারিদ্র্যের সংঘাত বিদ্রূপ হানবে না। অনাবৃত প্রকৃতির উধাও অঙ্গনে করব শিশুর মত খেলা।

…স্বর্ণিম ক্ষণ আপনিই এসে দাঁড়ালো, এসেছেন ঠাকুর কলকাতায় এক ভক্ত মন্দিরে…

অনাহূত নরেন্দ্রনাথ নীরবে গিয়ে বসল একটি কোণে। ভক্ত ভগবানের মিলন মাঙ্গলিক সভা ভঙ্গের পর ধীর মন্থর পায়ে সে করলো প্রণাম গুরুদেবকে।

রহস্যময়ের শ্রবণ-মঙ্গল ভাষায় জাগে আবাহন টোরী...."আজ আমার সঙ্গে তোকে যেতেই হবে দক্ষিণেশ্বর।" নরেন্দ্র করে প্রতিবাদ, দেখায় বহু ওজর আপত্তি—কোন কথাই তোলেন না কানে। একরকম জোর ক'রেই তিনি তাকে গাড়ীতে তুল্লেন। পথে অব্যক্ত ছন্দ কম্পনে দুজনায় নীরব…মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ পাথরের পুরনায়কের মত দুজনায় নিথর তারপর—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/358

দক্ষিণেশ্বরের সমাগত ভক্তের মাঝেই উভয়ে এসে বসলেন। নীল আকাশের আকুল আহ্বানে উতল একঝাঁক নীলকণ্ঠ যায় উড়ে—অনর্পিত অর্ঘ্য নিয়ে—জেগে ওঠা কিশোরী বকুলের বুকে ভ্রমরের বাঙ্ময় প্রহর চলে কেটে—সহসা শ্রীঠাকুরের 'বেদন-স্তব্ধ হৃদয়-জাহ্নবীতে জাগল গান্ধারের মীড় মূর্ছনা···

কথা কহিতে ডরাই—
না কহিতে ডরাই
মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই হা-রা-ই

শুধু সুর নয়, বাঁধ ভাঙ্গা নয়নজলে, ভিজে যায় বক্ষ, বসন—তাইতো অন্তর্যামী আমার গহীন অন্তরের সুগভীর বেদনা তা'হলে বুঝেছেন···

নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারে না, শিশুর মত লুটিয়ে পড়ে গুরুর বক্ষে। জ্ঞানের আবরণে, পুরুষ অভিমানের অন্তরালে যে অশ্রুল আষাঢ় ছিল জমা, আজ তা নেমে এল অবাধে উছলে···

পুরুষকার মিশে গেল দৈবে—জ্ঞান মিশে গেল প্রেমে—আর সৃষ্টি হল বিংশ শতাব্দীর অমর কাব্য।

মিলনার্তের দুটি বিগলিত ধারা দেখে—প্রশ্ন করেন জনৈক—"কি হল মশাই ?" নরেনের মেঘের পাড়-ভাঙ্গা সূর্য্যস্নাত মুখের পানে চেয়ে শ্রীপ্রভু দিলেন জবাব—"ও আমাদের একটা হয়ে গেল। মনের মানুষ বিনা কথা 'কইতে মানা—'। নিথর নিষণ্ণ নিদালীতে চলে পুনরাভিনয় "আমি জানি তুমি মা'র কাজের জন্য এসেছ, সংসার তোমায় ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি ওরে নিঠুর আমার জন্য তুই থাক।" আবার সুরু হয় ব্যথার বাদল—মান মাথুর।

* * * *

পিঞ্জরের পাখী ফিরলো পিঞ্জরে সংসার ত্যাগ আর হ'লনা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার জেগে উঠলো দুমুঠো অন্নের জন্য উদয়াস্ত হাহাকার—আবার জেগে উঠলো মরু-জীবনের দীর্ণ দিন—

বহু ঘোরাঘুরির পর এটর্নি অফিসে একটি কাজ জুটলো, আর সেই সঙ্গে মিললো এক প্রকাশকের বই অনুবাদ করার কাজ; সামান্য আয় অতিরিক্ত পরিশ্রম। কোন স্থায়ী কাজ কিন্তু জুটল না। দিন কতক বেশ যায়···আবার নেমে আসে অনশন বা অর্দ্ধ অনশন। সময় বুঝে আত্মীয়রা তার ভদ্রাসনটী দখল করবার জন্য চেষ্টা। শিউরে ওঠেন দেবী ভুবনেশ্বরী, কি হবে উপায়, হল উদ্‌গ্রীব কিন্তু অন্যায়ের কাছে অসত্যের কাছে, মাথা নত ক'রতে নরেন মোটেই হয়না রাজী—মর্মাহত সিংহের মত প্রবল বিক্রমে সে জুড়ে দিল মামলা।

মামলা চলতে থাকে···পিতৃবন্ধু ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র নিলেন মামলা চালাবার ভার।

হয়ত আকাশে সেদিন ছিল কোন শুভ সম্ভাবনার লগ্ন—বিপক্ষ উকিলের জেরাতে, নরেনের নির্ভীক স্পষ্ট উত্তর শুনে ও আইনের ছাত্র জেনে জজ সাহেব খুসী হয়ে বলে উঠেন "যুবক কালে তুমি একজন ভাল উকিল হতে পারবে।" শুধু তাই নয় নরেনের পক্ষে দিলেন রায়—। আনন্দে অধীর হয়ে বালকের মত ছুটল সে বাড়ীর পানে।

পিতৃপিতামহের চরণধূলি মাখা পবিত্র ভিটাখানি ফেরৎ পেয়ে সে আজ সুখ উচ্ছল। মনে তার শত তমসার অন্তে যেন জেগেছে তিমির হরণ।

গৃহে ফিরে এসে সে আত্মহারা হ'য়ে এক নিঃশ্বাসে বলে "মা বাড়ী বেঁচেছে" বিজয়ী পুত্রকে বক্ষে ধরে, জননীর অশ্রু নামে অবাধে—বয়ে যায় স্নেহ জাহ্নবীর ঢল।

* * * *

মামলায় জয় হল কিন্তু অন্নের হাহাকার তো ঘুচল না। মনে বাইরের অসীম শূন্যতা—চারিদিকের অগাধ দৈন্য তাকে ভারাক্রান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে তোলে—। কতদিনে হবে দারিদ্র্য দানবের হাত হতে মুক্তি—কবে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়বে বুক থেকে—।

চকিতে আঁধারের বুকে দেখা দিল আলোর ঝরণ—অর্পণ-উপবনে ছুটলো দখিন হাওয়া—

তিনি তো আছেন, আমার সর্ব্বদুঃখহারী। তিনি যদি আমার হয়ে মা'র কাছে কিছু চেয়ে নেন্ তাহলে আমার মা বোনেদের থাকবে না অন্নকষ্ট। সব সমস্যার হবে সমাধান।

সত্যিই যায় দেখা, চলেছে সে একান্ত মনে কালী বাড়ীর অভিমুখে—

পথচারীরা থমকে দেখে—চোখে তার নব আশার ঝলক—বুকে তার নব উদ্যম—নিঃশ্বাসে তার মুক্তির ছন্দ—।

ঐতো দক্ষিণেশ্বর—পায়ের গতি দুর্ব্বার হয়ে ওঠে—বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হয়—পলক পড়ে ঘন ঘন—

দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে সে ঝড়ের মত বলে ওঠে, আমি আর পারিনা মশায় মা ভাই বোনদের কষ্ট দেখতে। আপনি আপনার মাকে বলুন যাতে তাদের অন্নকষ্ট হয় দূর। ভুলে যায় জনতার জটিলতা—হেসে বলেন তিনি—আমি যে ও সব কথা পারিনা বলতে—তবে তুই নিজে গিয়ে বল যা'না। নরেন—আজ্ঞে আমি আপনার মাকে জানি না—চিনি না—আপনাকেই আমার হয়ে বলতে হবে, শুনব না কোন ওজর।

—ওরে আমি যে কতবার বলেছি আমার নরেনের কষ্ট দূর করে দে মা। তুইতো আমার মাকে মানিস্ না তাই সে আমার কথা শোনে না। তবে আজ মঙ্গলবার অমাবস্যা, আমি বলছি আজ রাত্রে কালী মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে যা চাইবি তাই পাবি। মা আমার চিন্ময়ী-ব্রহ্মশক্তি ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছে, সে ইচ্ছা করলে কিনা করতে পারে—

পূর্ব্বাশায় জাগে রক্ত-রাগের বন্যা—বক্ষ কাঁপে আনন্দের দ্বারদেশে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই প্রার্থনামাত্র আমার সকল দুঃখের হবে অবসান—

অধীর আগ্রহে করছে প্রতীক্ষা—সেই মহাসন্ধিক্ষণের। আর কতক্ষণ পরে পাবো শুনতে শ্রীমুখের বাণী—কতক্ষণ পরে পাবো দেখতে সেই শিব সীমন্তিনীর অপরূপ রূপ—

দিবসের আয়ু হল সমাপ্ত—আঁধার গগনে হেসে উঠল থৈ থৈ তারা—হারিয়ে গেল শেষ আরতির ধূপশিখা।
প্রথম প্রহর হল গত—

কৃষ্ণালী সাঁঝের অলক কুসুমের পানে চেয়ে বলেন ঠাকুর—ওরে যা, যা, এসেছে সেই লগ্ন। থর থর পদবিক্ষেপে সে চলে···হঠাৎ গাঢ় নেশায় আচ্ছন্ন হল মন—বেপথু 'হল তনু'—কোথায় চলেছে নাই হুঁস। সহসা তার অনিমেষ নয়নে তুলে উঠলো অনন্ত প্রেম আর সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ স্বরূপিণী জগৎ জননীর বরদাত্রীরূপ—

এলায়ে পড়েছে আকুল কুন্তল
মরি মরি কিবা রূপ ঢল ঢল
বরাভয় দুই করে'

সেই দিব্য সম্ভাবনার মুহূর্ত্তে সরে গেল মর্মদাহের যত জ্বালা—হারিয়ে গেল জগৎ সম্বিৎ—শরণার্ত কণ্ঠে শুধু জাগল—বিবেক দে মা —বৈরাগ্য দে মা—তারপর—

সমস্ত হৃদয় ভাঙ্গা প্রণামটুকু রেখে এল ফিরে। ঠাকুর—কিরে মার কাছে সংসারিক অভাব দূর করার জন্য প্রার্থনা করেছিলি তো? চকিতে চমকে ওঠে সে। না মশায় ভুলে গেছি তবে কি হবে?

—যা যা আবার গিয়ে ঐ কথা জানাগে—

আবার সে যায়—সেই বৈরাগ্যব্যাকুল কণ্ঠেআবার জাগে মিনতি —জ্ঞান দে মা, ভক্তি দে মা—ফিরে আসামাত্র শুধান তিনি—কিরে এবার ঠিক বলেছিস তো?—বাহ্য চেতনা আসে ফিরে—

—কই না তো—জানিনা কোন দৈবী মায়ায় সব যাই ভুলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খালি বলি জ্ঞান দে মা ভক্তি দে মা। ঠাকুর—দূর ছোঁড়া আপনাকে একটু সামলে নিয়ে প্রার্থনা করতে পারলিনা, তবে যা যা আবার যা—

সংকল্পে অটল নরেন্দ্রনাথ—সে আবার চলে মন্দির অভিমুখে—কিন্তু এবারেও হয়না বলা। ভাবে—,সেই যে ঠাকুর বলেন্ রাজাকে প্রসন্ন করে তারপর তার কাছে লাউ-কুমড়ো চাওয়া—কি নির্ব্বুদ্ধিতা—বিশ্বের যিনি বরদাত্রী তার কাছে চাইব শুধু একমুঠো অন্ন—ছিঃ ছিঃ একি দীনতা—একি হীনতা। লুটিয়ে পড়া শ্বেত-সহস্রদলের কণ্ঠে আবার জাগে—বিবেক দে মা বৈরাগ্য দে—।

শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে ফিরে ফিরে এসে বলে নিশ্চয় আপনিই আমায় ভুলিয়ে দিচ্ছেন, আমি কিন্তু ছাড়ছি না, আপনাকে বলতেই হবে আমার অভাব-অনটনের কথা।

হাসেন লীলাময়—হাসেন চক্রধারী নারায়ণ—তোকে তো বল্লুম মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি, তুই তো চাইতে পারলি না, তোর কপালে সংসার সুখ নেই তো আমি কি করব বল।

নরেন—তা হবে না মশায় আমার বিশ্বাস আপনি বল্লেই হবে আপনিই বলুন—

মহানিশার নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান খান করে ধ্বনিত হল দেব-দুর্লভ কণ্ঠ—আচ্ছা যা তোদের মোটাভাত কাপড়ের অভাব হবেনা।

কি আনন্দ—আজ সে মুক্তি পেল দারিদ্র্যের বাহুপাশ হ'তে—মুক্তি পেল সে জীবনের সব সংশয় দোলা হতে—

নরেন্দ্রনাথ সহসা বলে ওঠে, তা দিন না মশায় আমায় সেই গানখানা শিখিয়ে।

নবানুরাগী শিষ্য আনন্দে গেয়ে চলে—

আমার মা ত্বংহি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা
তোরে জানি মা দীন দয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাইতে গাইতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে অবশ আলসে।

তৃপ্তিলীন সেই মুখের পানে চেয়ে মুক্তিমঙ্গল হাসিতে বলেন তিনি—বেশ হয়েছে না, নরেন আমার আজ কালী মেনেছে, আমার মাকে মেনেছে।

পেরিয়ে গেল নিশ্চিত নীল কত প্রহর—

অস্তরাগের শেষরশ্মিতে—সায়ন্তনী ভ্রমরের শেষ গুঞ্জনে ভাঙ্গল ঘুম তার।—

সহসা বিদায়-বিধুর নরেনের কাছ ঘেঁষে বল্লেন বার বার (নিজেকে দেখিয়ে ও তাকে দেখিয়ে)—দেখছি কি এটাও আমি আবার ওটাও আমি। যেমন গঙ্গাজলে লাঠি ফেলায় জলটা দুভাগ দেখায় ঠিক তেমনি—।

দৃষ্টি প্রসাদ আর শুভাশিস্ মাথায় নিয়ে নিশিগন্ধার অনবগুণ্ঠন ক্ষণে সিমলার পথে পা বাড়ায় নরেন মেঘছিন্ন অন্তরে—

তারপর…

স্তবকিত মেঘভার অন্তে শরতের হাসির মত তাদের সংসারের অভাব অনেকটা হাল্কা হ'য়ে এল। গুরু কৃপা হ'ল জয়ী।

'বিদ্যাসাগর স্কুলে' স্থায়ীরূপে শিক্ষকতার আসন সে পে'ল। ওদিকে বিশ্বনাথবাবু বেঁচে থাকতে যে বিবাহের সম্বন্ধ হ'য়েছিল সেই আর, মিত্র আবার জানালেন যে প্রচুর অর্থ দিয়ে তারা এখনও বিবাহ দিতে প্রস্তুত।

আবার মনোভব-ভবনের ইঙ্গিত—বালুচরে ঘর বাঁধতে আহ্বান।

বিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ ওঠে গর্জ্জে, না না কিছুতেই না—

গভীর মনযোগে সে আবার জ্ঞানসাগরে দিল ডুব।

সংসারের প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য ক'রেই জননীর হয় শঙ্কা… বুঝি সে গৃহত্যাগ করে যাবে চ'লে…একথা উঠতও মাঝে মাঝে, কিন্তু নরেন স্পষ্ট করে কিছু বলে না। তবে—তার ভাবে মনে হয় বিবাহ বিষয়ে মা'র অনুরোধ রক্ষা করতে না পারলেও এমনভাবে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত ক'রে সে যাবে না কোথাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাক্—সংসারের ঘাত প্রতিঘাতের মাঝেই তিনটি বেদন-বোধন এল গেল—তিনটি বসন্ত বার্ষিক এল গেল।

এতদিনে সে বুঝল তার ওপর নির্ভর না করেও এ সংসার চলবে—তাই ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে আনতে লাগল সবকিছু থেকে।

দিন স্রোতের বেশী ঢেউ গোনে সে দক্ষিণেশ্বরে বসে—এক চিন্তা—সংসারের কর্ত্তব্য হ'ল সারা, এবার সর্ব্বস্ব করে ধরতে হবে মঙ্গলময়ের দুটী চরণ—ললিত জাহ্নবীতে ধোয়া শ্রীপদ-পঙ্কজ।

অলক্ষ্যে হেসে ওঠে ভাগ্য—অদূরে মিলিয়ে যায় অস্তমিত সবিতার শেষ রশ্মি—পরিপূর্ণ মিলনানন্দ উপভোগ করার আগেই বেজে উঠলো বিদায়ী বেহাগ।

কঠিন গলরোগে আক্রান্ত হলেন শ্রীঠাকুর। বিচলিত হয় শিষ্যরা, বিশেষ বিচলিত নরেন। তার কাছে বেদ-বেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান সবই যে এখন শ্রীগুরুর চরণ। সর্ব্বশাস্ত্রের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ যে তিনিই। নিদ্রায়, জাগরণে, ধ্যানে-জ্ঞানে জাগে তাঁরি কথা, তাঁরি ভাবনা। তাঁর চলা বসা ভাবভঙ্গী দেখে সে প্রেম-তন্ময় চোখে, এত মধুর আগে সে তো কোনদিন বোঝেনি—

কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে যে এখনো অনেক বাকী। তবে কি হবে? বেদনার অমিত আশঙ্কায় সে অস্থির।

কবিরাজের পরামর্শে স্থান বদল হল। দখিনাপুরীকে বিচ্ছেদের বাষ্প ধূমে অবসন্ন করে দেবতা এলেন শ্যামপুকুর।

পথ্যের ব্যবস্থার জন্য এলেন জননী সারদা দেবী…।

কিন্তু রাত্রিতে সেবার ভার কে নেবে? গৃহীরা হয় চিন্তিত। বালক ভক্তদের আরো পাঁচজনকে নিয়ে সে অসীম ব্যাকুলতার সঙ্গে লাগিয়ে দিল সেবা সাধনা।

এই জ্বলবার মন্ত্র সাধনার মাধ্যমে গড়ে উঠল একটী তরুণ সঙ্ঘ…

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীর তদারক···সুমুখে আইন পরীক্ষা, তাই নরেন মাঝে মাঝে যায় বাড়ী···কিন্তু মন তার বলে—ওরে হরি বিরহের দিন যে ঘনায়িত—সু-তুর্ল্ভ সঙ্গসুখ আর বেশীদিন ভাগ্যে নেই, এখন আর তু-নৌকায় পা দিয়ে থাকিস না—কর গৃহত্যাগ।

তবু জোর করেই দেহখানা নিয়ে যায় বাড়ী। বই নিয়ে বসে—। সহসা সেদিন খাণ্ডব দাহের সুদীর্ঘ জ্বালা নিয়ে ছুটল উর্দ্ধশ্বাসে···পা থেকে চটী জুতা ছিটকে পড়ে যায়—পরনের কাপড়খানা বিস্রস্ত হয়···অঙ্গ হয় ক্ষতবিক্ষত—লক্ষ্যপানে তবু ছোটে···তারপর শ্রীঠাকুরের চরণতলে লুণ্ঠিত শতদল বলে ওঠে, "মশায় আমায় একটা ওষুধ দিতে পারেন যা খেলে আমি যা' কিছু শিখেছি স-ব ভুলে যেতে পারি—"

অতলান্ত সিন্ধু তরঙ্গের পানে চেয়ে থাকা নভাঙ্গনের স্থির চন্দ্রের মত শ্রীঠাকুর নিথর মুগ্ধ—

•

আপ্রাণ সেবা সত্ত্বেও রোগ ক্রমবর্দ্ধমান—

দেবদেহের কুশলতার আশায় আলোবাতাসের তুরন্ত হিল্লোলে-কাঁপা কাশীপুরের উদ্যান বাটীতে তারা এল।···রাখাল, বাবুরাম শরৎ, শশী, লাটু, নিরঞ্জন, যোগীন, তারক, গোপাল, কালী সকল বালকদের সঙ্গে নরেন্দ্রও গৃহ ত্যাগ করে এসে দাঁড়ালো একান্ত হয়ে···

বুঝি কোন অনবধান ক্ষণে দীপশিখা নির্ব্বাপিত হতে দেবে না—কিন্তু শ্রীঠাকুর নরেনকে দেন না সেবা করতে।

তাই তুলে নিল পরম আকুতিতে সমস্ত পরিচালনার ভার।

প্রথম দিকে সকলে তুবেলা খাবার সময় যেত বাড়ী এখন তাও দিল সব ছেড়ে।

ছুটে আসে অভিভাবকেরা। কিন্তু নরেনের যুক্তির সামনে কে দাঁড়াবে? ক্ষুণ্ণমনে যেতে হয় ফিরে।

কাশীপুরের বাগান বাড়ী একধারে রোগী নিবাস, সেবায়তন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যালয়, তপক্ষেত্র হ'য়ে উঠল। কখনও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম মদিরা পানে মনটা নিবিড় হয়ে আসে—কখনও শাস্ত্র ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান আলোচনায়···দিনটা মুখর হয়ে ওঠে।

আঁধারের সাগর সঙ্গম পেরিয়ে কত রাত সে এসে ধ্যান করে পঞ্চবটী মূলে।

নিতি নিতি হয় দর্শন নিত্য নূতন হয় অনুভূতি···। কোনদিন সে এসে জানায়—মশায় আজ ত্রিকোণ জ্যোতি দর্শন করলুম। কোনদিন বা বলে আমারি মতন একজন কাকে যেন দেখলুম।

* * * *

দিব্যদেহে আবার রোগ—জানিনা এ কিসের ছল···হয়ত কোন মহতী উদ্দেশ্য···

জাগ্রত দেবতার দর্শন অভিলাষে বহুজনের হয় সমাগম। ফুলে ফুলে হয় আস্তীর্ণ—ধূপে গন্ধে হয় আমোদিত—এ তো রোগী নিবাস নয় যেন কলকাতার বুকে গড়ে ওঠেছে এক মহাতীর্থ···

অবারিত দ্বার, অগণিত ভক্ত সম্মিলন, অবিশ্রান্ত দুঃখতাপ ক্লেশহরা উপদেশামৃতের স্রোত···

কথা হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে···ঝঙ্কৃত হয় শ্রীঠাকুরের কণ্ঠবীণ···

"তিনটি বিষয় পালন করলেই বৈষ্ণব হওয়া যায়। নামে রুচি··· জীবে দয়া···বৈষ্ণব সেবন···নাম নামী অভেদ জেনে অনুরাগে নাম করবে···আর কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার, ধারণা করে সর্ব্বজীবে দয়া"— থেমে যায় মধুবাণী—তিনি হন সমাধিস্থ···

কেটে চলে শ্রবণ রোমন্থনে কিছু সময়—

ভাবভঙ্গের পর সহসা বলেন, কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না-না-জীবে দয়া নয়—শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা।"

এ কথার সূক্ষ্ম মর্ম্ম কারো হৃদয়ে বিদ্ধ হল না।

একমাত্র নরেনই বাইরে এসে বল্ল—

আজ কি নতুন আলোকই না পেলুম। সেবা—সেবা আর্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবের সেবা—এ যেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনবার প্রচ্ছন্ন সূত্র··· শুষ্ক বেদান্ত ও ভক্তিরহস্যের হল অপূর্ব্ব মিতালী···জীব জগৎ যে তাঁরি প্রকাশ লীলা।

এক চিন্তা···এক লক্ষ্য···এক সাধনা···একত্রে বাস। মাত্র কটী-দিনের ব্যবধানেই হৃদয়ের মর্ম্মবীণা এক হয়ে উঠলো বেজে··· আধ্যাত্মিক এক মধুর সম্বন্ধে হল পরস্পর আবদ্ধ···

যত দিন যায়, ততই তারা গুরুকে নিবিড় করে চায় ধরতে··· আর গুরুও একটি একটি করে দিতে থাকেন অচিন পথের পথ নির্দ্দেশ···

তরঙ্গ মালিনী গঙ্গার সিকতাঞ্চল বেয়ে এসেছে একটি ভক্ত—কর-সম্পুটে তার কয়েকটি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা···উদ্দেশ্য সাধুদের দান করে পুণ্য সঞ্চয়···।

যেন এরই প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি···বলেন দাও দাও এদের দাও···

তুলে নেন লীলাময় মালা আর বস্ত্র দান করেন উপযুক্ত অধিকারীদের—ধন্য হল দাতা···যার দান গ্রহণ করলেন জনার্দন স্বয়ং—

তারপর—বাসনার ব্যাপ্তি মধুরতাকে বিদীর্ণ করে—আকাঙ্ক্ষার মুগ্ধ মিনতিকে অগ্রাহ্য করে—

গুরু আজ্ঞায় চল্ল ১২টি তরুণ তাপস আপন আপন ঝুলি কাঁধে ভিক্ষার্থে···

কেউ বলে ঢং···

কেউ করে তিরস্কার—তাছাড়া লাঞ্ছনা বিদ্রূপ হিতোপদেশ আরো কত লাভই না হল সেদিন—কিন্তু নব দীক্ষিত সন্ন্যাসী দলের নাই ভ্রূক্ষেপ—নাই অভিমান···

উচ্চশিক্ষা ও আভিজাত্য গৌরব বিবর্জিত বালক সন্ন্যাসীগণের ভিক্ষান্ন—পরামানন্দে তিনি করেন গ্রহণ···করেন প্রসাদ বিতরণ। অকারণ আনন্দে আজ উল্লসিত সকলে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বুদ্ধিমান নরেনের অন্তরের অন্তস্তল হতে পড়ে সুগভীর দীর্ঘশ্বাস—সে বুঝেছে এ বিধান শুধু শাস্ত্রবিধি নয়—এ যে ভাবী-কালের ইঙ্গিত....তারা খসার তুর্লক্ষণ...

* * * *

সন্ন্যাস কিনা সম্যক ন্যাস। এই সম্যক ন্যাসের চাই উপলব্ধি....

খুলে বসে অতীতের সব যুগ প্রবর্ত্তকদের জীবন-আলেখ্য। ভগবান তথাগতের অলৌকিক তপস্যা অসীম করুণা তার মনে করে রেখাপাত—জরা মরণাহত জীবের কাতর হাহাকারে রাজকুমারের হৃদয়ে সুতীব্র বেদনা অনুভূতির বর্ণনা পড়তে পড়তে নরেনের বিশাল চক্ষু হয়ে ওঠে সাগরময় আর...তুর্দমনীয় হয় সেই বোধিদ্রুমতলের সিদ্ধাসন দর্শন অভিলাষ।

প্রৌঢ় রজনীর নিস্তব্ধ প্রহরে নরেন বুদ্ধ গয়ার ট্রেনখানি ধরল। যাত্রাসহচর তুজন গুরু ভাই—অতীতের স্মরণ তন্ময়ে কেটে গেল সারাটি পথ—

স্টেশনে নেমে অভিশপ্ত ফল্গুবুকে স্নান সেরে...ভিক্ষায় জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত ক'রে হাঁটা পথে দিল পাড়ি ৮ মাইল দূরবর্ত্তী বোধিসত্ত্বের মন্দিরাভিমুখে....

এদিকে কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে মহাচাঞ্চল্যের হয় সুরু... বহুক্ষণ ধরে আঁতিপাঁতি খুজেও যায় না পাওয়া নরেনকে...

ভ্রাতৃবিরহে আকুল মঠভাইগণ তখন শ্রীঠাকুরকে জানাতে হয় বাধ্য...নরেনকে যে পাওয়া যাচ্ছেনা, কি হবে—কোথায় গেল সে? দূরদর্শী দৃষ্টি মেলে হেসে বলেন ঠাকুর "সে যাবে না কোথাও, তাকে এইখানেই হবে আসতে"। "দেখ, একজনের বাগানে রোজ একটা ময়ুর আসত, সে লোকটা খাবারের সঙ্গে একটু করে আফিং মিশিয়ে ময়ূরটাকে দিত...দিন কতক পর এমন হল যে সে আর না এসে থাকতে পারত না। নরেনের সেই অবস্থা। এখানে যে রস পেয়েছে তা ছেড়ে সে যাবে কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোধূলির রাঙ্গা ঠোঁঠে পূরবীর হাসি দেখতে দেখতে তারা পৌছলো বুদ্ধ গয়ায়।

—পরম কারুণিক বোধিসত্ত্বের মন্দির দর্শনের পর সিদ্ধাসনেই হল ধ্যানমগ্ন—হল সম্বিৎহারা।

কেটে চলে বহুক্ষণ—

সহসা দরবিগলিত নরেন্দ্রনাথ গুরু ভাইকে করেন আলিঙ্গন··· কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসিত হবার আগেই আবার সুগভীর ধ্যানে হয় মগ্ন। রহস্যের হল না ভেদ···। হল না সমাধান—কঠিন কঠোর তপস্যায় কেটে চলে তিনটি দিন···।

মঠ ভাইদের মন যায় ভেঙ্গে—করে অনুযোগ শ্রীঠাকুরকে··· আমাদের নরেনকে ফিরিয়ে আনবার উপায় বলে দিন। তিনি তখন মাটিতে সংখ্যা কেটে বলেন এর বেশী দিন থাকবার নেই ক্ষমতা।

সত্যই সেইদিনই নরেন শ্রীচরণ সমীপে এল ফিরে—। হারানিধি ফিরে পাওয়ার মত আকুল উচ্ছ্বাসে তাকে জড়িয়ে ধরে সবাই। তারপর—নৃত্যগীত বাদ্যে আনন্দ অনুষ্ঠানের হয় সুরু।

* * * *

বড় ফুল ফুটতে হয় দেরী এ যে বিজ্ঞান সম্মত....তাই তার সহস্র দল জীবনপদ্ম বহু দ্বন্দ্ব পরীক্ষা, আর অসীম বেদনার মধ্যে দিয়ে ফুটতে থাকে ধীরে ধীরে···

গয়া থেকে নিয়ে এল শান্তি নয়, ধ্রুব বিশ্বাস—যে অতৃপ্ত দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত, পাগলের মত করছে ছুটোছুটি, সে আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি শ্রীঠাকুরের কৃপা ছাড়া হবার নয়।

অন্তর হাহাকার করে ওঠে ব্রহ্মসাগরে আত্মবিলুপ্তির জন্য··· নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের আশায় আত্মা ব্যাকুল···অশান্ত···

নিথর নিমীলিত এক গহীন গাহন রাত্রে···রোগখিন্ন গুরুর শয্যাপাশে স্তব্ধ হল নরেন—যেন বিন্ধ্যাচল গিরি···

পুরুষকার আজ কৃপাপ্রার্থী···তবু নিরুত্তর—তবু নির্ব্বাক···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিক্ষুব্ধ অন্তরে শুধু চেয়ে থাকে সে তারি পানে—উত্তরে যাঁর গড়ে ওঠে উপনিষদ…গীতা।

হেসে বলেন অন্তর্যামী, "আচ্ছা তুই কি চাস বল ?"

নরেন—আমার ইচ্ছা হয় শুকদেবের মত নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিরন্তর থাকব ডুবে…

উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "ছিছি তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা !" কোথায় তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মত হবি, ছায়ায় হাজার হাজার লোকে নেবে আশ্রয়…তা না তুই শুধু নিজের তোর মুক্তি চাস ? এতো তুচ্ছ হীন কথা।

আমি বাপু সবই ভালবাসি—মাছ খাব তো ভাজা, সিদ্ধ, ঝোল, অম্বল সব রকমই খাব ! তাঁকে সমাধিতে নির্গুণভাবে উপলব্ধি করি—আবার বহু দেবীর মধ্যে সম্বন্ধ পাতিয়ে আস্বাদন করি। এক ঘেয়ে কেন হব তুইও তাই হ—একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত।"

…আশাহত নরেনের ব্যথা হয় রূপান্তরিত অশ্রুরূপে…।

গুরুর শিষ্যকে, পিতার পুত্রকে অদেয় তো কিছুই থাকে না। …তাছাড়া পূর্ণতার মহাঐশ্বর্য্য নিয়ে তিনি যার অপেক্ষায় ছিলেন বসে ভাগীরথী কূলে…এইতো সেই-ই তবে ..

দিনটি যেন রাত্রিতে সমাধিস্থ হবার জন্য সন্ধ্যায় এসে পৈঠায় দাঁড়িয়েছে—মহাকালের চঞ্চলতার প্রদীপ নিথর হবার আসন্ন লগ্নে নরেন্দ্র বসেছে ধ্যানে—সহসা উদ্ভাসিত এক জ্যোতির ধারায় সে মুগ্ধ হল তারপর মুছে গেল চন্দ্র, সূর্য্য,—তুলে উঠলো বিশ্ব সংসার—হারিয়ে গেল দেশ কাল পাত্রের সব বোধ—

অবাঙ-মনোসগোচর এক সত্তায় লীন হয়ে গেল মন—শ্রীঠাকুরের কথায় নুনের পুতুলের যেন সাগর মাপতে যাওয়া…

কেটে গেল বহুক্ষণ…

"নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর—"

সহসা আকুল চীৎকারে গোপাল দাদার ভাঙ্গে ধ্যান—

শোনেন কান পেতে—বলছে নরেন, "গোপালদা গোপালদা আমার দেহ কোথায় গেল?" তিনি দৌড়ে এসে দেহে করাঘাত হেনে জানান—"ভাই এইতো তোমার দেহ" তবু নরেন বলে, "কই আমার দেহ কই?" শেষে সকলেই জানাতে চেষ্টা করেন তার দেহানুভূতি—কিন্তু কেউ হলেন না সফল।

ঠাকুরের কাছে গেল খবর।

অসূর্য্যম্পশী অন্ধকার হতে আঁখি তারা ফিরিয়ে তিনি ভ্রূভঙ্গী করে বল্লেন, "বেশ হয়েছে থাক্ খানিকক্ষণ ঐরকম হয়ে, এইজন্য আমায় বড় জ্বালিয়েছিল।

মালবিকা অগ্নিমিত্রের রাত্রি নয়·······কিউপিক ও সাইকিকের রাত্রি নয়—সেই ব্যাস বাল্মীকির সমাধি গহীন রাত্রি হতে থাকে প্রহরাতীত....।

আজ সমস্ত অশান্তির—সমস্ত আকাঙ্ক্ষার হয়েছে পরিসমাপ্তি।

ব্রহ্মানন্দে পুলকিত আপ্তকাম সন্ন্যাসী শ্রীগুরুর চরণে করে প্রণাম···। দিব্য সমুজ্জ্বল বদন···অসীমের ভাবনায় অনুভাবিত আধো জাগা মন—সমাধি সাগরের সদ্যস্নাত জ্যোতিধারা দেহ দেখে শ্রীঠাকুর উছলিত আনন্দে বলেন, "হ'লতো সমাধি, সাধ মিটল? কিন্তু এখন চাবি দেওয়া রইল···আর চাবি রইল আমার হাতে যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন চাবি খুলব।"

তার গমন পথ পানে চেয়ে গহীন নিঃশ্বাস ফেলে বলেন ঠাকুর, "যে মুহূর্তে জানবে ও কে সেই মুহূর্তে করবে দেহত্যাগ।"—

* * * *

ব্যথা-জর্জ্জর বহ্নি-বিক্ষোভের মাঝে কেটে গেল সময়—সহসা সেদিন শ্রীঠাকুর বল্লেন ডেকে, "দেখ নরেন, মার দয়ায় আমার অনেক বিভূতি লাভ হয়েছে। তোকে তো মার কাজ করতে হবে। তা তুই যদি ওগুলো নিস তো আমি স্বস্তি পাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ কি প্রলোভন, এ কি পরীক্ষা কত শত জন্মের কঠিন তপস্যা-লব্ধ, যে মায়া শক্তি বা বিভূতি বিনা আয়াসে শুধু চাইলেই যাবে পাওয়া...।

কেটে যায় কটি মৌন প্রহর...। নিষ্কিঞ্চন ছুটি চোখ মেলে নরেন জিজ্ঞাসা করে 'ওসবে কি আমার ঈশ্বর লাভ সহজ হবে ?

ঠাকুর, "না তা হবে না, তবে ঈশ্বর লাভের পর যখন বিশ্ব-কল্যাণে ব্রতী হবি, তাঁর কাজ করবি তখন হবে দরকার।" ।

উদাস উদ্বেগহীন সুরে বলে সে, "না মশায়, তবে আমার ওসব চাইনা আপনি শুধু আশীর্ব্বাদ করুন, আমার ঈশ্বর লাভ হোক।...

আনন্দে অধীর হিয়া নরদেহধারী গুরু সচ্চিদানন্দ বলে উঠলেন ওরে "আজ তুই সব ত্যাগ করে সব পেলি..."

সেই রজতগিরিনিভ আত্মভোলা ভোলানাথকে একমাত্র প্রেম-বন্ধনে বাঁধতে পারেন শৈলাধিরাজতনয়া জগৎ জননী উমা মহেশ্বরী আর নারায়ণ স্বয়ং....মায়াশক্তি তার কি করতে পারে—তিনি যে গুণাতীত—তিনি যে মায়াতীত।

ধ্যানসিদ্ধ নরেন ধ্যানে বসলেই ক্ষুদ্র চেতনার গণ্ডী ছাড়িয়ে ক্ষণিকেই চলে যায় বিরাট বিশ্ব-চেতনায়। সে কি একবার ?

একদিনের ঘটনা...বৃক্ষতলে ধ্যানরত নরেন আর নাট্য-সম্রাট শ্রীগিরিশবাবু...কিছুক্ষণ না যেতেই মশার উপদ্রবে অস্থির হয়ে গিরিশবাবু চোখ খোলেন...একি বিস্ময়...পাশে নরেন নিবাত নিষ্কম্পসম নিথর। চাক্ ভাঙ্গা মৌমাছির মত রক্ত লোলুপ মশার দল সবংশে বসেছে তার আপাদ মস্তকে...যেন একখানা কাল কম্বল... তারস্বরে ডাকেন গিরিশবাবু, "নরেন নরেন ওঠ," কিন্তু কে কার শোনে কথা। শেষে পা ধরে করেন টানাটানি তবু ধ্যান ভাঙ্গে না। তখন নিরুপায় হয়ে আসন ধরে টানতেই তাঁর অচৈতন্য দেহ মাটিতে পড়ে লুটিয়ে...।

*　　*　　*　　*

চিরবিরহের দিন আসে ঘনিয়ে...দেওয়া নেওয়া প্রায় আসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢুকে। চলে দুষ্কর তপস্যা চলে মৃত্যুর দুয়ারে অঘটন ঘটাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা—যেমন করেই হোক যন্ত্রণা লাঘবে সমর্থ এমন একজনকে খুঁজে বার করতেই হবে।

হতাশে আর দীর্ঘশ্বাসে কেটে গেল ব্যর্থ বিদীর্ণ দিন। না; পাওয়া গেল না—

নিরুপায় নরেন 'রাম' বলতে বলতে উন্মাদের মত সারা বাগান করে ছুটোছুটি···যদি রাম নামে রোগ বিষণ্ণ দেহে আসে শান্তি—রাম রাম—অশান্ত কণ্ঠ শুধু রাম রাম—

শ্রাবণী বর্ষার ছন্দ কাটে—রাতের ঘুম ভাঙ্গে—পাখিরা কোলাহল করে—তবু সেই কণ্ঠ—রাম—রাম—বুঝি বাহ্যজ্ঞান গেছে হারিয়ে—সময়-বোধ গেছে ভুলিয়ে

—শেষ প্রহরে এই সর্ব্বহারা আর্তনাদ অন্তর্যামীর অন্তরে গিয়ে পৌঁছায়···বলেন "যা যা, আন ডেকে"

সকলে মিলে নরেনকে নিয়ে আসে দেব সন্নিধানে—ওরে অমন কচ্ছিস কেন? ওতে কি হবে?

হায় হায় আশাভঙ্গের তীব্র মূর্চ্ছনায় নরেন্দ্র নিথর—নিষ্পলক—মহা আশঙ্কায় দিন চলে যায়—

আশু ভবিষ্যতের নবনাট্যের নায়ক নরেনের প্রতিদিনের মত সেদিনও এল ডাক···

আশঙ্কায় আতুর মনে প্রবেশ করল তাঁর গৃহে, তারপর—দুজনে মুখোমুখী—নিস্তব্ধ নীরব প্রভাতী তারার মত চেয়ে থাকা নির্নিমেষ চোখেই তিনি হলেন সমাধি নিথর আর সূক্ষ্ম তড়িৎ কম্পনের মত ছুটে আসা এক ঝলক তন্তুঃজ্যোতির প্রবেশ লীলায় নরেন ও হারিয়ে ফেল্ল নিজেকে—জানিনা তা কতক্ষণ···

ফিরে এল গতচৈতন্য। কিন্তু ও কি শ্রীঠাকুরের চোখে পতন-উন্মুখ অশ্রুলেখা কেন? এর কারণ কি?

···"ওরে তোকে আজ সর্ব্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হলুম। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিতে তুই জগতের অনেক কাজ করবি।" বালকের মত কেঁদে ওঠে…"হায় প্রভু তুমি এ কি করলে"…

দুঃখ মলিন নরেন আরো বিচলিত হয় ক্ষণে ক্ষণে একই কথার অনুনাদে—"দেখ্ তোর হাতে এদের দিয়ে চল্লুম…তুই যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান—ভালবেসে এদের বেঁধে রাখবি যেন বাড়ী যেতে না পারে। সাধন ভজনে যাতে মন দেয় তার ব্যবস্থাও করবি।" পায়ের নীচে কঠিন মাটিটা যেন দুলে উঠলো। নিরুত্তর সে…তবে সত্যিই কি সময় হল।

লক্ষ পাখা মেলে এগিয়ে এল অন্ধকার—দুস্তর চিন্তা সাগরে গুমরে ওঠে চারপাশ…

একদিন এক টুকরো কাগজ হাতে পেয়ে দৃঢ়রূপ নরেন ডুকরে কেঁদে ওঠে লেখা আছে "নরেন শিক্ষা দিবে।"

ব্যাকুল স্বরে সে বলে, "না, মশায় না, আমি পারব না"

রুদ্ধ কণ্ঠে হয় ধ্বনিত সুতীব্রস্বর, "করতেই হবে, তোর ঘাড় করবে।"

বুঝি নব্য ভারতের সাম্যবাদীদের অবতারবাদ, ঈশ্বরবাদ প্রত্যয় করাবার উদ্দেশ্যেই সপ্তর্ষির ঋষি স্বামিজীর অন্তরে উদ্বেলিত হল অবিশ্বাসের তরঙ্গ।

এই শেষ মুহূর্ত্তে যদি তিনি বলতে পারেন "আমি ভগবান"তবেই ফিরে আসবে পূর্ব্ব বিশ্বাস।

বেদন তীর্থের সেই নিস্তব্ধ ঘরখানা হঠাৎ কম্পিত হল…"নরেন এখনো-ও অবিশ্বাস—যে রাম যে কৃষ্ণ সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"

…অনুতাপের তীব্রজ্বালায় শিশুর মত কাঁদতে থাকে সে…অশ্রুর অভিষেকে ধুয়ে ধুয়ে যায় শ্রীচরণকমল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট।

ভক্তদের মনের মণি কোঠায় স্মৃতির সুরভিটুকু রেখে নন্দনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিজাত নন্দনেই গেল ফিরে—দেব আরাধনার মন্ত্রোচ্চারণ সমাপ্ত না হতেই ঘট ভেঙ্গে গেল—

* * *

বিভেদ নাহিক জনু
দিবস রজনী

দিনরাত্রি কখন আসে যায় নাই হুঁস—অতিক্রান্ত সময়ের পদচিহ্নে ঝরে কত দীর্ণ কেতকী নাই সংজ্ঞা।—

বিচ্ছেদের হাত হ'তে মুক্তির আশায় চলে শুধু অবিরাম নাম, জপ ··চিন্তা, কীর্ত্তন অশ্রু নিবেদন—

···ওগো প্রভু সর্ব্বহরণ রূপে দেখা দাও, একটিবার দেখা দাও আঁখি জলে আর দীর্ঘশ্বাসে কেটে চলে নির্ম্মম সপ্তাহ—

ময়ূরের কলাপ ভাঙ্গা জোছনা নীল রাত্রে স্মৃতির সায়রে পাদচারী নরেনের কণ্ঠে হঠাৎ জাগে কলোচ্ছাস এ কি এ যে তিনি তবে তুমি সত্যিই এসেছ প্রভু ?

গুরুভাইটিও বলে, নরেন নরেন, দেখ দেখ ঐ আমাদের প্রভু এসেছেন।

নরেন—প্রভু যদি এসেছ তবে ক্ষণিক দাঁড়াও সবাইকে আনি ডেকে, সকলেই যে বিরহ-কাতর···

কিন্তু সকলের হয় না দর্শন···। এ তাঁরি বিচিত্র লীলা একসঙ্গে সূর্য্য চন্দ্রের হয় না উদয়, হাসে না কুন্দ-কমল ; কখনও আলো আঁধারে হয় না মিতালি···।

আবার বিরহ···

তা হোক তাঁর ক্ষণপ্রকাশই দাবদগ্ধ হৃদয়ে এনে দেয় সুধার বর্ষণ।

তৃষিত চাতকের তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র উপায় স্বাতি নক্ষত্রের বারিপাত—হোক না সে যতটুকু···তাছাড়া পায় সুনিবিড় সান্ত্বনা, এখনো তবে তিনি আছেন। বুক ভরে ডাকলে দেখা পাবই। স্থিতির কুলায় এল আশ্বিনের ঝড়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগান বাড়ীর ভাড়ার মেয়াদ ফুরাল, এখন প্রভুহারা সন্তানদল দাঁড়ায় কোথা ?

বসে যায় বৈঠক....

গৃহীরা বলেন তোমরা বালক সারা জীবন আছে পরে··· । ভিখারী বৈরাগী হয়ে পথে পথে না বেড়িয়ে ফিরে যাও গৃহে··· । কিন্তু সন্ন্যাসীরা বলে গৃহে ফিরে যাওয়া ? অসম্ভব··· । তারা যে অমৃত সন্ধানীর দল···জ্যোতিষ্মান মণি তাদের কাছে কাঁচের তুল্য··· তবে উপায় ? অভিভাবকরা বলেন—সংসার যদি বা নাই কর পাশটা দিয়ে এলে তো ক্ষতি নাই এতে তোমাদের মর্য্যাদা বাড়বে বই কমবে না ।

কথাটা যুক্তি সঙ্গত··· । তাদের অনুরোধে কোন কোন বালক হল গৃহগত···কেউ বা ভক্ত গৃহে নিল ঠাঁই···কেউ তীর্থ পথে দিল পাড়ি ।

এলো মেলো ঝড়ের মুখে কেটে চলে তাদের লক্ষ্যহীন দিন— সব হারানো রাত্রির নীরব প্রহর—

এই প্রিয়হারা গৃহহারাদের ব্যথা ব্যথাহারীর বুকেও বাজল ।

কোন এক বৈদূর্য্য-বিলাস রজনীতে স্বপ্নের দুয়ার যায় খুলে— চমকে উঠে ভক্ত সুরেশ মিত্তির—'ওরে আমার ছেলেরা যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তুই তাদের জন্য কি করছিস ?—"যোগক্ষেম বহনকারী আর কি স্থির থাকতে পারে ? তাছাড়া ভক্তের দুয়ারে ভগবানের এই আকিঞ্চন লীলা যে যুগে যুগে— ।

সুখ স্বপ্ন যায় ভেঙ্গে···সত্যিই তা প্রভু—অবুঝের সব অপরাধ হে ক্ষমা সুন্দর কর ক্ষমা ।

ক্ষণ দরশনের আনন্দ মধুরতা দিয়ে হলেন উপস্থিত···জানালেন নরেনকে তোমরা একটা বাড়ী ভাড়া করে সকলে মিলে থাক···সব ব্যয়ভার এ দীন দাস বইবে—আমরাও সংসারের দুর্নিবার জ্বালা হতে শান্তি পাবার জন্য তোমাদের পূত পবিত্র-সঙ্গে-মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াবো ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই হল···প্রভুর জাগতিক অভিজ্ঞানগুলি মহাসম্পদের মত বুকে করে নিয়ে বরাহনগরের এক জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্ন ভূতের বাড়ীতে তারা নিল আশ্রয়....

সেদিনের সেই ব্যথাতুর কটী ভাঙ্গাভাঙ্গা মন নিয়েই রামকৃষ্ণ মঠের হল প্রথম সূচনা··· ।

অনিবার্য্য কারণে বাড়ী গেলেও মঠের উন্নতি সাধনই এখন তার একমাত্র সাধনা···সেই তো পরিচালক···অধিনায়ক···প্রাণ স্বরূপ··· ।

তাকে ঘিরেই তো এই ক্রম-বর্দ্ধমান নবসঙ্ঘ।

* * * *

অনেক চেষ্টার পর···অনেক দিন পর তাদের সংসারের অভাব অনেকটা হাল্কা হয়ে এল।

একদিকে সংসার হতে নিজেকে মুক্ত করবার প্রস্তুতি—আর দিকে গৃহগত পরীক্ষার্থীদের দ্বারে হানে কর। কখন বা রাজপথে আনে টেনে বলে ওরে জীবনটা কি এমনি করেই কাটাবি? এই কি ছিল তাঁর মনসাধ। এইজন্য কি তিনি এত কষ্ট করে গেলেন —সব ভুলে গেলি। বৃথা কালক্ষেপ আর করিসনি—ফিরে চল ভাই।

স্মৃতির সরোবরে ওঠে ঢেউ—

বটবৃক্ষ তলে সেই বাউলের মেলা—একই লক্ষ্য পানে কটী বৈরাগী মনের সহজ অনুরাগ—

সব হারানো উতল পাথাল কটি দিন—

তাইতো বইপত্তর সব ফেলে নরেনের সঙ্গ ধরে···

কিন্তু আবার ঘিরে ঘিরে আসে মেঘদল—মুছে মুছে যায় কৈশোরের পুণ্য সরস তিথিগুলি—দিন দুই পর ফিরে যায় বাড়ী।

কর্ত্তব্যের বজ্রদৃঢ়তা নিয়ে সে আবার দাঁড়ায় গৃহ গৃহান্তরে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিভাবকরা বিরক্ত হয় বলে তুমি আর এসো না—অপমানকে অগ্রাহ্য করে তবু যায়—কর্ণে ঢালে নির্ব্বেদের মন্ত্র।

কয়েকটি অকাল, অশ্লেষার যাত্রা নাস্তি দিন পর একটি একটি করে তারা, জেগে ওঠা জোতিষ্কের মত ডিসেম্বরের শেষ প্রান্তে মঠে এসে দিল যোগ—

কুন্দ কুহেলী সুরভিত সেই উত্তরায়ণেই সুরু হল জীবনের এক নতুন অধ্যায়—

সহজাত আর্কষণী শক্তি দিয়ে—পরিশ্রমী বলিষ্ঠ মন দিয়ে—অন্তরের অগাধ প্রেম দিয়ে—সে গড়তে লাগল এই সঙ্ঘ—

এক চিন্তা তার—সুখে সাচ্ছন্দে লালিত মা বাপের স্নেহের সন্তানরা যাতে ত্যাগের কঠোরতা সহ্যে অসমর্থ হয়ে ফিরে না যায়—

পর্দায় পর্দায় মিলিয়ে আনা মনের তার যেন ছিন্ন না হয়—

নাই বা থাকল কামিনী কাঞ্চন—

ত্যাগীর মনে এল মায়ার আহ্বান—এল কর্ত্তব্যের ডাক—।

আসে বাপ ভাইরা, বলে, চল বাড়ী—

মনে তাদের জ্বলবার মন্ত্র—বলে আর নয়—। সব অনুনয় ক্রোধ, আঁখিজল ব্যর্থ হবার পর যাবার সময় বলে যান তাঁরা—বেশ তো সব পড়াশুনা করছিল—নরেন ছোঁড়াই যত নষ্টের মূল—বাড়ী থেকে টেনে আনল, যত কুপরামর্শ দিল—।

হেসে ওঠে নব বৈরাগীর দল—

মহা অন্ধকার হতে উত্তীর্ণ উন্মুক্ত নিঃস্ব নিরালম্বদের দিন কেটে চলে মৈত্রী ভাবনায়—সখ্য সরসতায়—

সহসা বাবুরাম জননীর স্নেহ মিশ্রিত মৃদু আবাহন এল প্রাণে—

জননীর আহ্বান তো উপেক্ষনীয় নয়।

উদ্বেগহীন—উৎকণ্ঠা হীন উজ্জ্বল আলোক সম্পাতের মত চল্ল তারা। আঁটপুর······

সেই গৈরিকের স্রোত···সারল্যের জোয়ার—পবিত্র প্রবাহ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে ধন্য হল—চৈতালি ঘূর্ণি—বিড়ম্বিত গ্রামের হৃদয়—মহুয়ার প্রলাপ গুঞ্জিত পথ—

কেটে গেল সারাটি দিন ভজন কীর্ত্তন ধ্যান ধারণা ধর্ম্মালোচনায়।

কথায় কথায় এসে পড়ে যীশুখৃষ্টের জন্ম কথা—শুনতে শুনতে কথক শ্রোতা সকলেই চলে যায় ভাবলোকে।

চাঁদের কাঁকন খুলে—ঝিল্লী নূপুর থামিয়ে কখন যে রাত্রি বিদায় নিয়েছে কেউ জানলো না!

ভৈরবী ভোরের গোলাপী গগন তলে বসে তারা বিস্মিত হয়ে শুনলো—চেতনাকে চকিত রেখে চুপি চুপি চলে গেছে Christmas Eve।

সেই পলাতকা রাত্রিকে স্মরণ করেই বুঝি প্রজ্বলিত হল বিরজা হোমাগ্নি।

একদিকে ধ্বংস হতে লাগল সমাজ সংস্কার…আরদিকে অপর দিক-পালের সঙ্গে ধীরে ধীরে উঠল জেগে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

হে সন্ন্যাসী…হে শঙ্কর…ভারতের পুঞ্জীভূত তমিস্রা দূর করবার দিন তবে সত্যিই ঘনাল।

উত্তরাধিকারী সূত্রে তাকে ধর্ম্ম সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হে বীরেশ্বর সত্যিই তুমি জেগে উঠলে?

আঁধারের বুকেই চলে আলোর নৃত্য অভিসার…পঙ্কে ভরা দীঘিতেই ফুটে ওঠে অরুণ চুম্বিত শ্যাম শতদল…।

সেদিনের সেই নরজাতকদের খবর আর কেউ না রাখলেও মাতা ধরিত্রীর কল্যাণ হস্তে জাগল বরাভয় মুদ্রা আর মহাকাল সেই সনাতন ক্ষণে তাদের উন্নত ললাটে এঁকে দিয়ে গেলেন বিজয় তিলক।

* * * * *

বরাহনগর মঠ বাড়ীতে জ্বলে উঠল অনির্ব্বাণ তপস্যাগ্নি। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, অর্থ নেই, নেই দাস দাসী।

তবু দান গ্রহণে অনিচ্ছুক ভিক্ষায় অনভ্যস্ত কটী তনুমন, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন সংকল্পে হল দৃঢ়—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ডাকেন হে অমৃতের অধিকারী জাগো জাগো—অনন্তের স্তবগানে মুখর পাখীদের সঙ্গে সুরু হয় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান সাধনা।

তারপর…

ধূপে দীপে শঙ্খ ঘণ্টায় সুগম্ভীর বেদমন্ত্রে—শুচির তীর্থে ফোটা মল্লী মাধবী দিয়ে শ্রীঠাকুরের হয় পূজা অর্চ্চনা…

পূজা সমাপনে ছেলেরা বড় হলে হয় অধ্যয়ন আলোচনা…। সঙ্গীত, ইতিহাস জড় বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, সাহিত্য শিল্পকলা সকল বিষয় নিয়েই চলে আলোচনা। গীতা উপনিষদ শাস্ত্র পাঠ হয়, আবার কাণ্ট, মিল, হেগেল স্পেন্সার, এমনকি নাস্তিক জড়বাদীদের মতামতও হয় সমালোচিত—মহাভারতের ঋষিকুল—কণাদ, কপিল, যাজ্ঞবল্ক্যও বাদ যাননা।

তিনি প্রশ্ন তোলেন আবার মীমাংসাও করেন।

তিনি যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন, তিনিই যুক্তি দ্বারা করেন সমর্থন।

কখনও শঙ্কর দর্শনকে বহু দোষযুক্ত বলে কেটে কুটি কুটি করেন—আবার বিপরীত পক্ষ অবলম্বনে জানান শঙ্করের দর্শনই একমাত্র সত্য দর্শন, ও তার যুক্তি অকাট্য। দেশকাল রূপের অতীত অনুভূতি সাপেক্ষ কেবলাদ্বৈত বাদকে নিয়ে এমন ভাঙ্গা গড়া শুধু তার পক্ষেই সম্ভব— তিনিও তো সেই।

ঈশ্বর আছেন কিনা ? প্রশ্নে কখন বলেন ঈশ্বর নাই, উহা কল্পনা মাত্র কখন বলেন ঈশ্বরই একমাত্র সত্য বস্তু। বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, তন্ত্র, পুরাণ ও দেব দেবীর পূজা সকল বিষয় নিয়েই তর্ক বিতর্ক তুলনা সমালোচনাও চলে, কিন্তু সকল প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হয় যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবে।

তিনি বোঝান পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বর্ত্তমান হিন্দু জাতির উপর শ্রীঠাকুর জীবনাদর্শের মূল্য কতখানি—

বাতাহত সাগর বুকে কাণ্ডারীহীন জীর্ণ নৌকাখানির মত হিন্দু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মকে তিনি কিভাবে করেছিলেন তীরলগ্ন—বিলুপ্তির পথ হতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করবার জন্য তার অবদান কতখানি।

এই সব আলোচনার মাঝে মাঝে আবার গুরুগীতা মোহমুদ্গর কত সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তিও হয়। তারপর—

কচুর পাতে ঢালা পাঁচ মিশেলি ভিক্ষার চালে রাঁধা ভাত, শুধু নূন লঙ্কার জল দিয়ে—কোনদিন বা তেলাকুচোর পাতার ঝোল দিয়ে হয় ক্ষুধার শান্তি—কোন দিন বা কিছুই না—

তবু গ্রাহ্য নেই !

কিছু সৎপ্রসঙ্গের পর জগত সংসার বিস্মৃত সন্ন্যাসীরা সুরু করে কীর্ত্তন—তাদের পদভারে ভাঙ্গাবাড়ী যেন আর্তনাদ করে ওঠে—

কীর্ত্তনের উচ্চনিনাদে সারা পাড়া মুখরিত হয়ে উঠে। কীর্ত্তন সাঙ্গ হলে বাহির দুয়ারে পড়ে ঘন ঘন করাঘাত হে সন্ন্যাসীগণ বন্ধ করোনা তোমাদের শ্রবণ-মাতান কীর্ত্তনানন্দ।

ঘনায়িত সন্ধ্যায় বন্ধ হয় পুঁথি পত্তর আলোচনা তারপর দুটী ঘণ্টা নীরাজনে দীপের সঙ্গে চলতে থাকে আরত্রিক ভজন।

দেহ পিঞ্জর ভেঙ্গে দেবার সংকল্পে দৃঢ় সন্ন্যাসীদের রাত কাটে, অখণ্ড হোমে, জপে, মালায় আত্মচিন্তায়—

আর নরেন্দ্রের ধ্যান নিথর মুদিত নয়নের উপর দিয়ে চলে যায় কত ইন্দ্রনীল জোছনায় ভরা মধু বাসতেয়ী।

কথা উঠে বুদ্ধদেবের...সকলেরই হাতে হাতে ফেরে 'ললিত বিস্তর' বইখানি।

পড়তে পড়তে চলে যান সব রহস্যের পটভূমি সেই ভাবলোকে...

বুদ্ধদেবের সাথে সাথে রাজগৃহ হতে সারনাথের পথে পড়ে তাদের পদক্ষেপ—ক্ষণিকে এদৃশ্যেরও হয় পরিবর্ত্তন—

বুদ্ধদেবের চিতারোহণে আনন্দাদি শিষ্যের সাথে শোকাশ্রুপাতে কেটে যায় বক্ষ বিদীর্ণ কত সময়।

কখন বা সুরু হয় নাগসেন বা মিলিন্দের তত্ত্বালোচনা—সুরু হয় অবতার ভক্ত ও আচার্য্যগণের জীবনাদর্শের আলোচনা,—তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির প্রভাব কেমন করে চালিত করেছে ভারতবাসীকে। কখনও বা কথায় কথায় তাদের মানস হংস চলে যায় ভারত সীমা ছাড়িয়ে সুদূর বেথেলহেমের দিব্য বুকে।

খুলে বসে ঈশানুসরণ বইখানি—অধ্যয়ন তাদের নিয়ে যায় রহস্যলোকে···রাখালগণের কাছে, দেবদূতের তাঁর আবির্ভাব বার্ত্তা হতে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা সবই হল প্রত্যক্ষ।

বরাহনগর মঠ যেন হয়ে উঠল খৃষ্টলীলাভূমি জেরুজালেম··· ভাবাবেগে বলে ওঠেন তিনি—আমি যদি তখন প্যালেষ্টাইনে জন্মাতুম তবে শুধু আঁখিজল নয় বক্ষের শোণিত ধারায় চরণ দুটি দিতুম ধুইয়ে—

করুণা বিচ্ছুরিত দুটি নীলাক্ষীর অনুধ্যানেই কাটে দিন কতক···।

করুণাবতার ঈশার জীবন আদর্শের মাঝে সহসা মনমহলের দুয়ার ঠেলে দাঁড়ালেন একজন তিনিও যে জ্ঞান ও প্রেমের মিলিত প্রস্রবণ, সেকি ভোলা যায়?

প্রাণের দেবতা, জীবনের সর্ব্বস্ব শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথা বলতে বলতে স্বামিজীর কণ্ঠ হয় রুদ্ধ, আঁখিতে নেমে আসে শ্রাবণী শর্ব্বরী—

···এসে পড়ে গীতা—

গীতার ধর্ম্ম মাধুর্য্য গুণ গরিমা একলা পড়ে হয়না সুখ তাই ভিক্ষা করে কিনে আনা কয়েকশত গীতা উপযুক্ত অধিকারীদের মাঝে হয় বিতরণ।

তার শ্রীমুখের বাণী....যত মত তত পথ। মঠে তাই সকল ধর্ম্মের বিশেষ দিনগুলি হয় অনুষ্ঠিত···গুডফ্রাইডের সারাটা দিন কেটে গেল উপাসনায় শুধু মাত্র আঙ্গুর ভাসানো কয়েক চুমুক জল খেয়ে—

কখন বা মঠ বাড়ীকে দেখা যায় একান্ত তন্দ্রাগতা···যায় না শোনা তর্কের তুমুল ধ্বনি, আসেনা ভেসে শাস্ত্রালোচনার টুকুরা কথাটি, চারিধার নিঝুম···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে আসে একটি মধুক্ষরা যোগী জনোচিত কণ্ঠে মা, মা, ব্রহ্মময়ী…

আঁধারের বুকে মৃদু করাঘাতের পর এ ধ্বনিও হয় বিলীন—গায়ক যে ডুব দিয়েছে ভাব সাগরে…

…কাল বৈশাখী ঝড়ের মত, বিক্ষোভিত সমুদ্র তরঙ্গের মত কাটে দিন রাত্রি আত্মবিস্মৃত কটী কঠোর তপস্বীর দিন। জীবন মৃত্যু অভেদ জ্ঞানহীন চিদানন্দ অনুভবকারীদের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে চার পাশের জনতা এরা কে—? দেখতে উন্মাদের মত কিন্তু চোখে যাদের অগ্নিবর্ষণ হয়।

সত্যই ধমক দেয় নরেন্দ্রনাথ—ওরে তোরা কি ভেবেছিস তপস্যা করে পরমহংস হবি—ওরে পরমহংস একটিই হয়।

ওদিকে ফিরে ফিরে যায় শশী মহারাজ—সকাল পাঁচটা থেকে—বিকেল পাঁচটা কেটে গেছে জপধ্যানে তবু নরেনের নেই দেহবোধ—নেই বিশ্ববোধ—।

বেদনার পর্ব্বে পর্ব্বে চূর্ণ-বিচূর্ণ কয়েকটি মাস গত হল—গৃহ কর্ম্ম করতে ভক্ত গোপাল এসে দাঁড়াল তাদের পাশে—আর সুরেশমিত্রের গোপনদানে মঠে অন্নপূর্ণার পড়েছে প্রসাদ-দৃষ্টি—

আলোচনা, তপস্যার মাঝেও হৃদয়ের গোপন গুহায় মাথা তোলে একটি সুকোমল বীজ…

সেবাধর্ম্ম,

নরেনের আদেশে উপবাসী হয়ে অতিথিকে খাওয়ানো, গুরু ভ্রাতাদের গৃহে গৃহে রোগের পরিচর্য্যা করা—তাও চলতে থাকে তবু মনে হয় অপদার্থ আমরা আমাদের কিছু হলোনা, তাই বুঝি একে একে চলে যায় সব তীর্থদেবতার ডাকে।

সৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে শুধু স্রষ্টা—

কিন্তু দিন ও রাত্রির দ্রুতগামী রথের পানে চেয়ে নেতা নরেনের মনটাও দুঃসহ দুর্মদ হয়ে ওঠে কেন—কিসের জন্য?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীর মনযোগে শোনেন—

বিরাট বিশ্ব কানে কানে কয়
হে সন্ন্যাসী আর দেরী নয়
সীমা বন্ধন সব কর ক্ষয়
হয় চলা পথ যাত্রী।
অসীমের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়
জীবন পদ্ম বিকশিত কর
জাগিয়ে জাগাও নাহি অবসর
দেখ ঘনায়িত রাত্রি
সীমা অসীমে লাগে দ্বন্দ্ব…

সীমা চায় মঠের সুখনীড়ে আবদ্ধ করতে…অসীম চায় উন্মুক্ত প্রকৃতিতে টেনে নিয়ে যেতে…সীমা চায় নিভৃত নিরালায় সুখ সম্পাতি—অসীম চায় ব্যাপ্ত বিশ্বে প্রলয়ের ভঙ্গি।

এ দুয়ের মাঝখানে দ্বিধা দিগ্ধ বিবেক—

জাগে শঙ্কা অধিনায়কের মনে—

তার অনুপস্থিতিতে যদি সঙ্ঘ যায় ভেঙ্গে—কোন ঢেউ-এর প্রতিঘাতে যদি তটশিলার ভাঙ্গন ধরে।

মঠাধ্যক্ষের মনে তবু ছোটে অগণিত যাত্রীর পদরেণু পূত তীর্থের পথে পথে…। সন্ন্যাসীর চিরন্তন প্রথা পর্য্যটন ও পর্য্যটন শেষে একাকী নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তায়…আত্মচিন্তায় কালক্ষেপ।

তীর্থদেবতার অদৃশ্য ইঙ্গিত হ'ল জয়ী। আর সকলের মত তিনিও বার হলেন পথে—তবে বেশী দূর হয়না যাওয়া, বেশীদিন কি হয়না স্থিতি—ফিরে ফিরে আসতে হয় তীর্থচারীকে—

তিনি যে আমার হাতেই তাদের ভার দিয়ে গেছেন যদি হয় ত্রুটী—হয় ভ্রান্তি—

সর্ব্বত্যাগী মন, তবু আসক্তি—সংসার নেই, তবু বন্ধন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সন্ন্যাসীর তো এক জায়গায় বাস তিনদিনের বেশী নাই অধিকার।

না—না—যেতেই হবে।

গুরু ভাইদের বন্ধন এও সুকঠিন বন্ধন, হোক না শৃঙ্খল সোনায় গড়া, তবু তার ধর্ম্ম বেঁধে রাখা।

১৮৮৮ সালে গুরু-ভাই প্রেমানন্দের হাত ধরে তিনি হলেন কাশীধামের অভিযাত্রী···

* * * *

কৃপা তীর্থ কাশী—হিন্দু সভ্যতার মর্ম্মতীর্থ কাশী—ভব-ভবানীর অঙ্গরাগ ধৌত গাঙ্গেয় শীকর সিক্ত কাশী—দিব্য স্মৃতি মাখা যার প্রতিরেণু—মহিমা বিজড়িত আলো বাতাস,—

প্রণতি জানান—বিশ্বেশ্বরকে—প্রণতি জানান প্রতি দেউলে দেউলে—

পথের ইঙ্গিতেই চলেছেন মন্থর ছন্দে—দুর্গাবাড়ী অভিমুখে। হঠাৎ করে অনুসরণ একদল বাঁদর···

তাইতো, শুনেছি এরা নাকি নিরীহ পথিকের ওপর করে অত্যাচার। উপায়—

পায়ের গতি বাড়ান···

অনুসরণকারীও···চলে দ্রুত।

নিরুপায় তিনি, দৌড়ুতে থাকেন—

উন্মত্ত বাঁদর দলও দৌড়ায়···

আর মাত্র একটু ব্যবধান। শোনা যায় কার উচ্চ কণ্ঠ—"থামো—থামো বাঁদরদের সম্মুখীন হও,"

দীপ্ত ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ান তিনি—

ধাবিত পশুদল ক্ষণিক স্তব্ধ হ'য়ে পরক্ষণেই যায় পালিয়ে,—পরিবর্ত্তন ভঙ্গী দেখে বিজন বন মেঘলায় হেসে ওঠেন তিনি।

কাশীর দ্বারকাদাসের আশ্রম···স্থানীয় বড় বড় পণ্ডিত, সাধুদের মাঝে এসে পড়েন বিখ্যাত মনীষী ভূদেব বাবু—চলতে থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ও বিভিন্ন আদর্শের গুণাগুণ সম্বন্ধে চলে আলাপ আলোচনা। হঠাৎ শত উচ্ছ্বাসে বলে ওঠেন ভূদেব বাবু "অদ্ভুত, অদ্ভুত, কালে ইনি যে এক অদ্বিতীয় ব্যক্তি হবেন, এ নিশ্চয়তার নাই সন্দেহ।

পরম যোগী অসাধারণ পণ্ডিত ভাস্করানন্দের সঙ্গে হয় পরিচয়। কথা ওঠে কাম কাঞ্চন ত্যাগ সম্বন্ধে। বলেন ভাস্করানন্দ—"কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে কামকাঞ্চন ত্যাগী হতে পারেন কিনা সন্দেহ—"

গর্জে ওঠে সন্ন্যাসীর হিয়া, বলেন—"সেকি, সন্ন্যাসীর মূল ভিত্তিই যে ওই।"

করুণা দৃষ্টি মিলে হেসে বলেন যোগী "তোম লেড়কা হো, ক্যা জানতা ?"

বলেন স্বামিজী—"আমি নিজে এমন একজনকে করেছি প্রত্যক্ষ।"

হেসে উড়িয়ে দেন ভাস্করানন্দ।

চলে তুমুল তর্ক-বিতর্ক।

প্রিয়জনের প্রতি অবজ্ঞা—

মর্ম্মাহত নরেন্দ্রনাথ সে স্থান করেন পরিত্যাগ।

তবে সন্ন্যাসীর সন্ধানী চোখ একদিন এক দিব্যরতনে হ'ল আকর্ষিত—ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

মৌন ভাষায় হ'ল জানাজানি···স্বস্বরূপে হ'ল মিতালি। তবু স্মৃতি নির্ব্বাক। পদধূলি গ্রহণ করেই সেখান থেকে নিলেন বিদায়।

বর্ষণাকুল এক চকিত মেঘমল্লারের মালতী দীর্ণ পথ বেয়ে সন্ন্যাসী দাঁড়ালেন অযোধ্যায়—দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী শ্রীরঘুপতি রাঘবের নয়ন সরোবরে মুকুলিতা জানকীর বিরহখিন্ন সরযূর পৈঠা প্রান্তে—। মনে পড়ল—সীতারামের শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে সুখতন্ময় একখানি কৈশোর চিত্ত—

ভাববিভোর বিবেকের দিন কতক কাটল রামাইত সাধুদের রামধূন কীর্ত্তনের আসরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথ বৈরাগী আবার চল্ল লক্ষ্ণৌ হয়ে আগ্রার পথে—।

সহায় নেই—সম্বল নেই—খাদ্য নেই—নেই বসবাসের চিহ্নিত ঠাঁই।

মহামানবের মিলন ক্ষেত্র ভারত—কত বিচিত্র চিত্র পড়ে চোখে—কত অশ্রুত ইতিহাস পুরাণ কাহিনী হয় শ্রুত—

কত সাধু সন্ত সীমন্তিনীদের জীবন নাট্য ভাসে মনে—। মুগ্ধ প্রতীচ্যের শির আজো যার কাছে অবনত সেই সোনার ভারত-ভূমিকে প্রণাম জানাতে জানাতে একদিন ধূলি ধূসরিত পরিব্রাজক এসে পড়লেন শ্রীবৃন্দাবনের পথে।

একজনকে মহাসুখে ধূমপান করতে দেখে ক্ষুধার্ত্ত স্বামিজীর হাত যায় এগিয়ে···

কুণ্ঠিত স্বরে বলে সে "মহারাজ হাম ভঙ্গী হ্যায়।" উন্মন স্বামিজী চলতে থাকেন পথে—সহসা থমকে দাঁড়ান—যেন অচল অটল সুমেরু।

জীবন ভোর আত্মার অভেদ চিন্তা করে করে শেষে এই হল—ছি—ছি এখনো সংস্কার?

ফেলে আসা পথে আবার পা বাড়ান···।

"বেটা, হামকো জলদী একঠো ছিলাম ভড়কে দো"···

মহারাজ আপ সাধু হ্যায়, ম্যায় ভঙ্গী হুঁ। হাতে হাতে তুলে নেন সজ্জিত কলিকাটী—

এমন কত আহরণ বিতরণের মধ্যে—কত যাত্রী—কত পসারীর পাশ দিয়ে হয় তার পথ চলা—।

এসে পড়েন নন্দ নন্দনের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে···

শ্যাম বনাঞ্চলে অপূর্ব্ব সুষমা—

উচ্ছল যমুনায় ভঙ্গিম ছন্দ—

কদম্ব—কেশরে বিকীর্ণ পথরেখা—সবই আছে কিন্তু কৃষ্ণ নাই—। মেঘ হয়ে ঝরে অশ্রু. বক্ষে জমে ওঠে বেদনা—

দিন কতক পর···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র কৌপীনখানি পাড়ে শুকোতে দিয়ে করেন অবতরণ রাধাকুণ্ডের পবিত্র সলিলে—।

স্নান সমাপনান্তে দেখেন কৌপীনখানি মুখে করে এক বাঁদর উঠেছে গাছে—।

কাছে গিয়ে করেন কত মিনতি—সেখানি ফেরৎ দেবার জন্য—

কিন্তু সে দেখায় তার দন্তশ্রী।

অনেক চাওয়ার পর হাতে পেয়ে দেখেন সেখানি আর গ্রহণের যোগ্য নেই। সেই ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখে কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী—দেবী রাধারাণীর উপর হল অভিমান করলেন প্রতিজ্ঞা—লোকালয়ে আর যাব না, দেখি তিনি আমার যোগক্ষেম বহন করেন কি না?

পায়ে পায়ে চলতে থাকেন শৈবাল সবুজের বনাকীর্ণ পথ বেয়ে—

সহসা শুনতে পান কার কণ্ঠ—মহারাজ—দাঁড়ান দাঁড়ান। শুনেও যেন শোনেন না—চলতেই থাকেন।

তবু শোনেন—পশ্চাতের ধ্বনি যেন দ্রুততর হয়—

আপনার গতিবেগও বাড়ান—। তারপর দৌড়াতে করেন শুরু।

পশ্চাতগামীও দৌড়ায়—

শেষে স্বামিজীই হার মানলেন, বাধ্য হলেন আগন্তুকের গৃহে অতিথি হতে—

অতি সমাদরে খাদ্যবস্তু হ'ল নিবেদিত কিন্তু ক্ষণিক সেবা করে ভক্তের আশা তো মেটে না—তাই কিছুদিন এগৃহে বসবাস করবার মিনতি জানাতে গিয়ে তিনি স্তম্ভিত—সাধু তখন অশ্রুলেখার তীরে বসে শুরু করেছেন বিশ্বাস রাগিণীর আলাপ মূর্চ্ছনা।

*　　*　　*　　*

আবার পথ—চলতে চলতে পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত পরিব্রাজক উপবিষ্ট হলেন হাতরাশ স্টেশনের কোণে—

তখনও যমুনা জলে রাতের সব কটী পাপড়ি যায়নি খসে—ডাকেনি বন কোয়েলার দল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্ল্যাটফরমের উপর দিয়ে যেতে এ্যাসিষ্টেণ্ট মাষ্টার স্টেশন মাষ্টার শরৎ বাবু ওঠেন চমকে—

ও কে—"এমন চমৎকার মূর্ত্তি সাধুতো কখন দেখিনি—এ তো কোণের প্রদীপ নয় ও যে নৈঋতের সূর্য্য—"

ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে যান—অবলুণ্ঠিত হয়ে করেন প্রণাম। সর্ব্বাঙ্গে লাগে কিসের শিহরণ—।

দেহ কারাগারে বন্দী আত্মার বুঝি এল মুক্তির লগ্ন—

—"মহারাজ—আপনাকে যেন ক্ষুধার্ত্ত বলে মনে হচ্ছে"—স্বামিজী দেন উত্তর—হ্যাঁ বৎস—

কি আনব প্রভু ?

যা হোক কিছু নিয়ে এস—

ভক্তের নিবেদনে তৃপ্ত হলেন স্বামিজী—

কার্য্য সমাপনান্তে শরৎ বাবু আবার আসেন ছুটে—জানান মিনতি—"মহারাজ এখানে আরো কিছু দিন থাকুন" সব কথায় শেষে বলেন উঠেন শরৎ বাবু—"মহারাজ—আমায় কিছু শিক্ষা দিন"

মৃদু হেসে স্বামিজী দিলেন উত্তর—

বিদ্যা যদি লভিতে চাও—
চাঁদমুখে ছাই মাখ
নইলে এইবেলা পথ দেখ—

নির্ম্মম আদেশে অবিচলিত শরৎ বাবু বলেন আমি যে আপনারি আজ্ঞানুদাস—আজ্ঞা করুন—।

স্বামিজী নীরব—যেন উত্তরের হাওয়ায় কাঁপা একটি মৌন দ্বিপ্রহর—।

তারপর পরিচিত ব্রজেন বাবুর বাসায় .তাঁর সুখ সান্নিধ্যের লোভে রজত গিরিনিভ রূপ সান্নিধ্যের লোভে জমে ওঠে বিরাট জনতা—

গৃহবিবাদ দলাদলি সব মুছে পড়ে থাকে সব দিনের পর দিন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহসা—নির্মেঘ নীলাম্বরে যেন মেদুর মেঘের ছায়া পড়ল। বললেন—স্বামিজী "এক ঠাঁই বেশীদিন থাকার সন্ন্যাসী নাই অধিকার—তোমরা আমায় বিদায় দাও।

সমবেত কণ্ঠে জাগে মিনতি "মহারাজ—এ সংকল্প করুন পরিত্যাগ।"

আশু বিরহের ভাবনায় জনমন যেন মর্ম্মাহত। বায়ু যেন গতিহারা—আলো নিস্তরঙ্গ—

দীর্ণ কণ্ঠে শুধু বলেন শরৎবাবু—"স্বামিজী আপনি সত্যই যদি চলে যান তবে আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন্।"

উদাসীন সন্ন্যাসী দেন জবাব—"কি দরকার? আমার শিষ্য হলেই কি অধ্যাত্ম জগতে সব জিনিষ হবে করতলগত। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিরাজমান এইটী মনে রেখো, তাহলেই তোমার উন্নতি হবে। আর আমার দেখা মাঝে মাঝে হবে বৈ'—কি।

তবু মন তো মানে না—

বলেন শরৎ বাবু—"মহারাজ আমি আপনার সব আদেশই পালন করব শুধু আপনার সঙ্গে আমায় অনুগমনের আদেশ দিন।"

হৃদয় ভেদী দৃষ্টি মেলে বলেন স্বামিজী—"তবে সত্যই তুমি যেতে চাও?"

শরৎবাবু—"আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু—"

"আচ্ছা তবে আমার এই ভিক্ষা পাত্রটি নিয়ে ঘরে ঘরে করে এস ভিক্ষা।"

শিষ্যের প্রতি এই পরীক্ষা ছলনা তো নতুন নয়—সব সাধকের জীবনেই নেমেছে এমনি নির্ম্মম কষ্টি পাথরের দিন—

ক্ষণবিলম্বে শূন্য ঝুলি পূর্ণ করে ফিরে আসেন শরৎবাবু। দৃঢ়তা ব্যাকুলতা দেখে স্বামীজী খুসী হলেন, করলেন আশীর্ব্বাদ—আর শিষ্য বলে পুত্র রূপে দিলেন ঠাঁই শ্রীচরণে…

যে মনে নদীর নেশা লাগে সে'ত দুকূল ভেঙ্গে সাগর সঙ্গমে ছুটবেই…।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মের ভার অপরের হাতে তুলে দিয়ে গুরুগত প্রাণ শরৎবাবু সত্যই হলেন স্বামীজীর অনুগামী… ।

হৃষীকেশের বুকে…

সন্ন্যাসীর কঠোর জীবন ব্রতে অনভ্যস্ত শিষ্য ক্ষণে ক্ষণে হয় ক্লান্ত, অবসন্ন, আর গুরু শত স্নেহে শত সান্ত্বনায় হাত ধরে নিয়ে যান পথ নিশানায়।

গুরু শিষ্যের অবাধ চলার পথে সহসা টানে সীমা রেখা, অবাধ্য এক পার্ব্বত্য নদী।

উন্মত্ত কলরবে সে চলেছে সাগরাভিসারে। থমকে দাঁড়ান স্বামীজী, তারি কূল ঘেঁসে।

বেশ লাগে প্রকৃতির এই বিচিত্র বিলাস।

কিন্তু পারে যাবার উপায় ?

তলদেশ তার মসৃণ উপলাচ্ছাদিত, মুহূর্ত্তের অসাবধানে নিয়ে যাবে মৃত্যুর ভীতি ভয়াল গহ্বরে।

জোগাড় হল একটি ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে চাপে শিষ্য, আর স্নেহ ব্যাকুল গুরু অতি সন্তর্পণে হাঁটতে থাকেন সহিসের মত ঘোড়ার লাগাম ধরে ধরে… ।

নিজের অস্তিত্ব বোধটুকু হারিয়ে গেছে স্নেহ পারাবারে

শুধু একবার নয়—জীবনের এই ক্ষুরধার পথে গুরু প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই নিয়ে যান হাত ধরে। এমনি ভাবেই যত বোঝা যত গ্লানি আপন স্কন্ধে বহন ক'রে গুরু নিয়ে যান সকল অধ্যাসের পারে। অচেনা পথিককে দিয়ে থাকেন চির চেনার, চির জানার রূপ, নাম ও ধামের ঠিকানা। তাই তো প্রত্যেক শাস্ত্রেরই হৃদি-কন্দরে গুরুবাদের এত মহিমা হয় ঝঙ্কৃত। শ্রীঠাকুরের বাণী—"সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন, গুরুই সচ্চিদানন্দ।"

* * * *

দিন আর রাত্রি—যেন অনন্তের বুকে দুটী ঢেউ…

এই বিচিত্রময়ী ঢেউ দোলাতে কাটে হৃষীকেশের অবসর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসীর মন কিন্তু হৃষীকেশ ছাড়িয়ে চলে যেতে চায় আরো উত্তরে—তুষার শুভ্র কেদার বদরীর পথে।

শত চেষ্টাতেও হয়না যাওয়া। কখনও শিষ্য, কখনও গুরু হন অসুস্থ। আহার বিহারের অনিয়মে আর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দিন দিন শরীর হয়ে আসে ক্ষীণ, অবসন্ন।

এমনি এক বিধি বিড়ম্বিত ক্ষণে বরানগর মঠ থেকে এলো মিনতি মাখা কটি কথা—এস ভাই ফিরে এস মঠে।...

নরেনের আগমনে মেঘান্তে ভেসে যাওয়া একঝাঁক কলহংসের মত তারা হল মুখর—হৃদয়ের গোমুখী গঙ্গা হল উদ্দাম।

অফুরন্ত কটী প্রসন্ন পুলকে কিছুদিন কাটিয়ে পথের ডাকে আবার চলেন পথে—সন্ন্যাসী পথিক। বৈদ্যনাথ হয়ে কাশীধামের পথে যেতে বাধা পড়ল—যোগানন্দের রোগকাতর মুখ তাকে টানলো এলাহাবাদে। সেবা সাধনায় রোগীকে আরোগ্য পথে এনে আবার যাত্রা হল স্থুরু—

তারপর...

সেই অবিরাম চলার বিরাম হ'ল গাজীপুরে। সেখানে মিঃ রস, মিঃ পেনিংটন, কর্ণেল রিভেট কার্নাক সকলেই তাঁর তেজস্বীতায়, মুগ্ধ হন।

রামলীলা ও হোলীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা শুনে তারা বিস্মিত হন।

এই শোভন সূর্য্যকে তারা পাশ্চাত্যের গগন মঞ্চে উদিত করতে চাইল—জানাল অনুরোধ বিদেশ যাত্রার—।

কিন্তু উদ্দেশ্য তো সফল হয়নি—মেলেনি তো পওহারী বাবার দর্শন—তিনি তখনও গুহায়িত, মৌন, নিঃসঙ্গ ব্রতচারী।

তুনির্ব্বার আকাঙ্ক্ষা আবার তাকে নিয়ে যায় সেখানে...দর্শন আশে করেন প্রতীক্ষা বাবাজীর দ্বারদেশে—কয়েকদিন পর মিলল সন্ধান, তবে দর্শন নয় আলাপন। বাবাজীর বাণী—যন সাধন তন সিদ্ধি—বেশ লাগে। করেন প্রশ্ন—"তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরাল হতে ভেসে আসে উত্তর—"গুরুকা ঘর মে" নৌকা মাফিক্ পড়া রহো।"

বুক ভরে ওঠে স্বামিজীর।

ইনি তবে হঠযোগী নন রাজযোগীও। আনন্দ আরও উছল হল যখন দেখলেন তার গুহা মাঝে অবস্থিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রতিকৃতি, আর বাবাজী সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলে তাঁকে মানেন।

ঘনিষ্ঠতার হল চরম পরিণাম। সঞ্চিত শ্রদ্ধার রূপান্তর হল ভক্তিতে—চাইলেন দীক্ষা—দিনও স্থির হয়ে গেল।

স্থির সঙ্কল্প—

যোগমার্গে সিদ্ধ বাবাজীর কাছে ঐ মার্গের রহস্য দ্বার উন্মোচনের কৌশল জেনে একাসনে দীর্ঘ কাল থাকবেন সমাধিস্থ।

আর আধি ব্যাধি যাবে মুছে। কি আনন্দ। এগিয়ে এল সেই ঐকান্তিক তিথি।

একি পশ্চাৎ হতে কে যেন করে আকর্ষণ।

অবশ হল দেহ—

অচল হল চরণ—

অন্তর কি যেন একটা সঙ্কোচে ও অভিমানে হল বেদনায়িত বিস্মিত স্বামীজী—।

একি হল আবার ঘুরে দাঁড়ালো তীব্রমন—না না, দীক্ষা আমায় নিতেই হবে।

শুভ লগ্নের পূর্ব্বরাত্রি—শয়ন নিষণ্ণ স্বামিজীর সম্মুখে লেবুর কুঞ্জে তামসী তমিস্রার মৌন প্রহর—বাতাসের বুকে চাপা দীর্ঘশ্বাস—

সহসা শিরায় শিরায় একি আলোড়ন—দৃষ্টি দীপালীতে এ কার জাগরণ।

..."প্রভু প্রভু তুমি ?"

মৃদু অনুযোগ ভরা দুটী স্নেহসিক্ত চোখের পানে তাকিয়ে অপরাধী মন হল সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত—ভাষাহীন বেদনায় নির্ব্বাক নিদালীর মত নিথর—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাঙ্গ ভিজে ওঠে ঘামে....

দেহ ঘন ঘন হয় কম্পিত···

হৃদয়ে অনুভাবিত হয় পাষাণের ভার।

রাত্রির কোরকে জাগা কটি দুঃসহ মুহূর্ত্তের পর কণ্ঠে জাগল স্বর, "না, না, না,—তা কখনই হবেনা—রামকৃষ্ণ ব্যতীত কেউই এ হৃদয়ে স্থান পাবে না। প্রভু, দাস চিরদিন তোমারি চরণে বিক্রীত—আর কারোও নিকটেও নয়—জয় রামকৃষ্ণ—জয় জয় রামকৃষ্ণ।"

বিজয় গৌরবে মন যেন ভাদরের তাল দীঘি। যে দিকে তাকান লাগে রঙের নেশা জাগে ফুলের বাহার—

কেটে চলে দিন দুই—

সহসা শান্ত মননদে আবার জাগল তুফান—এল দ্বন্দ্ব সংঘাত—এ দর্শন সত্য না মিথ্যা ?

চাই পরীক্ষা—

যন্ত্রমুখর এই অবিশ্বাসের যুগে বুঝি এরও ছিল প্রয়োজন।

ভাব নয়, চাই ভাষা। পাষাণফলকে চাই খোদিত অক্ষর। উদ্বেলিত অন্তরে খোঁজে বাবাজীর মূর্ত্তি—কিন্তু কোথায় তিনি—কষিত কাঞ্চন-বর্ণ—মমতায় মেদুরিত আঁখি মেলে প্রভু এসে দাঁড়ান—করেন স্বামিজীকে বার বার সংকল্পচ্যুত।

·

একদিকে থামে ঝড়, অপর দিকে ওঠে তারি বিক্ষেপ।

আসে খবর হৃষীকেশে স্বামী অভেদানন্দ খুব অসুস্থ। রোগীকে বারাণসীতে পোঁছে দিতে লিখে তিনিও যাত্রী হলেন বারাণসীর।

সংস্কৃত পণ্ডিত প্রমদা দাস মিত্রের বাগান বাড়ীতে রোগী সমেত হলেন অতিথি।

মাত্র কয়েকদিনের অক্লান্ত সেবা পরিচর্য্যায় সফল হল শ্রমসাধনা।

রোগীকে আরোগ্যের পথে চলতে দেখে তিনি নিলেন অবসর···

থাকেন সাধন ভজনে নিরত। সন্ন্যাসীকে ক্বচিৎ দেখা যায় কোন মন্দিরের দেউল-দুয়ারে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অখণ্ড অবসর পাওয়া বুঝি বিধাতার সহ্য হলোনা—আসে দুঃসংবাদ ভক্ত বলরাম বাবু ইহলোকে নেই।

ভেঙ্গে পড়ে মন—আঁখি করে অশ্রু বিসর্জ্জন—কিন্তু বিদ্রূপ করে প্রমদা বাবুর কণ্ঠ—সন্ন্যাসী এত শোকাকুল কেন ?

গর্জ্জে ওঠে সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী দেবে বাসনা বিসর্জ্জন, কিন্তু হৃদয় বিসর্জ্জন নয়। প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় হবে সাধারণের থেকেও বেশী কোমল। তারা সিদ্ধ—

শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিতে স্বামিজী ট্রেন ধরলেন কলকাতার।……

মেঘের উপর মেঘ—ঢেউ এর উপর ঢেউ—২৫শে মে ভক্ত সুরেন মিত্তির নিলেন চিরবিদায়—

অনাহার অর্দ্ধাহার থেকে যে তাদের বাঁচিয়েছিল—হৃদয়ের অকৃপণতা দিয়ে যে তাদের মাঝে মিলনের গণ্ডীকে টেনেছিল—সেই মহাপ্রাণ আজ কোথায়—তাছাড়া মঠ চলবে কিসে—

মর্ম্মবেদনায় দুর্ভাবনায় শান্তি আনতে কেটে যায় বেদন-মন্থন দুটী মাস।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই....করুণাময়ী জননীর কাছে সফলকাম হবার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে তার বীর সন্তান বিবেকানন্দ ভ্রাতা অখণ্ডানন্দের হাত ধরে আবার হলেন ভারত ভূখণ্ডের সীমাহীন পথের পথিক।…

নবীন সন্ন্যাসীদের অভ্যুদয় হলো ভাগলপুরের গঙ্গাকূলে—ছিন্ন বসনাবৃত দণ্ড-কমণ্ডলুধারী হলেও সেখানকার সকলেই সহজেই বুঝল যে এতো কাঁচ নয়—মণি—এ যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি—কিন্তু লোকসঙ্গ যে সাধনার অন্তরায়। তাই তো কোন কজ্জলিকা-রাতে তাঁরা পথ ধরলেন বৈদ্যনাথধামের—

বৈদ্যনাথ হয়ে কাশী অযোধ্যা—

তত্ত্বজ্ঞ সাধক ফার্সী এবং সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত মোহান্ত জানকী বাবুর সঙ্গে আলাপ করে বড় খুশী হলেন—বলেন—আজ প্রকৃতই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন পুণ্যাত্মার দর্শন হল—এবার চল আমরা হিমালয়ের পানে পাড়ি দি—

তারপর—

তুষারগিরি হিমালয়ের পাদদেশ বেয়ে তারা এসে পড়লেন নৈনীতাল।

সেখানে রমাপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে দিন ছয়েক থেকে কঠিন তীর্থ বদরীআশ্রমের দর্শন অভিলাষে হলেন তীর্থগারী—

সেই অন্তহীন চলার পথে পাথেয় শুধু রামকৃষ্ণের স্মরণ।

কত কৃষ্ণনীল পর্ব্বতের—কত পান্না সুবুজের—কত তুষার শুভ্রের পথ পেরিয়ে ক্ষুধার্ত্ত পরিশ্রান্ত দেহে তাঁরা তটিনী তটস্থিত এক বিশাল অশ্বথমূলে নিলেন আশ্রয়—

সৌন্দর্য্য-ভারে আনমিত প্রকৃতির রূপ দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ মন ভুলে যায় ক্ষুধা তৃষ্ণা। খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী বক্ষে অবগাহন করে বসে গেলেন ধ্যানে।

নিমেষে ডুবে গেল ধ্যানীর চিত্ত। নদীর লহর গুণতে গুণতেই কেটে গেল সময়ের প্রহর—

বহুক্ষণ পর একটি সুতপ্ত নিশ্বাস ফেলে বললেন,—এই বৃক্ষতলে আমার জীবনের একটি অমূল্যক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছিল···করে গেছে একটি সমস্যার সমাধান।

ভাই শুধু ভায়ের পানে চেয়ে দেখে সেই ধ্যান-সুখ-নন্দিত—রাগরঞ্জিত-বদন-কমল—

আলমোড়ার পথে—চলতে চলতে সহসা এই লক্ষ্যহীন চলার হল বিরতি—দূরাগত অরণ্যানীর সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা গেল থেমে—ক্ষুধার্ত্ত অবসন্ন স্বামিজী লুটিয়ে পড়লেন ধূম্র-ধূসর-পর্ব্বতের চূড়ায়।

দিশাহারা অখণ্ডানন্দ ছোটেন জলের সন্ধানে। কিন্তু কোথায় জল? না জানি কত দূরে পাহাড়ী নদী—কত দূরে লোকের বসতি। খুঁজে বেড়ান তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ের আয়ুক্ষয়ে তারা যেন উন্মাদ—। হায় তবে কি হিমালয়ের এই পথে—হিমস্তূপে নরেনকে হবে হারাতে।

ব্যাকুলতার কাছে মৃত্যুর হল পরাজয়—যেন অলক্ষ্য হতে এসে দাঁড়ালো এক পথিক, তারি দেওয়া একটি মাত্র শশা সেবনে স্বামিজীর দেহে ফিরে এল নব বল।

জানি প্রভু! : এই জনহীন পর্ব্বতপাদমূলে তুমিই তোমার ভক্তকে রক্ষা করতে ছুটে গিয়েছিলে—হে ভক্ত-বৎসল—লহ নতি।

হিমালয়ের গভীর গাম্ভীর্য্য, শান্ত সৌন্দর্য্য সমাহিত ভাব, দেখতে দেখতে তারা এসে পড়লেন আলমোড়ায়।

উঠলেন লালা বদরীসার বাগান বাড়ীতে, কয়েকটি দিন পর একে একে আরো গুরুভাই এসে মিলিত হলেন সেখানে।

সমবেত ধ্যান ধারণায় বেশ কাটছিল। সহসা এল টেলিগ্রাম—এল দুঃসংবাদ—সহদোরা শোচনীয় ভাবে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বেদনা সংঘাতই হল সৃষ্টির রহস্য—তাই এই আঘাত স্বামিজীর মনে জাগাল নব প্রেরণা—নারী জাতীর উন্নতি সাধন—

কিন্তু বাড়ীর লোকেরা এতদূরেও আমার সন্ধান রেখেছে—গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী আরো দুর্গম গিরি গহ্বরের আশ্রয় কামনায় হলেন গাড়োয়াল রাজ্যাভিমুখী। কর্ণপ্রয়াগকে পশ্চাতে ফেলে উপস্থিত হলেন রুদ্রপ্রয়াগে। সেখানকার প্রকৃতি তখনও মানুষের যন্ত্রদানবের কবলে হয়নি শ্রীহীনা—অনাবৃত বৃক্ষের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে স্বামিজীর মন হয়ে ওঠে স্বপ্নময়। হিমালয়ের আত্মগাম্ভীর্য্যে চারিদিক নিস্তব্ধ জনহীন…শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসে কলহাস্যময়ী নির্ঝরিণীর দূরাগত নৃত্যছন্দের এক টুকরো ক্ষীণ প্রতিধ্বনি……

পূর্ণানন্দের আশ্রমে রাত্রিটুকু কাটিয়ে পথের বুকে তাঁরা পা বাড়ালেন, কিন্তু যাওয়া আর হল না, সহসা এল ভীষণ জ্বর…

কাছারীর আমীন তাকে কিছু আরোগ্য করে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীনগর—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলকানন্দার কোল ঘেঁসা এক নির্জ্জন কুটীরে কেটে চলে দিনরাত্রি তপস্যা, মাধুকরী, অধ্যয়ন আলোচনায়—অতীত যেন হল রূপময়। সিন্ধু শতদ্রুতীরস্থিত আর্য্য ঋষিদের নিকট যে গভীর তত্ত্ব হয়েছিল প্রকাশিত সেই তত্ত্বালোচনায় নব ভারতের সন্ন্যাসীগণ হলেন বিভোর···

কেটে গেল মাসাবধি কাল·········

টিহরীর পথ···প্রকৃতি এখানে বিষাদিনী সুন্দরী···বিশাল নয়ন তার অশ্রুহীন···বক্ষে অবরুদ্ধ আবেগ অযতনে লুণ্ঠিত তার কানন কুন্তল···। পায়ে পায়ে তারা ধূসরবর্ণা সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলেন একটি গ্রামে। ভিক্ষায় বেরুলেন, কিন্তু ভিক্ষা গ্রামবাসীরা দিল না। মনে পড়ল প্রবাদ বাক্য—সেরীখা দাতা নেহি, লাঠ্‌ট বেগর দেতা নেহী—

গাড়োয়াল বাসীদের মত দাতা নেই, কিন্তু তারা লাঠি ব্যতীত ভিক্ষা দেয় না।

তাই জাগে কৌতূহল—উচ্চস্বরে তাঁরা হাঁক দিলেন, "এই পাধান রোটি ল্যাও লকড়ি ল্যাও" সত্যি এত সাধ্য অনুনয়ে যে ভিক্ষা মেলেনি তা মিলল বজ্রস্বরে। নিরীহ মেষপালের মত বলিষ্ঠ গ্রামবাসীরা প্রচুর আম তণ্ডুলাদি নিয়ে হল সমাগত।

আরো উচ্চস্বরে সন্ন্যাসীরা বলেন ও সব চাইনা নিয়ে এস রন্ধন করা সামগ্রী···। নির্ব্বিবাদে তারা রন্ধনে হল প্রবৃত্ত। হাসি হুল্লোড়ের সঙ্গে জঠরাগ্নিতে পড়ল খাদ্য সামগ্রী···। খাওয়ার পর তাদের সঙ্গে বেশ একটু আলাপ জমেছিল বৈ কি? এক পোড়ো বাগান বাড়ীর খানদুয়েক ঘরে তারা দিল ঠাঁই—

আবার সুরু হল পুরোদমে ধ্যান-ধারণা···কিন্তু হায় ভাগ্য—দুচার দিন পরই অখণ্ডানন্দের অসুস্থতার জন্য নেমে আসতে হল দেরাদুনে।

দ্বারে দ্বারে ফিরতে হয় অসুস্থ ভায়ের জন্য একটু খানি আশ্রয় ও সামান্য পথ্যের জন্য।

বহুকষ্টে আনন্দনারায়ণ ও স্থানীয় উকিলের সাহায্য মিললো···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেটে যায় হপ্তাতিনেক তারপর কৃপানন্দের উপর অখণ্ডানন্দের ভার দিয়ে স্বামিজীরা গেলেন হৃষীকেশ।

থাকেন ধনরাজ গিরির আশ্রমে আর করেন মাধুকরী। আবার জেগে ওঠে কঠোর সাধন লিপ্সা, কিন্তু হয়না পূরণ।

প্রবল জ্বরে পথ চলতে চলতে শরীরের অবস্থা হল আরো সঙ্গীন—

নাড়ীও হল নিথর—নিস্পন্দ।

সে এক শোচনীয় দৃশ্য—

কম্বলের উপর অচৈতন্য, অচঞ্চল শায়িত স্বামিজী আর চারিপাশে চিন্তা শোকে মর্ম্মাহত গুরুভাইগণ্। ক্রোশের পর ক্রোশ নেই ডাক্তার, নেই কবিরাজের কোন বসতি, নেই কাজলা দীঘির শীতল জল—কি হবে উপায়?

উপায় এক মাত্র বিপদবারণ মধুসূদনকে স্মরণ—ভয়াল পদক্ষেপে মৃত্যু যত এগিয়ে আসে, কালো বাদুরের দল যত ডানা ঝাপটায়, ততই ডুবে যাওয়া মানুষের মত গুরুভাইদের মনগুলি অসহায় হয়ে ওঠে। সহসা বাহির হতে এল কার মৃদু পদধ্বনি—

সকলে সচকিত হল কে? কে?

সম্মুখে দণ্ডায়মান এক সন্ন্যাসী—

হে দয়াময় সত্যই কি তোমার দয়া হলো?

ব্যাকুল আগ্রহে তারা সেই পরমকান্তিধারীকে করলেন আহ্বান—জানালেন বিপদ। মহাপুরুষের দান। সেই সামান্য পিপুলচূর্ণ ও একটু মধু—

মধু যেন মৃতসঞ্জীবনী সুধার কাজ করে। ধীরে ধীরে গত চেতনা এল ফিরে—জীবন-যজ্ঞের শিখা উঠলো জ্বলে। ক্ষীণকণ্ঠে জাগল কটী কথা......

"ভয় নেই আমি মরব না, আমার অনেক কাজ আছে বাকী...।"

উষরতার অভিশাপ-অন্তে যেন ফুটে উঠলো লক্ষ মরুমঞ্জরী...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

3/354
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনি করে সুখে দুখে চলতে থাকে লীলাময়ের লীলা—পথচারীদের দিন—

তারপর চিরনিহার মণ্ডিত, মেঘ মেখলিত হিমালয়ের রমণীয় কোল ছেড়ে, তাঁরা আর্য্যদের আদিবাস, সামনিনাদিত পঞ্চনদের তীরস্থিত মীরাটে এসে হলেন উপস্থিত। একে একে অনেক গুরুভাইরাও হলেন মিলিত। শেঠজীর বাগানবাড়ী যেন হয়ে উঠল দ্বিতীয় বরানগর…সকাল হতে সুরু হয় জপধ্যান তপস্যা বেদান্তচর্চ্চা…অনাহূত জিজ্ঞাসুদের ধর্ম্মোপদেশ দান, তারপর সুরু হয় হল্লাকরে রন্ধনপর্ব্ব, আবার মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, বিষ্ণুপুরাণ পাঠ শোনা। মাঝে মাঝে এদিকে সেদিকে টহল দিতেও যেতেন তাঁরা। এত অনুষ্ঠানের মাঝেও প্রতিদিন হয় সমাপ্ত জন লবকের গ্রন্থাবলীর এক একটি খণ্ড…।

ভাবে লাইব্রেরিয়ান, অসম্ভব, এটা শুধু বিদ্যার ভান মাত্র।

সন্দেহ নিরসন করতে ছুটে আসেন লাইব্রেরিয়ান। তাঁর সব প্রশ্নের জালই ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। লাইব্রেরিয়ান স্বীকার করেন পরাজয়, প্রণাম করেন স্বামিজীর প্রতিভাকে।

কঠোর তপস্যা আর সাহচর্য্য-সুখে তিনটি মাস হল গত। শরীর এখন বেশ সুস্থ।

সহসা নিঃসঙ্গ থাকার বাসনা বীজ হল অঙ্কুরিত…।

সিদ্ধান্তে সৌম্য স্বামিজী বল্লেন সকলকে,—আমার জীবনব্রত হয়ে গেছে স্থির, এখন থেকে আমি একাকীই থাকব।

ভাষাহীন ক্রন্দন অন্তরে গুমরে ওঠে—কিছুক্ষণ পর অখণ্ডানন্দের বুকে জাগে সাহস—ভাই নরেন তোমার যাত্রা সহচর হতে আমায় অনুমতি দাও……

স্বামিজী—না ভাই না, তুমি কি বোঝনা কর্ম্মের পথে স্নেহবন্ধন কত অন্তরায়, চেওনা ভাই সাথী হতে চেওনা…জানো না কি? গুরুভাই প্রীতিও মায়া, এমন কি তার চেয়ে বেশী আরো কিছু……

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিরাট পরিত্যাগ করে এসে দাঁড়ালেন অতীত গৌরবের মাল্য-বিভূষিত দিল্লীর বুকে—

ওদিকে বিচ্ছেদ কাতর গুরুভাইরাও আবার এসে হাজির, তবু পরিব্রাজক স্বামিজী শিক্ষাদাতা আচার্য্যরূপে একাকীই ভারত ভ্রমণে হলেন বহির্গত…পথই হল তাঁর পরম আশ্রয়—পথেই দেখা ষড়ঋতুর অতিক্রমণের বৈচিত্র্য—চলতে চলতে … পঞ্চনদ পার হয়ে তিনি চিরগৌরবের সিংহাসনে আসীনা, 'সাধুর পবিত্র অস্থি', 'সতীর শোণিত' মিশ্রিত, 'প্রতাপের দেশ পদ্মিনীর ভূমি' রাজপুতনায় প্রবেশ করলেন। দুচোখ ভরা বিস্ময়ের বন্যা নিয়ে কুয়াশা কুটিল কোন প্রভাত প্রসূনে আলোয়ারের শ্যামশষ্পাবৃত রাজপথ বেয়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি সরকারী চিকিৎসালয়ের দ্বারদেশে…। জিজ্ঞাসা করেন মহাশয়, সাধু সন্ন্যাসীর থাকবার স্থান হতে পারে কি ?

স্বজনহীন বিদেশ বিভুঁয়ে তরুণকান্তি সন্ন্যাসীর মুখে বাঙলা ভাষা, বুকে যেন বীণার মত হল ঝঙ্কৃত, আকুল আগ্রহে বলেন ডাক্তারবাবু, "নিশ্চয় আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন।"

সুসজ্জিত একখানি গৃহের রুদ্ধদ্বার খুলে চাইলেন জানতে, এখানে থাকতে আপনার কষ্ট হবে কি ? তৃপ্তির তরঙ্গে ভরা দুটী দীর্ঘায়িত চোখ মেলে বল্লেন স্বামিজী,—"কিচ্ছু না।" সন্ন্যাসীর সব সুবিধাটুকু করে ছোটেন ডাক্তারবাবু বন্ধু মৌলভী সাহেবের কাছে—বলেন এইমাত্র একজন বাঙ্গালী দরবেশ এসেছেন, দেখবেন তো শীঘ্র আসুন, এমনটি সহজে দেখা যায় না।

প্রতিদিনই ভীড় জমে ওঠে সন্ন্যাসীর গৃহে…শুধু বাইবেল, কোরান, উপনিষদ্ থেকে ধর্ম্মোপদেশ দেন না, উর্দ্দু গান, হিন্দী ভজন, বাংলা কীর্ত্তন শুনিয়ে সকলের মনকে করেন জয়।

৯টা পর্য্যন্ত জপধ্যানের পর সুরু হয় আলাপ আলোচনা। চলে কত গভীর তত্ত্বালোচনা—শোনে ইতর ভদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, যুবা বৃদ্ধ, শিয়া, সুন্নি, বৈষ্ণব সব শ্রেণীর লোকেরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বিরামহীন, অনর্গল বলেই চলেন—বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ তথা ভারতের মহাপুরুষদের জীবন কাহিনী সহসা তত্ত্ব-স্রোতে উঠলো আবর্ত্তন—"মহারাজ আপকা শরীর কিস্ জাতিকা হ্যায়" বিরক্ত হন ভক্তেরা, শ্রোতারা। কিন্তু মহাপ্রাণ কখনও অবোধের অপরাধ করেন না গ্রহণ—হেসে দেন উত্তর—"ইয়ে কায়স্থ শরীর হ্যায়……" আবার সুরু হয় মর্ম্মবাণী…

আবার আসে প্রশ্নবাণ, "মহারাজ আপ গেরুয়া পিহনতে হ্যায় ক্যোঁ ?

আঁখি যেন ব্যথিয়ে ওঠে "ইয়ে ফকীরকা ভেক্ হ্যায়, সফেদ্ কাপড়া পিহন্‌নে গরীবলোগ হামসে ভিক্ মাঙ্গতে হ্যায়। লেকিন ম্যায় তো ফকীর হু ভিক্ কাঁহাসে দিউ ? উসলিয়ে ম্যায় আজ গরীব কো ভেক বনায়া, যৈসা গরীবকোঁ হামসে তফাৎ যায়, ইয়ে সমঝে কি যো খুদ আপহি মাঙ্গনেওয়ালা হ্যায় উসসে মাঙ্গনেকা কিয়া ফয়েদা ?"

কটী মুগ্ধ প্রহরের পর আবার চলতে থাকে পূর্ব্বপ্রবাহ—কোনদিন বা জগৎ জননীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে নিথর হয়ে আসে তার শরীর…কোনদিন বা নানাজাতির রীতিনীতি নিয়ে হাসি হুল্লোড়ের মাঝে দেন উপদেশ…

গৃহকর্ত্তার আকুল আহ্বানে অনেক বেলায় খেতে গেলেও এসে দেখেন "যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্" জনতা তেমনি রয়েছে তাঁরি প্রতীক্ষায়—আবার ছোটে প্রাণস্পর্শী কথার প্রস্রবণ…

আনমনা প্রদোষেও থাকে যত ভ্রমণসঙ্গীর ভীড় তারপর সন্ধ্যার মঙ্গল-মূর্চ্ছনায় আধারের স্তবকে স্তবকে জেগে ওঠে কীর্ত্তন লহরী…

রাজপুতানা বৈষ্ণব-প্রধান দেশ, মেবারের রাণী মীরাবাঈ এর স্পর্শিত পূত পবিত্র ধূলিময় স্থান—তাই কৃষ্ণ-সঙ্গীতে সকলেই বেশ মেতে ওঠে—

গাইতে গাইতে কখন যেন থেমে যায় সমবেত কণ্ঠ। চেয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন শুধু তারা আর ভাবেন কৈ আমাদের ত' এত তন্ময়তা হয় না।

নিশ্চয় ইনি শ্যামরায়ের দর্শন পেয়েছেন। কোন দিন বা কণ্ঠ তাহার ধীরে ধীরে করুণ হতে করুণতর হয়ে হয় অবরুদ্ধ, দেহ হয় পাষাণ-মর্ম্মর।

শুধু রাত্রিটুকু গৃহে কাটিয়ে পিয়াল প্রভাতেই আসে ছুটে জনসাধারণ।

সমালোচনারও অন্ত নেই—

কে এই আনন্দ সুস্মিত ?

কেউ বা বলে কিন্নর-কণ্ঠ সাধু তবে কে ? কণ্ঠে যার রূপার তার বাজে··· ।

কেউ বা বলে অক্রোধ পরমানন্দ কে ইনি ?

কেউ বা বলে সাধুর বৈদ্যুতিক শক্তি আছে—শুনে মুগ্ধ হতে হয়···

প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী—কারণ তার যে ভেদজ্ঞান নাই।

শুধু প্রেম নয়, সাধু পরপারের পাথেয় বিলিয়ে যান। এই জনপ্রিয় সন্ন্যাসীকে অনেক মৌলভী সাহেবরাও নিজের গৃহে ভিক্ষা দিতে লাগলেন দিন দিন···

তারপর—মাঘীসূর্য্যের কোন হিমানী প্রহরে আলোয়ারের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজীই এলেন ছুটে···এই ক্ষণদর্শনে তার হোলো না তৃপ্তি। সমাদরে শ্রদ্ধাভরে বরণ করে নিয়ে গেলেন স্বগৃহে।

আলাপ আলোচনার পর রামচন্দ্র বুঝলেন এর জ্ঞান বিদ্যা শুধু অপরাবিদ্যার গণ্ডীতে পরিসমাপ্তি নয়, ইনি পরাবিদ্যার:অধিকারী—ব্রহ্মবিদ্।

সহসা দেওয়ানের মুখে যেন জেগে উঠলো আশার প্রদীপ শিখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র এঁরই দিব্যপ্রভায় আমাদের মহারাজের অনুকরণ প্রিয়তার কলঙ্ক আবরণ উন্মোচন হতে পারে।

জানালেন মসীরেখা দিয়ে—

"মহারাজ! এখানে একজন সাধু এসেছেন তার ইংরাজীতে বেশ দখল।"

প্রকৃতির পটভূমি হতে, নির্জ্জন নীরবতা হতে মহারাজ স্বয়ং হলেন উপস্থিত দেওয়ানের বাড়ী।

প্রথমে—মহারাজের নির্ব্বাক বিস্মিত দৃষ্টি স্বামিজীর আপ্রপদ চুম্বন করলো তারপর গর্ব্বোন্নত দেহে শ্রদ্ধা লুণ্ঠিত প্রণাম জানালো। তারপর স্বামিজীকে বসালেন নিজের সম্মুখে, যেন দর্শন সুখ ক্ষণিকেও না হয় খণ্ডিত……

জেগে উঠলো প্রশ্নাঘাত—

"স্বামিজী আপনি তো অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইচ্ছা করলে সহজেই বহু অর্থ উপার্জ্জন করতে পারেন, কিন্তু তা না করে, আপনি ভিক্ষা করে বেড়ান কেন?"

শান্তকণ্ঠে বলেন স্বামিজী—"মহারাজ আপনি বা কেন রাজকার্য্যে অবহেলা করে সাহেবদের সঙ্গে দিনরাত শিকার করে বেড়ান?"

চঞ্চল হয়ে উঠে সকলে না জানি কি নির্য্যাতনই আছে সাধুটির কপালে।

কেটে চলে কয়েকটি ভয়াবহ মুহূর্ত্ত—একরাশ চিন্তার জাল ছিঁড়ে, মহারাজ ধীরে দেন জবাব—

কেন আমি ওরূপ করি বলতে পারিনা, তবে হ্যাঁ ওরূপ করতে আমার ভাল লাগে।"

মুহূর্ত্তে বলে ওঠেন স্বামিজী, "ঠিক তেমনি আমারও ফকীরি করে ঘুরতে ভালো লাগে মহারাজ।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন—"আচ্ছা স্বামিজী, সবাই তো মূর্ত্তিপূজা করে, আমার কিন্তু ওতে মোটেই নেই বিশ্বাস, তবে আমার কি গতি হবে?" কণ্ঠস্বরে যেন ফুটে ওঠে বিদ্রূপের আভাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন শুধু তারা আর ভাবেন কৈ আমাদের ত' এত তন্ময়তা হয় না।

নিশ্চয় ইনি শ্যামরায়ের দর্শন পেয়েছেন। কোন দিন বা কণ্ঠ তাহার ধীরে ধীরে করুণ হতে করুণতর হয়ে হয় অবরুদ্ধ, দেহ হয় পাষাণ-মর্ম্মর।

শুধু রাত্রিটুকু গৃহে কাটিয়ে পিয়াল প্রভাতেই আসে ছুটে জনসাধারণ।

সমালোচনারও অন্ত নেই—

কে এই আনন্দ সুস্মিত?

কেউ বা বলে কিন্নর-কণ্ঠ সাধু তবে কে? কণ্ঠে যার রূপার তার বাজে…।

কেউ বা বলে অক্রোধ পরমানন্দ কে ইনি?

কেউ বা বলে সাধুর বৈদ্যুতিক শক্তি আছে—শুনে মুগ্ধ হতে হয়…

প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী—কারণ তার যে ভেদজ্ঞান নাই।

শুধু প্রেম নয়, সাধু পরপারের পাথেয় বিলিয়ে যান। এই জনপ্রিয় সন্ন্যাসীকে অনেক মৌলভী সাহেবরাও নিজের গৃহে ভিক্ষা দিতে লাগলেন দিন দিন…

তারপর—মাঘীসূর্যের কোন হিমানী প্রহরে আলোয়ারের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজীই এলেন ছুটে…এই ক্ষণদর্শনে তার হোলো না তৃপ্তি। সমাদরে শ্রদ্ধাভরে বরণ করে নিয়ে গেলেন স্বগৃহে।

আলাপ আলোচনার পর রামচন্দ্র বুঝলেন এর জ্ঞান বিদ্যা শুধু অপরাবিদ্যার গণ্ডীতে পরিসমাপ্তি নয়, ইনি পরাবিদ্যার অধিকারী—ব্রহ্মবিদ্।

সহসা দেওয়ানের মুখে যেন জেগে উঠলো আশার প্রদীপ শিখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র এঁরই দিব্যপ্রভায় আমাদের মহারাজের অনুকরণ প্রিয়তার কলঙ্ক আবরণ উন্মোচন হতে পারে।

জানালেন মসীরেখা দিয়ে—

"মহারাজ! এখানে একজন সাধু এসেছেন তার ইংরাজীতে বেশ দখল।"

প্রকৃতির পটভূমি হতে, নির্জ্জন নীরবতা হতে মহারাজ স্বয়ং হলেন উপস্থিত দেওয়ানের বাড়ী।

প্রথমে—মহারাজের নির্ব্বাক বিস্মিত দৃষ্টি স্বামিজীর আপ্রপদ চুম্বন করলো তারপর গর্ব্বোন্নত দেহে শ্রদ্ধা লুণ্ঠিত প্রণাম জানালো। তারপর স্বামিজীকে বসালেন নিজের সম্মুখে, যেন দর্শন সুখ ক্ষণিকেও না হয় খণ্ডিত……

জেগে উঠলো প্রশ্নাঘাত—

"স্বামিজী আপনি তো অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইচ্ছা করলে সহজেই বহু অর্থ উপার্জ্জন করতে পারেন, কিন্তু তা না করে, আপনি ভিক্ষা করে বেড়ান কেন?"

শান্তকণ্ঠে বলেন স্বামিজী—"মহারাজ আপনি বা কেন রাজকার্য্যে অবহেলা করে সাহেবদের সঙ্গে দিনরাত শিকার করে বেড়ান?"

চঞ্চল হয়ে উঠে সকলে না জানি কি নির্য্যাতনই আছে সাধুটির কপালে।

কেটে চলে কয়েকটি ভয়াবহ মুহূর্ত্ত—একরাশ চিন্তার জাল ছিঁড়ে, মহারাজ ধীরে দেন জবাব—

কেন আমি ওরূপ করি বলতে পারিনা, তবে হ্যাঁ ওরূপ করতে আমার ভাল লাগে।"

মুহূর্তে বলে ওঠেন স্বামিজী, "ঠিক তেমনি আমারও ফকীরি করে ঘুরতে ভালো লাগে মহারাজ।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন—"আচ্ছা স্বামিজী, সবাই তো মূর্ত্তিপূজা করে, আমার কিন্তু ওতে মোটেই নেই বিশ্বাস, তবে আমার কি গতি হবে?" কণ্ঠস্বরে যেন ফুটে ওঠে বিদ্রূপের আভাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন স্বামিজী, "মহারাজ কি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন।"

"না না মোটেই না, আমি কাঠ. পাথর, ধাতু পূজা করি না, এতে জন্মান্তরে কি আমার নীচগতি হবে?"

আনমনে জবাব দেন স্বামিজী—"যার যা বিশ্বাস", ক্ষুণ্ণ হ'লো সকলে—এ কেমন কথা হল, এটা কি শ্রদ্ধাহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হলনা?

বিহারীজীর মন্দিরে যাঁকে তারা আঁখিজলে গড়াগড়ি দিতে দেখেছেন তাদের মুখে আজ কিসের ছায়া........

ঢেউয়ের বুকে মেঘের ছায়া নিয়ে কাটে স্তব্ধ সময়।

সহসা স্বামিজী বলেন দেওয়ানকে—"ঐ দেওয়ালে টাঙানো ছবিটি নামিয়ে আনুনতো" ছবিখানি হাতে করে করলেন জিজ্ঞাসা "এ ছবিখানি কার? উত্তর দেন দেওয়ানজী, "মহারাজের।" তখন স্বামিজী জলদ-গম্ভীর স্বরে করেন আদেশ—"দেওয়ানজী, এই চিত্রখানির ওপর করুন নিষ্ঠীবন ত্যাগ।" শিহরিত, শঙ্কিত সকলে স্বামিজী—"তোমাদের মধ্যে কেউ পারো নাকি এতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করতে?"

গৃহখানা নিরুত্তর…নিথর…আশু অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে সকলে বিবর্ণ…বিরস—"একি এতো একখানা কাগজ মাত্র এতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করতে তোমাদের এত আপত্তি কিসের?" সব নিস্তব্ধ—যেন জড়ভরতের মেলা।

নিরুপায় দেওয়ানজী দেন উত্তর—"স্বামিজী এযে আমাদের মহারাজের প্রতিকৃতি, এতে আমরা কি কোন অসম্মান করতে পারি?" স্বামিজী—"কেন এতে তো মহারাজ সশরীরে বিদ্যমান নন, কেন এত সঙ্কোচ।"

মৌনরাত্রির মত কেটে চলে সময়…

তারপর——স্বামিজীই হেসে দিলেন উত্তর "মহারাজ দেখুন, যদিও ঐ চিত্রটি আপনি নন, একটুকরো কাগজের উপর শুধুমাত্র একটুখানি রেখা তবুও আপনার সভাসদগণ চিত্রটির ওপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনারই মতন শ্রদ্ধাশীল, কারণ ওদিকে চাইলেই আপনার স্মৃতিই হৃদয়ে হয় উদ্ভাসিত, আর হয় অনুভাবিত যেন আপনিই স্বয়ং এতে বিদ্যমান। ঠিক তেমনি ভক্তেরা ধাতু বোধে, প্রস্তর বোধে করে না মূর্ত্তি উপাসনা, ওরই মাঝে তারা তাদের জীবনের সর্বস্ব—পরম আরাধ্য দেবতার রূপ করে প্রত্যক্ষ—। আর তিনিও ভক্তের ভাব আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজের স্বরূপ করেন প্রকাশিত। পাষাণ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি দেখলে ইষ্টের চিন্ময় রূপটি মনে পড়ে, তাই ভক্তেরা মূর্ত্তিটিকে এত ভালবাসে, এত সম্মান করে।

মহারাজ, আমি তো এই রকম দেখি তবে আর সকলের কথা বলতে পারি না।"

হাজার বছরের অন্ধকার যেন একমুহূর্ত্তে গেল সরে—সংশয় ঝড়ের হল সমাপ্তি।

মুগ্ধ মঙ্গল সিংহের যুক্ত হলো কর, কণ্ঠে জাগল মিনতি—"হে প্রভু, আপনি আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দিলেন, এবার দাসের প্রতি অনুগ্রহ করুন।" স্বামিজী—"তিনি অসীম করুণা সিন্ধু, আপনি তাঁরই শরণাগত হ'ন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা করবেন।" স্বামিজী নিলেন বিদায়।

শেষ রশ্মিটুকু রেখে দিনমণি যেন মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকলো। সেই বৈবস্বতের গমন-পথ পানে চেয়ে কার্ত্তিকের দীর্ঘশ্বাসের মত সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলেন মহারাজ, "দেওয়ানজী, এরকম মহাপুরুষের দর্শন জীবনে আর কখনো হয় নি, একে কি আরো কিছু-দিন আপনার আলয়ে ধরে রাখতে পারেন না।" দেওয়ানজী, "চেষ্টার আমি ত্রুটি করবো না, তবে এই অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও স্বাধীন সন্ন্যাসী আমরা সে অনুরোধ রাখবেন কিনা বলতে পারিনা।" দেওয়ানের একান্ত অনুরোধ শুনে স্বামিজী বল্লেন, "আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি, কিন্তু একটা সর্ত্তে···আমার দর্শনপ্রার্থী দীন দরিদ্র সকলের জন্য আপনার প্রাসাদের সিংহদ্বার সর্ব্বদা রাখতে হবে অবারিত-উন্মুক্ত"—নত মস্তকে মেনে নেন দেওয়ান। আভিজাত্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্ব্ব হল ছিন্ন—সঙ্কীর্ণতার গ্রন্থি হলো শিথিল—অনেকের জীবন ধারা হল পরিবর্ত্তিত—কতলোক শিষ্য হলো কতজন বা অধ্যয়ন করতে লাগল দেবভাষা।

সেদিন যেন স্বামিজী তার সব হৃদয়টাই মেলে ধরলেন বিদ্যোৎসাহীদের সন্মুখে। বল্লেন—দেখ তোমরা সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলন কর, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসারে আমাদের অতীত ইতিহাসের কর প্রতিষ্ঠা। কারণ বৈদিককাল থেকে বুদ্ধের অন্তর্দ্ধানের পরও আজ এক হাজার বছর হলো, আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। বিদেশীর লেখা আমাদের ইতিহাসে শুধু আমাদের অধঃপাতের চিত্রটি পরিস্ফুট। এতে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য হয় উপস্থিত, আমাদের সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম দর্শন সম্বন্ধে তারা অনভিজ্ঞ। অনভিজ্ঞের দ্বারা নিরপেক্ষ ইতিহাস হওয়া কখনও সম্ভব নয়। তাদের রচনার মধ্যে আছে শত শত ভ্রান্তি অপরসিদ্ধান্ত। তাদের কাছে পুরাতত্ত্ব শিক্ষা করে প্রাচীন ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগত ক'রে, সংকলন কর অতীত ভারতের যথার্থ ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস ভারত সন্তানের হাতে রচিত হওয়াই উচিত, বিস্মৃতির সাগর হতে পুনরুদ্ধারের জন্য কর একাগ্র সাধনা, এমনি ভাবেই জাতীয় শিক্ষার দ্বার হবে উন্মুক্ত, জেগে উঠবে স্বদেশানুরাগ।”

স্বামিপাদের করুণা-প্রস্রবণ দীন দরিদ্র মূর্খ সকলেরই হৃদিতট স্পর্শ করে বয়ে যায়। কারো বা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন কারো বা উপনয়নের জন্য ভক্তদের কাছে হাত পাতেন, কারো অনুপস্থিতের জন্য ব্যাকুল হয়ে খবর নিতে পাঠান। কত ভাবেই না তার সমব্যথী-চিত্তের রূপ প্রকাশিত হয়। কেটে গেল আরও দুই মাস।

এতদিনে সত্যই আলোয়াড়বাসীদের পুণ্যতিথির হল ক্ষয় স্বামিজী চল্লেন জয়পুরে......। এখানে এক বৈয়াকরণের সঙ্গে হঠাৎ হলো পরিচয়, তার গ্রহণোন্মুখ মন মেতে উঠলো অষ্টাধ্যায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণিনি অধ্যয়নে—। অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, কিন্তু অধ্যাপনা প্রণালী ছিল না সরল। কেটে গেল দীর্ঘ তিন দিন তবু প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা হয়না প্রাঞ্জল বা অধিগত। চতুর্থ দিনে পণ্ডিতের হল ধৈর্য্যচ্যুতি• বলেন প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা এই তিন দিন ধরে বোঝাতে পারলাম না, মনে হয় আমার দ্বারা আপনার বিশেষ উপকার হবে না—লজ্জিত স্বামিজী করলেন প্রতিজ্ঞা যেমন করে হোক নিজের চেষ্টায় হব উত্তীর্ণ……। ব্রহ্মবিদ্যা যার করা মলকবৎ তার কাছে সামান্য পাণিনি—তিন দিনের চেষ্টায় যা হয়নি মাত্র তিন ঘণ্টার চেষ্টায় হল তা সফল।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়—সরল সুচিন্তিত গূঢ় অর্থ শ্রবণে পণ্ডিতজী হলেন স্তম্ভিত। সঙ্কল্প যদি ঐকান্তিক হয়, তবে অসম্ভব হয় সম্ভব··· সাধকের ঐকান্তিকতায় সিদ্ধির দ্বার হয় উন্মোচিত।

এরপর আজমীঢ়কে পিছনে রেখে উপস্থিত হলেন আবু পাহাড়ের পাষাণ কোলে। পাহাড়ের বক্ষোস্থিত বিশাল জৈন মন্দির দর্শনে হলেন পুলকিত……হলেন গৌরবান্বিত।

অপরূপ কারুকার্যময় সেই মন্দির……ও রকমটি আর ভারতে দুটি নাই……আট কোটি টাকা আর চৌদ্দ বছর সময় লেগেছে এর পরিনির্ম্মাণ কল্পে। ব্যয়ভার বহন করেন ধার্মিক দুটি জৈন ভাই। মন্দির দর্শন শেষে স্বামিজী চললেন প্রকৃতির রূপ দর্শনে।

উন্নত পাহাড়ের বুকে বিচিত্র পুষ্পোচ্ছ্বাস দেখে মনে হয় এই মাত্র বুঝি বা মুঠো মুঠো ফুল ছড়িয়ে নেচে গেল দেবদাসীরা—। তাদের সুখের মূর্চ্ছনা যেন এখনও বন বিহঙ্গের কণ্ঠে ধ্বনিত—তাদের নূপুর ধ্বনি যেন এখনও রণিত হচ্ছে পাহাড়ের বক্ষোস্থিত হ্রদের জলোচ্ছ্বাসে—নন্দন কাননের যেন এক টুকরো অংশ—

স্তম্ভিত নির্ব্বাকে তিনি দেখলেন আর একটি দর্শনীয় বস্তু।

আজমীঢ়ের ব্রহ্মার মন্দির। এই খানেই খেতরী মহারাজের লভ্য হল সুদুর্লভ রত্ন—যা আঁখিতে শুধু নয়, হৃদয়ে রাখতে হয় গোপনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলাপ পরিচয়ের পর চলতে থাকে প্রশ্ন, উত্তর····· জীবনটা কি ? শিক্ষা কি ?

"প্রতিকূল অবস্থা-চক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ বিকাশেরই নাম জীবন, কতকগুলি সংস্কারকে অস্থিমজ্জাগত করার নামই হল শিক্ষা। জ্ঞান সাগরের অপূর্ব্ব লহরীতে দিনের পর দিন অভি-সিঞ্চিত হয়েও অনুরাগী মহারাজের অন্তরের ক্ষুধা যেন্ মেটে না। তিনি স্বামিজীকে নিয়ে যান আপনার রাজ্যে।

পরম আকুতিতে করেন সেবা যত্ন······করেন পরিতুষ্টি—মহারাজ বলেন, "স্বামিজী সত্য কি ? সত্য পূর্ণ এক ও অদ্বিতীয়। তবে, আমরা যাকে সত্য বলে মনে করি তা আপেক্ষিক, জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক সত্যের হয় লোপ" এরকম মৌলিক চিন্তাপূর্ণ বাণী শ্রবণে তিনি হলেন স্তম্ভিত···বিস্ময়াবিষ্ট। শুধু এইখানেই শেষ নয়। প্রীতি ও শ্রদ্ধার চরম মিলনে গড়ে উঠলো এক নিবিড় সম্বন্ধ··· গুরু-শিষ্য—পিতা-পুত্র···।

* * * *

একটুখানি স্পর্শ—— ঘুমের দুয়ারে হানে কর। চ'মকে ওঠেন স্বামিজী, কে ? কে ?

দুই চোখে জাগে বিস্ময়—মহারাজ আপনি ? একি করছেন ? মৃদস্বরে মহারাজ দেন উত্তর, "প্রভু আমি আপনার দাসানুদাস, শিষ্য—পুত্র, আপনি আমায় এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।" রাত্রের গোপন কোরকে নয় সুযোগ্য শিষ্য চায় প্রকাশ্য রাজ দরবারে সূর্য্য-সম্বিতে ও গুরুসেবার ন্যায্য অধিকারের গৌরব জানতে. কিন্তু কিছুতেই দেন না স্বামিজী, এতে যে প্রজাদের চক্ষে রাজার মর্য্যাদা হবে ক্ষুণ্ণ।

বিলাসের চরম শিখর রাজপ্রসাদের মাঝে থেকেও সন্নাসীর নিত্য নিয়মের হয় না ত্রুটি। অধ্যয়ন পূজা পাঠ, ইষ্টচিন্তায় কেটে চলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ······।

এক নটমল্লারের বর্ষণ-লগ্নে যেমন কেতকী হিয়ার কণ্টকিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবরণ হয় উন্মোচিত তেমনি বাসনা বকুলের এল মুক্তি প্রতীক্ষিত লগ্ন। মহারাজ অজিত সিংহের মনে হয় তাই তো, স্বামিজীর আশীর্ব্বাদে নিশ্চয় আমি পুত্রবান হতে পারি। আমার নিরানন্দ জীবনে আনন্দের শৈবলিনী বইতে পারে। উপযুক্ত সুযোগ ও মিলে যায়। তিনি প্রার্থনা জানান—স্বামিজী মহারাজ আমার বিশ্বাস আপনি আশীর্ব্বাদ কল্লেই আমার এ দুঃখের হবে অবসান—পুত্র লাভে হব ধন্য।

বিশ্বাস দেখে সন্নাসীর দীপ্র কণ্ঠে জাগে বাণী, "শ্রীঠাকুর তোমার পুত্রবান করুন।" চাতকের বক্ষে মেঘের ভাষা—চেতনার চৈতিতে হাসে মল্লিকা মুকুল।

সেদিন নিদাঘের আসন্ন সন্ধ্যা—একদিকে লোহিত সাগরের ঢেউ এ ঢেউএ অতিক্রান্ত দিনদেব—কূজনহীন গগন—ভেলিয়াব কুঞ্জ—অন্যদিকে রাজপুরীতে বেজে উঠেছে পুরিয়া ধানেশ্রীর পূর্ব্বরাগ মন্ত্র-সপ্তকের গমকে গমকে। রাজ বয়স্যদের হৃদয় হয়ে ওঠে চঞ্চল-রঙ্গীন—। চোখে নেমে আসে কল্পনার যক্ষপুরী। কিন্তু কি জানি কেন স্বয়ং মহারাজের হৃদয় আজ অবসন্ন মহাশূন্যতায় পরিপূর্ণ।

অক্ষম অবুঝ অনেক প্রহরের পর জাগল মনে স্বামিজীর উপস্থিত কামনা।

…অনুগত শিষ্যের অনুরোধে স্বামিজী এসে দাঁড়ান রাজ-দরবারের সেই মুক্ত বিহঙ্গম দুটি চোখের কোণে।

তাকিয়ে শান্ত সুস্থির দরকারে চলতে থাকে ধর্মপ্রসঙ্গ…। হঠাৎ মহারাজের আদেশে ধ্বনিত হয় কোমল কণ্ঠ……।

চকিতে যেন দুলে উঠলো মেদিনীমাতৃ—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান স্বামিজী—এ স্থান তো সন্ন্যাসীর যোগ্য নয়—

বিনীত কণ্ঠে বলেন মহারাজ, এর গান সাধারণের মনকেও নিয়ে যায় বহু উচ্চে, দয়া করে একখানা আপনি শুনে যান স্বামিজী।

শিষ্যের অনুরোধে তিনি আবার আসন গ্রহণ করেন—নিস্তব্ধ নিবিড় তারকা খচিত নীলাকাশতলে বেজে ওঠে কণ্ঠবীণ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানেও হলেন রাজঅতিথি—তবে সাধারণের দর্শনে নিষেধ। কেটে চলে দিন সভাপণ্ডিত পাণ্ডুরংজী বেদের অনুবাদের সাহায্য করতে। এই সহজ ভাষার অনুবাদকালে স্বামিজীর সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা দেখে বলেন পণ্ডিতজী, "আপনার উদার ভাব গ্রহণ করতে দেশবাসীর এখনও বিলম্ব আছে, বৃথা কালক্ষেপ ও শক্তিক্ষয় না করে চলে যান পাশ্চাত্যে। আপনার ধর্ম্মস্থান ভারত নয়। পাশ্চাত্যবাসীরা মর্যাদা দিতে জানে মহত্তের, প্রতিভার। পাশ্চাত্য শিক্ষার ওপর সনাতন ধর্ম্মের জ্ঞানরশ্মি নিক্ষেপ করে এক যুগান্তরের সৃজন করুন—জানি আপনি এর উপযুক্ত আধার।" বিবেকানন্দ নীরব।

কস্তুরীমৃগ নিজেই ছুটে বেড়ায় বনে বনে যোজনগন্ধার সন্ধানে।

সহসা একদিন পোরবন্দরের রাজঅতিথি পরমহংসকে দেখতে ছুটে এল জন দুই সাধু। দ্বারবানও ছাড়বে না সাধুরাও অটল। শেষে একটি কার্ড পেলেন—আমরা দুজনে পরমহংসের দর্শন প্রার্থী। স্বামিজী কোথায়—সাধু স্বামিজী নেমে এলেন নীচে। একি ভাই সারদা তুমি ? অপর সাধুটির বিদায়ের পর দুটি একান্ত মনের সুরু হলো অবিশ্রান্ত গুঞ্জন। হঠাৎ বলে উঠেন স্বামিজী,—শক্তি আছে—ইচ্ছা করলে জগত মাতাতে পারি একথা এখন কিছু কিছু বুঝছি।

স্বদেশ প্রেমিক যতই একান্ত মন দিয়ে বেদ পাঠ করেন—আর্য্যদের প্রচারিত দর্শন সম্বন্ধে যতই আলোচনা করেন ততই বুঝতে পারেন—ভারত ধর্ম্মজননী—আধ্যাত্মিক তার মূল উৎস স্বরূপিণী ভারত মানব সভ্যতার আদি জন্মভূমি···কিন্তু হায় হায়—এই গৌরব গরিমা অজ্ঞতার অন্ধকার স্তূপের তলদেশে গুহায়িত—কোটি কোটি ভারত সন্তান তার কথা মাত্র জানলনা।

ভারতবাসী দেশ-জননীর পদতলে আর্য্যসভ্যতার তুলনাহীন সম্পদ বিচ্ছিন্ন—বিক্ষিপ্ততা আর পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ-পল্ললে বিস্মৃত বিবেক নির্মম সংস্কারের দলের অন্ধ বধিরতা। এই উভয়ের মিলিত সর্বনাশের হাত হতে দেশরক্ষা অবশ্য করণীয়।

বৈদেশিক সভ্যতার প্রবল বন্যায় আর্যসভ্যতা যেন আর স্থির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকতে পারছেনা—কি হবে উপায়? আমি কি করতে পারি। আমার দ্বারা কি হওয়া সম্ভব, এই মর্ম্মদাহে তিনি অস্থির চঞ্চল। এই অনির্বাণ হোমানলের দগ্ধতা যেন সমস্ত শরীরে হয় প্রকাশিত। পোরবন্দরের প্রায় সব পণ্ডিতরাই বলতেন, স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে একবার আগুন জেলে আসুন···দেখবেন তখন এ দেশ আপনার কথায় উঠবে বসবে—

এক অবিচ্ছিন্ন বজ্রবহ্নি নিয়ে পোরবন্দরের মায়া কাটিয়ে দীর্ঘ ৭।৮ মাস পরে পরিব্রাজক চল্লেন দ্বারকা।

সেই দ্বারকা....যেখানে একদিন ভারতের হৃদয় দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করতেন রাজত্ব। যেখানে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে প্রবল পরাক্রান্ত যাদববীরগণের পদতল হত চুম্বিত, আজ সেখানে মহাসাগরের নীলজল, অব্যক্ত বেদনায় উন্মাদ—বুঝি প্রলয়ের সাথে করতে চায় সন্ধি। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীসারদা মঠের এক নির্জ্জন কুটিরে বসে ভাবতে বসলেন, কেমন করে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন করা যায়, ছুটে আসা বৈদেশিক তরঙ্গ মালা বিভঙ্গ করা যায়। শুধু আঁখিজলে ডাকলে তো হবেনা। চাই উপায় আবিষ্কার। কোন এক মরকত নীল প্রহরে সাগরকূলে বসেই চিন্তা-সাগরের কূল মিললো। ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল দৃশ্য হল উদ্ভাসিত···জাগল কর্ম্মের সূচীপত্র....।

ইষ্টনাম করতে করতে ভিক্ষাজীবি সন্ন্যাসী আবার চলেন পথে···

পৌঁছলেন মাণ্ডবী। দেওয়ান বাহাদুর মণিভাইয়ের গৃহে কিছুদিন থেকে একদিন মধ্য ভারতের খাণ্ডোয়া সহরের এক অট্টালিকা দ্বারে দাঁড়ালেন থমকে........

ওদিকে গৃহস্বামীও সমাগত হলেন....তারপর

অবজ্ঞাতকণ্ঠে প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্ন···আলোর তীক্ষ্ণ ধারে খান্ খান্ হয়ে কেটে গেল আধারের হৃদয় বেদনা। ইনি তো সামান্য নন, এযে অপরাজেয়। সমাদরে নিয়ে যান গৃহাভ্যন্তরে....শুধু তিনি নন, সপরিবারেই করেন সেবা পরিচর্য্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধা দেওয়া যায়না—তাই হরিদাসবাবু বোম্বাইবাসী ভাই-এর কাছে একটা পরিচয়পত্র লিখে স্বামিজীকে জানালেন ইনি আপনাকে ছবিলদাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তিনি নিশ্চয় বিদেশ যাত্রায় সাহায্য করবেন। সত্যি আমার নিশ্চিত ধারণা—আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

মনের রূপালী পর্দায় ভেসে ওঠে কাঞ্চনিভ অতীত···সেই মন্দির-কলনাদিনী সুরধুনী, পঞ্চবটী পথ-দিশারীর রূপ—আর স্নেহ-সিঞ্চিত বাণী—"ওরে তুই কালে বিরাট বটবৃক্ষের মত ছায়া দান করবি। তুই আমার রাঙাচোখো রুই, তুই আমার সহস্রদল পদ্ম। কর্মের জন্যই তোকে এনেছি—" শোনা যায় স্বগত উত্তর—তা বলতে পারি না—কিন্তু গুরুজী ত আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতেন।

ব্যারিষ্টার রামদাস—ছবিলদাসের কাছে মাত্র কয়েকদিন থেকেই তিনি হলেন পুণা অভিমুখী···ট্রেনের দ্বিতীয় কামরার যাত্রী······ সন্ন্যাসী দেখেই সুরু হয় সমালোচনা—এই সন্ন্যাসীদের দ্বারাই আজ ভারত সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়িয়েছে—যত সব ভণ্ড আর কুঁড়ের বাদশাহ। এই সব। রুখে দাঁড়ায় একটি সহৃদয়, মিথ্যে কথা। এই সন্ন্যাসীদের পবিত্র চরণধূলি গ্রহণ করেই আজো ভারত দাঁড়িয়ে আছে—জাতির গৌরবের সিংহাসনে—ইতিহাসের শিখর শৈলে—এরাই রেখে যায় মহাশান্তির বাণী—সত্যপথের পদাঙ্ক।

বেজে ওঠে সন্ন্যাসীর সুস্থির কণ্ঠ—যথার্থই বলেছেন আপনি—সন্ন্যাসীর দান অসীম—তুষারকিরীটি হিমালয় হতে কানন-কুন্তলা সমভূমির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগে তাদের শ্রমলব্ধ মহামুক্তির বাণী—জ্বলে শাশ্বত জ্ঞানশিখা—

চমকে ওঠে যাত্রীরা—একি! একেই না একটু অগে আমরা অশিক্ষিত বলে ভেবেছিলুম—

ওদিকে তুজনে তখন বেশ জমে উঠেছেন—যেন বহ্নি-বাতাসে হয়েছে মিতালী। শুধু মুখের আলাপ নয়, সন্ন্যাসীকে বরণ ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে গেলেন বালগঙ্গাধর তিলক—" কয়েকটি দিন পর এলেন বালেশ্বরে।

দেখা হয়ে গেল শিষ্য লিমড়িরাজের সঙ্গে।

কৃতার্থ লিমড়িরাজ করেন অনুরোধ—প্রভু পথে পথে পথচারী না হয়ে আপনি আমার রাজ্যে করুন বসতি।

স্বামিজী—মহারাজ এখন নয়। এখন আমার অনেক কাজ আছে বাকী; কর্মই আমাকে এখন দেবেনা বিশ্রাম। তবে যদি কখনও বিশ্রামের সময় পাই, নিশ্চয় এ রাজ্যে করব বসবাস।

সন্ন্যাসী আবার চলে পথে…

বেলগাঁও সাবডিভিসনের ফরেষ্ট অফিসার একরকম জোর করেই সেবাধিকার নিল মেগে।

প্রথম দর্শনে জেগেছিলো যে অবজ্ঞা, অবিশ্বাস—তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি এখন কৃতসঙ্কল্প।

তিনদিন পর....গমনোদ্যোত স্বামিজীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন হরিপদবাবু—যেতে নাহি দিব।

নিরুপায় তিনি—কিছুদিন থাকতে হলেন প্রতিশ্রুত। নিত্যকার আলাপ-আলোচনার মধ্যে একদিন স্থুরু হল পর্য্যটন কাহিনী। শ্রোতার চোখের সামনে যেন পরিব্রাজকের অবস্থান্তর ওঠে ভেসে—

দাবদগ্ধ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মরুময় পথে তপ্ত বায়ুরাশির উচ্ছৃঙ্খল কঠিন স্পর্শে—উষ্ণ ঘূর্ণিবার্ত্যার স্বেচ্ছা দরশনের মাঝে ছুটে চলেছে একখানি মায়াহীন রুক্ষ রূঢ় মন—সহসা তার গতিভঙ্গ হল —কণ্ঠে জাগল তৃষ্ণার অনুভূতি। তৃষাতুর জল সংগ্রহের চেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হতে থাকে কারণ তিনি কপর্দকহীন। দেনেওয়ালাদের সর্ব্বাগ্রে জল সরবরাহ করতে না করতে ট্রেনটি অগ্রসর হয় অনাগতের পানে।

ওদিকে অর্থের বিনিময়ে সুমিষ্ট জল পানরত বেনিয়ার ব্যঙ্গ করে ওঠে কণ্ঠ—ওহে, দেখ কেমন ঠাণ্ডা জল খাচ্ছি আমি। অর্থো-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্জনের জন্য পরিশ্রম না করে যারা সন্ন্যাসী হয় তাদের উপবাসই উপযুক্ত পুরস্কার···

লাঞ্ছনা আর অপমান সইতে সইতে এসে পড়ল তারিঘাট ষ্টেশনে······ষ্টেশনে অবতরণ করেই তাকে শেষ সম্বল গাড়ীর ছায়াটুকুও এবার হারাতে হল।

নিঃসম্বল বলে প্লাটফর্মের ভেতর স্থান না পেলেও নির্দ্বন্দ্ব নির্ব্বিকার সন্ন্যাসী উত্তপ্ত বালুকাবুকেই কম্বলখানি বিছিয়ে হল আত্মচিন্তায় বিভোর—বাক্যবান—অবশ্য তখনও আসে—অর্থকে উপেক্ষা করার ফল বোঝ। সহসা নীড় খুঁজে পাওয়া পাখীর মত ছুটে এল একজন···হাতে তার লোটা, কুঁজো, সতরঞ্চি, খাবার। বলে, মহারাজ, রৌদ্রে কেন? আসুন, ছায়ায় আসুন।

বিস্মিত স্বামিজী বলেন কে তুমি? কোথা থেকে আসছ? আমার কথা কি করে জানলে?

আগন্তক বলে এক অদ্ভুত কাহিনী—আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার দোকানটি বন্ধ করে নিদ্রাভিভূত ছিলাম—স্বপ্নে দেখলাম একটি সন্ন্যাসী বলছেন একজন সাধু ষ্টেশনে পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন। শীঘ্র যাও, তার সেবা কর। মনের খেয়াল ভেবে পাশ ফিরে আবার ঘুমোলাম। এমনটি হলো আরো তুবার, তাই তাড়াতাড়ি পুরী, তরকারী, মিঠাই তৈরী করে জল, তামাক নিয়ে আসছি—স্টেশনে আর দ্বিতীয় সাধু না দেখতে পেয়ে বুঝলাম আপনিই সেই···মহারাজ দয়া করুন। শুনতে শুনতে সন্ন্যাসীর তুচোখে জমে বিস্ময়—ওদিকে ঝড়ে পড়া শিমূলের মত লুটিয়ে পড়ে বেনিয়া—চায় ক্ষমা বার বার—

সেবার কোন এক স্টেশনেই পরমহংস পাতলেন আসন। ইচ্ছা কিছুদিন স্থিতির। কিছুক্ষণ পরেই জমে উঠল এক মহামানব মেলা অবিরাম আলাপ আলোচনা প্রশ্নে উত্তরে। প্রহর চলে এগিয়ে, ওদিকে এলো খোঁপা এলিয়ে দিয়ে এলো সন্ধ্যা। আসর সাঙ্গ হলো—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার উদয় অচলে চক্রবাকের বন্ধুর সুস্মিত হাসিতে বসে গেল পিপাসুর দল—সমাধানের শিলাপটে সুরু হল সমস্যার নিরসন।

এমনি করে তিনটি দিন এলো গেলো—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটি লোকেরও জাগে না প্রশ্ন সন্ন্যাসীর সেবা হয়েছে কি না?

একটি মনও হয়না পুণ্য-লোভাতুর সাধুকে ভিক্ষা দিতে—

তৃতীয় দিন রাত্রে—জঠরাগ্নির প্রবল প্রতাপে অবসন্ন দেহ মাটিতে এলিয়ে দিয়ে স্বামিজী আছেন চেয়ে নির্ণিমেষ নয়নে যেন—অনন্ত আকাশে ছুটি দিশাহারা বিহঙ্গম।

সহা ভ্রূকুটি কুটিল ভরা অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসে একটি দীনতম জন। ঐশ্বর্য্যভরা মন নিয়ে জানাল আর্ত্তি—মহারাজ আপনাকে শুধু কথা বলতেই দেখলাম—কই কিছুতো খেতে দেখলাম না। দীনের বেশে হে দীননাথ তবে কি তুমিই এলে?

সাগ্রহে বলেন স্বামিজী তুমি কি আমায় খাওয়াবে? বলে সে, প্রাণ তো তাই চায় কিন্তু তা তো হবার নয়। আমি ডালি নিয়ে আসি তুমি তৈরী করে নাও।

ব্যস্ত হয়ে বলেন, না, না। আমি তোমার তৈরী রুটীই খাবো। চমকে ওঠে সে। খেতরীরাজের প্রজা আমি। চামার হয়ে সন্ন্যাসীকে তৈরী খাবার দেওয়ার অপরাধে সাজা পেতে হবে গুরুতর…এমন কি দেশত্যাগীও করতে পারেন। ভয় নাই বন্ধু—ভয় নাই—ঐ খাবারই আমায় দাও…

আপনার অনিষ্ট সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে এনে দেয় ভোজ্য বস্তু…সে তৃপ্তি চির অবিস্মরণীয়—শুধু কথার কথা হলে ভোলা যায় —কিন্তু যদি কথার মাঝে সমস্ত মন নিঙরে ওঠে সে কি ভোলা যায়—তারপর এল যেন দেবতার স্বহস্তে আনা স্বর্ণপাত্রে ভরা পরমাণু প্রসাদ…চোখে আসে জল—পর্ণ-কুটিরে বসবাস করেন এমন কত না দেব-মানব।

পরে যখন এল প্রশ্নাঘাত—তুর্ল্লভ জাতের তুর্ল্লঙ্ঘ প্রাচীর ভঙ্গ করা কি আপনার উচিৎ হয়েছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেক-বাঞ্ছিত স্বরে উত্তর পায় সকলে—যে মনুষ্যত্ব দেখিয়েছে সেই তো বড়। এ যে কাদায় ঢাকা সোনা। এ খবর মহারাজের কাছেও গেল, তিনি তিরস্কারের বদলে দিলেন দারিদ্র হতে মুক্তি… প্রশংসার মণিমালা।

এমনও হয়েছে উপবাসক্লিষ্ট অবসন্ন শরীর অচল হয়েছেন কোন বৃক্ষতলে—ধীরে চেতনার হয়েছে বিলুপ্তি। তমসার বুকে ধ্রুবতারার মত সেই অবসানের মাঝে জাগে জাগরণের প্রশ্ন—জীবের সমগ্র শক্তি কি আত্মমাঝে নিহিত হয়? তবে এ অক্ষমতা এ দুর্ব্বলতা কোথা হতে এল। মর্ম্মমূলে ধ্বনিত হল হৃদিস্থিত হৃষীকেশের বাণী—নয় ভ্রম নয় মিথ্যা "কুতস্তা কশ্মলমিদং"। বিপুল শক্তিতে ভরে উঠলো মন ও শরীর; কত পথ হল যাওয়া…। জড়ের উপর চৈতন্য-প্রভাব হল জয়ী। শুধু একবার নয়, অনেকবারই ক্লান্ত-নমিত দেহে জেগেছে আত্মঝঙ্কার…আমার মৃত্যুও নাই, জন্মও নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণাও নাই—সোঽহং…প্রকৃতির আমি দাস নই, প্রকৃতিই আমার দাসী…জাগো হে মহেশ্বর তোমার শক্তি কর প্রকাশ, হৃদরাজ্য কর উদ্ধার—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। বাহুতে বল, হৃদয়ে সাহস, দেহে প্রাণ সঞ্চারিত, মনে তেজ এসেছে ফিরে। আমি বেঁচেছি অবসাদের হাত হতে। এমনি ভাবে কতবার বেঁচেছি।

সেবার কচ্ছদেশ ভ্রমণ করতে করতে এসে পড়েন এক দিগন্তহীন মরুর বুকে—

মাথার উপর সূর্য্যদেবের বর্ষিত অনল—পায়ের তলায় শত বৈশাখের প্রচণ্ড তেজোদৃপ্ত বালু—কণ্ঠে আকুল করা তৃষ্ণা—কিন্তু কোথায় বসতি কোথায় বাসিন্দা। নির্ভরতার নির্ভয়ে নির্ভীক সন্ন্যাসী তবুও চলেন এগিয়ে—সহসা দেখা যায় মাত্র কিছু দূরে ছায়া রচা এক শ্যামলিম গ্রাম—আর স্বপ্নভাঙ্গা কিশোরীর মত ক্ষীণ জলরেখা। আশার পদশব্দ লক্ষ্য করে তিনি চল্লেন এগিয়ে—কি আনন্দ আর একটু গেলেই কূজন মুখরিত বনছায়ে পাব বসতে, মেটাতে পাব আকণ্ঠ তৃষ্ণা। যার হাতছানি এত সুমধুর তার সান্নিধ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না জানি কত সুশীতল—কিন্তু কি আশ্চর্য্য। দেহ, মন, ইচ্ছা, তিনেরই ব্যাকুল প্রয়াস তো এখনও তার নাগাল পাচ্চে না, এই স্বল্প হঠাৎ ব্যবধান তো ফুরোচ্ছনা, তিনি যতই চলেন গ্রাম যে ততই সরে যাচ্ছে—বিভ্রান্ত সন্ন্যাসীর চমক ভাঙ্গে—মিথ্যা ওই শ্যামল কুটীর, মিথ্যা ওই—জলহাসিনীর তন্বুর তরঙ্গ—সবই মরীচিকা। ব্যর্থ বিপদেই লুটিয়ে পড়েন বালুকাতে—হতাশার নভমূলে আঁখিতারা খোঁজে আশ্রয়।

কিন্তু সে শুধু কয়েক মুহূর্ত্ত সন্ন্যাসীর হল প্রতীতি জীবনের রঙ্গ-মঞ্চে মায়ার ছলনাও এমনিভাবেই করে মিতালি। তাঁর পরাজিত মনে জাগল বিজয়-বিদ্রোহ। নববলে বলীয়ান হয়ে উঠে দাঁড়ান—আবার ভেসে ওঠে সবুজের প্রত্যয়—আবার বেজে ওঠে জল নূপুর··· না, না আর না—চরণ ক্ষান্ত হও—

রাজপুতানার বুকের উপর দুর্ব্বার বেগে ছুটে চলছে লৌহদানব স্বশব্দে স্বগরিমায়। কামরা মধ্যে আছেন স্বামিজী আর দুটী শ্বেতাঙ্গ। একে নিরক্ষর সন্ন্যাসী তার উপর পরাধীন পদানত ভারত—তাই নির্ব্বিবাদে শ্বেতাঙ্গরা করে চলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ—আর তুল্য নিন্দাস্তুতিমৌনী সন্ন্যাসী থাকেন নীরবে—সহসা ধাক্কা খেয়ে থেমে যায় ট্রেন। ষ্টেশনে স্বামিজী ষ্টেশন মাষ্টারকে জানান তৃষ্ণার অনুভূতি অবশ্য ভাষা ছিল ইংরাজী। ঘেমে ওঠেন সাহেবেরা, তাইতো আমাদের নির্ম্মল আলাপ ইনি তাহলে বুঝেছেন। করেন প্রশ্ন—আচ্ছা মহারাজ আমাদের ভাষা বুঝতে পেরেও কেন তোলেননি প্রতিবাদের ঝড়? ধীরকণ্ঠে স্বামিজী জানান,—এরকম মূর্খ বা বেকুফের সঙ্গ আমার জীবনে প্রথম নয়।

অপমানে উত্তেজিত হয়ে উদ্যত হন অন্য কিছুর জন্য কিন্তু এখানেও নিরস্ত হতে হল তাদের, স্বামিজীর বলিষ্ট তনু বীরোচিত ভঙ্গী পানে চেয়ে। একমাত্র পথ—সারেণ্ডার। তাই তারা বেছে নিতে হল বাধ্য।

এমনও হয়েছে দিনের পর দিন—অনাহারে অনিদ্রায়—চলতে চলতে মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন প্রকাশ্য রাজপথে—হায় সেদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবা পুণ্যের লোভে খাদ্য সম্ভার নিয়ে কেউ তো আসেনি ছুটে। আহা বলে কেউ আসেনি তুলে ধরে বসিয়ে দিতে। তাই বুঝি হরষা ভরসা রূপে এল করুণাময়ী বরষা। সত্যি অবিরল বর্ষণ ধারায় তাঁর চেতনা ও বল এল ফিরে, তিনি আপনিই উঠে ধীর পদক্ষেপে আবার চলতে লাগলেন তারপর কোন আশ্রমে পৌঁছে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করে দুঃখ হারিণী নিদ্রার বুকে ঢলে পড়লেন।

সন্ন্যাসীর চরণে গতি—অন্তরে দৃঢ় সংকল্প—নয়নে সন্ধানী দৃষ্টি—সহসা এক সাথীর সঙ্গে হল দেখা, তার আচার-আচরণ জানায় হৃদয়ের প্রশান্তি···বস্তুলাভের পূর্ণতা···তারপর হল পরিচয় তিনি 'সেই' যিনি পওহারী বাবার আশ্রম থেকে কিছু হরণ করে ফিরবার পথে সকলের সাড়া পেয়ে সেগুলি ফেলে পালিয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়া আর হয়নি। বৃদ্ধ পওহারী উদ্বেগে ছুটে এসে জিনিষগুলি দিয়ে যান। সাধুটি বলেন—তিনি যখন নারায়ণ জ্ঞানে সর্ব্বস্ব দিতে কুণ্ঠা বোধ করলেন না, তখন আমিও নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে পরমার্থের সন্ধানে ফিরছি। সাধুর বিগত কাহিনী যেন এক সান্ত্বনার স্বর্গ। পরদ্রব্য হরণের লোলুপ হৃদয় সাধু সংসর্গের নির্ম্মল সলিলে পরিস্নাত হতে দেখে, অবহেলিত বা পাপীর অন্তরে জাগে সেই এক অন্তর্যামীরই সাড়া তিনি ধূলার মাঝে খুঁজতে থাকেন মানিক—কতদিন কেটে গেছে বাগ্দী পরিবারের মাঝে। বিমুগ্ধ হয়েছেন তিনি ছিন্ন কন্থার তলায় মাণিক্যের শিহরণ দেখে, বিমুগ্ধ হয়েছেন তিনি কর্কশ বালুর মধ্যে ফল্গুর প্রবাহ দেখে।

হিমগিরির উত্তুঙ্গ চূড়ার পথে বাধা পড়ল। দেখেন সম্মুখে এক বৃদ্ধ—জরা তার মন বিদ্ধ করতে ভয় পায়—হিমকণার শীতলতা তার কাছে উপেক্ষিতা—বাসনালতা-বৈরী-গৈরিক তার বহির্বাস—সেই তপোস্নিগ্ধ সরলমূর্ত্তিখানি আর একবার আবেগ ভরে দেখে স্বহস্তে তুলে দিলেন তাঁর অঙ্গে আপনার একমাত্র শীতবস্ত্র।

সাধুর চোখে জল আর মুখে হাসির সঙ্গে জাগল আশীর্ব্বচন, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন তুই পথিকের মিলনভূমির পানে চেয়ে স্তব্ধ হল আকাশের নম্রনীল···শিহরিত হল কুর্চ্চি ফুলের সরল সপ্ন—

একখানি গীতা আর পরমহংসদেবের মূর্ত্তি সম্বল করে ভারত পরিক্রমণে ব্রতী সন্ন্যাসী কোথাও অসভ্য, অতিথি সৎকার-বিমুখ অধিবাসীদের কাছে মুষ্টি ভিক্ষাও পাননি—কোথাও আশ্রয় ভিক্ষার পরিবর্ত্তে হয়েছেন গৃহদ্বার হতে বিতারিত—কোনদিন সামান্য আহারেই দিন হয়েছে বিগত। কোথাও বা ধনী নির্ধন এ দুয়ের মাঝ হতেই পেয়েছেন সমবেদনার কৌস্তুভ মণি। বিপদ, অনাহার, লাঞ্ছনা, সমালোচনাকে সমভাবে গ্রহণ করে তিনি চলেছেন গন্তব্য অভিমুখে—। এই পরিভ্রমণেই ভিন্ন জাতির ভিন্ন লোকের সঙ্গ হতে জীবন অভিধানের পাতা হয়েছে পূর্ণ—আর উপলব্ধি হয়েছে মাতৃভূমির প্রকৃত অভাব অভিযোগের মর্ম্ম-বেদনা। পরিব্রাজক বুঝলেন এই নিদারুণ ক্ষতি পূরণের একমাত্র পন্থা ঋষিদের নির্দ্দেশিত শিক্ষা সংস্কৃতির পুনঃ প্রচার—দেশবাসীদের মধ্যে জাগাতে হবে দেশাত্মবোধ—জাতীয়তা বোধ—

বেলগাঁওয়ের অধিবাসীরা স্তম্ভিত হ'ল জড় বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও গণিততত্ত্বের উপর স্বামিজীর অসাধারণ অধিকার দেখে, ধর্ম্মবিষয়ক জটিল প্রশ্নের উত্তর, তাও দিচ্ছেন বিজ্ঞান সম্মত ভাবে। যাই হোক কোন ঈপ্সিত শুভ লগ্নে হরিপদ বাবুকে সস্ত্রীক দীক্ষা দিয়ে স্বামিজী আবার চড়লেন ট্রেনে—

বাঙ্গালোরে এসে জাগল অভিলাষ গোপনে থাকার—কিন্তু ফুলের সৌরভ তো পত্রাবগুণ্ঠনে থাকে না অবরুদ্ধ। দু'চারদিন যেতে ছড়িয়ে পড়লেন তিনি সবার মাঝে। রাজ্যের দেওয়ান স্যার কে, শেষাদ্রি আয়ারের সঙ্গে হল পরিচয়। কত গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা আসেন। রাজার সভাসদ মিঃ রহমান সাহেব তো কোরাণের অর্থ জিজ্ঞাসা করে হলেন স্তম্ভিত, হিন্দু ফকিরের এতদূর মুসলমান শাস্ত্রের জ্ঞান গভীরতা দেখে। শেষে এইখানে কেটে যায় মাসাধিক কাল। শেষাদ্রি আয়ারের সঙ্গে একদিন হলেন উপস্থিত মহীশূর রাজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরবারে গৈরিক বসনাচ্ছাদিত তনুপ্রভা—রাজোচিত ভঙ্গি মহারাজ শ্রীচামরেন্দ্র উদিয়ারের মনে জাগাল সম্ভ্রম—সভাসদরাও প্রীত-পুলকিত—

শুধু শ্রদ্ধা নয়—একেবারে বিগলিত। সুসজ্জিত কক্ষদ্বার উন্মোচনের সঙ্গে যেন হৃদয় দেউল দিলেন খুলে—করলেন দেবতাকে বরণ।

শুধু ধর্ম্ম নয়, সকল বৈষয়িক গূঢ় বিষয়েও নেন স্বামিজীর পরামর্শ। নানক শিবাজীর শতাব্দী এল ফিরে—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের পুরাণ এল ফিরে। সহসা একদিন ধর্মপ্রাণ মহারাজের কণ্ঠে জাগল কৌতূহল, "সভাসদেরা কেমন ?" দ্বিধায় সন্ন্যাসী দেন উত্তর, "মহারাজ আপনি স্বয়ং মহানুভব হলেও দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনি সদাসর্ব্বদা থাকেন পারিষদ মণ্ডলী বেষ্টিত, আর মহারাজ পারিষদরা সর্ব্বত্র একরূপ।"

নির্ভীক উত্তরে স্তম্ভিত হন রাজা আর বিরক্ত হ'ন সভাসদগণ। সভাভঙ্গের পর—কোন নিরালা কক্ষে মহারাজ বলেন, "স্বামিজী আপনার সত্যবাদিতায় আমার বড় ভয় হচ্ছে। মনে করুন কেউ যদি ক্রোধান্ধ হয়ে গোপনে আপনাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে? এমন হয়েছেও বহু জায়গায়।" গর্জ্জে ওঠেন সন্ন্যাসী—"মৃত্যুভয়ে সত্য বলতে কুণ্ঠিত হব ? এমনকি আপনার পুত্র যদি জিজ্ঞাসা করে আমার পিতা কি রকম ? আপনি কি ভাবেন আমি জবাব দেব যে মহারাজ সর্ব্বগুণাধার !"

মূক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে জনসাধারণ। অষ্ট্রিয়াবাসী সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে স্বামিজীর ইউরোপীয় সঙ্গীতের বহু আলাপ-আলোচনাকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর অদ্ভুত জ্ঞান দেখে।

মূক বিস্ময় চেয়ে থাকেন জনসাধারণ বিখ্যাত তড়িৎ-শিল্পীকেও স্বামিজীর কাছে পরাস্ত হতে দেখে। তাদের ধারণা হল বদ্ধমূল ইনি লোকোত্তর—ইনি অসাধারণ—

সেদিন বেদান্ত সভায় চলছে বিচার, বিশ্লেষণ তর্কযুক্তি। কিন্তু শত চেষ্টাতেও আপনার মত কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুতেই যখন মতানৈক্যের হল না নিরসন, স্বামিজীর কণ্ঠেই সব অনুপপত্তির হল মীমাংসা—

বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্মোদঘাটন করে সকল দার্শনিকের মতের করলেন সামঞ্জস্য বিধান। তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ও দৃষ্টির প্রসারতা দেখে সকলে মুগ্ধ হল, পণ্ডিতদের কণ্ঠে ঝরল আশীর্ব্বাদ আর আর একথা সকলেই বুঝল যে বেদান্ত তার কাছে শুধু কথা-মালা নয়, প্রকৃত প্রাণের বস্তু—জীবনের বিশেষ সাধনা।

সন্ন্যাসীর জয়-গৌরবে খুসী হয় জনগণ—খুসী হয় রাজকুল।

প্রধান অমাত্য সঙ্গে একদিন যেতেই হোলো বাজারে জিনিষ পছন্দ করতে। সঙ্গে গেলেন সেক্রেটারী, চেকবইটি নিতে অবশ্য ভুললেন না। দোকানে কত সব জিনিষ নেড়েচেড়ে দেখেন, আনন্দ প্রকাশ করেন, যেন শিশু ভোলানাথ। শেষে ক্লান্ত হয়ে বলেন, "বন্ধু, সত্যই যদি অভিলাষিত জিনিষ নিলে দেওয়ানজী খুসী হন তবে বাজারের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ চুরুটটী আনিয়ে দিন।" হাতের কাছে পেয়েও এত বড় সুযোগ কেউ ত্যাগ করতে পারে তা ভদ্রলোক জীবনে প্রথম দেখলেন। সদ্যক্রীত চুরুটটি ধরিয়ে নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী হাসি মুখে উঠলেন গাড়ীতে।

এবার মহারাজের পালা,—রাজোদ্যানের পুষ্পগন্ধবাহী কোন নিভৃত কক্ষে মহারাজ তাঁকে বললেন—স্বামিজী আমার দ্বারা আপনার কি কাজ হতে পারে বলুন, আমি তা সাধ্যাতীত চেষ্টা করব।

কয়েক মুহূর্ত্ত পর স্বামিজী আপনার আকাঙ্ক্ষার স্তর ভেঙ্গে প্রকাশ করলেন। মহারাজ আজ ভারতের সম্বল শুধু দর্শন ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা, আর যুগযুগান্তরব্যাপী অভাব অনটনের নিষ্ঠুর লীলাচিত্র। শীঘ্রই প্রয়োজন সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা। কিন্তু তার জন্য পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করলে হবে না। ভারতের যা আছে পাশ্চাত্যে তাই দান করে ওদের কাছ থেকে আহরণ করতে হবে শিল্প, বিজ্ঞান ও কৃষিবিদ্যা। মনে হয় এই আদান প্রদানেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গড়ে উঠবে একটা সম্বন্ধ,— হবে কার্য্য উদ্ধার। তাই আমি বেদান্ত প্রচারের জন্য চাই পাশ্চাত্য দেশে যেতে, আর আপনাদের মত মহা-মান্য রাজা মহারাজাদের সাহায্য। উদ্বেলিত ব্যথায় আরো কত কথাই না বলে চলেন তিনি। তাঁর বাগ্মিতায়, তাঁর প্রীতিতে মুগ্ধ মহারাজ তুলে নিলেন পাশ্চাত্য দেশ গমনের ব্যায়ভার—। কিন্তু রামেশ্বর দর্শন যে তখনও রয়েছে অসম্পূর্ণ, তাই অর্থ গ্রহণে হলেন অসম্মত। স্মৃতির সরোবরে নিয়ত ভাসবে বলে মহারাজ স্বামিজীর প্রাণোন্মাদিনী ভাষার কয়েকটি টুকরো ফনোগ্রাফে করলেন বন্দী। এরপর জাগলো দ্বন্দ্ব, গুরুশিষ্যে। অকিঞ্চন সন্ন্যাসী কিছুতেই নেবেন না রাজার দান, ওদিকে মহারাজও প্রাণের দেবতা, জীবনের আরাধ্যকে নিবেদন করবেন।

শেষে পরাজয় হল গুরুর——তুলে নিলেন বিচিত্র কারুকার্য্যময় রোজউডের তৈরী একটী সুন্দর হুকা।

এগিয়ে এল সেই নির্দয় মুহূর্ত্ত—দাঁড়িয়ে আছে মৌন জনতা—আশু বিদায়ের বেদন পথে। সহসা সবারই সামনে লুটিয়ে পড়লেন মহারাজ স্বামিজীর পদপ্রান্তে। রাজা হওয়ার অপরাধে যে আশায় এতদিন ছিলেন বঞ্চিত আজ সে বুভুক্ষার পেয়ালা ভরল—আপনাকে লুটিয়ে যেন বুকের বোঝা নামল—অনেক সাধাসাধি করেও যখন দেওয়ান নোটের তারা নেওয়াতে পারলেন না তখন মহারাজের চোখে এল জল। প্রিয় শিষ্যের অশ্রুল চোখের পানে চেয়ে ব্যথিয়ে ওঠেন গুরু—চেয়ে নেন কোচিনের একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট।

ব্যথার জমাট মেঘ যেন গেল সরে হেসে উঠল ভাদ্রে ঝিলিক দেওয়া শোনফুলী রোদ—টিকিটের সাথে দেওয়ান একখানি পরিচয় পত্র দিলেন লিখে কোচিনের দেওয়ান শঙ্করিয়ার নামে। শুচিবাস পরা প্রকৃতি কিশোরীর মত রুণিত নূপুরে নেমে আসে বাদল—কখন ও বা তটরেখা হতে আসে ক্ষেতভরা ফসলি হাওয়ার হাতছানি।

যাত্রা হল সুরু——চন্দ্রে সূর্য্যে মেঘে রৌদ্রে কেটে যাওয়া কয়েকটি দিন পর কোচিন থেকে এলেন ত্রিবাঙ্কুর। ত্রিবাঙ্কুরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাকৃতিক রূপ তার চোখে যেন তুলির আঁচর টানলো—কখনও ছুটে আসা মৌসুমী বায়ু কৃষ্ণনীল আরব সাগরের বুকে করে খেলা, তোলে গীতঝঙ্কার কখনও।

ত্রিবান্দ্রমের অধ্যাপক সুন্দর রমণ আয়ারের গৃহে হলেন অতিথি।

এরপর আলাপ হল খ্যাতনামা পণ্ডিত মিঃ রঙ্গচারীয়ারের সঙ্গে। তিনি মহারাজের কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। দুজনেই ইংরেজী ও সংস্কৃতের অসাধারণ অধিকারী। দুটি রত্ন, যেন মণি আর কাঞ্চন। এদের সঙ্গে আলাপ করে স্বামিজী হলেন পরম খুসী। স্বামিজী যেন তাদের কাছে জ্ঞানসমুদ্র আর তারা যেন শৈবলিনী। এ জ্ঞান এ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যেন এক অলৌকিক শক্তিতে সঞ্চালিত—আকৃষ্ট হয় তাই বহু বহু লোক। এক জায়গায় একসঙ্গে অনেক লোকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। সকলেরই কণ্ঠে এক ভাষা এক সুরব্যঞ্জনা—অদ্ভুত, অদ্ভুত—স্পেন্সার হোক, কালিদাস হোক, সেক্সপীয়ার হোক, ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ হোক, ইহুদিদের ইতিহাস, আর্য্যসভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কথা, বেদ-বেদান্তের, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের কথাই হোক কোথাও তিনি পশ্চাৎপদ নন।

ভারতের কল্যাণের জন্য এই মঙ্গল আত্মার হয়েছে অভ্যুদয়। ভারত যেন তাঁর প্রাণ······ভারতের ভবিষ্যত যেন নখদর্পণে। সমগ্র ভারতকে ইনি দেখেন এক অখণ্ড স্পন্দনে স্পন্দিত।

এখানে নয়দিনে যেন নবম কাণ্ড হল সৃষ্টি। শুধু বাইরে নয় তাঁর সরল ও অমায়িক ব্যবহারে অন্তঃপুর-বাসিনীরাও মুগ্ধ। তাঁর উপস্থিতিতে মনেই হত না যে অচেনা লোক অন্দরে বাস করছে। চাকর, পাচক সবারই সঙ্গে চলেছে হাস্য পরিহাস। তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে শুধু গৃহ নয়, সারা নগরবাসী সকলেরই মনোবল যেন ক্লান্ত অবসন্ন কালোদীঘি—

এবার চল্লেন রামেশ্বর···পথে আলাপ হল রামনাদের রাজভাস্কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেতুপতির সঙ্গে। ভক্তশ্রেষ্ঠ রাজা রামনাদাধিপতি শুধু সন্ন্যাসী জগৎগুরু বলে নয়, জীবনের কাণ্ডারী বলে নিলেন বরণ করে। ভারতের কৃষ্টি, উন্নতি, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে হল অনেক আলাপ আলোচনা। প্রেমমুগ্ধ রাজশিষ্য রামনাদ সেতুপতি চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় যাবার জন্যে করলেন শত শত অনুরোধ; আর পথের পাথেয় দিয়ে সাহায্য করতে হলেন প্রতিশ্রুত…

পৌঁছলেন রামেশ্বর…

রামেশ্বর মন্দির যেন অতীত গৌরবের কণ্ঠহার। অত্যুচ্চ দেবারাম—বিরাট, সিংহদ্বার বেষ্টন করে আছে কারুকার্য্যময় অলিন্দ-গুলি। দেবদর্শনে প্রীত হলেন কিন্তু এখনো তো বহুদিন বঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত তিয়াসা ত মেটেনি দিব্য ক্ষুধার হয়নি পরিসমাপ্তি। অন্তরে কন্যাকুমারীর দর্শন অভিলাষ থাকে সদাজাগ্রত। সত্যই সত্যই একদিন হাজির হলেন কুমারিকা দ্বীপে। দেবী দর্শনান্তে ক্লান্ত পথিক মন্দিরের চত্বরে ভারতের সর্ব্বদক্ষিণের শেষ শিলাখণ্ডের উপর যোগাসনে সমাসীন হলেন তৈর্থিক সন্ন্যাসী দেশজননীর সুসন্তান সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রবীণতম ঋষি নব-যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ।

তাঁর দিগন্ত-বিস্তৃত অনিমেষ নয়নে ভাসতে থাকে অতীত ভারতের অভ্যাহুতির সুবাস ছাওয়া দিন, আর মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরও কি অবশিষ্ট থাকে জানবার জন্য যাঁরা হয়েছিলেন নিঃসঙ্গী… প্রকৃতির বাহুডোর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাঁরা লভেছিলেন কৈবল্য সিদ্ধি……জ্ঞান ভাণ্ডার বিলোবার জন্য যাঁরা খুলেছিলেন নালন্দা বিক্রমশীলা তাদের স্মৃতিনাট্য……গৌরবে ভরে ওঠে বুক, রেঙে ওঠে মুখ রক্তাভ সন্ধ্যাকাশের মত……।

তামসীর বুকে মূর্চ্ছা যাওয়া গোধূলির আলোকের মত সে আনন্দালোকও মিলিয়ে গেল ক্ষণ মুহূর্ত্তে—বর্ত্তমান ভারতের রিক্ত মুখের পানে চেয়ে……

"হায়! আমার প্রিয় মাতৃভূমি" আজ সে দুঃখে, দারিদ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুসংস্কারের অতল গহ্বরে মূর্চ্ছিতা। সেই আপনা বিস্মৃত—দেব ঋষিদের বংশধরদের জন্য আপনি নির্গত হল সুতপ্ত অশ্রু......

না, না—আর বসে বসে অন্নধ্বংস নয়। এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কর্ম্ম সাগরে. মুছতেই হবে দেবভূমির কলঙ্ক কালিমা......। শ্রীঠাকুর বলতেন, "খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।" যেমন করে পারি করতেই হবে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান। জানি চাই উপযুক্ত কর্ম্মী আর প্রচুর অর্থ—ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের প্রতিনিধি হয়ে আমিই হব জলধি পার, মাভৈঃ...

মুক্তি আজ তুচ্ছ হল, তুচ্ছ হল আজ ব্রহ্মসাগরের সুখ সঞ্চরণ......

ভারত পরিক্রমা হল সমাপন—কখন রাজাধিরাজের মর্ম্মর হর্ম্য-তলে কখন অশিক্ষিত উচ্চবর্ণহীন জীবনের কুটীরে...কখনও অফুরান পথপ্রান্তে... কখনও বৃক্ষতলে—কখনও সাধুর কুঠিয়ায়—কখনও হিম শীতল পর্ব্বত কন্দরে—কখনও মরুভূমির কঠোর উষরতার বুকে। থামতে থামতে কেটে গেল পাঁচটি বছর, কেটে গেল কার্ত্তিকী নক্ষত্রের বর্ণ আলিম্পনে হাসিতে কান্নাতে—

১৮৯২ এর এক স্তব্ধ তন্দ্রিত হিমার্ত্তক্ষণে পণ্ডিচেরীর অগণিত জন-স্রোতের মাঝে এসে দাঁড়ালেন তিনি—

সকলেই সম্ভ্রমে তাঁর মুখের পানে চাইল—আনন্দিত হয়ে তাঁর সাগর পাড়ির সংকল্প শুনলো।

শুধু একজন করলো প্রতিবাদ—আমাদের এ সনাতন ধর্মের সংস্কারের নেই প্রয়োজন। ম্লেচ্ছরা কি বোঝে? বরং ওদের সংস্পর্শে জাতিবিনাশের আছে আশঙ্কা। বলেন স্বামিজী ধর্ম মানুষের ধৈর্য্য ধারণের ক্ষেত্র—যেখানে প্রজ্ঞার প্রদীপ জ্বলে—সেখানে আবিলতার সঙ্কীর্ণতার নেই ঠাঁই—তবে কেন এ অবিচার এ আশঙ্কা?

পণ্ডিত তবু বলেন, কদাপি ন কদাপি ন। আবার বলেন স্বামিজী, —সনাতন ধর্ম্ম শাশ্বত নিত্য সার্ব্বভৌম—এক অখণ্ড সত্তায় তার উৎকর্ষ—শুধু আত্মতুষ্টি নয় সকলকেই তমসার পারে দাঁড়িয়ে বলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে সেই বাণী—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—পণ্ডিত তবু বলেন কদাপি ন কদাপি ন।

সময় চলে এগিয়ে…তাঁর পায়ে পায়ে ফুটতে থাকে দুটী ফুল আলো আর আঁধার…

স্বামিজী এলেন মাদ্রাজ…মুখে মুখে রটে যশ…ঘরে ঘরে পাতা হয় আসন….শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে কাতারে কাতারে দাঁড়ায় জনতা…

অদ্ভুত ইংরাজী জানা সন্ন্যাসীকে ঘিরে জমে ওঠে মহতী সভা ডেপুটি একাউনটেণ্ট মন্মথ বাবুর বাসায়।

আসে বৃদ্ধ, যুবা জননী, ভগিনী।

শোনে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, মনস্তত্ত্ব-ধর্মতত্ত্ব। তরঙ্গ ধ্বনি-মুগ্ধ তটশিলার মত সব অভিভূত হয়।

ভক্তকে তিনি ভাব ভক্তিও অবতারগণের উপদেশ দিয়ে নিজের ভাব সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যান।

বিচারপ্রিয়দের নিজের কূটতত্ত্ব মীমাংসার কুশাগ্র বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন।

বেদান্ত সিদ্ধান্ত যে সাধন বলে বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রমাণিত হতে পারে মাদ্রাজবাসীরা তাঁর মুখে শুনলো প্রথম—

দিনের পর দিন লোকসংখ্যা থাকে বাড়তে যেন বাঁধভাঙ্গা দামোদরের জলপ্লাবন।

প্রসঙ্গ চলে নূতন নূতন—কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতি শেক্সপীয়র বায়রণ…

কোনদিন হেলেন, ট্রয়বাসী, দ্রৌপদী ও পাণ্ডব।

শুধু পাণ্ডিত্য নয় উল্কার মত তেজের আর বর্ষণজাত নবদূর্ব্বাদলের মত বিনয়ের তিনি অধিকারী।

পণ্ডিতদের বৃথা অপমান—কখনও "আমি অতি মূর্খ" বলে সরে যান—আবার কখনও প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ছিন্ন পত্রের মত উড়িয়ে দেন তাদের যুক্তি-তর্কের নথি…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহসা একজন প্রশ্ন করে বসে প্রাত্যহিক সন্ধ্যা কর্মের পরিত্যাগে কোন প্রত্যবায় আছে কি ?

মেঘমন্দ্রিত স্বর হয় ঝঙ্কৃত—পরিত্যাগের কারণ কি ?

কারণ সময়াভাব—

কি বল্লেন—সময়াভাব ?

যে প্রাচীন মহা মহা আর্য্য ঋষিগণের সম্বন্ধে একটু চিন্তা করতে জীবনের প্রহর হয় গত—তারা সন্ধ্যা বন্দনা করতে সময় পেতেন আর তুমি পাওনা ? সুপ্তোত্থিত সিংহের সম্মুখে মূষিকের মত কাঁপতে থাকে সে।

…মৌন সময় চলে এগিয়ে…

সহসা এক সাহেবঘেঁসা হিন্দু ঋষিদের প্রতি করে অবজ্ঞা প্রকাশ, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত আবার জ্বলে স্বামিজীর ক্রোধাগ্নি, জানো ? যাদের শিক্ষাদীক্ষার করছ অবমাননা—তাদেরই রক্ত বইছে তোমার শরীরে। তুমি বেদ দেখেছ ? একটি ছন্দও পড়েছ ? তাদের জ্ঞানবাণী আজও হিমালয়ের মত অচল অটল হয়ে ডাকছে—এস এস আধুনিক জ্ঞান সভ্যতা আমাকে বিকম্পিত কর দেখি ? ছি ! ছি ! তুর্লভের অবমাননা ! ধিক ধিক তোমায়। তোমার মত এমনি পথ ভ্রান্ত লোকই জগতকে ঘৃণ্য করে তুলছে।”

ক্লান্ত পা'য়ে ভারাক্রান্ত মনে স্বামিজী এসে দাঁড়ান সমুদ্র সৈকতে।…

বিলম্বে আসার অভিযোগ জানাতে জানাতে বিদায় নিল তপনদেব…তারপর একখানা ধূসর রঙের ওড়না উড়িয়ে রাজকুল-বধূর মত ধীরে ধীরে, নেমে এল সন্ধ্যা।

ছুটে আসা মাতাল হাওয়ায় মনের অবসাদ আক্ষেপ আসে বিশীর্ণ হয়ে…

কিন্তু ওকি হায় হায় বিপুল বেদনায় চিত্ত যে ব্যাকুল হয়।

গর্ভধারিণীদের সঙ্গে নিতান্ত শিশুরাও নেমেছে সমুদ্র বক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎস্যের সন্ধানে। সারারাত ঐ রকম পরিশ্রমের ফলেই হবে গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্য ব্যবস্থা নইলে নির্ম্মম উপবাস।

করুণার উৎসধারা নেমে আসে দুটী চোখে···কণ্ঠে জাগে আহত স্বর—প্রভু কেন ঐ হতভাগ্যদের তুমি সৃজন করেছ, বল, বল,—কতদিনে এ দারিদ্রের হবে অবসান। আমি যে আর পারিনা। শিষ্যদেরও চোখে জমে সহানুভূতির অশ্রু।

সেদিন তার সম্মানার্থ এক সভায় আহূত অনাহূত গুণী জ্ঞানীতে ভরে উঠেছে সব ঠাঁই—কবির ভাষায়—তিল ঠাঁই আর নাইরে—

বিমুগ্ধ হৃদয়ে বিস্ফারিত নেত্রে শোনে শ্রোতারা। সেই নির্বাধ নির্ঝর মুখে যেন বাধা পড়ল, প্রশ্ন করে একজন—"মহারাজ আপনি আর ঈশ্বরে তো ভেদ নাই, তবে আপনি তো ইচ্ছা করলে কুকার্য্য করতে পারেন—" সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে জন কয়েক। বুঝি অবমাননা করতেই এসেছে একটি দল—অপমানের শানিত খড়্গ হাতে।

শান্তকণ্ঠে স্বামিজী বলেন, "আমি যদি ঠিক বিশ্বাস করতাম ঈশ্বরে ও আমাতে প্রভেদ নাই তাহলে আমার দ্বারা কোন কুকার্য্য হওয়া সম্ভবপরই নয়···।"

যে যায় সেই মুগ্ধ হয়ে···অনেকেই শিষ্য হয়ে যায়—মাদ্রাজ কলেজের অধ্যাপক সিঙ্গারভিলু মুদালিয়ার হেসে ওঠেন—ছি! ছি! ছোকরাগুলোর হলো কি, সামান্য একজন সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে আপনার বিবেক ব্যক্তিত্ব সমর্পণ করে তারি মুখের পানে চেয়ে থাকে। দেখতেই হবে তার জ্ঞানের পরিধি কতটা—কিন্তু নুনের পুতুলের সাগর মাপা আর হলো না।

গৌরকান্তিঅমৃতবর্ষী আঁখি—আর আপামর দীন দরিদ্রের সান্ত্বনাস্থান সেই বিশাল বক্ষ দেখে সে নিমেষে হল বিগলিত। চোখে জল আর অনুতাপের জ্বালা দিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল পদপ্রান্তে—ক্ষম অপরাধ হে দেবতা মম।

গভীর স্নেহে সমাদরে বুকে তুলে নিলেন—সৃষ্টি হল এক পবিত্র দৃশ্যের—অপরাধ-ক্ষান্ত পুত্রের সাথে পিতার মিলন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু চোখের দেখায় স্থৈর্য্য মানে না মন....মুখের কথায় অন্তরের ভাষা হয় না ব্যক্ত—তাই পুত্র পরিচয়ে গর্ব্বিত হতে চান সিঙ্গারাভেলু।

অগ্নিকে সাক্ষী রেখে নিত্য সম্বন্ধের হল পুনরুদ্ধার—শাশ্বত অধিকার নিল মেনে, আর আদরের পুত্র কিডির হাতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার কর্ম্মভার তুলে দিয়ে স্বামিজী হলেন নিশ্চিন্ত। সাগর যখন ছাপিয়ে ওঠে সে বেলার বাঁধন মানে না—সংসার পরিত্যাগ করে গুরুর গুরুভার মাথায় তুলে নিলেন কিডি,—বুঝেছিলেন তৃপ্তি ত্যাগে···প্রেমে···শরণে—আত্মবিসর্জ্জনে।

* * *

প্রতিষ্ঠার শিখরশৈলে স্থিতি হবে সামান্য একজন সন্ন্যাসীর—এ যে অসহ্য। তাই, আসে একে একে স্বামিজীর জ্ঞানসাগরের তল দেখতে। কিন্তু সেই গহন অতলান্ত সাগরে তলিয়ে যায়। সকলেই

একদিন তো প্রশ্নবাণে তূণ ভর্ত্তি করে এলেন স্বসঙ্গী সুব্রহ্মণ্য আয়ার। স্তব্ধ হলেন আয়ারের সঙ্গীরা, ইনিতো সামান্য সন্ন্যাসী নন, ইনি যেন মাধব মধ্যাহ্নের কিরণ সম্পাত—যেন রাজসূয় যজ্ঞের সন্ধুক্ষিত হোমানল।

পল পল করে সময় চলে এগিয়ে—প্রশ্ন করে একজন, "মহারাজ ঈশ্বরের স্বরূপ কি?"

স্বামিজী নীরব নিরুত্তর—যেন কাল বৈশাখীর জমাট মেঘ। কয়েকটা সন্ত্রস্ত মুহূর্ত্তের পর প্রশ্নকর্ত্তার দিকে মর্ম্মচ্ছেদী দৃষ্টি মেলে গুরুগর্জনে জিজ্ঞাসা করেন স্বামিজী, "বলতে পার energy জিনিষটা কি?"

তৈরী করে আনা ভাষা সে কত সাবধানে ঝাড়তে থাকে একটি একটি করে,—আর স্বামিজী—অবহেলায় অবজ্ঞায় করতে থাকেন তা খণ্ড বিখণ্ড···শেষে সঙ্গীরা আসে অসহায়কে রক্ষা করতে। ছেঁড়া পালের খুঁটী ধরতে—কিন্তু পরাজয়ের কলঙ্ক তাদের ললাটকে করে মসীলিপ্ত···নিরুত্তর নীরব—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজী, "ছিঃ ছিঃ একি হল—এই সামান্য শক্তি কথার অর্থ তোমরা আমায় বোঝাতে পারলে না অথচ এই কথার ব্যবহার করছ ক্ষণে ক্ষণে, আর আমায় বলছ কিনা 'ঈশ্বর কি' তোমাদের বোঝাতে।" দলিত ফণীর মত তারা নিশ্চুপ, আচ্ছন্ন…

তারপর…

ঈশ্বর ও শক্তি এই দুটী কথার একসূত্রে মাল্য রচনা করে এক সুগভীর ব্যাখ্যা করলেন তিনি নিজেই।

…শ্রবণ অমৃতায়িত হল অথবা ঈর্ষানল বর্ষণে ক্ষতের সৃজন হল জানি না, তবে মন স্বীকার করতে বাধ্য হল যে আমাদের জ্ঞান ওঁর কাছে সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের মত…বিরাটের কাছে বিন্দুর মত।

আর একবার মাত্র শেষফণা তুলতে চেষ্টা করে তারা বিদায় নিল নত মস্তকে।

কিন্তু আয়ার—সে শুধু স্তব্ধ নয় সে সম্মোহিত…দেবতার সামনে পূজারার দৃষ্টিতে থাকেন তাকিয়ে অনেকক্ষণ…এগিয়ে আসা রক্তাভ সন্ধ্যায় মন্ত্রচালিতের মত তার সঙ্গে সমুদ্র ভ্রমণের হলেন সাথী…

কিন্তু অহং যে অশ্বত্থ মূল, তার শাখা বিস্তারের তো ইতি নেই… নির্ব্বাপিত অগ্নিশিখা যে বক্ষোমাঝে সযতনে রক্ষা করে স্ফুলিঙ্গকে… তাই আবার হিন্দুদের দৈহিক শক্তির অপচয় নিয়ে সুরু হল বাদানুবাদ দুচার কথার পর বলেন স্বামিজী—"তুমি কুস্তি লড়তে পার?"

সক্ষম বুঝে হল আরম্ভ লড়াই…কৌতুক যুদ্ধ জেনেও অপর পক্ষের ব্যায়াম কৌশল, পেশীর দৃঢ়তা দেখে আয়ার ভয়ে কাঁপতে থাকে।

এখানেও পরাজয়, বিজয়ীকে পালোয়ান স্বামী নামে অভিনন্দিত করে সে রণে ভঙ্গ দিল।

মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে স্বামিজীর জয়ধ্বনিতে মাদ্রাজের গগন মুখরিত হয়ে উঠলো। দিনের পর দিন তার প্রতীক্ষিত জনসংখ্যা হতে থাকে বর্দ্ধিত তাঁর শ্রীমুখের বাণী—সবার অন্তরের অন্তস্তলের তমসাকে করে ভেদ…অমরার অভয় সঙ্গীতের মত চিত্তকে করে মুগ্ধ অবরুদ্ধ কারার ক্ষুব্ধমনকে মুক্তি পথে করে উদ্বোধিত। সমস্ত মাদ্রাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের মন মর্ম্মরে জাগে জাগৃহি সুর, বিজয় বাসনা···তারা স্বপ্ন দেখে "উদয় ভারতীর" তাই দ্বারে দ্বারে ঘুরে এনে দিল অর্থ, এনে দিল সার্ব্বভৌম শাশ্বত বাণী প্রচারের পাথেয়···দিল মুক্তি মহামন্ত্র ঘোষণার স্বচ্ছন্দ সম্ভাবনা···

আসমুদ্র হিমাচলের গৈরিক পতাকা উত্তোলনের সামান্য ভার বহন করে তারা আত্মসুখে তৃপ্ত হতে চায়।

যাত্রাপথের আয়োজন আকুতি ভরা অগণিত ভক্তের উৎফুল্ল মুখ দেখে স্বামিজীর চিত্তসাগরে জাগল তুফান—মুখশ্রীতে ঘনিয়ে এল অমানিশির তিমিরাবগুণ্ঠন। কারণ কেন এ পশ্চাত বাসনার কি? এই বিজয় অভিযানের আমি কি যোগ্য অধিকারী—বিধাতার অভিপ্রায় কি? কই কিছু তো জানি না—তবে কি খেয়ালী চিত্তের আমি স্বার্থান্ধ সাধক।

উৎসাহ দীপালি যায় নিভে—আনন্দ আছড়ে পড়ে দ্বিধার দুয়ারে—

দুলালের কণ্ঠে জাগে অনুযোগ—বল মা কি ইচ্ছা তোর, কি সাধ তোর? তুইই তো প্রকৃত কর্ত্রী আমি তো খেলায় পুতুল মাত্র—বলে ওঠে যেমন এ যাত্রা যদি জগৎ জননীর ইচ্ছাই হবে তবে তাঁর বোঝা অনন্ত ঐশর্য্যময়ী পালনকর্ত্রী নিজেই বইবেন, কেন আমি দ্বারে দ্বারে সাজব কাঙ্গাল—পাতব রিক্তহস্ত।

বলেন প্রকাশ্যে—"বৎসগণ অন্ধকারে, অনিশ্চিতের বুকে ঝাঁপাবার আগে চাই মাতৃআদেশ—আর যাওয়া যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তবে সে অর্থ আপনিই আসবে। দেরী করো না, এ অর্থ তোমরা দীন দরিদ্র নারায়ণদের মধ্যে দাও বিলিয়ে।

মন্ত্রমূলম্ গুরোর্বাক্যম্—ভক্তেরা একটী বার মাত্র সজল নেত্রে গুরুর পানে চেয়ে—একটি মাত্র সংযমিত ছোট নিঃশ্বাস ফেলে সেই শ্রমলব্ধ অর্থ দিল বিলিয়ে দীননারায়ণের সেবায়—

আর গুরুরও বিশাল বক্ষ মন্থন করে বেড়িয়ে এল স্বস্তির নিঃশ্বাস জমল অরুণ আঁখিতে আশীর্ব্বাদের ভাষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্—চলতে থাকে লোকশিক্ষা—কিন্তু মনের অন্তরালে কান পাতলে শোনা যায় সাশ্রু প্রার্থনা সকাতর কণ্ঠের অনুযোগ—হে শিব সীমন্তিনী প্রকাশ কর মা কি একান্ত ইচ্ছা—

দিন রাত্রির মিলন সেতুবক্ষে পাদচারণা করতে করতে সময় চলে এগিয়ে—

ওদিকে হায়দ্রাবাদ থেকে আসে সকাতর আহ্বান—একটি বারের জন্য উপস্থিতির—এই আমন্ত্রণের মাঝে যেন দিশাদীপের সন্ধান পান স্বামিজী।

* * *

১০ই ফ্রেরুয়ারী ১৮৯৩ মন্থর গতিতে ঢুকল ট্রেন স্টেশনে, যেন বাসুকী নাগ—

হায়দ্রাবাদ আর সেকেন্দ্রাবাদের পাঁচশত হিন্দু এসে দাঁড়িয়েছে অভ্যর্থনার জন্য—নত মস্তকের তরঙ্গ আর হাজার আঁখির মেলা—

এই পুণ্য সঞ্চয়ে বঞ্চিত কেউ নেই—ওই তো এসেছেন রাজা শ্রীনিবাস রাও বাহাদুর, মহারাজ রম্ভারাও বাহাদুর—ঐ তো এসেছেন পণ্ডিত রতনলাল, কাপ্তেন রঘুনাথ, এসেছেন সামসুল লদা। সৈয়দ আলি, নবাব ইয়াদ নেওয়াজ গঙ্গ বাহাদুর, মিঃ এইচ্ দোবারজী, এসেছেন মিঃ এক, এস, মণ্ডল ; রায় মুকুল চাঁদ এম, এ, এল, এল, ডি, চতুর্ভুজ ও মতিলাল শেঠ ব্যাঙ্কার্স, এসেছেন পিতা ও পুত্র মধুসূদন, কালীচরণ—

পরিচিত কালীবাবুই পরিচয় করিয়ে দেন সবার সাথে—

বর্ষিত ফুলদামে যেন ফাল্গুনের উচ্ছ্বাস—

দেবদুর্লভ রূপ—তপোজ্জ্বল তনু বিজয় স্বপ্নালু আঁখি—পরমহংস বেশ সেদিন সবাইকেই করে বিমুগ্ধ বিস্মিত—। তারপর—

দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে পরিব্রাজক চল্লেন এগিয়ে।

পশ্চাতে চলে মিলনোৎফুল্ল বিপুল জনতা, যেন সাগর ডাকে চলেছে আত্রেয়ীর ধারাবক্ষ।

১২ই ফেব্রুয়ারী—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয়দিগন্তে রক্ত পীত বর্ণের নব উচ্ছ্বাস-কুণ্ঠিত কুঁড়ির বুকে ভ্রমরা সঙ্গীত—নবালোকে আলিম্পিত শ্যামলিম ধরা—

ভারে ভারে দুধ, ঝুড়ি ঝুড়ি ফল আর থরে থরে মিষ্টি নিয়ে এক শতাধিক দল থামল বাঙ্গালোর আইভি গেটের সম্মুখে—

কাল যারা স্থানাভাবে তাঁর পবিত্র সঙ্গসুখে হয়েছিল বঞ্চিত আজ তারা এসেছে।

নিবেদন সম্ভার আর দর্শন পিপাসুদের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি প্রসন্ন সহাস লজ্জারুণ মুখে।

নবাগত ভক্তেরা ভাষণ শ্রবণের জানায় আকাঙ্ক্ষা—। ঠিক হল ভাষণ হবে ১৩ই—

গেলেন গোলকুণ্ডা দর্শনে—ফিরে এসেই নজর পড়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাহ হায়দ্রাবাদাধিপতির সম্বন্ধী নবাব খুরসীদের প্রাইভেট সেক্রেটারীর উপর।

অনুরোধ জানালেন নবাব তাঁর প্রাসাদে স্বামিজীর দর্শন প্রার্থনা করে।

হিন্দুধর্ম্মে অবিচল আস্থাবাদী খুরসীদের অনুরোধ তো প্রত্যাখ্যান করা চলে না···তাছাড়া হিমালয়ের পাদদেশ হতে কুমারিকাদেবীর পাদবিন্দু পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুতীর্থের তীর্থঙ্কর যে, সে যে সম্মানের ন্যায্য অধিকারী।

নবাবের আহ্বানে চল্লেন স্বামিজী—

স্বীয় আসনের পাশে বসিয়ে নবাব তাঁর আমন্ত্রিত অতিথির যোগ্য সমাদর করে নিজেকে কৃতার্থ করলেন।

তারপর পরিপ্রশ্নের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খুরসীদ ব্রহ্মসাগরের মন্থন-মথিত সন্ন্যাসীর পানে—

চল্ল আলাপ আলোচনা···হিন্দু, খৃষ্ট, মুসলিম ধর্ম্ম সম্বন্ধে···

নির্গুণ তত্ত্ব বিশ্বাসী নবাবের সগুণ বা পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরের ধারণায় জাগে দ্বিধা। ঈশ্বর ধারণার ক্রমবিকাশের সাহায্যে বোঝান স্বামিজী—দেহধারী মানুষ নির্গুণ ঈশ্বরের সঠিক ধারণায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসমর্থ—তিনি অবশ্য তুই-ই…। সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠাধিকার পায়। কারণ মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতেই বিশ্বের সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত, আর মানুষই আপনাকে ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে,—বলতে বলতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখশ্রী, অবসরে একটি বিশেষ শক্তিধারা এল নেমে…মন যেন মনুষ্যত্বের প্রতি দুয়ারে ধাক্কা দিতে লাগল…। নিজের অজ্ঞাতে বলে ফেলেন পশ্চিম গমনের অভিপ্রায়—জ্ঞানমুগ্ধ তেজমুগ্ধ নবাব সহসা করেন অঙ্গীকার বিদেশ যাত্রার পাথেয়ের জন্য সহস্র মুদ্রা দিতে…

কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেন স্বামিজী স্বয়ং—"নবাব সাহেব, এখন সে সময় আসেনি—যদি কখন উপর থেকে সে আদেশ পাই আপনাকে নিশ্চয় জানাব।"

* * * *

খুরসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামিজী চল্লেন মক্কা মসজিদ, মার মিনার, বসির বাগ, নিজামের প্রাসাদাবলী দেখতে…।

মহারাজ শিউরাজ, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ, স্যার আশমান ঝা, কে সি, এস, আই, এর সঙ্গে হল আলাপ…তারা প্রতিশ্রুত হলেন আমেরিকা গমনের অর্থ সাহায্যের…।

১৩ই ফেব্রুয়ারীর এক অবসন্ন বেলায় মহবুব কলেজে সুরু হল সুদীর্ঘ বক্তৃতা—"আমার বিদেশ গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে।"

অতীত ভারতের শিক্ষা সাধনার প্রসার বৈদিক যুগের উন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরলেন তিনি প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে…আর এও জানালেন—ঋষিদের ধর্ম্ম-সংকীর্ণ আবেষ্টনীতে সীমাবদ্ধ না রেখে বিশ্ববাসীর মনদ্বারে পৌঁছে দিতে হবে…সে সুলগ্ন ও হয়েছে সমাগত…। সনাতন ধর্ম্মের জীর্ণ কন্থাকে শুধু আঁকড়ে থাকলে হবে না, তার সংস্কার করতে হবে, করতে হবে তার মহিমা প্রচার…সেই লুপ্ত গৌরবের উদ্ধারের জন্য তাকে যেতেই হবে সাগর পারে…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার ইংরাজীতে দখল, বিদ্যাবত্তা, ভাব প্রকাশের অদ্ভুত ক্ষমতা, দিগ্বিজয়ী রূপ, ভাবময় আয়ত আঁখি, দেশী বিদেশী সব শ্রোতাকে করল মুগ্ধ-বিস্মিত···।

পূর্ব্বগিরিতে জাগা উষারুণের মত ছড়িয়ে পড়ল স্বামিজীর এই বিদেশ যাত্রার অভিপ্রায়···ছুটে এল বেগমবাজের মতিলাল শেঠ যাত্রার ব্যয় ভার বহন করতে....

১৭ই ফেব্রুয়ারী···আঁখি জল আর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দেবদুর্লভ মূর্ত্তিখানি হায়দ্রাবাদবাসীর হৃদয়পটে অঙ্কিত করে স্বামিজী ফিরলেন মাদ্রাজ···

শীতান্তে জাগা নব পত্রালির মত···প্রভাতে প্রসূনের জাগা পাখীর কুহুবনের মত আবার জেগে ওঠে মাদ্রাজ বাসীর আনন্দ কোলাহল।

কুল-পতাকা হাতে নবোৎসাহে তারা আবার স্বামিজীকে নিল বরণ করে···।

নবীন ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলের নেতৃত্বে আবার চলতে থাকে অর্থ সংগ্রহ···তবে এ সংগ্রহ শুধু সাধারণ গৃহস্থের। ঘরে ঘরে....তিনি যে যাচ্ছেন মূক লাঞ্ছিত অবহেলিত, অশিক্ষিত সর্ব্বহারাদের হয়ে··· তারাই নিক এই ব্যায়ভার···বড় মন নিয়ে তারাই তো বাস করে ছোট ঘরে···

গুরুবাক্য যে অলঙ্ঘনীয় তাই সাধারণের গৃহে গৃহান্তে দাঁড়ায় সংগ্রহকারীর দল....

হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, রামনাদ তারা যায়···

প্রেক্ষাগৃহে সব আয়োজনই হয় সমাপন···ললিত ভৈরবীতে বেজে ওঠে ঐক্যতান, কিন্তু কই রূপালী পর্দ্দাতো ওঠেনা···স্থির সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত এখনো তো পাওয়া হলো না···ভবভবানীর সাড়া এখনো তো এলোনা...

সহসা সমস্ত অন্ধকার আলোর মোহনায় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল···"মা 'তো রয়েছেন" যার মা আছে তার ভাবনা কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা যে ঠাকুরের অংশ স্বরূপিণী…এ আরজী তবে সেইখানেই পেশ করি।…গোমেদমণির মত সেই অবসাদময় চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো…ধীরে ধীরে বিলীন হল চিন্তারাগ রঞ্জিত কপোলের স্বেদাঙ্কুর কণা…সমস্ত অন্তর মথিত করে নির্গত হয় স্বস্তির নিঃশ্বাস…

তারপর…তন্দ্রবিলাসী সুগভীর রজনীতে নেমে এল এক দৈব প্রহর…দেখেন—দিগন্তহীন সফেন সমুদ্র তরঙ্গের উপর একটি একটি করে পদসঞ্চার করতে করতে এগিয়ে চলেছেন শ্রীঠাকুর… দক্ষিণেশ্বরের দেব-বিগ্রহ—চোখে তাঁর অনুগমনের ইঙ্গিত…। জ্যোছনানুলিপ্ত কলহংসের মত তার শুভ্র উত্তরী মৌসুমী হাওয়ায় দুলছে—ছুটে আসছে শ্রীঅঙ্গের সৌরভ—যেন শরতের আলিঙ্গিতা শত মালতীর মোহ মদিরতা…বাঞ্ছিত প্রিয় দর্শনে অভিভূত স্বামিজী নির্ব্বাক নিষ্পলক…নিথর। সেই কেতকী গৌর-তনু ক্রমশঃ এগিয়েই চলেন পশ্চিম তটরেখার দিকে…।

আনন্দ শিহরণে ভেঙ্গে যায় সুখনিদ্রা…দৃশ্যের বিরতি ঘটলেও শ্রবণমূলে তখন শোনা যায় আবাহন টোরী…"এস"…আলোয় ধোয়া এক সুন্দর প্রভাতে দ্বন্দ্বের কারাগার হতে মুক্তি পেলো বীর সন্ন্যাসী…অকূলে যেন কূল পেল মন-তরী…

তবু পত্র গেল…তবে তা অনুমতির আশায় নয় সে গেল যাত্রা পথের একমাত্র পাথেয়, উত্তরাধিকার সূত্রে ন্যায্য অমূল্য অধিকার "আশীর্ব্বাদ" আনতে আর অরুণের চুম্বন লাঞ্ছিত শারদীয় শতদল-সম শ্রীচরণে নির্ভর-লুণ্ঠিত একটি প্রণাম জানাতে…

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী প্রবাসী পুত্রের পত্র মায়ের স্নেহসাগরে জানায় তরঙ্গ…স্মৃতি সরোবরে জানায় আলোড়ন…

নীলিমায় জাগা পূর্ণশশীর মত ঝলমল করে ওঠে নরেনের আনন্দোচ্ছাসিত মুখশ্রী…আকুল হয় চিত্ত…নয়নে জমা হয় মন্দাকিনী—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না জানি বাছা আমার বনে পর্ব্বতে, অনাহারে অনিদ্রায়, কত ব্যথিত—কত কাতর···আহা মায়ের কাছে পুত্র চিরদিন ক্ষুধা-কাতর বালক....অঞ্চলাধীন শিশু···

তাই ভাবেন—আমার এতটুকু ছেলে কি করে এতদূর যাবে? না না এ আদেশ দেওয়া অসম্ভব—তাছাড়া একটিবার না দেখে তো ছেড়ে দিতে চায় না মন···। মায়ের ব্যথা কেউ তো বোঝে না—কে করবে এর মীমাংসা···কে দেবে সহজ সান্ত্বনা···গুমরে ওঠা অব্যক্ত ব্যথায় কেটে চলে দিন···

সহসা অতীতের দ্বার খুলে স্মৃতি এসে জ্বালিয়ে গেল স্মরণ প্রদীপ···

হ্যাঁ পড়েছে মনে—সেই দর্শন, নরেনের দেহে শ্রীঠাকুরের মিলিয়ে যাওয়া। কিন্তু তবু মানেনা মন···

আবার নেমে এল লাজ-শুভ্র কুন্দ-বিলাস এক রজনী···দেখলেন তিনি সেই মধুবায়িত, মঞ্জুহাসিনী স্বপ্ন···ঠিক তেমনই যেমনটি দেখেছিলেন স্বামিজী···

ভাবনার জটাজাল হল অপসারিত···আশঙ্কার মর্ম্মমূল হল অবচ্ছেদিত···

তিনি যে ডেকেছেন···তিনিই যে পূর্ব্বগামী। এখন তিনি নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে পারেন পুত্র নরেনকে জগতের সর্ব্বশেষ প্রান্তে··· পৃথিবীর শেষ ক্রান্তিবৃত্তে···।

তবু বার বার অশ্রু-কলঙ্কিত নয়ন মুছে বহু আয়াসে আপনাকে সংযত করে জগৎহিতায় কল্লে নরেনকে জানালেন আশীর্ব্বাদ··· অনুমতি....।

স্নেহমাখা করুণামাখা সেই পত্র নরেনকে করে হর্ষোন্মাদ··· করে উচ্ছল···। কিন্তু লোকে বলবে কি? তাই চলে যান তিনি সমুদ্র সৈকতের বুকে....

ঢেউয়ের মৃদু মন্থন ধ্বনি তাঁর আনন্দ সঙ্গীতের সাথে করে সঙ্গত···দূর দূরাবগাহী দিক্‌চক্র তাঁকে জানায় স্বাগত···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর প্রশান্ত পদক্ষেপে তারি প্রতীক্ষারত শিষ্য শিষ্যাদের সম্মুখে এসে বলেন তিনি, পাশ্চাত্য গমনে আজ আমি কৃতসংকল্প··· করুণাময়ী জননীর পেয়েছি প্রত্যাদেশ বাণী।

সচকিত হয়ে দেখেন সকলে—মুখশ্রীতে নেমে এসেছে যেন নির্ম্মল নীলাকাশের অপূর্ব্বদ্যুতি···মানস সরোবরে ফোটে কমলের শান্ত শিহরণ···নির্ভর শরণের সুখ প্রচ্ছায়া···।

দিন কয়েকের মধ্যে সংগ্রহ হল প্রচুর অর্থ—আয়োজন হল পূর্ণ।

কিন্তু পরিবর্ত্তন হল পটভূমির—

*　　*　　*　　*

একদিন উদভ্রান্তের মত ছুটে এল খেতরী রাজের সেক্রেটারী জগমোহন ··

ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি ফেলে করে প্রশ্ন গৃহভৃত্যকে—স্বামিজী কোথায় ?

বলে ভৃত্য—স্বামিজী সমুদ্রে গেছেন।

তিনি পশ্চিমে চলে গেছেন—নৈরাশ্যের দমকা ঝড়ে নিভে গেল আশার দীপালী। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে দেওয়ালে টাঙ্গানো স্বামিজীর গৈরিক আলখাল্লার উপর···যাক্ নির্গত···তিনি তাহলে বেড়াতে বেরিয়েছেন—বিলেত যান নি—।

কেটে গেল কয়েকটি আনমনা প্রহর···সহসা একখানা গাড়ীর শব্দ তার দৃষ্টিকে করল আকর্ষণ···দেখেন গাড়ী হতে নামছেন তারি প্রতীক্ষিত জন···বাঞ্ছিতমণি···

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর দাঁড়ালো জগমোহন করজোড়ে···"একি জগমোহন কোথা থেকে···" ?

জানালেন জগমোহন—প্রভু স্মরণ আছে কি ? দুবছর আগে আপনি মহারাজকে করেছিলেন আশীর্ব্বাদ, 'তোমার পুত্র-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। আজ সেই পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় আগত, একটি দিনের জন্য নবজাতককে আশীর্ব্বাদ করতে আপনাকে যেতেই হবে, নইলে মহারাজ একেবারে ভেঙ্গে পড়বেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজী—কিন্তু জগমোহন, ৩১শে মে আমি বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার আমার সময় কই ?

জগমোহন—প্রভু, একটিবার শুধু ওখানে চলুন, মহারাজ সব ব্যবস্থার নেবেন ভার সাগ্রহে···সাদরে....

বোম্বে থেকেই আমেরিকা যাত্রার হল ব্যবস্থা।

ভাঙ্গা মেলার ব্যথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য জনতা··· বিষাদখিন্ন মুখ···অশ্রুভরা আঁখি···অঞ্জলি বদ্ধ কর।

আর শ্রীগুরুর মুখশ্রীতেও বিদায় গোধূলির প্রচ্ছায়া। তারপর···

একে একে···এসে লুটিয়ে পড়ে শ্রীচরণপ্রান্তে···নিয়ে যায় পরশ প্রসাদ—রেখে যায় প্রেমসাগরের ছুটি বিন্দু···।

এ যাত্রা বড় সকরুণ, বড় নির্ম্মম হলেও নিরর্থক নয়, নিরানন্দ নয়···এ যাত্রা যে দিগ্বিজয়ের যাত্রা—এ যাত্রা যে মহামানবের মনোভূমে মহামন্ত্রের বীজ বপনের যাত্রা—এ যাত্রা যে লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের যাত্রা।

এ যাত্রার পায়ে পায়ে প্রত্যাগমনের মুগ্ধ আগমনীর ঝঙ্কার।

ষ্টেশন থকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল গাড়ী দৃষ্টি মুকুরের অন্তরালে—

পথে দেখা হয় বন্ধুর পথের সহযাত্রী গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দের সঙ্গে—তারা ছিলেন কৃচ্ছ-সাধনায় ব্রতী,

নিবিড় আলিঙ্গনে মিলন উচ্ছ্বাস সংযমিত হবার পরে বলেন স্বামিজী—পাশ্চাত্য গমনের কথা—

তারা বিস্মিত হয়ে বলে তুমি বিলেত যাচ্ছ ?

হ্যাঁ হরি ভাই—নির্জ্জন গুহায় বসে নেতি নেতি করে তোমরা হতে চাও দেহাতীত—যেতে চাও সীমা থেকে অসীমে—উপলব্ধি করতে চাও ব্রহ্মানন্দ—কিন্তু তোমাদের গুহার বাইরে যে অজ্ঞ অশিক্ষিত অপমানিত লাঞ্ছিতেরা আর্তনাদ করছে ; সে কি তোমরা শুনতে পাওনা, তারা কি ব্রহ্মচ্যুত ? অনন্তে যদি যেতেই চাও, যাও —কিন্তু একলা নয়—প্রভু রামকৃষ্ণের ভাষায় বাহাদুরী কাঠ হও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যি বলছি তোমাদের মত ধর্ম্ম কর্ম্ম অত বুঝি না—আসমুদ্র হিমাচল পায়ে পায়ে পরিভ্রমণ করে, দীন দরিদ্র অজ্ঞ পতিতদের দুঃখদুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখে একথা বুঝেছি যে বুকটা বেড়ে গেছে ভাই। বলতে বলতে আঁখিপর্ণে জমে অশ্রু, রোদনরুদ্ধ হয় কণ্ঠ।

তুরীয়ানন্দের চোখেও জমে সমবেদনার অশ্রু···

তপোরুক্ষ দুটী হৃদয় করুণারস শ্রাবণে সিক্ত করে স্বামিজী আবার চল্লেন খেতরী অভিমুখে···

পথে নেমে এল রাগময়ী সন্ধ্যা। ঈপ্সিতার দিকে বিলোল কটাক্ষ করে ফুঠে উঠল অজস্র রজনী—জাগর মধুমালতী। অকালে জ্বলে উঠলো সিদ্ধ কন্যাদের জ্বালা অসংখ্য অচির দীপালী···

স্বামিজী পৌঁছলেন খেতরী। সুসজ্জিত খেতরী যেন অমরার উৎসবকে ম্লান করতে চায়···

শত শত আলোর ঝরণে খেতরীর পথঘাট ঝলকিত । রাজপুরে রাজা রাজন্যদের, অমাত্য প্রজাদের আনন্দ চঞ্চল আনাগোনা,—বীণায় মন্ত্র সপ্তকে পূর্ব্বী সুখ-বন্দিনী···দিকে দিকে গন্ধ সলিলের সুবাসে এক মোহ মদিরের তন্দ্রা···

পৌঁছল গাড়ী—রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো প্রতিহারী, বৈতালিকরা ধরল শান্তি সঙ্গীত।

মহারাজ নিজে এসে সসম্মানে নিয়ে গেলেন আস্থানমণ্ডপে, তারপর লুটিয়ে পড়লেন পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে···

স্বস্তি বচন উচ্চারণে স্বামিজী তাঁকে উঠিয়ে মুছিয়ে দিলেন তার ভাবগঙ্গা— ।

নবজাতক রাজকুমারের মস্তকে কল্যাণ হস্ত স্থাপন করে, করলেন আশীর্ব্বাদ।

বেজে উঠল মঙ্গল শঙ্খ—কোলাহলে মুখর হল পুরী—দিব্যভাবের লাগল আবেশ—আর সেই মধু মাধবের উৎসব রজনীকে পরিপূরণ করতে ছুটে এল রাজোদ্যানের বিকচ বকুলের একঝলক সুরভি— ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাস্বাদিত এক আনন্দ উচ্ছলে চলতে থাকে দিন,—খেতরী রাজপরিবার ও রাজ্যের…

কিন্তু শরতের সোনা রোদে নূপুরিত বাদলের মত নেমে এল আবার ক্রন্দসী ক্ষণ—স্বামিজী চাইলেন বিদায়।

মহারাজ—স্বামিজী যদিও এ বিদায় নিতে আমার বুক যাচ্ছে ভেঙ্গে কিন্তু তবুও ভারতের অভিশাপ কলঙ্ক ঘুচবার দিন আমি আর পেছিয়ে দিতে চাইনা তবে জয়পুর পর্য্যন্ত আপনার দর্শন প্রসাদ অনুভবের অনুমতি দিন—

স্বামিজী—না মহারাজ তা হয় না।

মহারাজ—অতিথিকে বিদায় দিতে রাজ্যের সীমা অবধি যাবার যে প্রথা আছে প্রভু—

মহারাজের বিরহ বিষণ্ণ মুখের পানে চেয়ে স্বামিজী দিলেন সম্মতি—

একদিন জগমোহনের হাতে স্বামিজীর সমস্ত স্বাচ্ছন্দের ভার দিয়ে স্বামিজীকে একখানা প্রথম শ্রেণীর কামরায় উপবেশন করিয়ে যতদূর দেখা যায় দেখতে দেখতে অশ্রুলাঞ্ছিত মুখে মহারাজ ফিরে এলেন রাজ্যে।

আবু রোড ষ্টেশনে একটি ক্লান্ত রাত্রি কাটিয়ে স্বামিজী উঠলেন ট্রেনে। কথা হচ্ছিল ভক্তদের সঙ্গে—কিন্তু আলাপ আলোচনায় বাধা পেলো। হঠাৎ টিকিট কালেক্টর এসে বলে ভক্তটিকে নেমে যেতে। ভক্তটি বলে ওঠে, "কোন আইন অনুসারে তিনি নেমে যেতে বাধ্য নন।"

চলতে থাকে বাদানুবাদ।

স্বামিজী তখন ভক্তটিকে ঝগড়া করতে নিষেধ করেন, শান্ত হতে বলেন। হঠাৎ কালেক্টর সাহেব স্বামিজীকে দিলেন ধমক—"তুম কাহে বাত করতে হো।"

এতো সাধারণ সাধু নয় যে নীরবে যাবে চলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুদ্রকণ্ঠে আবার বলেন, "তুম্ তুম্ কচ্ছ কাকে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে আপ বলতে হয় জাননা ?"

সসম্মানে বলে সাহেব—মাফ করবেন ও ভাষাটা আমি ভাল জানিনা শুধু লোকটাকে—

অর্দ্ধপথে স্বামিজী উঠেন ধমকে ; তুমি দেখছি নিতান্ত মূর্খ—নিজের ভাষাটাও জাননা, "লোকটা" কি ? "ভদ্র লোকটি" বলতে পারনা ? দাও নাম, নম্বর—জানাব উপরওয়ালার কাছে—

সাহেব তখন পলায়োন্মুখ হতে চেষ্টা করে—কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন, "হয় নাম, নম্বর দাও নইলে এই জনতা জানুক তোমার মত কাপুরুষ দুনিয়ায় কেউ নেই।"

নতমস্তকে সাহেব পড়ে সরে।

বলেন স্বামিজী—"দেখ জগমোহন, আমরা কে, এবং কি দরের লোক তা আমরা বুঝতে চাইনা বলেই লোকে আমাদের অবজ্ঞা করতে সাহস পায়। এতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শিক্ষা সভ্যতায় হিন্দুরা জগতের কোন জাতের চেয়ে হীন নয়, কিন্তু এই নিজেকে হীন মনে করার জন্য সামান্য বিদেশীও আমাদিকে অবজ্ঞা করতে সাহস পায়—আর আমরা তা নীরবে নির্ব্বিচারে করি সহ্য।" ওদিকে বিষণ্ণ বিদায়ী প্রতিধ্বনি তুলে ট্রেন এসে থামল বোম্বাই-এ।

প্রতীক্ষারত আলাসিঙ্গা পেরুমলের সঙ্গে চলতে থাকে কথা-বার্ত্তা। বহুমূল্যের পাগড়ী আলখাল্লা, আর পেনিনসুলার ষ্টীমারের একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট চরণ তলে নামিয়ে বল্লেন ভক্ত জগমোহন স্বামিজীকে—রাজগুরু তুমি, যাবে উপযুক্ত বেশেই।

এলো সেই নিষ্ঠুর প্রভাত ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে…

গৈরিক রেশমী পোষাক আর পাগড়ীতে সুসজ্জিত হয়ে স্বামিজী উঠলেন পেনিনসুলার জাহাজে—

বিরহকাতর ভক্তদের অব্যক্ত বেদনায় গুমরে ওঠা অন্তর যেন উতলা বর্ষা হয়ে ঝরতে থাকে আঁখিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে চারপাশের জনতা বুঝি রাজা উজির হবেন, নইলে বিদায়ের এত সমারোহ, কেন? চেহারাখানিও কি সুন্দর···

সহসা বেজে ওঠে ঘণ্টা···এতো ঘণ্টা নয় এযে বিরহ বজ্র···এতো ঘণ্টা নয় এযে মৃত্যু গরলধারিণী লক্ষ নাগিনীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন···

তটশিলায় আছড়ে পড়া তরঙ্গের মত জীবন তীরে আছড়ে পড়ে মন···নেমে আসে রোদনরুদ্ধ আলাসিঙ্গা···মুন্সী··· ।

নোঙরহীন জাহাজ উঠলো দুলে···ভক্তদের পানে চেয়ে স্বামিজীর আয়ত আঁখিতে জমে উঠলো অশ্রু—আজন্ম সন্ন্যাসীর উপলব্ধি হল পিতার দুঃখ—স্বজনের মায়া।

দেখতে দেখতে অস্তোন্মুখ ভাস্করের মত সে জাহাজ মিলিয়ে গেল পশ্চিম দিকরেখায়।

বিদেশ যাত্রীর মনে ভেসে উঠলো শ্রীঠাকুর—শ্রীমা—বাল্য—কৈশোর—যৌবন। ভেসে উঠলো বরানগর—দক্ষিণেশ্বর—কাশীপুর গুরুভাইদের প্রীতি-উজ্জ্বল মুখশ্রী—ভেসে উঠলো ভারতের শ্যামায়িত তটভূমির ধূসর সীমারেখা—সবই—

দুচোখে নামল অশ্রুর নির্ঝরিণী—হায় প্রভু—সত্যিই তুমি আমায় ত্যাগভূমি ভারত হতে ভোগভূমিতে নিয়ে চল্লে—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু···

* * * *

অতলান্ত নীলাব্ধিবুকে সাদা মেঘের ভেলার মত ভেসে চলেছে পেনিনস্থলার জাহাজ।

অন্তরে অনাগত ভবিষ্যৎ কল্পনার ভিড় আর বাইরে পোর্টম্যাণ্ট, ব্যাঙ্ক, বিছানাপত্র এই সবের দায় স্বামিজীকে করল বিব্রত।

তবে সে মাত্র দিন দুই···

তারপর হলেন সুস্থ, হলেন অভ্যস্ত। ধীরে ধীরে জমে উঠলো আলাপ যাত্রীদের সঙ্গে।

তার বৈতাগ্নিক বহ্নির মত রূপ-মৃগেন্দ্র সম আচরণ সকলের মনঃদ্বারে করল করাঘাত, তারা খুলে দিল দ্বার···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনকি কর্ম্মপ্রিয় কাপ্তেনও আসে ছুটে ছুটে তার সঙ্গ সুখ পিয়াসে, আর নিয়েও যায় তাকে ইঞ্জিনের কলকব্জা দেখাতে—। ভিন্ দেশের দেশবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধিগত করতে থাকেন আচার, ব্যবহার, ভাষা, এ যেন নিখিল বিশ্ববিদ্যালয়—।

জন কয়েক জার্ম্মানদের সঙ্গে গড়ে ওঠে হৃদ্যতা।

সাতদিন পর জাহাজ নোঙর করল কলম্বো—

সিংহলীদের রাজধানী কলম্বো—বৌদ্ধধর্ম্মের দেশ কলম্বো—মহেন্দ্র সংঘমিত্রার প্রচারভূমি কলম্বো—

নামলেন স্বামিজী—মাটীর মায়া মনকে করল পুলকিত—চেতনাকে করল অভিভূত—

চললেন নগর ভ্রমণে। তারপর—

অমিতাভের মন্দির দর্শনে। মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবান সৌগত পরিনির্ব্বাণের মূর্ত্তি দেখে সহসা খুলে গেল অতীতের সিংহদ্বার—

বেদনাদিগ্ধ হল অন্তর—সাশ্রু আঁধারে ভেসে গেল মেদিনী মেখলা।

ক্ষণ বিলম্বে আপনাকে সংযত করে চাইলেন পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে, কিন্তু অব্যক্তভাব গুমরেই রইল, ভাষার মলন তো হল না।

ঊর্ম্মিমালার তালে তালে এগিয়ে চল্ল জাহাজ পেনাং সিঙ্গাপুর পেরিয়ে হংকং।

কি চাঞ্চল্য···জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য কি ব্যস্ততা—আহা এই চীন আর ভারত তার নিত্য অভাবের পরিপোষণের জন্য এতই পরিশ্রান্ত যে অন্য কিছুই ভাববার অবসর পায় না···

ক্যাণ্টন সহরটিতে যত ব্যবস্থা। যত জনসংখ্যা—তত নোংরামি। কিন্তু বৌদ্ধ মন্দিরের সুন্দর স্থাপত্য, কাষ্ঠের কারুকার্য্য··· কর্ম্মদক্ষতা দেখে···মন ভরে উঠল আর আশ্চর্য্য হলেন স্থাপত্য, কারুশিল্পের সঙ্গে ভারতের সৌসাদৃশ্যে···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার সাধ জাগলো চীনের মঠ দেখতে,—কিন্তু পথপ্রদর্শক বলে সে তো হবার নয়—অসম্ভব। সেখানে বিদেশীর নাহি অধিকার …তবুও স্বামিজী এগুতেই থাকেন—চলার বিরাম নেই।

সহসা দ্বিভাষীও নিথর হল।

স্বামিজী দিলেন বাধা—বলেন যাবে যাও কিন্তু চীনারা যোগীকে কি বলে, বলে যাও। 'উত্তরটি দিয়েই সে' যঃ পলায়তি সঃ জীবতি…

এগিয়ে এল তারা…স্বামিজী আপনাকে যোগী বলে দিলেন পরিচয়—ভূতের মাথায় যেন সরষে পড়ল—মায়া দণ্ডে যেন ক্রোধ রাক্ষস নিদ্রিত হল—সকলে লুটিয়ে পড়ে তাঁর পদপ্রান্তে—অবোধ্য ভাষায় বলে যেতে লাগল কি যেন—চোখে তাদের আকুতি আর অনুনয়। অনেকক্ষণ পর একটি মাত্র ভাষায় পাওয়া গেল সন্ধি "কবচ"। বুঝলেন অশরীরীর হাত হতে রক্ষায় জন্য চায় কবচ। তাই হল—টুকরা টুকরা কাগজে…লিখে দিলেন মহামন্ত্র। তারা সেগুলি একবার বুকে ঠেকায় একবার মাথায় ঠেকায়—আমাদেরই দেশের মায়েদের মত। তারপর যোগীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে চলে মঠাভিমুখে—

মঠের অভ্যন্তরে বাংলা অক্ষরে লেখা সংস্কৃত পুঁথি দেখে তিনি হলেন অভিভূত। যেন বিরহ বিষণ্ণ বালিকা বধূর কাছে বাপের বাড়ীর পত্র…

মনে পড়ল পূর্ব্বে দেখা বৌদ্ধ মন্দিরের সেই পাঁচশত বৌদ্ধের যে মূর্তি দেখেছিলেন তাতে যেন বাঙালীর মুখের সাদৃশ্য আছে। ধারণা দৃঢ় হলো চীনা-ভারতের সখ্য বন্ধনের সম্বন্ধে। শুধু চীনারাই যায় নাই বহু আগন্তুক বাঙ্গালী ভিক্ষুর হৃদয় স্পন্দনের ফলে তার সভ্যতা চীনা সভ্যতার মাঝে জীবন মিলিয়েছে…।

ভাসতে ভাসতে জাহাজ এসে পৌঁছল জাপানের নাগাসাকি বন্দরে…

নামলেন স্বামিজী…কি সুন্দর দেশ…দেবদারু কুঞ্জে ঢাকা চির হরিৎ শ্যাম পাহাড়ের কোলে কোলে গ্রামগুলি যেন পটে আঁকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছবির মত—সাজান গুছান সহর, কর্ম্মচঞ্চল অধিবাস··· হাসি উচ্ছল তাদের মুখ, স্বামিজীর মনে দিল আনন্দের ছোঁয়া—কিন্তু ক্ষণিকেই ভেসে উঠলো আশঙ্কার আবরণে ঢাকা দীন দরিদ্র ভারতবাসীর মলিন মুখশ্রী। আনন্দ ভৈরবী যেন পূরবী পর্দ্দায় হল পথভ্রান্ত··· চতুর্থীর চাঁদ যেন মেঘাবগুণ্ঠনে হারাল চন্দ্রিমা।

কোরিয়া থেকে ইয়োকাহামা পর্য্যন্ত এসে আর ধৈর্য্য রাখতে না পেরে মর্ম্মের অবরুদ্ধ বেদনা পত্ররূপে করলেন প্রকাশ মাদ্রাজীদের কাছে। এস, মানুষ হও—নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ—সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে, তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? দেশকে ভালবাস? তাহলে এস, ভাল হবার জন্য, উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করো। পেছনে চেয়োনা। অতি নিকটআত্মীয়ও প্রিয়জন কাঁদে কাঁদুক তবুও পেছনে চেয়োনা—কেবল সামনে এগিয়ে যাও—ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়···।

আলোক আলিম্পিত সবুজে শিহরিত প্রাচ্যরেখা ছাড়িয়ে জাহাজ চল্ল প্রশান্ত মহাসাগরে। চিন্তার ঢেউ-দোলাতে দোদুল্যমান মনের উদয়রাঙা অভিসারে আর অস্তরাঙা কুঞ্জমিলনে কেটে যায় দিন···

জাহাজ নোঙর করল বঙ্কুবরের দিকে।

স্বামিজী চাপলেন ট্রেনে। ট্রেন ছুটতে থাকে।সবেগে, স্বগৌরবে—রকি পাহাড়ের বক্ষ চিরে কানাডার মধ্য দিয়ে পৌছিল বিলাস নগরী চিকাগোয়।

প্রকৃতি এখানে আলোক সজ্জা বিভূষিতা নৃত্যরতা নটী। তার নূপুর নিক্বণে সদা ঝঙ্কারিত প্রাণ-চাঞ্চল্য···আস্যে রূপ পশরার কটাক্ষ···

একে আমেরিকা তাতে বসছে বিশ্বমেলা, কত ঐশ্বর্য্য কত সম্পদ। এই বিশ্বমেলায় তিনি তো নাম গোত্রহীন, পরিচয় হীন সন্ন্যাসী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁকে চেনেই বা কে, তিনি যাবেনই বা কোথায়। তাই, ঘুরতে থাকেন পথে পথেই।

এতো ভারত নয় যে সন্ন্যাসীর পদতলে শ্রদ্ধার আঁখি মেলে চাইবে—ভূলুণ্ঠিত হয়ে জানাবে প্রণাম। কেটে চলে সময়—

সহসা সবার নজর পড়ল তাঁর দিকে—ঘিরে দাড়াল অনেকেই—তারপর…বিদ্রূপের বজ্র হেনে উপেক্ষার হাসি হেসে কেউ: কেউ যায় চলে—আর ছেলের দল হাততালি দিয়ে মনের শান্তি করে নষ্ট—

এদিকে শীতে দেহ জমে যেতে চায়, পিঠের বোঝা ক্লান্তি জানায়—কুলিরা প্রতারণা করে—অনাহার দেয় ব্যথা…

শেষে এক হোটেলে আশ্রয় পেয়ে অকূলে কূল পাওয়ার মত প্রাণ বাঁচালেন—মান বাঁচালেন সেদিনের মত।

পরের দিন চল্লেন প্রদর্শনী দেখতে। কি বিরাট কি বিপুল আয়োজন—কত না নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্র। যা কিছু শ্রেষ্ঠ সুন্দর দর্শনীয় সব জমা হয়েছে।

কিন্তু মন তো বসেনা এই প্রিয়হীন পরিচয়হীন হেলার দুয়ারে, বড় বিস্বাদ লাগে, বড় অসহায় লাগে। আরো ভাবিয়ে তোলে এখানকার ব্যয়ের আধিক্য।

দমে যায় মন—হয়ত না এলে ভালই ছিল।

যখন জানলেন সেপ্টেম্বরের আগে ধর্ম্ম মহাসভা অধিবেশন হবেনা—পরিচয়হীনের প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা নেই—শেষ খবর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের দিন হয়েছে বিগত তখন ঝড়ো হাওয়ায় যেন ছিঁড়ে গেল তরীর পাল নিকষ কালো অন্ধকারে হারিয়ে গেল তীরের স্বপ্ন।

হতাশ পিয়াসী মন ফিরে যেতে চায় কিন্তু অন্তর দেবতা উঠেছে জেগে—অপেক্ষা করতেই হবে হোক যতদিন—যতদূর—

সহসা দৃষ্টির শেষপ্রান্তে ঝিকমিক করে উঠল এক টুকরো আলো, বোষ্টনে নাকি অনেক খরচ কম।

চাপলেন ট্রেনে। এক অতিথি বৎসলা বৃদ্ধার সঙ্গে হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলাপ। সেই নিয়ে গেল আপন গৃহে—যাক বেঁচে গেল দৈনিক এক পাউণ্ড খরচের ভাবনা, আর পাওয়া গেল ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাববার নিশ্চিন্ত অবসর।

অবশ্য অদ্ভুতবেশী ভারতীয় জীব হয়ে বহু দর্শকের কৌতূহল মেটাবার ভার তাঁর।

লিখলেন মাদ্রাজে—এ লাঞ্ছনা সয়েও আমি থাকব, সামান্য কাষ্ঠ-খণ্ড ধরেও আমি ভাসতে রাজী, যদি তোমরা আমায় কিছু করে সাহায্য পাঠাও অন্ততঃ ছ'মাসের মত—একান্ত যদি না পার তবে খবর দিলে যেন ফিরে যাবার টাকাটা পাঠিও। যদি শুভ কিছু হয় তবে তার করব। তবে এও জেনে রাখ প্রতি শব্দে ৪৲ টাকা পড়ে।

ভারতীয় জীব দেখবার ভীড় বাড়তেই থাকে এই ভীড় হতেই লাঞ্ছনার মাঝে সম্মানের স্মিত হাসি দেখা দিল।

একদিন এক মহিলা আহ্বান করলেন বক্তৃতা দিতে তার বাড়ী—ভাগ্যাকাশের ঘনান্ধকারে ফুটে ওঠে এক মুঠো প্রসন্ন আলো—

অনেকের সঙ্গে জমে উঠলো আলাপ—এমন কি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপকের সঙ্গেও হলো পরিচয়, শুধু পরিচয় নয় তিনি চার ঘণ্টা ধরে আলাপ করে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে বার বার জানালেন অনুরোধ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি হতে।

বলেন স্বামিজী—আমি ঐ উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি বহু অন্তরায়। আমি যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি এমন কোন নিদর্শন নেই আমার কাছে—

হেসে বলেন জে, এইচ রাইট সাহেব—আপনার কাছে নিদর্শন চাওয়া আর সূর্য্যকে কিরণ দেবার কি অধিকার আছে জিজ্ঞেস করা একই কথা।

তারপর সাহেব লিখে দিলেন বিশেষ বন্ধুকে—এঁকে যেন প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করা হয়। জেনে রেখো আমাদের সমবেত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এর পাণ্ডিত্যের কাছে মলিন নিস্প্রভ।

অর্থাভাব বুঝে টিকিট কিনে দিলেন, প্রাচ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সসম্মানে রাখবার জন্য কমিটীকে পত্র দিলেন—ঈশ্বরের করুণা দেখে স্বামিজী যেন নিস্তব্ধ বেলাভূমি।

* * *

ট্রেন এসে পোঁছল চিকাগোয়। নামলেন স্বামিজী প্লাটফর্মে কিন্তু ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানাটি তো খুঁজে পাওয়া গেল না—

ভাবেন কি হবে? কোথায় যাবো? কে আমাকে চিনবে? ঘনিয়ে এল চিন্তার কালো মেঘ। পাগলা ঝড়ে ডুবে গেল কূলে আসা তরী।

ওদিকে অতল মনে ছায়া ফেলে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা এখন উপায়?

জিজ্ঞেস করেন পথচারীদের—স্যার ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানাটা জানেন কি?

কেউ চায় না ফিরে—কাফ্রী ভেবে কেউ বা করে অবজ্ঞা, এমনকি হোটেলের পথটাও কেউ দেয় না দেখিয়ে।

হতাশ মনে ফিরে আসেন ষ্টেশনে। হিমঝরা সেই স্তব্ধ রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকেন নিরুপায়—নিথর—নজরে পড়ল একটি শূন্য বাক্স হঠাৎ ত্রস্তপদে ঢুকে পড়েন তিনি বাক্সের ভেতর যেন পরম আশ্রয়।

হায় মাত্র কয়েকদিন পর যে হবে বিশ্ববিজয়ী—যে হবে গৌরব সিংহাসনে সমাসীন—সহস্র জনের শ্রদ্ধার মালা যার কণ্ঠে হবে ঈষৎ দোলায়িত তার আজ একি দুর্দ্দশা।

যাক্ সেই মৃত্যুহিম রাতের অবসান ঘটল—তিনি চলতে থাকেন পায়ে পায়ে—হাত পাতেন ক্রোড়পতিদের দ্বারে দ্বারে ক্ষুৎপিপাসার জন্য।

এতো পুণ্য ভূমি ভারত নয়।

দরোয়ানরা সেই ধূলি ধূসরিত সন্ন্যাসীকে করে অবজ্ঞা—খাদ্যের বদলে দেয় লাঞ্ছনা, তিরস্কার কেউ বা সশব্দে রুদ্ধ করে দ্বার—

ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন,—খেতে দাও আর নাই দাও ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানাটা বলে দাও—দাও ধর্ম্ম মহাসভার কার্য্যালয়ের পথটি দেখিয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে স্বর কারও কর্ণে তুললনা প্রতিধ্বনি—হৃদয়ে জাগাল না করুণার কম্পন। ক্ষুব্ধ মনে—হতাশ চিত্তে—অবসন্ন দেহে তিনি বসে পড়লেন রাজপথে—ক্ষণিকে তলিয়ে গেল মন কোথায় যেন।—সহসা রূপকথাকেও স্তম্ভিত করে খুলে গেল একটি প্রাসাদ দুয়ার। এগিয়ে এলেন একটী মাতৃমূর্ত্তি—শুধালেন মধুর কণ্ঠে—আপনি কি ধর্ম্ম মহাসভার একজন প্রতিনিধি?

উত্তর দেন স্বামিজী, হ্যাঁ ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানাটা হারাবার ফলে এই আমার দুর্দ্দশা। মাতৃমূর্ত্তিটি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন অন্দর মহলে।—ভৃত্যদের দিলেন তাঁর যথোচিত সেবা পরিচর্য্যার ভার—তারপর সমাদরে ভোজন করিয়ে খুলে দিলেন বিশ্রামাগার।

এইখানেই শেষ নয়, স্বামিজীকে স্বয়ং ধর্ম্ম মহাসভার শিল্প-প্রাসাদে পৌঁছে দিতে হলেন প্রতিশ্রুত। দিনের পর দিন এই মিসেস জর্জ ডব্লিউ হেলের সংসারের সঙ্গে বেড়ে উঠলো নিবিড় হৃদ্যতা তিনি বুঝলেন প্রভু রামকৃষ্ণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন সদা সর্ব্বদা। হোক না সে দূর যতদূর—আর রমণী যে জগদ্ধাত্রীর অংশ একথা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই সত্য।

সমাগত দিনটির অভ্যুদয় পানে চেয়ে কেটে চলে চিকাগোর সময়। একটি মহানিশার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে জেগে উঠলো এক হিমানী শুভ্র শীতের প্রভাত ১১ই সেপ্টেম্বর। খুসীর উচ্ছ্বাস ঝলক দেয় মনে—নীহার চুমা নরম ঘাসে ঝরে রজনী-জাগর কুসুমিকার দল···ভৈরো ললিতে তান ধরে প্রকৃতির বৈতালিক বন বিহঙ্গ···ছড়িয়ে পড়ে শোভন লোভন একটা মাঙ্গলিক আবেশ···।

শিল্প প্রাসাদে জমা হলেন সকলে—জ্ঞানী শিল্পী দার্শনিক, ধার্ম্মিক, চিত্রকর, গাইয়ে, বাজিয়ে, সাহিত্যিক বক্তা শ্রোতা এমন কি বৈজ্ঞানিকও। বিলাসক্ষেত্র চিকাগো সেদিন রূপান্তরিত হল জ্ঞানতীর্থে।

মঞ্চের মধ্যস্থলে সুউচ্চ সিংহাসনে সমাসীন হলেন রোমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্যাথলিক কার্ডিন্যাল গিবন্স—আর চারপাশে নানান ধর্ম্মের বিচিত্র বেশধারী প্রতিনিধিগণ—জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদী, কংফুছো, শিন্তো, মহম্মদীয়, পারসীক আর আর অনাহূত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথমে ডাঃ ব্যারোজ সাহেবের মন্দ্রকণ্ঠে ঘোষণা হল সভার উদ্দেশ্য…তারপর হল ভগবৎ প্রার্থনা ও সভাকার্য্য সুরু…। গেরুয়া আলখাল্লা পরা, উষ্ণীষ পরিহিত স্বামিজীর বৈরাগ্য হোম লাঞ্ছিত তনু, সমাধি-সাগরে অভিসিঞ্চিত সুগভীর দৃষ্টি, হিমালয় তুহিতা বিলাস মহেশ্বরের মত মুখশ্রী—সকলের মনে জাগাল হিল্লোল এক অভূতপূর্ব্ব অনুরণন…এক শান্ত সম্মোহন…

তবু স্বামিজীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হল ৩১ সংখ্যা। সেই থৈ হীন জন-সমুদ্রে বক্তৃতা দিতে অতি বড় বক্তার বুকেও জাগে ত্রাস, জাগে শঙ্কা। ভাবেন স্বামিজী—তাইতো কি হবে, অন্যের মত কিছুতো লিখে আনিনি, কি বলব? বুক তুরু তুরু করে…আকর্ণ রক্তিম হয়ে উঠে, চোখে অন্ধকার লাগে। কিছুক্ষণ পর আসে সভাপতির আহ্বান—ঝড়ের মত বলে ওঠেন স্বামিজী না, না, এখন নয়—কোথায় শক্তি, কোথায় তেজ, চেতনা যেন বিলুপ্ত হয়ে আসে, যেন হারিয়ে যায় ভাব ভাষা—তুহিন পরশ বেপথু করে তোলে শরীর—

একি পরীক্ষা—আবার এল আহ্বান—

স্বামিজী আবার করেন প্রত্যাখ্যান না, না, এখন নয়—ভাবে সভাপতি বুঝি অক্ষমতাই এর কারণ—। ওদিকে আকাশ ভরা নীলে ছড়িয়ে পড়েছে আবীর রাঙা আলো—সায়ন্তনীর কুসুমে জানাল বিদায়ী ভ্রমর তার শেষ গুঞ্জন—আর তো অপেক্ষার সময় নেই—জানান। সভাপতি। তাইতো কি বলব?

ক্ষণমুহূর্ত্ত পর—সভার একপ্রান্ত হতে অপরপ্রান্ত অবধি দৃষ্টি সঞ্চালিত করে, শ্রীগুরুর মূর্ত্তি স্মরণ করে দেবী ভারতীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি মঞ্চবেদীতে—যেন সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝার অত্যুঙ্গ শিখরে তুহিন শুভ্র অমরনাথ শিব, শান্ত সংহত ত্রিকালজ্ঞ—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাজার হাজার দৃষ্টি হয়ে ওঠে উন্মুখ, উদ্বেল—এমনকি বলবে এই তরুণ সন্ন্যাসী—

আর একবার জনতার দিকে প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে সম্বোধন করলেন স্বামিজী—হে আমার আমেরিকার ভ্রাতা ভগিনীগণ—সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো হাজার তুমুল করতালি—। পূর্ব্বের বক্তারা করেছেন ভদ্রতা শিষ্টতা—হে ভদ্রমহোদয়গণ, ভদ্র মহিলাগণ—কিন্তু এমন পরম আত্মীয়ভাবে প্রীতি সম্বোধন তো কেউ করেননি—সবার অন্তরে কেউ তো এমন একটি প্রাণের স্পন্দন তুলতে চায় নি—তাই হৃদয় উল্লাসের করতালি বেজেই চলে—

স্তব্ধ হলেন স্বামিজী—ভীত হলেন স্বামিজী—একসঙ্গে কি সকলে তবে উন্মাদ হলো ?

মুহূর্ত্তে ফিরে এল গত চেতনা, ফিরে এল সম্বিৎ। না না, এ যে আদ্যাশক্তির লীলা—গুরুর কৃপা।

প্রায় দু মিনিট পর সে হাততালি থামল। তখন নববলে বলীয়ান হয়ে স্বভাবসিদ্ধ সাহসের সঙ্গে হৃদয়ের উৎস খুলে ঢেলে দিলেন ভাব ভাষা—

"আপনারা আমাকে যে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর দিতে উঠিয়া আমার হৃদর এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের জননীস্বরূপা সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে এবং সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটী কোটী হিন্দুর পক্ষ হইতে আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

এই সভামঞ্চে কতিপয় বক্তা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল দূরদেশাগত ব্যক্তিরাও পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ বিভিন্ন দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবার গৌরবের অধিকারী হইবেন। ইঁহাদিগকেও আমি ধন্যবাদ দিতেছি। যে ধর্ম্ম সমগ্র জগতকে পরমত-সহিষ্ণুতা এবং সকল মতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা দিয়েছে, আমি সেই ধর্ম্মভুক্ত বলিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকি। আমরা কেবল সর্ব্বজনীন পরমত-সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী নহি, আমরা সকল ধর্ম্ম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সর্ব্বদেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আশ্রয় দিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্যতম বলিয়া গর্ব্বিত। আমি আপনাদিগকে গর্ব্বের সহিত বলিব যে বৎসর রোমকগণ য়াহুদীদের পবিত্র দেবালয় ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেই বৎসর হতাবশিষ্ট ইসরাইল-বংশীয়দের দক্ষিণ ভারতে আমরাই সাদরে বক্ষে স্থান দিয়াছিলাম। যে ধর্ম জোরোয়াস্তরপন্থী মহান পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দিয়াছিল এবং অদ্যাবধি লালনপালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব্বিত।

যে স্তোত্রটি প্রতিদিন কোটী কোটী নরনারী পাঠ করেন, যাহা আমি বাল্যকাল হইতেই আবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত তাহার একটি শ্লোক আপনাদিগকে বলিতেছি—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাৎ
নৃনামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

নদনদীসকল যেমন বিভিন্ন পথ দিয়া সমুদ্রাভিমুখে বহিয়া যায়, তেমনি রুচির বৈচিত্র্যহেতু সরল কুটীল নানাপথগামী মানুষের, হে প্রভো! তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল।"

"এই সর্বধর্ম সম্মেলন, যাহা ইতোপূর্বে আর কখনও আহূত হয় নাই, তাহা একাধারে গীতা-প্রচারিত মহান্ সত্যের পোষকতা করিয়া সমগ্র জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছে,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥"—যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাহার নিকট সেইভাবেই প্রকাশিত হই। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।"

"সাম্প্রদায়িকতা গোঁড়ামি এবং তাহার ফলস্বরূপ উন্মত্ত ধর্মান্ধতা বহুকাল এই সুন্দর ধরণীর উপর আধিপত্য করিয়াছে। এইগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতে হিংস্র উপদ্রব করিয়াছে, বারম্বার ইহাকে নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছে, মানব-সভ্যতা উৎসন্নে দিয়াছে এবং এক একটা জাতিকে নৈরাশ্যে অভিভূত করিয়াছে। এই ভয়ংকর দানব যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। কিন্তু ঐগুলির মৃত্যুকাল আসন্ন এবং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভরসা করি এই মহাসমিতির উদ্বোধনে আজ প্রভাতে যে ঘণ্টাধ্বনি হইল তাহা ধর্ম্মোন্মত্ততার মৃত্যুবার্ত্তা জগতে ঘোষণা করুক, এই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস তরবারী, লেখনী দ্বারা পরপীড়নের দুর্ম্মতির অবসান হউক।"

এতো স্বপ্নমায়ানুলীন নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ নয়—এ যে অন্তরে অবরুদ্ধ জ্ঞান উদ্গীত···বেদান্ত নির্ঝর···।

বক্তৃতা যদিও অল্প তবু এতো অন্য বক্তার মত সাম্প্রদায়িক নয় ···মতুয়ার বুদ্ধিগত নয়···এ যে তপস্যালব্ধ জ্ঞানস্থবির সিন্ধু শতদ্রুবাসী ভারতীয় ঋষিদের সাম্যের বাণী—মৈত্রীর ঝঙ্কার··· একত্বের মুগ্ধ আহ্বান···

বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার অনুরাগী হলেন অনেকেই।

মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্বামিজীর পদানত হল অর্দ্ধেক পৃথিবী—উনবিংশ শতাব্দীর বুকে অঙ্কিত হল মহাকালের অনির্ব্বাণ জ্বলন্ত স্বাক্ষর···বিশ্ব মর্যাদার অত্যুঙ্গ শিখরে উড্ডীয়মান হল ভারতবর্ষের জ্ঞান গৈরিক পতাকা—

এযে অপূর্ব্ব বিজয়—এ জয় হিংসারক্তে কলুষিত নয়—এ যে হৃদয় দিয়ে জয়—

আবার এল অধিবেশনের দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর—বক্তৃতা দিলেন—আমাদের মধ্যে মতভেদ কেন ?

তারপর ১৯শে সেপ্টেম্বর বললেন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে—বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনের উপায় বললেন আর পাশ্চাত্ত্য জাতির ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করলেন। একথাও জানালেন ধর্ম কেবল মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ধর্ম্ম অনুভূতি সাপেক্ষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেই চলেন তিনি, পর্ব্বত-মুখ-নিঃসৃত লাভার স্রোতের মত সমুদ্রের "উত্তাল খরতরঙ্গের মত জ্ঞানতত্ত্ব। স্তব্ধ বিস্ময়ে শোনে শ্রোতারা।

কিন্তু গর্জ্জে ওঠে প্রতিনিধির দল—হিংসায় উন্মত্ত সহস্র নাগের মত জাগিয়ে তোলে কাল বৈশাখীর আসন্ন ঝড়ের মত রক্ত আভা ক্রোধবহ্নি…।

বলে সাবধান—কেউ ভুলো না বাক্যের যাদুবিস্তারে। পৌত্তলিক অজ্ঞ অশিক্ষিত হিন্দুধর্মে এরকম দার্শনিক ব্যাখ্যা থাকতেই পারে না। এ পাশ্চাত্ত্য জাতির চোখে ধূলি ধাপ্পা দেওয়ার মোহকরী কৌশল।

…শুধু তারা নয়, জাতির ললাটে কলঙ্ক মসী এঁকে দিতে এগিয়ে এল স্বদেশবাসী রেভারেণ্ড প্রচারক। এইখানেই ক্ষান্ত নয়, বল্ল—অজ্ঞ অশিক্ষিত দুর্বিনীত অসংযমী বালককে বার করে দাও সভা থেকে। কর্ত্তৃপক্ষ নীরব—এ যে অসম্ভব, তবে প্রতিবাদীদের সুতীব্র আপত্তিগুলি খণ্ডন করতে জানালেন অনুনয়।

২০শে সেপ্টেম্বর—বল্লেন স্বামিজী, "ধর্ম্ম ভারতের প্রকৃত অভাব নয়,সেখানে প্রচারের জন্য পাদ্রী পাঠানোর দরকার নেই, প্রকৃত অভাব অন্নবস্ত্রের, আমি ভারতের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনাতেই এসেছি সুদূর বেলাভূমি অতিক্রম করে পাশ্চাত্ত্যের দ্বারে। মর্ম্ম বেদনার সেই করুণ ঝঙ্কার সবার হৃদয়তটে পড়ল আছড়ে। সেদিন তারা তাঁকে চিনল অন্যরূপে—তিনি শুধু ধর্ম্মরহস্যবেত্তা নন্, তিনি একান্ত স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী—

২২শে সেপ্টেম্বর—নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্ম্ম ও বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে দিলেন এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা—

সহসা কর্ত্তৃপক্ষ থেকে এলো আহ্বান ১৯শের সেই অনুপপত্তিগুলি খণ্ডিত করতে।

ক্ষমাহীন লেলিহান শিখাকে নির্ব্বাপিত করতে সহজ স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে তিনি সেদিন আবার দাঁড়ালেন সভাকক্ষে—বললেন, "ভারতের আধুনিক ধর্ম্মসমূহ—"

১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবাদীদের বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিবাদের খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সনাতন সত্য।

নত মস্তকে—মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনল শ্রোতারা—শুনলো দলিত নাগের মত প্রতিবাদীরা···

তারপর ২৫শে সেপ্টেম্বর বলেছিলেন—হিন্দুধর্ম্মের সার···অবিরাম অবিশ্রান্ত বাদলের মত··· ।

সহসা নীরব হলেন···হলেন নিথর···চাইলেন শ্রোতাদের মুগ্ধ নয়নের দিকে—

কেটে গেল কয়েকটি স্তম্ভিত মুহূর্ত্ত···

বলে উঠলেন বজ্র-নির্ঘোষে···যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে আছেন প্রত্যক্ষ পরিচিত তারা হাত তুলুন···

সাত হাজার লোকের মধ্যে হাত উঠেছে মাত্র তিন-চারটি—

অগ্নিবর্ষী নয়নে বলেন স্বামিজী—ছি ছি তবু তোমরা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করবার স্পর্দ্ধা রাখ ?

সভা কুণ্ঠিত, ভীত বিস্ময়ে চেয়ে রইল সেই বক্ষে বাহুযুক্ত গৈরিক উষ্ণীষ মণ্ডিত উচ্চশির বক্তা সন্ন্যাসীর পানে···

মৃদু হেসে তিনি আরম্ভ করলেন পূর্ব্বের বক্তৃতা—যেন বিদ্যুৎ বন্যা···উল্কাপাত···

২৬শে সেপ্টেম্বর···বললেন বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের ক্রমোন্নতির কথা।

তারপর—

শেষ অধিবেশনের দিন এলো ২৭শে—হাজার হাজার জনতার শব্দহীন বক্ষস্পন্দনের মাঝে যেন স্বামিজী উঠে দাঁড়ালেন।

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত···নির্ব্বিকল্প সমাধিবান, অদ্বৈত কেশরী বিবেকানন্দ বলে চলেন সমুদ্র-মন্থন কণ্ঠে—খৃষ্টানদের হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না—হিন্দু বা বৌদ্ধদের খৃষ্টান হতে হবে না। প্রত্যেককে নিজস্ব বিশেষত্ব ত্যাগ না করে অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ক্রমশঃ উন্নত হতে হবে। উন্নতি বিকাশের নিয়মই এই। ধর্ম্মসভা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি জগতকে কিছু দিয়ে থাকে তা হচ্ছে এই যে—উদারতা, পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধিরূপ সদ্‌গুণ কোন ধর্ম্মের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক ধর্ম্মে উন্নত নরনারীর আবির্ভাব হয়েছে। এই প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ স্বপ্নেও ভাবেন সব ধর্ম্ম উচ্ছন্নে যাবে শুধু টিকে থাকবে তারাই, তাকে আমি সর্ব্বান্তকরণে করুণার পাত্র বলে মনে করি। আর বলি শীঘ্রই দেখবে শত শত বিরুদ্ধাচারণ সত্ত্বেও সব ধর্ম্মের পতাকা তলে লেখা থাকবে সমর নয় সহায়তা—বিনাশ নয় বরণ—দ্বন্দ্ব নয় শান্তিঃ শান্তিঃ।

সহস্র করতালি ধ্বনির সঙ্গে অধিবেশন হল সমাপ্ত…

সে ধ্বনি আদিগন্তে হল প্রতিধ্বনিত—আসমুদ্রে হল উদ্বেলিত—পর্ব্বতের শিখরে শিখরে হল প্রকম্পিত। যে ভোগ-সর্ব্বস্ব জাতটার কাছে হিন্দু ছিল লাঞ্ছিত—ছিল অবহেলিত, এই মহাসভার অধিবেশনান্তে তারা বুঝল হিন্দু পদদলিত হলেও অবজ্ঞেয় নয়… অর্থের কাঙ্গাল হলেও পারমার্থিক সম্পদে সে অনন্ত গৌরবের অধিকারী…অমূল্যধনের অধীশ্বর বিশ্বের গুরুপদে সমাসীন হবার সুযোগ্য। সেই অমৃতের অধিকারী হিন্দুদের কাছেই চাইতে হবে বিশ্বপ্রেম, মৈত্রী, প্রকৃত ত্যাগ।

জনতা-মনের মতুয়ার বুদ্ধির লৌহকবাট যেন সেই মুহূর্ত্তে খুলে গেল।—

অধিবেশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সম্ভ্রান্ত ধনকুবের মধ্যে পড়ে গেল চাঞ্চল্য, আপনগৃহে এই ভারতীয় সন্ন্যাসীকে অতিথিরূপে পাবার জন্য।

এক সুখী পরিবার হলেন সেদিন ধন্য।

অনুগত ভক্তের মত তারা করল সেবা—শত উপচারে দেবতার মত নৈবেদ্য দিল এনে, বিশ্রামের জন্য দিল খুলে সুরম্য সুসজ্জিত একখানি ঘর—যেন মায়াপুরীর এক টুকরো অংশ।… আর বিছিয়ে দিল হংসধবল এক শয্যা…

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলেন শয্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু কই চোখের পাতা তো বুজে আসে না…ঘুমের পরশ তো অজানালোকে নিয়ে যায় না।

একবার উঠে বসলেন…চারিদিকে চেয়ে আবার নিলেন শয্যার আশ্রয়—

কিন্তু চোখের জলে শিথান ভিজে যাচ্ছে….যন্ত্রণায় অধীর হচ্ছে বক্ষ—একি হল।

ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন বাতায়ন তলে—রইলেন চেয়ে বাইরের নিকষ কালো তামসীর পারে। হারিয়ে গেল মন, থৈ হীন চিন্তা সাগরে।

সে চিন্তা ভারতমাতার।—ভেসে ওঠে ভারতবাসীর দারিদ্র ক্ষুধা-নিবন্ন মুখ—শীত লাঞ্ছিত বেপথু তনু, ছিন্ন ধূলা ধূসরিত শয্যা—সর্ব্বহারা অসহায় কোটরাগত শত সহস্র চক্ষু।

এখানে সকলে তুচ্ছ ভোগের জন্য সব কোটি কোটি টাকা খরচ করে। হা! আমার দুঃখিনী জননী ভারত। তোমার এত দুঃখ, এত দুর্দশা আমার অদৃষ্টে এত সুখভোগ—এতো আমি ভোগ করতে পারব না। সে রাতখানা কেটে গেল ভূমিশয্যায়—অশ্রু বাদলে—বীততন্দ্রায়।

পরের দিন…২৮শে সেপ্টেম্বর আনন্দ উচ্ছল এক সোনালী প্রভাত—অনাহূত অপরিচিত সন্ন্যাসীর স্তবগান চিকাগোর আকাশে বাতাসে মুখরিত…হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত…সংবাদ পত্রে পত্রে বিঘোষিত। তাদের মনে আজ যেন মূর্চ্ছাহত রাজকন্যা ভারতের ঘুম ভেঙেছে…সূর্যকন্যা তপতীর জ্ঞানসমুদ্রে স্নাতরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উদার আত্মা ভারতের কাছে পরাজয়কে তারা গৌরব মনে করল—

…নিউইয়র্ক হেরাল্ড লিখল—"ধর্ম্মসভায় ইনি নিঃসন্দেহে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। ইহার বক্তৃতা শ্রবণ করে ভারতের কাছে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারক পাঠানো কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতা হয়েছে তা বেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝছি।" সকলেরই মুখে নৈরাশ্যের সুর—ভারতে আর পাদ্রী ফাদ্রী পাঠানো হবে না।

দি বোষ্টন ইভিনিং লিখল—"যদি তিনি মঞ্চের উপর শুধু একবার চলে যান তাহলেই তুমুল করতালি বেজে ওঠে। তার চেহারা আর প্রচারিত ভাবসমূহের মহত্ত্বের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় পাত্র। এমন আত্মাভিমান শূন্য মানুষ আমরা দেখিনি।"

দি প্রেস অফ আমেরিকা লিখল—"ভারতের অতীত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন প্রিয় দর্শন ও তরুণ আচার্য্য বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে সমস্ত খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণ বিমুগ্ধ হয়েছে—বিস্মিত হয়েছে। এই মহাপুরুষের বাগ্মিতা—আর মুখ নিঃসৃত বাণী, জ্যোতিধারা, ইংরাজীর অপূর্ব্ব ব্যবহার…সমস্ত শ্রোতার মনে এক গভীর ভাব সঞ্চার করেছে।"

দি নিউইয়র্ক ক্রিটিক লিখল—"তাঁর বক্তৃতাশক্তি ঈশ্বর দত্ত। তাঁর গৈরিক বসন আভায় আভায়িত মুখশ্রী যেমন ছবির মত সুন্দর, কণ্ঠও তেমনি বীণার মত সুমধুর।"

মারউইন স্নেল লিখল…"আর কোন ধর্ম্মই ধর্ম্ম সভায় হিন্দুধর্ম্মের মত প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারেনি। এই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ তিনি যেদিকে ফেরেন সেই দিকেই জমে ওঠে বিরাট জনতা তায় মুখের প্রতিটি শব্দ শুনবার জন্য উন্মুখ হয় সকলে।"

অতি বড় গোঁড়ারাও বল্লেন তিনি নরকুলে অলঙ্কার স্বরূপ।

অন্তরের অনুরাগ শুধু কাগজে কাগজে সীমাবদ্ধ রইল না। আমেরিকার দেওয়ালে দেওয়ালে লম্বিত হয় স্বামিজী পূর্ণায়তন প্রতিকৃতি—তলায় বড় বড় করে লেখা ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

শত শত পথিক চলার পথে থমকে দাঁড়ায়—যুক্ত করে জানায় নতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবুও যেন তৃপ্তি হয় না—প্রতি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত জনের মাঝে জাগে আকুল আকাঙ্ক্ষা নিমন্ত্রণ করার।

ক্ষণিকের সঙ্গসুখ...একটিবার মাত্র দর্শনের জন্য হয় উন্মুখ।

ধনকুবেরদের প্রাসাদ দুয়ার তার প্রতীক্ষায় থাকে সদা মুক্ত...। পদ্মরাগ রঙে উচ্ছল এক প্রভাত প্রসূনে ভারতের মা ভাইবোন জানলেন আজ আমার কোন দুঃখ নেই, দিন কেটে যাচ্ছে অতিথি আদরে। এ দেশটা গুণের মর্য্যাদা দিতে জানে।

বৈচিত্র্যই জগতের ধর্ম্ম। বসন্তের বুকেই লুকিয়ে থাকে বজ্রভরা মেঘ...অমারাতের বুকে স্বপ্ন দেখে প্রতিপদের চাঁদ·· সন্ধ্যার আকুল কুন্তলে পথভ্রান্ত হয় দেবতা সবিতা।...

প্রশংসার বৈদূর্য্যহারের সঙ্গে এল হিংসার গলিত গরল—

তার বিশ্বজয়ী যশোমাণিক্য দেখে জ্বলে উঠলো খৃষ্টান পাদ্রীরা।

যশোহরণের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তারা পাঠাল কয়েকটি প্রলোভনকারিণী....

কিন্তু এখানেও পরাজয়, মদন যাঁর কাছে ভস্মীভূত···হিমালয় দুহিতা চান্দ্রেয়ী উমা যার পদতলে নিত্য পূজারিণী···যার জন্য ব্রতকৃশা···তার কাছে মানবকন্যা কি করতে পারে? তারা প্রণাম করে নিল বিদায়।

তারা এবার নিল অন্য পথ।—পাঠালো ভারতে কুৎসা রচনাকারী সংবাদ পত্র—

কিছুদিন পর কুয়াসা মলিন এক শীত শীর্ণ জরতী পাতার মত এল স্বদেশবাসীর কাছ হতে একখানি লিপি···কাগজে যা পড়ছি বা শুনছি একথা সত্য কিনা শীঘ্র জানাও।

জবাব দিলেন স্বামিজী—তোমরা উতলা হয়ো না—জানবে সাধারণের কাছে পরিচয় হীন এই পত্রিকা। এখানকার জনসাধারণ বা পুরোহিত সকলে আমাকে সাদরে সযত্নে রেখেছে। তবে বিরুদ্ধ-বাদীর দলও গড়ে উঠেছে জানি। একথা নিশ্চিত যে, নেমেছি যখন তখন এর তলদেশ না ছুঁয়ে উঠবো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্দনা মুখর দিন লঘুছন্দে কেটেই চলে...

বক্তৃতা কোম্পানীর আহ্বানে তিনি ছড়াতে লাগলেন অমৃত মন্থন বাণী···বেদান্ত নিহিত আর্য্য সত্য—ফলে ঘরে ঘরে উঠে গুণ-কীর্ত্তনের ঝঙ্কার··বুকে বুকে পাতা হয় শ্রদ্ধার আসন। এ আসন শ্রদ্ধা হতে নিত্য পূজার আসন বলে প্রতিষ্ঠিত করতে ছুটে আসেন আমেরিকার সম্ভ্রান্তবংশের অনেক কুমারী—বলে, স্বামিজী—আপনার চরণে আমি আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করে হতে চাই আপনার জীবন সঙ্গিনী—আমায় গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

নভোনীলের মত স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি মেলে স্বামিজী দিলেন জবাব—ভদ্রে আমি যে সন্ন্যাসী—নিখিলের সমস্ত রমণীই আমার জননী।

যাঁর নয়নবহ্নিতে পুষ্পবাণ ভস্ম হয়েছিলেন—বসন্ত সখার মনে জেগেছিল হাহাকার—রতিদেবী লুটিয়েছিলেন ভূমিতে শোকের শেফালীর মত—এ যে সেই শঙ্কর—

এতো মিথ্যা নয়, এতো কল্পনা নয়।

* * * *

দিব্যশঙ্খ দেবদত্তের আরাবের মত স্বামিজীর বিজয়ভেরী প্রতিধ্বনিত হল ভারতের মর্ম্মমূলে···

রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি টেলিগ্রাফে জানালেন আনন্দ নতি···খেতরির রাজা অজিত সিংহ উন্মুক্ত দরবারে সমগ্র হিন্দুর হয়ে প্রকাশ করলেন কৃতজ্ঞতা—

মাদ্রাজের স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, দেওয়ান বাহাদুর স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার আরো অনেক—অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি সভা করে করেন স্বামিজীর যশ সম্বর্দ্ধনা...

তাছাড়া মেতে ওঠে পাঞ্জাব···মেতে ওঠে রাজপুতানা···কুম্ভকোনম্, বাঙ্গালোর, বাংলা—তথা কলকাতা···কোটী কোটী কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জয় প্রভু রামকৃষ্ণের জয়, জয় বিবেকানন্দের জয়...।

গুরুর গৌরবে শিষ্যরা উন্মত্ত, পুত্রের গৌরবে জননী ভারত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিহরিত…ভ্রাতার গৌরবে দীন দরিদ্র ভারতীয় ভাইবোনেরাও পুলকিত…

আর মঠে চলেছে উন্মত্ত নৃত্য…"নরেন জগৎ মাতাইবে" ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণীর সত্যতা দেখে তারা অন্তরে বিস্ময়াভূত…নরেনের দর্শনের জন্য, প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীর ব্যাকুলতা শুনে তারা অশ্রু বিগলিত।

১৮৯৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর—কলকাতা টাউন হলে বসল বিরাট অভিনন্দন সভা। সভাপতি হলেন রাজা পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায়....সভাসদ্ হলেন হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় জনগণ যেমন—পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, রায় নন্দলাল বসু বাহাদুর…। দেশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ন, মহেন্দ্র চন্দ্র চূড়ামণি, নন্দকুমার ন্যায়রত্ন, কৈলাসনাথ বিদ্যারত্ন, চণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ, রামনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত, কেদারনাথ বিদ্যারত্ন, তারাপদ বিদ্যাসাগর, বেণীমাধব তর্কালঙ্কার, যদুনাথ সার্ব্বভৌম, অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন, বৈকুণ্ঠনাথ বিদ্যারত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি। রাজা পিয়ারীমোহন, কুমার দীনেন্দ্রনাথ রায়, কুমার রাধিকা প্রসাদ রায়, রায় রাখালচন্দ্র চৌধুরী (টাকী) প্রভৃতি ভূম্যাধিকারী, আর মাননীয় জাষ্টিস স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়া নেশন সম্পাদক মিঃ এন ঘোষ, মিরর্ সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, ডেলি-নিউজ সম্পাদক ডাক্তার জে, বি, ড্যালি, হোপ সম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায় মিউবক্স বগলা বাহাদুর, মিঃ জে, পাদশা ; সিংহলের রাইট রেভারেণ্ড এন সাধনানন্দ প্রভৃতি দেশ নায়কগণ, তাছাড়া কত উকিল, ডাক্তার, জমিদার, কলকাতার জনসাধারণ।

যারা আসতে পারেননি তাদের কাছ থেকে এল অভিনন্দন পত্র…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভাকার্য হল সুরু⋯উঠে দাঁড়িয়ে জানালেন সভাপতি—

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশী বিদেশীদের মাঝে প্রচারের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছেন একমাত্র আপনি⋯আপনার স্বদেশী—স্বধর্ম্মী—নাগরিকগণ অজস্র কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে দয়া করে গ্রহণ করুন⋯আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তাদের যাঁরা এই মহতী মহাসভার আয়োজন করেছিলেন, যাঁরা আপনাকে উৎসাহ দিয়াছেন, বলবার সুযোগ দিয়াছেন। ভগবান আপনার আরো শক্তি বল দান করুন।

মাত্র ত্রিশ বছরের একজন তরুণের অসামান্য গুণগ্রাম দর্শনে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাগ্রণী জাতি যে বিস্ময়াভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছেন এ ভাবতেও আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমরা কল্পনা-রাজ্যে বা স্বপ্নরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েছি।

⋯জানালেন মিঃ এম ঘোষ—

"এই ধর্ম্মমনোভাবহীন যুগে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর চেষ্টা মাত্রেই বহুযুগ সঞ্চিত ভ্রান্ত ধারণার সংস্কার মুক্ত করে সনাতন ধর্ম্মের উপলব্ধি করানো কখনও শোনা যায় নাই। পারেননি সক্রেটিস—পারেননি শিন্তে।⋯কুংফুছে। সেই দিনের সেই অভিনন্দনের সুর যেন পৌঁছল সকলের বাহির দুয়ার হতে অন্তর দেউলে।

....রাতের পাপড়ি ঝরানো কয়েকটি মঞ্জুল দিনের পর এল অভিনন্দন উত্তর⋯।

খুললেন রাজাবাহাদুর—স্বামিজী লিখছেন—

কলকাতা টাউন হলের জনসভার অভিনন্দন পত্র আমি পেয়েছি।⋯সামান্য কাজের জন্য স্বদেশবাসীর এই আনন্দ উচ্ছ্বাসে আমার হৃদয় ভরে উঠেছে। আমি নিশ্চয় করে জেনেছি কোন ব্যক্তি বা জগত সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। অপরকে ঘৃণা করলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। আদান প্রদানই জগতের রীতি। ভারতবর্ষ যদি বাঁচতে চায় তবে তাকে তার ভাণ্ডারে যা কিছু সঞ্চিত আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের মাঝে বিলোতে হবে। সম্প্রসারণই জীবন—সঙ্কোচই মৃত্যু। প্রেমই জীবন···ঘৃণাই মৃত্যু। যেদিন হতে আমরা ঘৃণা শিখেছি সেদিন হতেই আমরা মরেছি। তাই বলি এবার আমাদের সকলের সঙ্গে মিলতে হবে।

এতো পত্র নয় যেন স্বদেশবাসীর কর্ণে গেঁথে দেওয়ার জন্য সাধন সিদ্ধির এক মন্ত্রাবলী।

* * * *

···দিন ও রাত্রির বিয়োগান্ত নাটক লীলায় কেটে যায় মাসের পর মাস।

সন্ন্যাসী পথিক যাযাবর—তাই এই বক্তৃতা দিয়ে অর্থ উপার্জ্জন স্বামিজীর লাগে তুঃসহ অমৃতের বদলে গরল গ্রহণ···হীরকের বদলে কাচের মোহ না, না আর নয়। সত্যিই একদিন নির্ভয়ে নির্ব্বিচারে পরিত্যাগ করলেন বক্তৃতা প্রযোজক কোম্পানীর সঙ্গ। শান্তির স্বর্গ নেমে এল মনে···মন-পক্ষীর পাখায় লাগল মুক্তি সাগরের সিক্ত শীকর।

বিরক্ত হয় ধনকুবেররা—কারণ তাদের ইচ্ছা—তিনি শুধু তাদেরই নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করুন।

গর্জ্জে ওঠেন স্বামিজী···আমি কি ক্রীতদাস···আমি কি মোসাহেব।

তারপর আটলান্টিক সাগরের উপকূল থেকে মিসিসিপির তীরে তীরে ছড়াতে লাগলেন অমূল্যরত্ন···বিনামূল্যে।

বড় বড় হলে···ছোট খাট মজলিসে···পার্কে চার্চ্চে সব জায়গায় তিনি জমিয়ে তোলেন। সেদিন তো ডেট্রয়েটের ইউনিটোরিয়ান চার্চ্চ ভরে উঠলো জন সমুদ্রে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনলো সবাই স্বামিজীর বক্তৃতা পাঁচ দিন ধরে। শেষের দিন তো তিনি পৌঁছবার আগেই সেই বিরাট প্রাসাদের বাহির তুয়ার পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। প্রকৃতির ভ্রূকুটী কুটিল কটাক্ষ অগ্রাহ্য করে শুনলো আবাল বৃদ্ধ বনিতা—মনুষ্যের দেবত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ দিনের উদ্দেশ্য জানিয়েছিলেন ডেট্রয়েট নারী সমাজের প্রধানা মিসেস মেরী সি ফানকে—আমার জীবন-স্মৃতিতে পবিত্র পৃথক হয়ে আছে একটি দিন—১৮৯৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ঐ দিন আমি ধর্ম্ম জগতের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শন পাই, শুনি কণ্ঠ নয় বীণা, শব্দ নয় সঙ্গীত—দুবছর পর পাই শিষ্য-রূপে তার চরণ আশ্রয়।"

৩১শে ডিসেম্বর পউচ ম্যানসন ভবনে বক্তৃতা দিলেন। জনতার যেন জোয়ার এল, ব্রহ্মবাক্যে তারা স্তম্ভিত হল। কাগজে কাগজে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য…মুখে মুখে মুখরিত একটি কথা…যা শুনেছিলুম, পড়েছিলুম ইনি তার চেয়েও গুণী, জ্ঞানী…ইনি অনুপম।

*　　*　　*　　*　　*

ভারত ব্রহ্মবিজ্ঞানীর দেশ…ভারত দেবতা গঠনের দেশ…ভারত রত্নখনির দেশ…ভারত জ্যোতির্বিজ্ঞানের দেশ…ভারত শ্রুতি, স্মৃতি, সংহিতার দেশ…ভারত সর্ব্ববিদ্যার দেশ এই কথাই জন-সাধারণের মর্ম্মস্থলে পেঁাছে দেবার জন্য স্বামিজী কৃতসংকল্প…।

…তাই যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বে, পশ্চিমে—চিকাগোয়, আইওয়াসিটি ডিসময়েনিস…সেণ্টলুই, ইণ্ডিয়ানা পোলিস, মোনিয়া পোলিস, বাফেলো আর কত কত জায়গায় দিলেন বক্তৃতা…ভারতের নারী-জাতি হিন্দুদের আচার পদ্ধতি, ভারত কি অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেশ? এইসব।

…তাঁর প্রচার পরিক্রমার নেই বিরাম…নেই বিরতি—যেন আপন লক্ষ্যপথে পথিক ভগবান ভাস্করদেব।

আশ্চর্য্য—উদয়ের আগে অরুণাভা ছড়িয়ে পড়ার মতই, পৌঁছবার আগেই ছড়িয়ে পড়ে তাঁর বাগ্‌বৈভবের খ্যাতি….।

বড় বড় হলে…ছোট খাট গৃহে; সভাসমিতিতে পার্কে চার্চ্চে সব জায়গায় তাঁর সমান ছন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাত্ত কণ্ঠ অপূর্ব্ব মুখশ্রী...রাজোচিত ভঙ্গী...অশ্রুতপূর্ব্ব বাগ্মিতায় সকলেই স্তম্ভিত।

...স্বামিজীর আচার ব্যবহার...তত্ত্বজ্ঞান...আশা আশ্বাসের বাণীতে মুগ্ধ হল শিক্ষিত সভ্যসমাজ।

অনেক অনেক বছর ধরে বহু বিচিত্র মতবাদ শ্রবণে ক্লান্ত ক্লিষ্ট নাগরিকরা যেন নতুন করে হল সঞ্জীবিত।

বেদের মহিমা অপরোক্ষানুভূতি...জীব ব্রহ্মের ঐক্য অদ্বৈত তত্ত্ব শুনে। রুক্ষ মরুভূমিতে যেন দুলে উঠলো এক খণ্ড তৃণাস্তরণ... সবুজের শিহরণ।

ডাকের পর আসে ডাক...

বোষ্টন হতে ব্লাল্টিমোর—চিকাগো হতে নিউইয়র্ক—কতবারই না করেন আসা যাওয়া।

মার্চ্চ যদি কাটলো চিকাগোয় তো এপ্রিল কাটলো নিউইয়র্কে—মে মাসটা কাটল বোষ্টনে, জুন এ ফিরলেন আবার চিকাগোয়। আবার ছুটলেন গ্রীণ একর...

গ্রীণ একর কনফারেন্স...ভাষণ শুনতে জমেছে অগণিত জনতা। যেন দূর দেশ হতে মেলা দেখতে এসেছে দর্শনার্থীরা—কুম্ভ মেলায় এসেছে সব পুণ্যার্থীরা...বিদ্যালয়ে জমেছে বিদ্যার্থী। কিন্তু তারা শুধু শুনে ক্ষান্ত নয়...চায় জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করতে...আঁজলা আঁজলা পান করতে...

তারপর সত্যি দেখা যায়—একগুচ্ছ শীর্ণ পাতার অঞ্জলি নিয়ে আকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষতলে বসেছে বেদান্ত উপনিবেশ, কয়েকটী আগ্রহশীল ছাত্র সম্মিলনে। তাদের একাগ্র মনের দরজা হতে ফিরে ফিরে আসে বুলবুলের ছন্দোময় নিঃশ্বাস।

কিছু দিন পর...

সাঁচীস্তূপে শিলালিপির মত অম্লান অবিনশ্বর স্মৃতিটুকু রেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজী আবার ঘুরতে লাগলেন চিকাগো, নিউইয়র্কে বোষ্টনের আশে পাশে…সমাজ নেতাদের আহ্বানে।…

ক্ষণ বিশ্রামের নেই অবসর—শুধু কর্ম্ম আর কর্ম্ম…স্বামিজীর নিজের ভাষায়, "আমি ক্রমাগত চর্কীতে পাক দিচ্ছি।"

সপ্তাহে হয়ত চৌদ্দটি পনেরোটির বেশী বক্তৃতা দিতে হয়।

এমনি ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্যে কত উন্মুখ দিনে—অবসন্ন তিনি। তাইতো মাঝে মাঝে শরীর মনে এত আচ্ছন্নতা আসে—আসে অক্ষমতা, যে নতুন কিছু বক্তব্য বিষয় আর পাননা খুঁজে… তবে জ্ঞান ভাণ্ডার কি নিঃশেষ হল? ভাবেন,—কি হবে? কাল কি বলব?

…নেমে আসে স্নো হোয়াইট রাত্রি…ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডি-ফ্লোরার বুকে…রাজপথে।

চিন্তার হাত হতে মুক্তির আশায় স্বামিজী নিদ্রাদেবীর চরণে নিলেন আশ্রয়...

সহসা শুনতে পান—কে যেন চীৎকার করে পড়ছে আগামী দিনের বক্তব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি।

কোনদিন বা দূর দূরাগত কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে আসে এগিয়ে শ্রবণ সীমানায়….

কখনও বা এমন হয়—যে তুটী কণ্ঠস্বর অনাগত দিনের বক্তব্য বিষয় নিয়ে করছে আলাপ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক।

এমনি করেই তাঁর লব্ধ হয় কত নতুন কথা, কত নতুন ভাব যা জীবনে শোনেন নি, ভাবেনও নি। সমাপ্তির পথে হারিয়ে যায় রাত্রি।

আশ্চর্য্য—কোন কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন পাশের ঘরের বসতিরা—স্বামিজী কাল গভীর রাত্রে কার সঙ্গে অত চীৎকার করে কি বলছিলেন?

প্রশ্ন এড়িয়ে যান। এই অলৌকিক বক্তৃতা তবে তারাও শুনেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর আসে যোগজ শক্তির বিকাশ···ইচ্ছা করলেই স্পর্শ মাত্রেই—করতে পারেন অপরের জীবন নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তন।

দূর বহুদূরের পটভূমি আসে এগিয়ে নয়ন সম্মুখে ছায়াছবির মতন।

অপরের চেতনার অন্তস্থলে ঘুমিয়ে থাকা ঝড় ঝঞ্ঝা হন অবগত। অনেক সময়ে জিজ্ঞাসুদের মনোভাব বলে দিয়ে করেন সন্দেহের অবসান।

এমন কি—লোকের মুখের দিকে চাইলেই দেখতে পান তার অতীত জীবনের অব্যক্ত অজানিত দিনগুলি।

শক্তির মহিমায় অনেকেই করেন তাঁর চরণতলে আত্মসমর্পণ··· আর অনেকেই, যাদের জীবন পাত্র শুধু ময়লা খাদে পূর্ণ তারা পালায় তার ছায়ার অন্তরালে, ত্রিসীমানার বাইরে—

শুচিস্মিতা এক নরম রোদের কোলে যখন ঝরে পড়ছে সেলান-ডাইন ফুলেরা···উধাও দিগন্তে ডানা মেলছে লিনেট পাখীর দল··· তখন স্বামিজীর ঘরে প্রবেশ করল ধনগর্ব্বী অবিশ্বাসী এক চিকাগো বাসী। একথা সেকথার পর সে স্পষ্টই বল্ল, আচ্ছা মহাশয় না হয় মেনে নিলাম আপনার কথাই সত্যি। এবার প্রমাণ দিন আমার জীবনের অতীত ইতিহাস বলে।

এক মুহূর্ত্ত পর—স্বামিজী তাঁর চোখের তারা দুটি ধনগর্ব্বীর চোখের তারার উপর ধরে তুললেন—কেটে গেল আরো কটী রহস্যময় মুহূর্ত্ত। সে দৃষ্টিতে ছিলনা কোন কঠোরতা, মাদকতা—তবু সেই অবিশ্বাসীর মনে হল এক অপরাজেয়···অপ্রতিহত শক্তি যেন তাঁর অন্তর ভেদ করতে সমর্থ—সে ভীত হল—চঞ্চল হল—সহসা চীৎকার করে উঠলো—স্বামিজী একি করছেন—আমার অন্তরের গোপন রহস্য কেন বার করছেন—কেন দেখছেন? তারপর সে এক রকম ছুটেই পালাল স্বামিজীর সান্নিধ্য হতে···দূরে অতি দূরে···। আর বিশ্বাস করতে বাধ্য হল যোগশক্তি যোগশক্তির বিলাস শিখরে জাগা আর একটি ঘটনা—একটি চঞ্চল আদরে ধৈর্য্যের পৈঠা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি উৎকণ্ঠিত জীবনে আকুল প্রশান্তি—সহসা সেদিন মানসিক অবসাদে ম্রিয়মান—দুর্ব্বল—প্রসিদ্ধ গায়িকা ম্যাডাম কাল্‌ভে এসে দাঁড়ালেন কৌতূহল ভরা দুটি নীল নয়নে।

ভারতীয় ভঙ্গিতে বসা নতদৃষ্টি স্বামিজীর পানে চেয়ে কেটে গেল কয়েকটি অবজ্ঞেয় অবিশ্বাস ভরা মুহূর্ত্ত।

সহসা করুণা-কাতর সন্ন্যাসী বলেন,—বৎসে, তোমার মন উৎকণ্ঠিত, চঞ্চল—। শান্ত হও, মানসিক প্রশান্তির প্রথমে প্রয়োজন। বেজে উঠলো একটি করো বাহারের ঝঙ্কার—যার নাম পর্য্যন্ত জানা নেই—তার গহন ব্যথা কার কাছ হতে জানলেন স্বামিজী?

কারো কাছে শুনতে হবে, এমন কি কথা আছে? আমি তোমার হৃদয়—বইয়ের মত পাঠ করলুম—

বিদায়কালে আবার সান্ত্বনা—গত বিষয় ভুলতে চেষ্টা কর—স্বাস্থ্য রক্ষা কর—দুখের কারণগুলি নীরবে হৃদয়ে বহন করো না—চিত্তকে প্রফুল্ল রাখ।

মিঃ এক্সের বাড়ীতে অতিথি আদরে কেটে যাওয়া দিনগুলির মাঝে জাগে একটি স্মরণীয় ক্ষণ। সেদিন গৃহস্বামীর ব্যবসায়ী বন্ধু জন, ডি, রকফেলার সহসা এসে উপস্থিত। সবাইকে স্তম্ভিত করে সেই ধনগর্ব্বী খানসামার সঙ্গে সোজা চলে গেল স্বামিজীর ঘরে।—

অধ্যয়নরত স্বামিজী কিন্তু নত নেত্রেই রইলেন নীরবে—

হঠাৎ তিনি সুরু করলেন রকফেলারের অতীত ইতিহাস। আর এও জানালেন, যে অর্থ তিনি অপচয় করেছেন সে অর্থে তার অধিকার নেই—তিনি মাধ্যম মাত্র। এখন ঐ অর্থ জগতের কল্যাণের জন্য দান করা উচিত—ভগবান তাঁকে অর্থ দিয়েছেন কেবল লোককে সাহায্য করার সুযোগ পাবার জন্য।

উত্তেজিত বিরক্ত রকফেলার গুড্‌বাইটুকুও না বলেই চলে গেল।

কিন্তু সূর্য্যের সাতটি প্রদক্ষিণ লীলা শেষ হতে না হতেই তেমনি করেই আগমন সংবাদ না দিয়েই প্রবেশ করলো স্বামিজীর ঘরে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক সেদিনের মত অধ্যয়ন রত স্বামিজীর দিকে একটি কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বল্ল এবার নিশ্চয় আপনি আমায় ধন্যবাদ দেবেন।

নিস্তব্ধ নিশ্চল স্বামিজী। গম্ভীরভাবে দানপত্রের কাগজখানা পড়েই বল্লেন—আমাকেই তো আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত—

সত্যই পরিবর্তন ঘটল মনের—জনহিত কল্পে খুলে গেল এতদিনের রূঢ় রুদ্ধ হৃদয়—

জানিনা কি শান্তি পেল সে মহাভাগ্যবান—তর্ক মুখর ভক্ত গুড্‌উইনকেও তার অতীত ইতিহাস পাঠ করে ক্ষান্ত করতে হয়েছিল…।

ভাবেন স্বামিজী,—হায়, শ্রীঠাকুর বলেছেন,—অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না, আবার কিছু যোগশক্তির প্রকাশ না থাকলে সাধারণে উত্তম সাধু বলে মানেও না—একি বিধি বিড়ম্বনা—

নিশার তটপ্রান্তে উষার তরঙ্গাঘাতে কেটে চলে দিন, কাটে সপ্তাহ—

ম্যানসন ভবনে তাঁর বক্তৃতা শুনে স্তম্ভিত হয়েছে যত গুণী জ্ঞানী, মান যশের সিন্ধু ভৈরবী বেজেই চলেছে…বক্তৃতা কোম্পানীর নাগপাশ হতে হয়েছেন বিচ্ছিন্ন—কিন্তু তবু মনে নেই শান্তি—নেই তুষ্টির প্রসাদ…তবে কি পরিব্রাজক জীবনের মুক্ত দিনগুলির স্বর্ণালী স্মৃতি হাতছানি দিয়ে ডাকছে…

নির্বেদের মন্ত্র কি তবে কর্মের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে বারণ করেছে ?

নাঃ তাও নয়—তবে ?

ভাবতে ভাবতে কেটে যায় কত আইভি সন্ধ্যা—কত ব্ল্যাক প্রিন্স রাত্রি—

সহসা একদিন এ চিন্তার হল ক্ষয়, হল পরিসমাপ্তি…মনে হল জয়ধ্বনির সুরচ্ছায়ায় শুধু আসন পাতলে হবে না সাগর পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসার উদ্দেশ্য সফল। দিকে দিকে তুলতে হবে ঋষিকণ্ঠের আদি নিনাদ…গড়তে হবে বেদ বিদ্যালয়—

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী, ইতিহাসের পাতায় এক নতুন অধ্যায়…

সৃষ্টির আনন্দ-উচ্ছল এক কিরণ্ময় ক্ষণে, জড়বাদের কঠিন বুকের উপর গড়ে উঠল আত্মজ্ঞানের সৌধ—বেদান্ত কেন্দ্র—। সিন্ধুর তীরে আবার জ্বলে উঠলো শতদ্রুর জ্ঞানযজ্ঞের শিখা—

বাদরায়ন সূত্রের 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'…জন্মাদ্যস্য যতঃ, প্রতিধ্বনিতে আকাশে বাতাসে এল বিশুদ্ধি…। ব্রুকলিন…গ্রীন একর—আরো দূর দূরান্ত থেকে আসে বিমুগ্ধ জনতা বিনামূল্যে অমূল্য সম্পদ কুড়াতে। চলতে থাকে ধারাবাহিক ভাবে রাজযোগ জ্ঞানযোগের শিক্ষা।

নাই বা থাকল ঘরের বিশালতা…নাই বা থাকল বসবার চেয়ার…ছিল তত্ত্বপিপাসুদের ঐকান্তিক মন…ছিল নব জন্ম রচনার ঊর্দ্ধ পিপাসা।

প্রজ্ঞাপ্রবীণ সাধুর পদতলে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের এই আসরের নাম ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে…ভারতীয়দের মত হাঁটু মুড়ে বসেও তাদের আর স্থান সংকুলান হয় না—

যেদিন থাকে রাজযোগের ক্লাস—ভেঙে আসে যত নাগরিক…

কিরণ-সম্পাতে বিগলিত গঙ্গোত্রীর ঢেউএর মত…

শুধু শ্রবণে তারা আর তৃপ্ত নয়—মন চায় উপলব্ধি করতে…চায় ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন করতে…তাই কেউ কেউ দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পালন করতে থাকে যোগ শিক্ষার নিয়মাবলী…সাত্ত্বিক আহার…

ব্রহ্মচর্য ব্রত…তিতিক্ষার অভ্যাস…

এমনি কতদিনও যায়, ধ্যান শিক্ষা দিতে দিতে ধ্যাতা ধ্যেয় হয়ে গেছে একাকার…যেখানে শুধু বোধে বোধ…

আর তন্ময় হয়ে দেখেছে—তারা তাদের প্রিয় আচার্য্যের নিথর …নিস্পন্দ…জ্যোতি হিল্লোলে গড়া তনু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'টি সংযত মনের যুক্ত আহার বিহারের চেষ্টায়—উপলব্ধি লাভের তৃষ্ণায়—শান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থানটি যেন একটি ছোট্ট মঠের বিভ্রম সৃজন করল।

তারপর তুষার শুভ্রতায়—স্তব্ধ ব্যাকুলতায় কেটে গেল মার্চ··· এপ্রিল···মে।

জুনের মাঝামাঝি প্রকাশিত হল বক্তৃতার যোগাযোগ শৈলীতে গ্রথিত রাজযোগ গ্রন্থ।

তিমির হরণ সূর্যরশ্মির মত ছড়িয়ে পড়ল তার যশ খ্যাতি···

এই একখানি বই তার প্রচার কার্যের সব বাধা করল অপসারিত। নাট্যের প্রথম দৃশ্যেই যেন দর্শকের সহর্ষ করতালি···

ছুচার দিনেই ফুরিয়ে যায় প্রথম সংস্করণ···কয়েকটী সপ্তাহেই হয় প্রয়োজন তিনটি সংস্করণের···

পাশ্চাত্যের উদ্দাম প্রাণবহ্নিতে ফেনিয়ে উঠল প্রতীচীর শ্রুতি বেদান্ত শিক্ষা।

ছুটে এল বৈজ্ঞানিক···ছুটে এল দার্শনিক···ছুটে আসতে বাধ্য হলেন জগৎবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত প্রফেসর জেমস্।

রাজযোগের মধ্যে মনস্তত্ত্বের গভীর যুক্তিপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ্ মনস্তাত্ত্বিককে মুগ্ধ করল···আনল টেনে স্বামিজীকে সাক্ষী পথে—জহুরী যে জহরই খোঁজে···ক্ষেপা খোঁজে পরশমণি। কত কথা কত আলাপ···শেষে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

নিউইয়র্কের ধনী মিষ্টার আর মিসেস্ ফ্রান্সিস্ লেগেট এল চরণ তলে আশ্রয় নিতে···ডিক্‌সন সোসাইটীর মেম্বাররা এল হিন্দুর আদর্শে জীবন গঠন করতে।

দীক্ষিত হতে এলেন মিসেস ওলিবুল, ডাক্তার এলেন ডি, ডাক্তার ষ্ট্রীট, প্রফেসর ওয়েম্যান, রাইট, জোসেকিন্ ম্যাকল্যাউড, ম্যাডাম মেরী লুইস, ডাক্তার ম্যাওস বার্গ।

কি কঠোর পরিশ্রমেই না দিন যায়···ভিন্ন ধর্ম—ভিন্ন মত···ভিন্ন আচার ব্যবহারের মধ্যে বৈরাগ্যময় হিন্দুধর্ম্মের প্রচার। সকলেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় পাত্র সমভাবে পূর্ণ করা। একটী বন্দরে যেন পৃথিবীর ভীড়,—একটী যজ্ঞে যেন সব দেবতার ছবি।

ভাবেন স্বামিজী কর্ম্মের শেষ নেই....নেই বিরতি···হয়ত জীবনই যাবে। তা যাক্—একটি জীবনের পরিবর্ত্তেই না হয় ভোগের মোহান্ধকারেই জেগে উঠুক হিরণ্যগর্ভের জ্যোতিঘন মুখশ্রী··· মরুবালুতে জেগে উঠুক জীবন রক্তে রঞ্জিত রক্ত গোলাপ। জানুক তারা—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

অনেক মানুষের অবিরাম পদধ্বনিতে—অনেক মানুষের হৃদয় স্পন্দনে অনেক মানুষের অশান্ত কলরবে অনেক বাধা বিপত্তির মাঝে কেটে গেল দুটি যাযাবর বছর।

শ্রান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে শরীর—মন—আর বুঝি পারা যায় না—পাখী খোঁজে নিরালা কোণ।

শৈল সানুতলে এক সুন্দর মনোরম কুটীর, নাম 'সহস্র দ্বীপোদ্যান'। স্বামিজী এসে উঠেছেন বিশ্রামের আশায়···সঙ্গে মাত্র কয়েকটি শিষ্য, সেই নির্জন পাহাড়ের নীচে প্রমূর্ত্তা বনশ্রীতে বাড়ী-খানি যেন তপোবনের বিভ্রম জাগায়।

মাথার ওপর নীল-আকাশ—পায়ের নীচে কলহাসিনী সেণ্ট-লরেন্স নদী—মাঝে দ্বীপের বক্ষলগ্ন শ্যাম সবুজ।

লোকপ্রদীপ আদিত্যের স্পর্শে ঝরে যাওয়া নীহারের মত ঝরে পড়ল স্বামিজীর অবসাদ আচ্ছন্নতা। শরীর বেশ হাল্কা হল—কিন্তু মনে এল চিন্তার চঞ্চলতা। খুঁজছেন ভবিষ্যত কর্ম্ম-প্রণালীর সিদ্ধান্ত—অন্তর সংজ্ঞার আদেশ—প্রেরণা—

তাই হল—দ্বিধা দুর্ব্বল আলোর পাশে শুকতারার হাসির মত একদিন মনে জাগল প্রভাত প্রসন্নতা। আর বক্তৃতা নয়—এবার গড়তে হবে প্রচার কার্য্যের মহাকর্ম্মী—আত্মযজ্ঞের ঋত্বিক। চলতে থাকে ধ্যান, জপ, সাধন, নিয়মিত ক্লাসে গীতা—বেদান্ত সূত্র—নারদ ভক্তি সূত্র—সেণ্ট জন গলপ স—কেন—কঠ—ছান্দোগ্য—বৃহদারণ্যক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদের ব্যাখ্যা—অমূল্য উপদেশামৃত—যা দিয়ে রচনা হয়েছিল ইন্‌স্পায়ার্ড টক্‌স—বাংলা অনুবাদে যার নাম দেববাণী।

তটিনী বনসৈকতে গুরুশিষ্যের এই দিনগুলি ছিল মধুর মধুরোজ্জ্বলা—

এইখানেই একদিন নতুন করে উপলব্ধি হল নির্ব্বিকল্প সমাধি—এইখানেই কয়েক জনের হল অভীমন্ত্রে দীক্ষা—ব্রহ্মচর্য্য—সন্ন্যাস। এখানেই রচিত হয়েছিল সন্ন্যাসীর গীতি।

এই সাতটি সপ্তাহের আনন্দানুভূতি যেন মনের দেউড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিয়ে যেত উচ্চ অতীন্দ্রিয় মহলে—যেখানে জগতের বোধ যায় মুছে।

ধর্ম্মানুভূতির কথা শুনতে শুনতে কখন যে নিদহারা চাঁদ ঘুমে ঢুলে পড়ত—জানতে পারত না গুরু-শিষ্য।

কখনও সঙ্কীর্ণ বারান্দায় পাদ-চারণশীল স্বামিজীর মন উন্মুক্ত—উদার সীমাহীন ভাব সমুদ্রে সন্তরণ করতো—কখন যেন নিজের সঙ্গে নিজেই করতেন আলাপ, প্রশ্ন, উত্তর—মূল্যবান তত্ত্ব-আলোচনা—আর শিষ্যেরা থাকত নিরুদ্ধ নিশ্বাসে। কখনও প্রাচীন আর্য্যদের পৌরাণিক গল্প ভাণ্ডার উজার করতেন সরস রস ভঙ্গে—দেখিয়ে দিতেন তার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া দর্শন—তত্ত্ব।

লিখেছিলেন এস, ই, ওয়াল্ডো—এ রকম আচার্য্য লাভের ভাগ্য আর কোন ছাত্রমণ্ডলীর হয়েছে কিনা সন্দেহ।

একটী স্কাইলার্ক গোধূলির রক্ত রাগ মুছতে না মুছতে এসে পড়ে আর একটী নীলাভ নিথর রাত্রি—চৈতালি হাওয়ার ঝাপটায় একটি গাছের পাতা ঝরতে না ঝরতে আর একটি শাখায় জন্মায় নব পত্রালি। এমনি করেই এসে পড়ে ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্ম—আর জমতে লাগলো একটী দুটি করে অনুরাগীর দল। বর্ষণ মন্ত্রিত অন্ধকার দিন রাত্রির অনেক পথ অতিক্রম করে সেদিন এসে পড়লেন মিস এম, সি, ফাঙ্কি—দর্শনানন্দে সমস্ত শ্রম ভুললেন—তার সঙ্গে ভুললেন তাঁর নির্জন বাসের শান্তি ভঙ্গ অপরাধের জন্য সাজিয়ে আনা কথামালা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ বল্লেন—"আমরা ডেট্রয়েট থেকে আসছি" আর কেউ বল্লেন —"আজ ভগবান ঈশা বর্ত্তমান থাকলে তাঁর কাছে যেমন করে আমরা যেতাম—উপদেশ ভিক্ষা করতাম—আপনার নিকট আমরা তেমনি করেই এসেছি"।

অমৃতবর্ষী নয়নে একবার দৃষ্টিপাত করে স্বামিজী দিলেন উত্তর —শুধু যদি ভগবান্ খৃষ্টের মত এক মুহূর্ত্তে তোমাদের মুক্ত করবার ক্ষমতা থাকতো!

ব্রহ্মকে যিনি করামলকবৎ দেখেন—সন্তান বাৎসল্যে যিনি উৎকণ্ঠিত—হৃদয়ে যার প্রেমের মন্দাকিনী—বাইরে যার জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য—সর্ব্বভূতে যিনি সম—উদাসীনতা যার ধর্ম্ম—রূপে যিনি চন্দ্রচূড়—তাঁরই সদা সন্নিধানে কেটে চলে জীবনের শ্রেয়তম দিনগুলি।

কিন্তু এই ডেইজি ডেফোডিলের রূপরম্য উপবনে—লরেন্সের তরঙ্গ সঙ্গীতে—সমুদ্র পাখীর ডানা ঝাপটায় বিশ্রামবাস বেশীদিন টিকলো না। এল ইংলণ্ড যাবার জন্য সানুনয় আহ্বান—এল হৃদয় ভরা মিনতি—মিস্ হেনরিয়েটা—মিঃ ই, টি, ষ্টার্ডির কাছ থেকে।

এলেন নিউইয়র্ক—আবার প্রচার—কর্ম্মী জাতি তারা, উৎসাহী তারা, হেলায় তো হারাতে দিতে পারে না অমূল্য সম্পদ, খুঁজতে থাকে লিপিকার—এল দুচার জন কিন্তু বিরাম বিরতিহীন শ্রাবণ ধারার মত বক্তৃতা লিখে যেতে তারা অক্ষম—সব শেষে এল একজন—অর্থ সামর্থ্য, জীবন জনম, সব বিকিয়ে দিয়ে সে হল স্বামিজীর নিত্য সঙ্গী—

অপূর্ব্ব যোগাযোগ—যেন গৌতমের পাশে এল আনন্দ—শঙ্করের পদপ্রান্তে এল পদ্মপাদ—। সারাটা দিন অদ্ভুত দ্রুতগতিতে বক্তৃতা লিখে সারা রাত টাইপ করে ভোরে দিয়ে আসে প্রেসে।

তারপর প্রচার কার্য্যের ভার অভয়ানন্দ—কৃপানন্দ—আর হরিদাসীর উপর সমর্পণ করে—জনৈক বন্ধু ধনকুবেরের সঙ্গে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাত্রা করলেন—নিউইয়র্ক থেকে ফ্রান্স—প্যারী হয়ে ইংলণ্ডের অভিমুখে।

* * *

সফেন জলহাসিনী সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে লণ্ডনমুখী জাহাজ…দেখছেন স্বামিজী…সুর্য্যের সঙ্গে ঢেউ-এর লুকোচুরি…দেখছেন সিন্ধু শকুনের নীলান্ত পাড়ি…অনুভব করছেন বাতাসের শীকর সিক্ত ভারী নিঃশ্বাস।

সহসা পলাতকা মন এল ফিরে—উত্তাল ঢেউগুলো যেন মনের বৃন্তে আঘাত করল…ললাট ললামে সৃজন হল কঠিন উপশিরা…কোথায় যাচ্ছি ?

যার কাছে ভারত হারিয়েছে স্বাধীনতার মূল্য—সেই রাজ্য-লোলুপ সর্ব্বগ্রাসী দেশে ? আর তারাও কি অধীন ভারতের সন্ন্যাসীকে প্রীতির চোখে দেখবে ? কিন্তু নিমন্ত্রণ উপক্ষো করাও তো ভদ্রতা নয়…

জাহাজ নোঙর করল—দ্বিধাদিগ্ধ মনে প্রবেশ করলেন স্বামিজী ইংলণ্ডে…। চাইলেন সর্ব্বজ্ঞ দৃষ্টি মেলে…মিশলেন ধনী দরিদ্র সবার সঙ্গে—

ভ্রান্ত ধারণা হল অপসারিত—দেখলেন—তারা সংযত, শিক্ষিত, কর্ম্মী, তারা ভাবাবেগহীন—উদ্যমশীল—তারা গুণীর গুণগান করতে পঞ্চমুখ। মনের উৎসাহ এল ফিরে…চোখের কনীনিকায় ঝরল আনন্দদীপ্তি।

প্রভাতে প্রশ্নোত্তর…দ্বিপ্রহরে বক্তৃতার মধ্যে চলে প্রচারকার্য্য আর তেমনি ভীড়।

তারপর তিনি পিকাডেলী প্রিন্সেস হলে হাজার হাজার জনতার সামনে জ্ঞানের মণিমঞ্জুষা খুলে উজার করলেন…কেউ বাদ গেলনা—সহর্ষে কুড়ালো যত জ্ঞানার্থীর দল। সেই আত্মজ্ঞান তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হল জনসাধারণ…মুগ্ধ হল বিশিষ্ট জন, ক্লাব সোসাইটি …মুখর হল সংবাদপত্রগুলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দি ষ্টাণ্ডার্ড জানাল—রামমোহন, কেশবকে বাদ দিলে প্রিন্সেস হলে ভারতীয় হিন্দুর মত কোন শক্তিশালী বক্তা ইংলণ্ডের মঞ্চে অবতীর্ণ হননি। তাঁর স্মারক লিপিহীন বক্তৃতায় ছিল অগাধ ছন্দ…কণ্ঠে ছিল মিষ্টতা আর দ্বিধাহীন গতি…ভাষায় ছিল নির্ম্মম সত্যতা। বোঝালেন আমাদের কারখানা, ইঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, পুঁথি পড়ায় মানুষ কতদূর উন্নত হয়েছে—আর কতদূর উন্নত হয়েছে বুদ্ধ, যীশুর অমৃতময় বাণীতে।

দি লণ্ডন ডেইলি ক্রনিক্যাল জানায়—বিবেকানন্দের মুখে যেন বুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া…তিনি কঠিন কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন আমাদের বণিক সমৃদ্ধি, শোণিত লোলুপ যুদ্ধ আমাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে…

এও জানালেন, আমার দূরদৃষ্টিক্ষম চোখে জাগছে, পাশ্চাত্য একটি বিরাট আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত—মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী…

লণ্ডনের শান্ত, সংযত, শৃঙ্খলিত হৃদয়ে জাগলো তুফান…ঝঞ্ঝা। সাইক্লোনিক হিন্দু বলে অভিবাদন করল—আভিজাত্যের সিংহদরজা খুলে ভক্তিনম্র হৃদয় বেদীতে তাঁকে বসাল। কেটে গেল মাসাবধি কাল…

ইংলণ্ড আত্মপ্রবঞ্চনা জানেনা…তাই তেমনি আগ্রহ নিয়ে তাঁকে ঘিরে ঘিরে থাকে…তেমনি একান্ত আগ্রহে তাকিয়ে থাকে সাইক্লোনিক হিন্দুর পানে…তেমনি আগ্রহে শুনতে থাকে তাঁর মর্ম্মস্পর্শী বাণী…আত্মতত্ত্ব…

সমুদ্রের জল তরঙ্গে এখন শুধু স্বামিজীর গুণকীর্ত্তন…উদয় অস্তের রক্তরাগে এখন শুধু স্বামিজীর সাতরঙ্গা ছবি…

* * *

ওয়েষ্ট এণ্ডের বৈঠকখানা সভায় জমেছে, উন্মুখ উদগ্রীব শ্রোতার দল। কিন্তু স্বামিজী মৌন গম্ভীর…কেটে গেল বহুক্ষণ। ট্রেউলি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদের কণ্ঠ কাকলী আবার সমে ফিরে এল—শেষরশ্মিতে রাঙা খণ্ড মেঘগুলি ভেসে ভেসে চলে গেল ···এল নীলাম্বর নিশা···

অস্ফুটে তু একবার শিব শিব বলে স্বামিজী আবার হলেন নীরব···

এ রহস্যের কেউ তল পায়না। ধ্যান ভাঙ্গাতে কেউ সাহস করেনা....এযে অতলান্ত গভীর...অচলায়ত মহাযোগী—কেটে যায় আরো কিছুক্ষণ···

একটি সুগভীর নিঃশ্বাস ফেলে স্বামিজী ধরলেন অপূর্ব্ব সঙ্গীত··· শুনছে সকলে....শুনছে নবাগত মহিলা মিস মার্গারেট নোবেল।

মার্গারেট নোবেল বিত্বষী···শিক্ষয়িত্রী···কুমারী....। একটি অনাঘ্রাতা রজনীগন্ধা গুচ্ছ। ভাবেন এইতো প্রথম দর্শন....কিন্তু মনে হয় যেন চিরচেনা···যেন জন্মজন্মান্তরের পরম আত্মীয়।

এক অকথিত ভাব ভাষা হৃদয় তুয়ারে আছড়ে পড়ে। প্রাণ বুঝলেও মন বোঝেনা—ওঠে দ্বন্দ্বের ঝড়—

তিনি আইরিশ তুহিতা, দৃঢ়চেতা—অভিভূত হবার পাত্রী নন। আবার ভুলতেও পারেন না—একি জ্বালা একি বিড়ম্বনা!

আসা যাওয়া চলতে থাকে রোজই—বক্তৃতা শোনেন আর ভাবেন—এই আত্মার গুণগান শুনেছি যেন কোথায়? এই করুণাচল অরুণিত আঁখি যেন কতবার—কতদিন দেখেছি। মনের উদ্বেগ দমন করতে কোন কোনদিন বাইরে হয়ে ওঠেন অশান্ত—অধৈর্য্য—করেন বাদ প্রতিবাদ—যেমন মেঘ ওড়াতে আসে বৈশাখী বাতাসের তাণ্ডব। সেই অপরাজয়ের কাছে পরাজয় তার হয়ই—মনে হয় এ পরাজয় যেন তার কাম্য···এ পরাজয়ে যেন তার শান্তি—

শেষে মনের শপথে এল শৈথিল্য—বুকের কাঁপনে এল ধৈর্য্য—।

একদিন গুরু বলে, আচার্য্য ব'লে লুটিয়ে পড়লেন স্বামিজীর পদপ্রান্তে—যেন শঙ্করের পায়ে লুটিয়ে পড়ল ধুতুরা ধবল এক ঝলক জ্যোতি—।

ওদিকে আমেরিকার ভক্তেরা গুরু-বিরহে হল চঞ্চল···হল উদ্বেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বার বার জানায় ফিরে আসার মিনতি....আর সমস্ত ব্যয়ভার বহনের স্বীকৃতি নিয়ে বোষ্টন থেকে আসে এক পত্র—

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ—জয় লীলাময়—তোমার ইচ্ছা হোক পূর্ণ। বিষণ্ণ ব্যথাতুর লণ্ডনবাসীকে একটী সমিতি গঠন করে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও অপর হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মিত আলোচনার উপদেশ দিয়ে—আবার ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বামিজী হলেন আমেরিকার পথযাত্রী—এসেছিলেন দ্বিধাখিন্ন ভারাক্রান্ত মনে—ফিরে চল্লেন সানন্দ সুখে—সহজ ভঙ্গীতে—।

লিখেছিলেন এক আশিস্ লিপি—ইংলণ্ডে আমার প্রচার কার্য্যের প্রতিষ্ঠা দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি ; উল্লসিত হয়েছি—তোমরা এও জেনো, আমার বিশ্বাস আমা বিহনে প্রচার কার্য্য স্থগিত থাকবে না—প্রভুই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমাকে যন্ত্র করে তিনি তাঁর কাজ করছেন।

অতিক্রান্ত নিশায় ছড়িয়ে পড়া মুঠো মুঠো রক্তরশ্মির মত স্বামিজী আবার এসে দাঁড়ালেন নিউইয়র্কে—তাঁর আয়ত আঁখি খুশিতে ঝলমল করে উঠলো—বাফেলো ও ডেট্রয়েটে শিষ্যদের গড়া বেদান্তের নবতম কেন্দ্র দেখে।

দ্বিগুণ উৎসাহে আবার চলল প্রচার কার্য্য—দেড়শো টাকায় দুখানি বিরাট হল ভাড়া করে চলতে থাকে নিয়মিত ক্লাস—প্রতি সপ্তাহে ১৭টি—এবার কর্ম্মযোগ।

শত শত ছাত্রেরা সহজ স্বাচ্ছন্দে শুনতে থাকে ধর্ম্মের আবশ্যকতা ...সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের আদর্শ।

জনপ্রিয় বক্তা রবার্ট ইংগার সোল—সাহিত্য দর্শনে সুপণ্ডিত। ভোগবাদী সন্দেহবাদী—উপাসনা, ঈশ্বর, ভাব তার উপহাসের বিষয় আর স্বামিজী উদার সংযমী বৈদান্তিক ধর্ম্মপ্রচারক। দুটী বিপরীত ধর্ম্মী, কিন্তু বন্ধুত্বে উচ্ছল।

সেদিন কথায় কথায় ভোগবাদী বন্ধু বললেন, জগৎটা কমলা-লেবুর মত, যতদূর পারা যায় তার রস নিঙরিয়ে পান করা উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরলোক বলে যখন কিছু আছে তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাচ্ছিনে তখন ইহজীবনটাকেও একটা মিথ্যা আশায় বঞ্চনা করে কোন লাভ নেই। কে জানে কবে মৃত্যু হবে। অতএব যতটা সাধ্য তৎপরতার সঙ্গে জগৎটাকে উপভোগ করা উচিত।

স্বামিজী হেসে দিলেন উত্তর,—কিন্তু জগৎরূপা কমলালেবুর রস বার করবার প্রণালী আমিই ভাল রকম জানি। আর রসও পেয়ে থাকি বেশী। কারণ আমি জানি আমার মৃত্যু নেই অতএব তাড়াতাড়ি নেই। তাছাড়া আমার স্ত্রী-পুত্রাদি কোন বন্ধন নেই, তাই নিশ্চিন্ত···নিরুদ্বেগে রস পান করি। আমার কাছে জগতের সকল মানুষই সমান ভালবাসার পাত্র···কারণ সকলকেই আমি ঈশ্বর স্বরূপ বলে জানি। ভাব দেখি মানুষকে ভগবান দেখে আমি কত আনন্দ পাই। তুমি আমার প্রণালী অনুসারে এই জগৎরূপ কমলালেবুর রস নিঙরাতে আরম্ভ কর দেখবে—আরো সহস্র রস পাবে—এক ফোঁটাও বাদ যাবেনা।

একটি অস্বচ্ছ পর্দ্দার যেন অপসারণ হলো—মুগ্ধ ইংগার সোলের মনে আত্মসমর্পণের সুর বেজে উঠলো। কিন্তু এমন ভাগ্যবান তো সকলে নয়। মনে পড়ে লণ্ডনের ঘটনা—

শ্রদ্ধা-মুগ্ধ এক সভামঞ্চে ধ্বনিত হল সপ্রশ্ন একটি কণ্ঠ—মহাশয়, ভারতবর্ষ কি করিয়াছে? তাহারা এ পর্য্যন্ত একটি দেশও জয় করিতে পারে নি।

জলদ কণ্ঠে দিলেন উত্তর স্বামিজী,—পারে নাই নয়, করে নাই। আর সেই তো হিন্দুজাতির গৌরব যে, তারা মাতা ধরিত্রীর রক্তস্নাত রূপ দেখতে ভালবাসে না। ধনের জন্যে কেন তারা পরদেশ অধিকার করবে? ভগবান ভারতকে দাতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা জগতের ধর্ম্মগুরু, তারা দস্যু নয়··· এই জন্যই তো আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবে গৌরবান্বিত··· সভাস্থল নির্ব্বাক, নিথর। প্রশ্নের প্রভঞ্জন কাটাবার জন্য স্বামিজীকে সর্ব্বদা থাকতে হয় তৈরী। সহসা একদিন প্রশ্ন হল—ধর্ম্মদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে যদি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এতই ব্যগ্র তবে কেন তারা এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করতে আসেন নি ?

কয়েকটি উৎগ্রীব উৎকর্ণ মুহূর্ত্তের পর স্বামিজী মৃদু হেসে দিলেন উত্তর, তখন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ব্বর ছিলেন—গিরিগুহায় বাস করতেন। অরণ্যে কি ধর্ম্ম প্রচার চলে ?

তারা প্রতিশোধের সুযোগ পেল। বলে,—স্বামিজী আপনি তো খৃষ্টান নন্ তবে খৃষ্ট ধর্ম্মের আদর্শ আপনি কি বোঝেন ? যে খৃষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

প্রশ্নকর্ত্তার বিদ্রূপ-বিষ-চোখের পানে তাকিয়ে বলে ওঠেন স্বামিজী,—তিনি একজন প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসী, আমিও প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসী। বরং পাশ্চাত্ত্য তাকে ঠিক নিতে পারেনি। তিনি কি বলেননি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর। লাজে অপমানে নীরবে নিঃশব্দে সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রশ্নকর্ত্তা।

দেখতে দেখতে পপ্‌লার আর অলিভের বন কাঁপিয়ে এসে দাঁড়ালো খৃষ্টমাস—মেতে উঠলো আনন্দ মুখর শিশু, তরুণ, বৃদ্ধ।

এমন সময় ডাক এলো বোষ্টন থেকে ওলিবুলের···সাদরে মেনে নিলেন স্বামিজী নিমন্ত্রণ।

সেদিন ভারতীয় নারীর আদর্শ শুনে মহিলারা চমকে উঠল। তাদের প্রাণ আনন্দে এতদূর উচ্ছল হলো যে তারা স্বামিজীকে লুকিয়ে একখানা সুদীর্ঘ পত্র আর ভার্জ্জিন মেরীর কোলে বালক যীশুর একটি ছবি পাঠলো দেবী ভুবনেশ্বরীর নামে কলকাতার ডাকে।

"আজ খৃষ্টের জন্মদিন, খৃষ্টকে স্মরণ করেই আজ চারিদিকে আনন্দের প্রবাহ। এমন পুণ্যদিনে আপনার পুত্রকে আমরা নিকটে পেয়েছি। কয়েকদিন আগে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, এখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কল্যাণার্থে যদি কিছু করতে সক্ষম হয়েছি জানবে তা আমার জননীর একান্ত আশীর্ব্বাদ। সে কথা শুনে আমাদের মনে হল আপনাকে অর্চ্চনা করলে দিব্যশক্তি লাভ হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে পুণ্যচরিতে—আপনার চরিত্র আপনার পুত্রের উপর প্রতিফলিত। তাই আমরা আপনাকে সকলে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।”

তারপর ফিরে এলেন নিউইয়র্ক।

আবার অবিশ্রান্ত বক্তৃতা···কত আকুল জিজ্ঞাসা—কত আধ্যাত্মিক ক্ষুধা—কত জ্ঞানের পিয়াসা—সবই মেটাতে লাগলেন তিনি। ব্রুকলিন তত্ত্ববোধিনী সভায়, কি সাধারণ চার্চ্চে যেখানেই বক্তৃতা হয় সেখানেই ভিড়ের অন্ত নেই। এমন কি হার্ডমান হলেও জনতা দাঁড়িয়ে শুনছে।

তাঁর নতুন নামকরণ হলো ‘Lightning orator’।

ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে দিন দিন। শেষে এখানে সংকুলান হবে না জেনে Masidon Square Garden নামে এক বৃহৎ হল ঠিক করা হ’ল ভাড়ায় যাতে নাকি দেড় হাজার জন এক সঙ্গে বসতে পারে। কিন্তু এখানেও দাঁড়িয়ে শুনলো অনেকেই ভক্তি যোগ—কোথা দিয়ে কাটে দু দুটি ঘণ্টা···শ্রোতারা কোনদিন ভুলতেই পারে না—মানবাত্মার স্বরূপ···মদীয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস!

তারপর—তত্ত্ববোধিনী সভায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা শুনে কাগজে কাগজে হৈ হৈ ব্যাপার······

‘দি হার্টফোর্ড ডেলী টাইমস্’ লিখলো—এর কথাবার্ত্তা আজকালকার নাম সর্ব্বস্ব খৃষ্টানদের মত নয় বরং অনেকটা খৃষ্টের মত। তার উদার ভাব, সকল ধর্ম্ম ও সকল জাতকে আলিঙ্গন করতে সদা প্রস্তুত।

···তিনি চমৎকার ইংরাজী বলেন, আর উচ্চারণের ধরণ এমনই যে, তাতে যেন কথাগুলি আরো মধুর বোধ হয়।

এর পর······ব্রুকলিনের কয়েকটি বক্তৃতাতে সর্ব্বত্র একটা উৎসাহের বন্যা বইতে লাগল আনন্দে। ‘দি নিউইয়র্ক হেরল’ পড়ে সবাই স্তম্ভিত হল, স্বামী বিবেকানন্দের নাম ধনী, পণ্ডিত মহলে ভানুমতীর খেলার মত কাজ করে, তার কর্ম্মের যথেষ্ট সফলতা হচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর তিনি তাঁর অতীত বড় একটা বলেন না। শুধু মাঝে মাঝে বলেন, তাঁর গুরুদেবের কথা এবং এও বলেন যে তিনি শুধু তাঁর ভাব এদেশে প্রচার করেছেন।

যত প্রচার কার্য্য হল বিস্তৃত তত পরিশ্রমের মাত্রা যায় বেড়ে। দিন দুবার করে বক্তৃতা দেওয়া, অনেক অনেক চিঠির উত্তর দেওয়া…অনেক অনেককে দর্শন দান আর আলাদা উপদেশ দান। তারি মাঝে বই বার করার জন্য কলমও ধরতে হয়। তার সেই কর্ম্মক্লান্ত মুখশ্রী নিশীথ প্রহরী তারকারা রোজই দেখতে পায়। বিশ্ব-কল্যাণের অদম্য ইচ্ছাশক্তি বোধহয় তার শরীর ভাঙ্গতে দেয়না। তিনি যে একাধারে ভক্ত, যোগী ও কর্ম্মযোগের অবতার…

রবিবারের বক্তৃতা ও উপদেশ বই আকারে ছাপা মাত্র নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। বেদান্তের ছাত্র সংখ্যা বেড়েই চলে। অবিরাম দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ বা বই পঠনের ফলে স্থান কাল পাত্রের মনে আসে একটা পরিবর্ত্তন……মুখে মুখে শুধু আত্মা—মোক্ষ—প্রকৃতির আলোচনা ধ্বনিত হয়।

হাক্সলী ও স্পেনসারের মত পরিচিত হয়ে ওঠে শঙ্কর, রামানুজ। পাঠাগার, দোকানগুলি ভারতীয় সম্বন্ধে যা পায় তাই কিনে জমা করে। মোক্ষমূলার, কোলব্রেক, ডয়সন, বর্ন্থফের লেখা যত ভারতীয় দর্শনের ইংরাজী বই কাটতি হয়, এতদিন যা ছিল দুর্ব্বোধ্য। এমনকি শোপেনহাওয়ারের বইগুলি যেহেতু বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত তাও জলের মত বিক্রী হতে লাগল। আরো আশ্চর্য্য হল সবাই যখন দেখলো ডাক্তার ষ্ট্রীট সম্যক ন্যাস করে রূপান্তরিত হল স্বামী কৃপানন্দ নামে। মাত্র ৩৬৫ দিনের ক্রান্তিবৃত্তে তিন জন ভোগসুখ মত্ত, উচ্চশিক্ষিত, অর্থশালী ঐহিক বাসনায় পূর্ণাহুতি দিয়ে স্বামিজীর পদাঙ্ক অনুসরণে হল ব্রতী…উপলব্ধি করলো নান্য পন্থাঃ—

কর্ম্মের প্রসার আরো বাড়ল। এতদিন যারা শুধু অনুরাগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল এবার তারাও শিষ্য হতে বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণের ইচ্ছায় সানন্দ সাগ্রহে স্বামিজীর মুখপানে চাইল··· ।

খবরের কাগজগুলির পাতায় পাতায় শুধু স্বামিজীর গুণ-গুঞ্জরণের শব্দ ঝঙ্কার।

ওদিকে আবার বিশ্বকোষে তাকে একজন আমেরিকান বলে পরিচিত করে তার জীবনী লিখতে হলো প্রস্তুত। শুনে বললেন স্বামী কৃপানন্দ—তাহলে হোমরের জন্মস্থান নিয়ে যেমন সাত সাতটী প্রাচীন নগর করেছিল বাদ-বিসম্বাদ যে তিনি এই দেশেই জন্মেছেন—তারি পুনরাভিনয় হবে ভবিষ্যতে—সাত সাতটী মহাদেশ বলবে আমিই এই অয়স্কান্তমণির জননী—আর সত্যিকারের জননী হবে বঞ্চিতা।

সশব্দে হেসে উঠলেন স্বামিজী—যে হাসির শরৎশুভ্রতায় মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ক্ষয় ক্লান্তি—দুঃখের গহনে আনে প্রসন্নতা।

মহাকালের বিলোল মুঠো হতে ঝরে শুধু অমর প্রসাদ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনালোচনা সমিতিতে বক্তৃতা দেবার জন্য মিঃ জন পিকক্সের কাছ হতে আসে আমন্ত্রণ। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সমাজের প্রতিনিধিরা আসেন বক্তৃতা শুনতে বা দর্শন করতে সাধারণ স্থানে। শুধু শুনে ক্ষান্ত নন, ধনীরা, জনসাধারণ সকলে আপনাকে বেদান্তকেশরীর শিষ্য বলে পরিচয় দিতে থাকেন।

দিকে দিকে প্রভুর জয় জয়কার দেখে আনন্দ-উন্মাদ বিবেকানন্দ লিখলেন ভারতীয় বন্ধুর কাছে এক প্রাণখোলা চিঠি,—আমি আমেরিকান সভ্যতার মর্ম্মস্থান স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছি। সত্যিই সোনার স্বপ্ন গোপনে বহন করে যে ভিখারী বৈরাগী বালক পথে বেরিয়েছিল—প্রাসাদ দুয়ারে ধাক্কা দিয়েছিল—সে লাঞ্ছিত হয়নি সে ব্যক্তিত্ব হারায় নি।

শুধু নির্ব্বেদে, শুধু আত্মজ্ঞানে দেহ-যন্ত্রে আনে স্ফূর্তিরতা। আনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম-বিমুখতা। তাই কিছুটা সময় নির্দোষ আনন্দ প্রিয়তার মাধ্যমে বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সহজ হতে চান—সাবলীল হতে চান।

রহস্য পত্রিকা পড়ে থাকেন যতক্ষণ না চোখে আসে জল—গল্প শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়েন শিশুর মত—যারা তাকে ভালবাসেন তারা খুসী হন এই আনন্দময় রূপ দেখতে। বিশ্রামের প্রয়োজন বোধে অনেকেই নিয়ে যান নিজের বাড়ী নিমন্ত্রণ করে। অবাধ স্বাধীনতা আর যথেষ্ট আরামের সুযোগ দিতে।

যদি তিনি গল্প শুনতে চান তবে তারা কৃতার্থ হয়ে বলে—যদি তিনি শোনাতে চান তবে তারা অচপল হয়ে শোনে। তাঁর বাংলা গানের মরসুমে কেউ বাধা দেয় না। আর যদি তিনি নীরবে থাকেন তবে তারা নিঃশব্দে ঘর খালি করে চলে যায়।

কাঁটা চামচের বদলে যদি হাতে করে খাবার অনুমতির জন্যে তাদের মুখের পানে দৃষ্টি মেলেন তবে তারা দেশাচার ভুলে হেসে দেন সম্মতি। এমনি করে নিমন্ত্রণ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কোন এক শীতার্ত ক্ষণে এসে উঠলেন ডেট্রয়েটের রিশলু হোটেলে। তার বিরাট বৈঠকখানায় চলে ক্লাশ বা অধিবেশন—এবার ভক্তিযোগ।

রিশলুর বৈঠকখানা, দড়-দালান, সিঁড়ি রোয়াক, এমন কি রাস্তা তাও ভরে যায় উৎসুক শ্রবণ পিপাসিত জনতায়—তবু কত লোক ফিরে যায় বিফল মনোরথে।

ভক্তিযোগ বলতে বলতে যেন একটা প্রেম তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে মন আর শরীরটা—সেও বুঝি আর বিরহ বিষন্নতা সয়না। কিন্তু নাঃ, এখন অনেক অনেক কাজ আছে বাকী—তাই মাঝে মাঝে হয়ে ওঠেন উচ্ছল আব্দেরে—। তারাও এইতো চায়—শান্ত অনন্ত আকাশে খেলে বেড়াক নাইটিঙ্গেলের কণ্ঠস্বর। খুব খুশী হয় যখন তারা দেখে তাদের কিচেন রুমে প্রবেশ করেছেন স্বামিজী ভারতীয় রন্ধন করতে। রন্ধন সারা হতে হয়ত রডড্রেন্ডনের পাতায় ঝিমিয়ে আসে বাদামী রঙের রোদখানা। অসহ্য ক্ষুধা তা হাসি মুখে সহ্য করে। নয়ত কোনদিন ঝালের তীব্রতায় কান্না পায় তবু তারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দে খায়, ধন্য ভক্তি ধন্য ভালবাসা…। আর একটি বিশ্রাম বিনোদ তার ছিল—অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে বসে অতীতের নির্মোক খুলে আসা দিনগুলির স্মরণোজ্জ্বল রূপশিখা দেখতে। আর দৈনিক পত্রিকার হেডিং গুলোতে চোখ বুলিয়ে যাওয়া। কিন্তু কেউ যদি তুলত কোন প্রশ্ন বা সৎপ্রসঙ্গ—সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রগলভ্ উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে হয়ে উঠতেন শান্ত সুন্দর—ধীর ভাবে ব্রতী হতেন জিজ্ঞাসার মীমাংসা সমাধানে—

তাঁর চিন্তা ও যুক্তি তর্ক এত গম্ভীর বা অকাট্য ছিল যে তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত কোন লোকের মস্তিষ্কে এমন ধাক্কা লেগেছিল যে সে ছিল প্রায় তিন দিন শয্যাগত—

অথচ এই মানুষই টাকাকড়ির হিসাব রাখার ভয়ে অযাচিত অর্থ পাবা মাত্র হয় বন্ধুদের উপহার কিনে না হয় গরীব দুখীদের সাহায্যার্থে করতেন নিঃশেষ।

শ্রমের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামের টুকরো আস্বাদনের মধ্যে দিয়ে কয়েকটা দিন বেশ কাটছিল।

সহসা—আগ্নেয়গিরির হল সৃজন। স্বামিজীর প্রচারের ফলে ভারতীয় মিশনারী ফণ্ডে চাঁদার হার প্রায় দেড় কোটি টাকা গেল কমে। ওরা উন্মাদ হল…হিংসার কালকূটে বিক্ষিপ্ত হয়ে রটনা করল স্বামিজীর নিন্দা, কুৎসা—

ঘটনার সত্য মিথ্যা অপনয়নের জন্য আজও আছে অনেক চিঠি —যেমন মিসেস্ ব্যাগলীর লেখা—প্রিয় বন্ধু, তাঁর নিন্দা আমার অসহ্য, নিশ্চয় এ দেশের অতি বড় গোঁড়ারা হিংসায় এই কুকাজ করেছে। তিনি আমাদের কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ…। তাঁর সঙ্গ কত মধুর…। ব্যবহার কত সুন্দর…তিনি কিরূপ ভদ্র শিষ্টাচার সম্পন্ন। আমি, আমার কন্যা, জামাতা, পুত্র সকলেই জানি এমন কি চাকর বাকররাও জানে। এ গৃহে তিনি চিরদিন আদর সম্মান পাবেন। সত্যই বিবেকানন্দ মহান মহীয়ান শক্তিশালী, ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর এবং শিশুর মত সরল। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারোও নিন্দা করেন না অথচ সকলকে উন্নত করবার চেষ্টা করেন। আমি চাই বিবেকান্দকে আমেরিকার প্রত্যেক মানুষ জানুক এবং ভারতে যদি এমন লোক আরোও থাকে তবে তারা এদেশে আসুন।

স্বামিজীও মিসেস বুলকে লিখেছিলেন সে চিঠি আজও আছে সযত্নে রক্ষিত—

একদল লোক থাকেই যারা নাকি যত ভাল লোকই হোক তার ঘাড়ে মিথ্যা কিছু চাপাবেই…।

স্বপ্নেও যিনি কখনও তার ধর্ম্ম হতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হন নি, তার আবার ভয় কি? ঈশ্বরের ইচ্ছায় পবিত্রতা আর আধ্যাত্মিকতার প্রভাব সম্বন্ধে প্রমাণ করে শত শত পত্র তারি হাতে এসে জমা হয়—আর এও জানলেন এই অক্ষর জ্ঞানহীন নীচ লোকেদের সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা কেউ চেনে না বা মানে না। নইলে কি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ নিতে আসে সানুনয় আমন্ত্রণ।

দ্বন্দ্ব-চঞ্চল কয়েকটি ত্রস্ত পদবিক্ষেপের পর এল সেই দিন,—যেদিন স্বামিজীকে ডেট্রয়েটের জনসাধারণ দেখল শেষ দেখা—রব্বাস লুই গ্রসম্যানের পরিচালিত মন্দির বেথেলহেম। পূজারী অবশ্যই ছিল তাঁরই অনুরাগী ভক্ত…

রবিবারের সেই ক্রিমসন রেড সন্ধ্যালোকে নন্দিত স্বামিজীর মুখশ্রী দেখতে—উচ্চ উদাত্ত কণ্ঠস্বরে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের বাণী শুনতে এল অগণিত জনতা। অঙ্গন প্রাঙ্গণ, অলিন্দ প্রকোষ্ঠ, এমন কি রাস্তার বহু দূর অবধি ভর্ত্তি সেই দুর্দ্দমনীয় অসহনীয় ভীড় ছিল নীরব নিথর—যেন মন্ত্রমুগ্ধ। বুঝি তারি সৌন্দর্য্যে—যে সৌন্দর্য্যের মধ্যে ছিল এমন একটা কিছু যা এ পৃথিবীর নয়—বুঝি তারি কণ্ঠ মাধুর্য্যে ছিল দেবী ভারতীর বীণে মন্দ্রসপ্তকের ঝঙ্কার—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য পরিচালনার ভার কৃপানন্দের উপর দিয়ে তিনি হলেন যাত্রী বোষ্টনের—

২৫শে মার্চ…হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্চে দণ্ডায়মান স্বামিজী—বলে চলেন—বেদান্ত দর্শন—আর শোনে দার্শনিক বিভাগের গ্র্যাজুয়েট ছাত্রেরা যারা নাকি জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্যতম…

এ যেন ধর্ম্মমহাসভার মত জীবনের একটি চরম পরীক্ষার দিন…। তাঁর গম্ভীর মনোজ্ঞ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে তাদের চোখের গর্ব্বিত আলো এল ঝিমিয়ে….চমক লাগল মনে—যেমনভাবে চমকে উঠেছিল, হাইল্যাণ্ড পার্কের বাড়ীতে ইলেকট্রিক্যাল কংগ্রেসের জন্য সমাগত সুধীমণ্ডলী, তাঁর তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞান দেখে।

বক্তৃতার শেষে সকলে হয়ে ওঠে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত…শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ তাকে ধরে রাখতে চান চিরদিন প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপক করে…স্বামিজী মৃদু হেসে দেন উত্তর—আমি চাকরী করি কি করে ?

সে দিনের বক্তৃতা…বক্তৃতার শেষে আলাপ আলোচনা প্রশ্ন-উত্তরের মালাবন্দী হয় ছাপা অক্ষরে…।

যদিও বক্তৃতার বাণীগুলি আজো আছে আকাশে বাতাসে ওতঃপ্রোত হয়ে…বেদান্ত বলে এ জীবনেই হয় মানুষের দেবত্ব লাভ।

মেরিগোল্ডের হলুদ নিঃশ্বাসে আর স্পাইজেলিয়ার সুনীল স্বপ্ন জড়ানো এক অলস মধ্যাহ্নে মুখোমুখি হলেন…ঘনিষ্ঠ হলেন…দুটি অতিথি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর উইলিয়ম জেমস আর ধর্ম্ম মহাসম্মেলনের বিজয়ী বীর বিবেকানন্দ।

তারপর—ভোজনান্তে এক নিভৃত কক্ষে তাদের আলাপ অলোচনা এতদূর জমে উঠলো যে কেউই জানলো না কখন সমাগতা হয়েছে রূপ রম্যা রজনী……সমাগত হয়েছে ইন্দ্রনীল চাঁদ……।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাক্ সভাভঙ্গে সে রাতে জেমস্‌ও বাড়ী গেলেন, স্বামিজীও শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন··· ।

ওদিকে কৌতুকময়ী গৃহস্বামিনী ছিলেন চঞ্চল···কি এত কথা... কিসের এত আলোচনা···জানতে হবে।

ত্রস্তপদে এসে শুধান, স্বামিজী জেমস্‌কে আপনার কেমন লাগল ? ···আনমনে স্বামিজী দেন উত্তর—ভেরী নাইস ম্যান্...ভেরী নাইস···। নাইসের উপর একটু যেন জোর পড়ল।

পরদিন—প্রসন্ন আলোয় ঝিকমিক করা একখানা চিঠি স্বামিজী তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন, পড়ে দেখ বুল....জেমস কি লিখেছে।

চিঠিখানি পড়তে পড়তে মার্কিন মহিলার চোখের নীল তারা ঘন ঘন নাচতে থাকে....।

জেমস প্রথমেই স্বামিজীকে My master বলে সম্বোধন করেছেন, বারবার স্বামিজীকে বৈদান্তিক শিরোমণি বলে স্বীকার করেছেন....আর একান্ত অনুরোধ জানিয়েছেন অতিথি হবার জন্যে।

আবার বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্‌টএ স্বামিজীর দেওয়া হার্ভাডের, কেমব্রিজের....এল্যান জিমনেসিয়মের বক্তৃতাগুলি দিনের পর দিন দীর্ঘাকারে বেরুতে লাগল....।

আবার চমকে উঠলো আমেরিকার জনমণ্ডলী—।

এতদিন পর নিউইয়র্কে গড়ে উঠলো স্থায়ী বেদান্ত সোসাইটী। বনের বেদান্ত যেন প্রাণের গুহায় পেল প্রতিষ্ঠা।

স্বামিজীর অমোঘ আশীর্ব্বাদ ও শক্তি সঞ্চারের ফলে হরিদাসী হল যোগ শিক্ষয়িত্রী—লিগেট হলেন সভাপতি—অভয়ানন্দ, যোগানন্দ, কৃপানন্দ এরা হলেন প্রচার কর্ম্মী। আর মিস মেরী ফিলিপস্....মিসেস আর্থার স্মিথ, মিষ্টার ও মিসেস ওয়াল্‌টার গুড্‌ইয়ার, সু-প্রসিদ্ধা গায়িকা এমা থাসবি, আরো অনেক দাতা ও দাত্রীদের অর্থ সাহায্যে সমিতি সুচারু রূপে হল চলন্তিকা।

সোসাইটির স্থিতি স্থাপকতা দেখে স্বামিজী হলেন স্বস্থ-সুস্থির,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য পরিচালনার ভার কৃপানন্দের উপর দিয়ে তিনি হলেন যাত্রী বোষ্টনের—

২৫শে মার্চ…হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্চে দণ্ডায়মান স্বামিজী—বলে চলেন—বেদান্ত দর্শন—আর শোনে দার্শনিক বিভাগের গ্র্যাজুয়েট ছাত্রেরা যারা নাকি জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্যতম…

এ যেন ধর্ম্মমহাসভার মত জীবনের একটি চরম পরীক্ষার দিন…। তাঁর গম্ভীর মনোজ্ঞ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে তাদের চোখের গর্ব্বিত আলো এল ঝিমিয়ে….চমক লাগল মনে—যেমনভাবে চমকে উঠেছিল, হাইল্যাণ্ড পার্কের বাড়ীতে ইলেকট্রিক্যাল কংগ্রেসের জন্য সমাগত সুধীমণ্ডলী, তাঁর তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞান দেখে।

বক্তৃতার শেষে সকলে হয়ে ওঠে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত…শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ তাকে ধরে রাখতে চান চিরদিন প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপক করে…স্বামিজী মৃদু হেসে দেন উত্তর—আমি চাকরী করি কি করে ?

সে দিনের বক্তৃতা…বক্তৃতার শেষে আলাপ আলোচনা প্রশ্ন-উত্তরের মালাবন্দী হয় ছাপা অক্ষরে…।

যদিও বক্তৃতার বাণীগুলি আজো আছে আকাশে বাতাসে ওতঃপ্রোত হয়ে…বেদান্ত বলে এ জীবনেই হয় মানুষের দেবত্ব লাভ।

মেরিগোল্ডের হলুদ নিঃশ্বাসে আর স্পাইজেলিয়ার সুনীল স্বপ্ন জড়ানো এক অলস মধ্যাহ্নে মুখোমুখি হলেন…ঘনিষ্ঠ হলেন…দুটি অতিথি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রফেসর উইলিয়ম জেমস আর ধর্ম্ম মহাসম্মেলনের বিজয়ী বীর বিবেকানন্দ।

তারপর—ভোজনান্তে এক নিভৃত কক্ষে তাদের আলাপ অলোচনা এতদূর জমে উঠলো যে কেউই জানলো না কখন সমাগতা হয়েছে রূপ রম্যা রজনী……সমাগত হয়েছে ইন্দ্রনীল চাঁদ……।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাক্ সভাভঙ্গে সে রাতে জেমস্‌ও বাড়ী গেলেন, স্বামিজীও শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন··· ।

ওদিকে কৌতুকময়ী গৃহস্বামিনী ছিলেন চঞ্চল···কি এত কথা... কিসের এত আলোচনা···জানতে হবে।

ত্রস্তপদে এসে শুধান, স্বামিজী জেমস্‌কে আপনার কেমন লাগল ? ···আনমনে স্বামিজী দেন উত্তর—ভেরী নাইস ম্যান্...ভেরী নাইস···। নাইসের উপর একটু যেন জোর পড়ল।

পরদিন—প্রসন্ন আলোয় ঝিকমিক করা একখানা চিঠি স্বামিজী তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন, পড়ে দেখ বুল....জেমস কি লিখেছে।

চিঠিখানি পড়তে পড়তে মার্কিন মহিলার চোখের নীল তারা ঘন ঘন নাচতে থাকে....।

জেমস প্রথমেই স্বামিজীকে My master বলে সম্বোধন করেছেন, বারবার স্বামিজীকে বৈদান্তিক শিরোমণি বলে স্বীকার করেছেন....আর একান্ত অনুরোধ জানিয়েছেন অতিথি হবার জন্যে।

আবার বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্‌টএ স্বামিজীর দেওয়া হার্ভাডের, কেমব্রিজের....এল্যান জিমনেসিয়মের বক্তৃতাগুলি দিনের পর দিন দীর্ঘাকারে বেরুতে লাগল....।

আবার চমকে উঠলো আমেরিকার জনমণ্ডলী—।

এতদিন পর নিউইয়র্কে গড়ে উঠলো স্থায়ী বেদান্ত সোসাইটী। বনের বেদান্ত যেন প্রাণের গুহায় পেল প্রতিষ্ঠা।

স্বামিজীর অমোঘ আশীর্ব্বাদ ও শক্তি সঞ্চারের ফলে হরিদাসী হল যোগ শিক্ষয়িত্রী—লিগেট হলেন সভাপতি—অভয়ানন্দ, যোগানন্দ, কৃপানন্দ এরা হলেন প্রচার কর্ম্মী। আর মিস মেরী ফিলিপস্....মিসেস আর্থার স্মিথ, মিষ্টার ও মিসেস ওয়াল্‌টার গুড্‌ইয়ার, সু-প্রসিদ্ধা গায়িকা এমা থাসবি, আরো অনেক দাতা ও দাত্রীদের অর্থ সাহায্যে সমিতি সুচারু রূপে হল চলন্তিকা।

সোসাইটির স্থিতি স্থাপকতা দেখে স্বামিজী হলেন স্বস্থ-সুস্থির,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বিশ্রামের এখনও হয়নি সময়। বাকী আছে লণ্ডন—গুরুভাই সারদানন্দকে পাঠিয়ে দেবার অঙ্গীকার করে ১৫ই এপ্রিল স্বামিজী হলেন ইংলণ্ড যাত্রী—যেন দিগ্বিজয় যাত্রায় চলেছেন শঙ্কর অথবা কেশব কাশ্মিরী। তাতল সৈকতে সেই দীর্ঘ পদচিহ্নের পানে চেয়ে ঘন হয়ে এল আমেরিকার আকাশ বাতাস। স্তব্ধ হল প্রাণের উচ্ছলতা....।

হিমালয়ের তুষার শুভ্র সূর্য সান্নিধ্যের মত উজ্জ্বলতা নিয়ে স্বামিজী এসে দাঁড়ালেন লণ্ডনের তোরণদ্বারে। হঠাৎ 'ওকে, শরৎ না', বলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন তিনি গুরুভাই সারদানন্দকে.... আর সারদানন্দ—নিরুদ্দিষ্ট নেতার প্রীতি বন্ধনে যেন দিশাহারা। কেটে গেল বহুক্ষণ স্বদেশ···স্বজনের—মঠ-ভাইদের খবরাখবর নিতে।

এই পুনরাগমন বার্ত্তায় আবার লণ্ডনবাসী সাইক্লোনিক হিন্দু দর্শনে ছুটে এল। আবার সংবাদ পত্রের কাজ চলতে লাগল।

স্বামিজীও শিক্ষাদান....প্রশ্নোত্তর....ক্লাস সুরু করলেন। শুধু কি ক্লাস, সর্ব্বদাই ঘুরতে থাকেন ক্লাব সোসাইটি, সভাসমিতি, ড্রইং রুমে।

জয়গানের তূর্য্য বেজেই চলেছে—বিজয়ের রথ ছুটেই চলেছে। এমনি একদিন অ্যানি বেসান্তের এভিনিউ রোডস্থ ভবনে তিনি আমন্ত্রিত হলেন, বক্তৃতা দিলেন কিন্তু জ্ঞানযোগ নয়, ভক্তিযোগ। সেদিনের সেই বক্তৃতা অগণিত জনতার সঙ্গে কর্ণেল অলকট্ও শুনেছিলেন সমস্ত মনদিয়ে....

তারপর দেখি মিসেস মার্টিনের প্রাঙ্গণ—

আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা শুনতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজপরিবারের কেউ কেউ ছিলেন নীরবে নির্ম্মোকে···

কখন বা ছুটতে হয় হণ্টের নাই হিল গেটোস্থ ভবনে মহিলাদের সিসেম ক্লাবে, সামাজিক মিলন সভার সভাপতি রূপে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈবল্য সিদ্ধির পরও যে কর্ম্ম প্রেরণায় নেমে আসে তার ত ক্লান্তি নেই—নেই শান্তি।

এরি মাঝে চলতে থাকে নারদ ভক্তি সূত্রের ইংরাজী সাহায্য।

জ্যোতিঃস্নাত কোন নব জাতক দিন মুখর হয়ে উঠলো এক পত্রে—সে বহন করে এনেছিল অগাধ দর্শন-তৃষ্ণা। লিখেছেন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকার "প্রকৃত মহাত্মা"র লেখক ম্যাক্সমূলার। দুলে উঠলো স্বামিজীর মন।

আমিও তো এই চাইছিলাম—

২৮মে উপস্থিত হলেন অধ্যাপক ভবনে।

বৃদ্ধের বিস্মিত দৃষ্টি বিবেকের প্রখর প্রজ্ঞায় হল পলক হীন। মানুষের মাটীতে, জলে এমনটিও আছে?

সার্থক শুধু এই সু-প্রভাত নয়, সার্থক আজ জীবন পত্রিকার সবকটি লগ্ন—

চলতে থাকে আলাপ আলোচনা...আচার্য্য বললেন,—জান সহসা কেশবের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন আমাকেও ভাবিয়ে তুলছিলে। কে সে মহাত্মা—প্রাণ চাইল তারি জীবনকুসুমের একটুখানি ঘ্রাণ।

চলতে থাকে সংগ্রহ—বাণী, উপদেশ।

তৃপ্ত করলেন স্বামিজী—সেই, ভারত প্রেমিক বৈদান্তিককে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী কথা শুনিয়ে।

শুনে সানন্দউল্লাসে প্রকাশ করলেন প্রফেসর জীবনী লেখার সাধ।

বিদেশীর হাতে প্রভুর জীবনবেদ, জমা হল দুটী আনন্দাশ্রু—আদেশ দিলেন লীলাপ্রসঙ্গের লেখক সারদানন্দকে সাহায্যকারী হতে।

ভোজনান্তে চল্লেন নগর ভ্রমণে। দেখলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ....বোডলিয়ন লাইব্রেরী। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রফেসরের জ্ঞান, ভারতের প্রতি তার শ্রদ্ধা দেখে মনে হল তবে কি সায়নাচার্য্য এল ফিরে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাত্রা কাল হল সমাগত—। ষ্টেশনে এসে চমকে উঠলেন অধ্যাপককে দেখে—বলেন, এই ঝঞ্ঝা ব্যাকুল নিশীথ রাত্রে আপনি ?

আসবো না ?

শ্রীরামকৃষ্ণের এক যোগ্যতম শিষ্যের দর্শন ভাগ্যি তো প্রতিদিন হয় না। বৃদ্ধের তদ্‌গত অশ্রু বুঝি আর শাসন মানে না।

এবার এল অবকাশ মাস আগষ্ট…

ছুটল নাগরিকরা সমুদ্রতীরে না হয় শৈলাবাসে।

মিঃ ও মিসেস সোভিয়ার ও স্বামিজীকে নিয়ে চল্লেন ইয়োরোপ ভ্রমণে ।

জেনেভার শিল্প প্রদর্শনী দেখার পর স্বামিজী চেপে বসলেন একটি প্লেনে। নীল নীলাঞ্জনের বুকে ভাসতে লাগলেন সোয়াল পাখীর স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু বেশীদূর নয়, ডানার তল দেশ হতে হারালো না নগরীর মানচিত্রখানা।

এরপর চিলন তুর্গ—

তারপর ছুটলেন চামুনীদের সৌন্দর্য্য দর্শনে—পথেই ভেসে উঠলো আল্পসের সুউচ্চ শৃঙ্গ ম্ঁবার—তুলনাহীন যেন রূপ ভাণ্ডার—মনে হয় অভ্রভেদী হিমালয়ের কাছে আল্পস একটি ছোট্ট গিরিখণ্ড ছাড়া আর কিছু নয় তবে রূপের দেমাক যেন এরই বেশী । হিমালয়ের তুষারপুঞ্জ যাত্রীকে দূর হতেই ইঙ্গিত হানে বিভ্রান্ত করতে কাছে আসে না। কিন্তু আল্পসের হিমানী দল যাত্রীকে ঘিরে ঘিরে করে নৃত্য—নাটক—অথবা বন্দী।

এরপর সার্দেগ্লেস অতিক্রমণ ইচ্ছায় চল্লেন সকলে। এই অতিক্রমণের যত বাধা যত শ্রম আর বার বার পদস্খলনের মৃত্যুনীল আশঙ্কা, সবই তুচ্ছ করল পর্ব্বত গাত্রের রূপশ্যামলিমা। হিমনদী দর্শন তো হলো তবে এইবার কোথায় স্থিতি, কোথায় বিশ্রাম ?

হেসে উঠলো পর্ব্বত দুহিতা—হেসে উঠলো অরণ্য দেবতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরুপায় যাত্রীরা বিস্তীর্ণ চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে উঠলেন আবার পর্ব্বত চূড়ায়। হিমস্নাত সবুজের সেই মহামৌনতার মাঝে বসতেই ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো স্মৃতির শতদল…

কত অরণ্য লাবণ্য—সমুদ্রের বিশালতা—অস্বচ্ছ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত মর্ম্মরশিলা স্বপ্ন—তটিনীর নাট্যলীলা আর আত্মার অদ্বৈতানুভূতির সংজ্ঞা। নিবিড় নীরবতাকে ভঙ্গ করে স্বামিজীই বলেন,—যদি কোনদিন হিমালয়ের শান্ত শ্যামলতার মাঝে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় তবে আবার তেমনি করেই শেষের দিনগুলো ধ্যান ধারণায় সমাহিত হয়ে কাটাব। এইখানেই হল মায়াবতী মঠের প্রথম পরিকল্পনা।

এবার তারা আসন পাতলেন এই আল্পসেরই ছায়াছন্ন একখানি ছোট্ট গ্রামে। চারদিকে শুধু তুষার শুভ্র শান্ত স্তব্ধতা যা জগৎ সংসার কর্ম্ম কোলাহলকে ভুলিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় মরীচিকার মায়া।

শিষ্যেরা ভয় পায় গুরুর গভীর গাম্ভীর্য্য আর অন্তর্মুখীনতা দেখে।

দেখতে দেখতে যেন ধ্যানাসনেই কেটে গেল চৌদ্দটা দিন।

অনাস্বাদিত না হলেও অনুপম অনির্বচনীয় আনন্দ সংবেদনে কটা দিনেই শরীরের অবসাদ গেল মুছে।

কিন্তু আবার কর্ম্ম জগত হতে এল আহ্বান—ডেকেছেন জার্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল ডয়সন, যেতেই হবে—তবে দর্শনীয় স্থানও কিছু দেখে যেতে হবে।

পথে লুসার্ণের অপরূপ তুষার বীথিকা দেখলেন, সরোবরের হিমেল হাওয়া—আঘ্রাণ করলেন, রাইন নদীবক্ষে দিন দুই বিশ্রাম নিলেন, তারপর প্যারী ও বার্লিন হয়ে পৌঁছুলেন কিয়েল।

…ডয়সন ভবনে সুরু হল বেদ বেদান্ত তত্ত্বদর্শনের কথা।

স্বামিজীর তন্দ্রীপ্তি নয়নের প্রজ্ঞা প্রখরতায় ডয়সন যেন মাঝে মাঝে খেই হারাতে লাগলেন। সহসা কার্য্যান্তরে গেলেন উঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণ বিরতির পর আবার ফিরে এলেন—কিন্তু স্বামিজী যে গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন রত—।

কেটে গেল কিছুকাল...

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ হলো না দেখে ডাকলেন ডয়সন—

স্বামিজী তবুও নিরুত্তর—

বিরক্ত হলো ডয়সন, একি সভ্যতা।

আরো কিছুক্ষণ পর ডয়সনের বহুক্ষণ উপস্থিতি বুঝতে পেরে লজ্জিত স্বামিজী বল্লেন, "ক্ষমা করবেন বইটা খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম, আপনার উপস্থিতি বুঝতে পারিনি।"

এমনকি গভীরতা যে ডাকলাম তবু সাড়া নেই—গৃহস্বামীর মুখে ফুটে সন্দেহের ছায়া অবিশ্বাসের পূর্ব্বমেঘ—তাও বুঝলেন অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ সন্ন্যাসী।

আলাপ আলোচনার মাঝে প্রকাশ করতে লাগলেন সম্ভ পঠিত কবিতার ছন্দ—ভাব ভাষা।

তবু মেঘ অপসারিত হলো না ভাবলেন ডয়সন, নিশ্চয় আগে থেকেই পড়া আছে।

কিন্তু মনের মেঘের ভ্রূকুটি সরল হল—বইটি সবেমাত্র প্রথম পড়েছেন শুনে। কি করে সম্ভব চারশো পাতার বই আধঘণ্টায় মুখস্থ হওয়া ।

হেসে দিলেন উত্তর সংযত মন যোগীর পক্ষে এটা অসম্ভব তো নয় শুধু আমি কেন আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য পালনে বিশেষ স্মৃতির অধিকারী একান্ত বিরল নয়।

নির্মেঘ মনের উজ্জ্বল প্রসন্নতা কন্যা এরিকার জন্ম-বাসরে স্বামিজীকে প্রধান অতিথি পাওয়ার আনন্দ উচ্ছ্বাস সবই স্তিমিত হল, যখন জানলেন স্বামিজী বেশীদিন এখানে থাকবেন না। আচমকা আঘাতে তিনি মুহ্যমান হলেন—অনুরোধ কল্লেন কিছুদিন থাকতে।

সম্ভব তো হলো না তাই ডয়সন স্বামিজীর সঙ্গ ধরলেন লণ্ডন অবধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালকের সঙ্গী আজ একান্ত প্রিয় অন্তরঙ্গ বন্ধু, আশ্চর্য্য !

আবার লণ্ডন। এখানেও আমেরিকার মত স্নুরু হল নিয়মিত ক্লাস—। কঠিন অদ্বৈত তত্ত্ব যখন তরল হয়ে অন্তরে প্রবেশ করে—দুর্ব্বোধ্য মায়াবাদ যখন বোধগম্য হয়ে ওঠে তখন অবাক হয় শ্রোতারা—আর ভাবে ডয়সন—পাশ্চাত্যের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে এসে দাঁড়ালে তবেই ভারতীয় দর্শন হবে অধিগত।

তাই দেখি স্বামিজীর দিব্য সন্নিধানে অধ্যাপকের কটী অমর তিথি হয় অতিবাহিত। লণ্ডন অক্সফোর্ডের এই বক্তৃতাগুলি আজকের 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থ।

নিয়মিত শিক্ষাদান বক্তৃতা প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে মঠ ভাইদের উদ্দীপিত করা—উত্তেজিত করা ঘন ঘন পত্রাঘাত—জানো ? যদি আমি মাত্র ২০ জন স্নুযোগ্য ধর্ম্মপ্রচারক পাই তবে সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে বেদান্তের ভাবে ভাবিত করতে পারি ! আর বসে থেকোনা—সব ওঠো জাগো—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—

২৭শে অক্টোবর—লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে বক্তৃতা দিলেন গুরুভাই অভেদানন্দ—। শস্পাচ্ছাদিত উৎস মুখ যেন আচম্বিতে খুলে গেল সন্তুষ্ট হল বিদেশী শ্রোতার দল,—তুষ্ট হলেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—।

এতদিনে আমার বিশ্রামের অবসর হল তাহলে

আমেরিকা মাতিয়েছে সারদানন্দ—ইংলণ্ডে সাড়া পড়ল অভেদানন্দের—আমার শূন্য স্থান পূর্ণ করতে ওরা পারবে—আমার প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে ইন্ধন যুগিয়ে যেতে ওরা পারবে। ভরা গাঙ্গে দাঁড় বইতে পারবে ওরা—মাভৈঃ।

তৃষ্ণায় কেঁপে উঠল স্মরণ-গোষ্ঠের কত প্রহর—মনের কানায় কানায় জাগে ভারতের স্তব-গান চোখের কনীনিকায় ঝরল ভারতের স্বপ্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশে যাবার জন্য অক্টোবরের শেষে যে মনটা দুলে উঠেছিল সেই পরবাসী মন নভেম্বরের মাঝখানে শিক্ষা সমাপনের এক শীতার্ত্ত ক্ষণে জানাল স্থির সিদ্ধান্ত—টিকিট কাটবার দিল আদেশ।

বাণপ্রস্থীচিত্ত সেভিয়ার দম্পতি চমকে উঠলেও বিচলিত হলনা—তাদের তো নয়ন মন শূন্য হবেনা। তারাও তো হবে সঙ্গী—সহযাত্রী।

ফিরে যাবার সব আয়োজনই হল তৈরী—সেই প্রতীক্ষিত ক্ষণটিকে আনন্দময়-সুবর্ণময় করে তুলল মিসেস্ অলিবুলের এক পত্র।

—আপনার ভারতীয় কার্য্যের জন্য—ভক্ত ভাইদের মঠ স্থাপনার জন্য আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল, প্রয়োজন মত সব অর্থভার বহন করতে আমি প্রস্তুত।

স্বামিজী উচ্ছ্বসিত হলেন—জয় রামকৃষ্ণ—নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্—। দিন স্থির হল ১৬ই ডিসেম্বর। জানল লণ্ডন—আমেরিকা—মাদ্রাজ—কলিকাতা।

* * *

আসন্ন দুঃখে মুহ্যমান সকলে—তাদের মুখের হাসি ম্লান হল—চলার গতি মন্থর হল—দৃষ্টিতে এল বিষাদ বিষণ্ণতা—

…১৩ই ডিসেম্বর—পিকাডেলী হলে বিদায় অভিনন্দন জানাতে জমেছে অগণিত জনতা। একটুকু আর ঠাঁই নাই, সকলেই উন্মুখ একটিবার নয়ন ভরে দেখতে, হৃদয় ভরে অমৃতবাণী শুনতে আর একটিবার মাত্র পরিধেয় বস্ত্র স্পর্শ করতে।

সেই গভীর নিস্তব্ধতা শুধু চির খেল স্বামিজীর মঞ্চে এসে দাঁড়ানোর পদশব্দে। তারপর—অবরুদ্ধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় দুটী একটী বক্তৃতা কেউ কেউ দিল—কেউ বা মৌন মনোবেদনায় শুধু চেয়ে রইল কেউ বা চোখের জল মুছতে হল ব্যস্ত—নত স্তব্ধ সেই সকরুণ সভার গুমরে ওঠা ব্যথা—দীর্ঘশ্বাসের সেই পুঞ্জিত হাহাকার স্বামিজীর মনকেও ধাক্কা দিল—আয়ত আঁখিতে সৃজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করল অশ্রু। স্নেহ-শান্ত-কণ্ঠে দিলেন ভাষণ বল্লেন, হয়ত তোমাদের সাথে আবার দেখা হতে পারে।

এল সেই নির্ম্মম নির্দয় দিন ১৬ই ডিসেম্বর—বিদায় ভিক্ষা করলেন বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের রোদন-রুদ্ধ জনমণ্ডলীর কাছে, বিদায়ভিক্ষা করলেন বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য তুহিন শুভ্র স্থাবর জঙ্গমের কাছে। সমস্ত পাশ্চাত্যবাসীর চোখের নীলে সাগরের নীল যেন ঝাপসা হয়ে গেল।

দুলে উঠলো সেই যন্ত্র দানব—ধীরে ধীরে অপসৃত হল দৃষ্টিকোণ হতে।

গৃহমুখী সৈনিকের মত স্বামিজীর চিত্ত আনন্দ সংবেদনে স্বপ্নাতুর···স্মৃতির সায়রে অভিসারী।

সহসা যেন তালভঙ্গ হল একটী প্রশ্নে—স্বামিজী এই গৌরবময় ঐশ্বর্য্যময় পাশ্চাত্যে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগবে? প্রদীপ্ত হল কণ্ঠ—দীর্ঘ চার বছর আগে যাকে আমি শুধু ভালবাসতুম আজ সেই ভারতের প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র—ভারতের বাতাস আমার কাছে পবিত্র মাখা। ভারত আমার কাছে তীর্থ—

সেই স্বদেশ প্রেমিকের কণ্ঠ আজও কি সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গে উত্থিত হয়না?

ডোভার, ক্যালে, মণ্টোসেনিস পেরিয়ে জাহাজ এল মিলানে। মিলানের তুষার চূড়া দেখে মুগ্ধ হলেন—

পাইসা নগরীর অঙ্গ সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হলেন।

এলেন চিত্রশিল্পপীঠ ফ্লোরেন্সে। বড় ভালো লাগে, খুসীতে উচ্ছল হন। আচম্বিতে দেখা হয়ে গেল প্রথম আশ্রয়দাত্রী দুর্দ্দিনের বন্ধু, মিঃ ও মিসেস হেইলের সঙ্গে।

শৈশবের স্বপ্নভূমি এই রোম! কল্পনায় আর বাস্তবে হল মিলন —আনল আনন্দ তৃপ্তি। রোমের ইতিহাস পাঠক শিশু নরেনের মনের ছাপ বিবেকানন্দ বিস্মৃত হয়নি। প্রতি পাথরখানও তার মুখস্থ—অদ্ভুত আশ্চর্য্য স্মৃতি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখান থেকে নেপল্‌স—বিষুভিয়াস গিরি হতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর রাশিও নজরে পড়ল।

আর দেখলেন ভূপ্রোথিত পম্পাই।

তারপর ৩১শে ডিসেম্বর…

সাউদাম্পটন থেকে এল ভারতমুখী জাহাজ, জাহাজ হতে নামলেন গুডউইন। আনন্দাকুল মনের বিলম্বিত লয় এবার দ্রুত লয়ে ছন্দ বদল করল প্রিয় শিষ্যকে কাছে পেয়ে।

কূলহীন কিনারাহীন দুরন্ত দুস্তর তরঙ্গ ভঙ্গে এগিয়ে চলে জাহাজ…এগিয়ে চলে পার্ব্বতীর পঞ্চতপাগ্নির ধূম্র-কজ্জল-পরিব্যাপ্ত ভারত তীর্থে…এগিয়ে চলে কুবলয়াপীড় পীড়নের উচ্ছল যাদবেন্দ্রের পদ-লাঞ্ছিত পুণ্য তীর্থে…এগিয়ে চলে হিরণ্যগর্ভের দর্শনাকাঙ্ক্ষী তাম্রজটাজুট ঋষিগণের সাগ্নিক ভারত অভিমুখে…

দিগন্তের নীলে সমুদ্রের নীলে একাকার এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ে কেটে চলে কটা দিন—সহসা নেমে এলেন সেদিন রূঢ় বাস্তবে—কি কি! হিন্দু জাতের, হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা?

সিংহ বিক্রমে টিপে ধরলেন মিশনারীর কণ্ঠ, বল্লেন,—যদি আর একটি বারও শুনি এমন কথা তবে ওই অতলান্ত জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে দেব বিসর্জ্জন। স্থির শান্ত গাম্ভীর্য বজ্র কঠিন দৃঢ়মুষ্টি দেখে ভয় পায় বিধর্মী।

কিছু রূপ কিছু রঙ মাখা এডেনের সরোবর তীরে হিন্দুস্থানী পানওয়ালার সঙ্গে স্বামিজীর সরস হাসি গল্পের উচ্ছ্বাস দেখে থমকে দাঁড়ায় পশ্চাতে পাশ্চাত্য বন্ধুরা। ধন্য দেশ প্রীতি। ঘৃণাহীন অহংকার হীন, ধন্য সন্ন্যাসী।

আলাপ আলোচনার আনন্দ কৌতুকে কেটে চলে পীত-শ্যাম-আলিম্পিত আরব সাগরীয় দিনগুলি।

কিন্তু কখন কোন অনবধানে মনের পালে জাগল তুফান—বিমর্ষ বিক্ষুব্ধ বিবেকানন্দ বসে গেলেন দেওয়া নেওয়ার হিসাব মিলাতে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়ের নীচে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষেপ, মনে চিন্তার আলোড়ন বাতায়নে ঈশানের মেঘের উদ্দাম আসা যাওয়ার চঞ্চল ছায়া।

বিবেকানন্দের কাছে তারা কি পেল ?

বিষয় বিভ্রান্ত ভোগবাদীরা পেল শাশ্বত সত্যসম্পদ লাভের পথ-নির্দ্দেশ—অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার নিরগ্নি জ্বালা।

আর বিবেকানন্দ কি পেলেন ?

বৈভব বিত্তশালী পাশ্চাত্যের দানে তাঁর ঝোলা তো মণি-মাণিক্যে ভরে ওঠেনি—তবে কি পেয়েছে, ভিখারী বৈরাগী অর্থের বদলে গেয়েছে হৃদয় সিংহাসন—প্রতিষ্ঠা—অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

নিরন্ন ভারতবাসীর জন্য অর্থ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হলেও নিরাশ হলেন না। চাই না পর অর্থ—চাই না পরদাস হতে—এবার আমি মানুষ তৈরী হবার ধর্ম্ম প্রচার করব। কেন্দ্র হবে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাআবর্তিত জননী ভারত—সাধ্বীর শ্যামাঞ্চলে সন্ধ্যা দীপনন্দিত জননী ভারত।

প্রেমিক সন্ন্যাসী স্থির সিদ্ধান্তে হলেন উপনীত।

উর্ম্মিমালার অতন্দ্র আকুলতায় অবিরল উন্মাদনার মধ্যে কেটে গেল ১৭টি দিন।

এল ১৬ই জানুয়ারী—আঁধারের অনাবিল আস্তরণ ছিঁড়ে অরুণিম উষায় ধরা দিল সিংহলের শ্যাম দিকরেখা—

নারকোল কুঞ্জ তলে বালুর আঁচল বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐ কি আমার ভারত ?

ছুটে এসে দাঁড়ালেন বাইরে—যেন শিশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চান মা'র কোলে,—মা মা মাগো এত দিন পরে সন্তানকে মনে পড়ল ? যুক্ত হল দুটি কর—মুদিত নয়নে দুলে উঠলো দু ফোঁটা আনন্দাশ্রু।

সহসা দ্বিধায় মন্থর হল মন—কি জানি জনসাধারণ আমায় কি ভাবে নেবে, যদি না নেয় তবে কি হবে উপায় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংশয় ঝঞ্ঝার নিপীড়িত দিন অপরাহ্নে পড়ে ঢলে। জাহাজ ঢুকলো বন্দরে। দীর্ঘ আঁখিপল্লবে কেঁপে ওঠা অবসাদ নিয়েই স্বামিজী ডেকে এসে দাঁড়ালেন।

অস্তাচল সূর্য্যের শেষ রশ্মিমাখা গৈরিক উষ্ণীষটি নজরে পড়ামাত্র অনন্ত হর্ষের উন্মাদনায় জনতা জয়ধ্বনি দিল—গর্ব্বে দিশাহারা হল—কিন্তু সন্ন্যাসী তখনও উদাসীন···তখনও উন্মন। তারপরে কুমার স্বামীর—স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহস্তে তুলিয়ে দেওয়া মালার সৌগন্ধে সমীরে ফিরে এল আশা আনন্দ···এত আয়োজন··· এত কলরব···তবে আমার জন্যে—শতাব্দীর শিলালিপিতে আনন্দের শিহরটুকু রেখে নামলেন বিবেকানন্দ—

সাগর অভিযান হল শেষ, তরঙ্গ বিক্ষোভ রইল পড়ে···তাকে নিয়ে এগিয়ে চলল শোভাযাত্রা।—শ্বেতবস্ত্রাঞ্চল লুণ্ঠিত পথের উপর পর্যাপ্ত কুসুমের আলপনা বেয়ে ধীরে ধীরে চল্ল প্রকাণ্ড জুড়িখানা···।

খুলে গেল সারি সারি রুদ্ধ বাতায়ন—পুরস্ত্রীদের কল্যাণ-কাঁকনের ঝনৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো মঙ্গল শঙ্খ—ক্ষণে ক্ষণে গোলাপ নির্য্যাসে লাজ-বর্ষণের পথ বেয়ে দারুচিনি বাগানের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালো শোভাযাত্রা।

ধরার ধূলিতে আপনি নেমে আসা ছুটি জোছনা ধবল চরণান্তিকে লুটিয়ে পড়ল সেদিনের সেই সৌভাগ্যমত্ত জনতা···।

সন্ধ্যার রক্তরাগের সঙ্গে আপনার কনকপ্রভাটি মিলিয়ে স্বামিজী মঞ্চে উঠে দাঁড়াতেই ফুটে লঠলো সহস্রদল পদ্ম···উড়ে গেল একটি অনামী পাখী···বেজে উঠলো ভারতীয় ঐক্যতান।

আনন্দ স্তব্ধ সুদীর্ঘ মুহূর্ত্ত পর শোনা গেল স্বামিজীর কণ্ঠ—

"আমি কোন মহারাজা নই···আমি কোন ধনকুবের নই··· রাজনীতিক নই....যুদ্ধজয়ী সেনাপতি নই···আমি সহায় সম্বলহীন ভিক্ষুকমাত্র। আপনারা যে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন তাতে আমি বুঝেছি হিন্দু জাতি এখনও তার আধ্যাত্মিক সম্পদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হারায় নি। নতুবা একজন সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন কেন? অতএব হে হিন্দুগণ নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধর্ম্মাদর্শকে দৃঢ় বলে ধরে রাখ।" অন্তর গুহায় সেই কণ্ঠ যেমন গমগম করতে থাকে তারপর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে একাগ্র চেতনার সেই সভা ভঙ্গ হল।
তারাভরা শোভন লোভন উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় আবার তাঁকে আমরা দেখতে পেলাম তারি দর্শনে বঞ্চিত জনগণের মাঝখানে।

প্রত্যাগত প্রভাত রোমাঞ্চে—আবার জমা হল জনসাধারণ আবার সুরু হল আলাপ আলোচনা প্রশ্ন উত্তর—বিচ্ছেদ-বিধুরা এক দীন জননীর ঈশ্বর লাভের উপায় কি প্রশ্নে, সেদিনের সভা সরস করুণা ভঙ্গে হল সজল। ওদিকে মেদুরিত মনে—কোন অজানিত ক্ষণে—অশ্রুত পদশব্দে—এসে পড়ল তমাল-কুন্তলা সন্ধ্যা। ···সভা ভঙ্গ হল—

ফ্লোরা হল···জনতা যেন জমাট বেঁধে শুনতে লাগল স্বামিজীর বক্তৃতায় "পুণ্যভূমি ভারত"—

"যে সামান্য কাজ আমার দ্বারা হয়েছে, তা আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি বলে হয়নি, হয়েছে মাতৃভূমির উৎসাহ বাক্য—শুভেচ্ছা—আশীর্ব্বাদে···"

"যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে যাকে পুণ্যভূমি বলা যেতে পারে···এমন কোন দেশ থাকে যেখানে মনুষ্য জাতির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তি···ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ, আধ্যাত্মিকতা অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে তবে নিশ্চয় করে বলতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষের—বন্ধুগণ বিশ্বাস করুন ভারতই জগতকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।"

এ তো শুধু কথার যাদু নয়, এ যে নির্ভেজাল নিখাদ সত্য। তাই সবার অন্তরেই জাগল সন্তোষ আপনাকে খুঁজে পাওয়ার আস্বাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭ই জানুয়ারী—মনের আকাশ হতে ভেসে আসা সে এক রুচিরা সন্ধ্যা—স্বামিজী চলেছেন শিব সন্দর্শনে—সঙ্গে শত শত অনুগমনকারী—ঘরে ঘরে দীপসজ্জা—দ্বারে দ্বারে কদলীপত্রের মৃদু অলস। মর্ম্মর—মনে হয় যেন সবুজ ওড়না বক্ষে আলোর সাতনরী দুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনিমেষ নয়নে সুবেশা তামিল পল্লী।

দর্শনার্থীদের পূজা উপচার গ্রহণ করতে করতে শুভ লগ্নের শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন মন্দির দ্বারে—জয় মহাদেব রবে গগন যেন বিদীর্ণ হল—ভাবাবেগের হাসিতে অশ্রুতে এক বিস্ময় সৃজন হল।

এতদিনে শিবের সমাদর হল তাহলে। এমনি করে দিনের পর দিন চলতে থাকে আলাপ আলোচনা আর জমতে থাকে ফুল ফল আর মালার পাহাড়।

১৯শে চলেন স্পেশাল সেলুনে কাণ্ডি। কাণ্ডির জনগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা কুড়িয়ে সকলকে মাতিয়ে নিশি-উদ্‌যাপনের পর চল্লেন ২০০ মাইল অশ্বযানে…গগন-গঙ্গার তলে চিরহরিৎ শস্য শ্যামলশ্রী লাজুক বনশ্রী দেখতে দেখতে ডাম্বুল অনুরাধাপুর পেরিয়ে উঠলেন জাফনার এক কলেজে।…

মশালের সুতীব্র আলোতে আর ১৫ হাজার লোকের পদশব্দে সেদিন রাত্রি দেবীর নিদ্রা ভঙ্গ হল।

অনেক নিমন্ত্রণ পত্র… টেলিগ্রাফ এড়িয়ে ক্লান্ত পীড়িত স্বামিজী সিংহল ভ্রমণ করলেন ইতি।

২৬শে জানুয়ারী পৌঁছলেন পাম্বান। রজতগলা সেই অলস মধ্যাহ্ন সহসা চঞ্চল হল—লঘু পদে চলে যাওয়া খণ্ড মেয়ের মত আকাশের গা ঘেঁসে উড়ে গেল সাদা বকের ঝাঁক।

পাত্রমিত্র সভাসদদের সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হলেন রামানাদাধিপতি।…সন্ন্যাসী গুরু ও রাজশিষ্যের সেই মিলন যেন মহাকালের হস্তচ্যুত মন্দার মাল্যের এক ঝলক সুরভির মত সবার হৃদয়কে করল স্পর্শ…।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ তলে সভাকার্য্য ভঙ্গের পর স্বামিজী চল্লেন রাজ্যাভিমুখে—

অশ্বকে মুক্তি দিয়ে সভাসদগণ ও রাজা বহন করে চলেছেন শকট—যাঁর প্রসন্নহাস্যে জীবনের কুহেলী-কলুষতা যায় মুছে···কৃপা করুণায় ঊষর মরুতে দুলে উঠে সঞ্চারিণী লতা—সেই জনম-মরণের বন্ধু মিত্র গুরুদেবকে দর্শন মানসে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে থাকে সকলে এই অনবদ্য ক্ষণটিতে—

পরদিন—বৃহতী জনতা হস্তী উষ্ট্র পতাকা তোপধ্বনি দেশীয় সঙ্গীত লহরীর সঙ্গে পৌঁছলেন স্বামিজী রামেশ্বর—মনে পড়ে—পাঁচ বছর আগে জীর্ণ মলিন বেশে ক্ষীণ শ্রান্ত চরণে এসেছিল এক ভিক্ষু সন্ন্যাসী···মনের মণিকোঠায় লুকিয়ে রাখা একখানি দর্শন আকাঙ্ক্ষিত মন নিয়ে···সেদিন এ মহোৎসব কোথায় ছিল ?

···ভাষণ দিলেন—"তীর্থ মাহাত্ম্য ও উপাসনা".—"শিবের অর্চ্চনা শুধু মন্দিরের বিগ্রহ অর্চ্চনা নয়, দীন দরিদ্র অন্ধ আতুরের মাঝে জীবরূপী শিবেরই অর্চ্চনা।"

ভারতের বুকে স্বামিজীর প্রথম পদার্পণ উপলক্ষে দীন-নারায়ণদের অন্নবস্ত্র অর্থ দান করা হলো···আকাশে মাথা তুলে জেগে থাকা স্মারক স্তম্ভ উঠলো গড়ে।

ধন্য গুরুভক্তি···ধন্য আবেগ-আকুল-প্রাণ রামানদাধিপতি।

পরমকুড়ি···মনমদুরা···মাদুরা ত্রিচিনোপল্লী তাঞ্জোরের আনন্দ অভিনন্দন গ্রহণ করে পৌঁছলেন কুম্ভোকোনম্··· ।

কুম্ভকোনমে দিন তিনেক বিশ্রাম করে চল্লেন মাদ্রাজ··· ।

পথে প্রত্যেক ষ্টেশনেই জমে জনতার অরণ্য···মায়া-বরমের তো কথাই নেই···তবু ঘটে গেল এক অদ্ভুত বিস্ময়···সেদিনের সেই কুয়াশা কালিমাকে ভেদ করে ছুটে চলেছে ট্রেন···হঠাৎ কোন ষ্টেশনের জনতা জানায় অনুরোধ—ট্রেন থামাও···কিন্তু এটা তো বিরতির জায়গা নয়···শোনে না কর্ত্তৃপক্ষ—ট্রেন চলতে থাকে মদমত্তে ···ক্ষেপে ওঠে সকলে···মরণ তুচ্ছ করে তারা চায় দেবতাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরণ করতে…জীবনের গহন দেউলে তারা চায় রূপের প্রদীপ জ্বালাতে…ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ে লাইনের উপর। ষ্টেশনমাষ্টার না শুনলেও গার্ডের দরদী মন দুলে ওঠে…বিপুল ধাক্কা খেয়ে গাড়ী থেমে যায়। নির্ব্বাক স্বামিজী…এত ভক্তি…এত আকুলতা! ভারতের এই অখ্যাত গ্রামেও আমি অজ্ঞাত নই। প্রভু বুঝেছি এ তোমার কীর্ত্তি। তোমারি লীলা! তারপর অভয় মুদ্রা তুলে জনতাকে করলেন অমোঘ আশীর্ব্বাদ।

তারপর একদিন লঘু পাখা মেলে এগিয়ে এল—

২৮শে ফেব্রুয়ারী—শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের প্রাসাদের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে জমল মহানগরীর যত নাগরিক। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাদের অপেক্ষীয়মান চক্ষুগুলি চঞ্চল হয়ে হয়ে ওঠে—দ্রুত স্পন্দিত হয় বক্ষ। কই কখন আসবেন তিনি "যা আগে কখনও আসেনি—পরে কখনও আসবে না এমন একটি জন।"

যথাসময়ে সভাকার্য হল সুরু—সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর পাঠ করলেন অভিনন্দন পত্র—ছিল তাতে পাশ্চাত্যদেশ বিজয়ী সন্ন্যাসী ভারত তথা বাংলার উজ্জ্বল নক্ষত্রের গুণগান—

মর্ম্মস্পর্শী, আন্তরিক, অভ্যর্থনায় তিনি উদ্বেলিত হলেন—হলেন আশান্বিত—

প্রাণের উৎস খুলে দিলেন বক্তৃতায়—যা মনের কোমলগান্ধারে করে অনুরণন।—যা হৃদয়ের রুদ্ধ দরজাকে উন্মুক্ত করে—প্রাণের মাঝে একটা অবিচ্ছিন্ন ঐকান্তিকতা সৃষ্টিকরে। বল্লেন—

"আমি তোমাদের কাছে ধর্ম্ম প্রচারকরূপে আসিনি—সন্ন্যাসী ভাবেও নয়। এসেছি সেই আগেকার কলকাতাবাসী বালকরূপে আলাপ করতে—হে ভ্রাতৃগণ আজো আমার মনে হয় এই রাজধানীর ধূলায় বসে তোমাদের সঙ্গে আমার মনের কথা খুলে বলি—তোমরা বলছ আমি নাকি কিছু করেছি—তবে এই বিবেকানন্দ যা করেছে তোমরাও তা পারবে—হয়ত আরো বেশী করতে পারবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এস জাগ্রত হও, বীর হও। আমার এই কার্য্য গ্রহণ কর আমি সুরু করেছি—তোমরা শেষ করো।

কাল যদি আমার দেহ যায় সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্যভার জেনো বিলুপ্ত হবে না। সহস্র সহস্র লোক এই কাজ এমনভাবে করবে যা আমি কল্পনায় সে আশা করিনি। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি—বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদের উপর—

যদি কায়মনোবাক্যে কোন সৎকাজ করে থাকি যদি আমার মুখ হতে এমন কথা বেরিয়েছে, যাতে জগতের কিছুমাত্র উপকার হয়েছে তা সবই আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরব"—

আর যদি কোন অভিশাপ বর্ষণ করে থাকি, ঘৃণা-ব্যঙ্গ করে থাকি তা সবই আমার, তাঁর নয়। যা কিছু দোষযুক্ত দুর্ব্বল তা সবই আমার—যা প্রকাশময় উজ্জ্বল তা সবই তাঁর। জগত এখনও সেই নরবরের সঙ্গে পরিচিত হয় নাই।—" মধুকরের বুকে কত গুর্জ্জরী রাগ!

* * * *

দখিন সাগর উতল করে এল ফাল্গুন এল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মদিন—

সেদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অগণিত জনতার চোখে চোখে ফেরে একটি প্রশ্ন—কই তিনি কখন আসবেন?

মন-মৌসুমীর অধীর মুহূর্ত্তের পর এলেন স্বামিজী—হলেন ভূমিষ্ঠ কৌষিকীরূপা চতুর্ভুজা হরমনমোহিনীর চরণতলে। দেউলে দেউলে প্রণতি জানিয়ে চলেন শ্রীঠাকুরের মন্দির অভিমুখে—শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে নৃত্যে গীতে সংকীর্ত্তনে সুরধুনীর কলকলে যেন অনন্ত হর্ষের প্লাবন সৃষ্টি হল—

শ্রীঠাকুরের গৃহী, সন্ন্যাসী ভক্তদের সঙ্গে কত সুখ দুঃখের কথা কইতে কইতে পুরানো স্মৃতির স্বর্ণজাল খুলতে খুলতে চলে পরিক্রমণ—সেই তীর্থ যার ধূলায় ধূলায় দেবতার শ্রীঅঙ্গের স্খলিত চন্দনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গন্ধ—যার আলোকের জ্যোতিষ্মান প্রেমতন্ময়তার স্পর্শ মাটিতে—জলে—জীব দুঃখ কাতরতার বিগলিত অশ্রুশিশির—

প্রহরের লহর গুণতে গুণতে এসে পড়ে ৬ই ফেব্রুয়ারী—উদয় অচলে এল সপ্তুরগে রবি—ছুটল বন্যার মত মাদ্রাজবাসী ষ্টেশন অভিমুখে—

ট্রেন থামতে না থামতেই হাজার হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে গগন ভুবন যেন কেঁপে উঠলো—মনের পরতে পরতে যেন দোলা লাগল।

প্রতীক্ষিত নয়নের সম্মুখে যেন সৃষ্টির প্রথম ভাস্কর সুদর্শন সুস্মিত স্বামিজী নামলেন প্লাটফরমে।

প্লাটফরম তো নয় যেন সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহ—যেন গিরিজাপুরের উৎসব প্রাঙ্গণ।

যাই হ'ক এবার এগিয়ে চল্ল শোভাযাত্রা—ঘোড়া খুলে কলেজের ছাত্ররা টানতে থাকে গাড়ী—শ্রাবণে ঝরে যাওয়া কদম্ব কেশরের মত ক্ষণে ক্ষণে হতে থাকে পুষ্পবৃষ্টি, পুরনারীদের হস্তস্থিত পঞ্চপ্রদীপের শিখা হয়ে ওঠে নৃত্যময়ী। কেউবা সাক্ষাৎ শিব-দর্শনের অগাধ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আছড়ে পড়ে গাড়ীর দুয়ারে। একটির পর একটি করে সপ্তদশটি তোরণ পেরিয়ে গাড়ী পৌঁছল ক্যাসল করনান্ প্রাসাদে।

বরণের রজত ডালা নিয়ে এগিয়ে এল আরেকটা দিন—প্রায় বিশটি অভিনন্দন পাঠের পর উত্তর দিতে উঠলেন স্বামিজী, কিন্তু হলের বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে কত পিপাসিত অন্তর।

সবার অনুরোধে একখানি ঘোড়ার গাড়ীর কোচ বক্সের উপর উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু ফল হলো উল্টো, দর্শনে বঞ্চিত জনতার আনন্দ কোলাহলে ভাষণ দেওয়া হল অসম্ভব।

খুসী মনে বল্লেন মাত্র কটী কথা—স্বদেশের জন্য অনেক বড় বড় কাজে এ বিপুল উৎসাহকে স্থায়ী রাখতে হবে, প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮-ই ফেব্রুয়ারী—ভিক্টোরিয়া হলে পাঁচ হাজার জনতা শুনলো—আত্মার অমর পন্থা।

দ্বিতীয় দিন ১৯শে বললেন—"উপনিষদ বলেছেন তেজস্বী হও—অভী মানে ভয় শূন্য হও—আর কোন শাস্ত্রে অভীর বিশ্লেষণ হয়নি। চেয়ে দেখ সেই অতীত—

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদের কূলে দাঁড়িয়ে আলাপ করছেন শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট প্রাচ্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে। ভয় দেখাচ্ছেন—যদি আপনি আমার সঙ্গে আমার রাজধানী গ্রীসে না যান, মৃত্যু আপনার অবশ্যই হবে—প্রলোভনের পর মৃত্যুভয়—উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন সন্ন্যাসী—তুমি মিথ্যাবাদী, জড় জগতের তুমি সম্রাট, আমি চৈতন্যস্বরূপ অক্ষয়—অমর। আমি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ, তুমি বালক। এরকম তেজস্বিতাই এখন তোমাদের জীবনে হয়েছে প্রয়োজন।"

বক্তৃতা চলতে থাকে দিনের পর দিন—'ভারতীয় মহাপুরুষ', 'আমাদের কর্ত্তব্য', 'ভারতের ভবিষ্যত'—যারা তাঁকে বন্ধুর মত উৎসাহ দিয়েছিল—

গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে যারা দ্বারে দ্বারে অর্থ এনে দিয়েছিল ভিক্ষা করে সেই মাদ্রাজবাসীদের সঙ্গে পূর্ণমিলনের আনন্দ অমরতায় নটা দিন কাটিয়ে ১৪ই ফেব্রুয়ারী উঠলেন কলকাতামুখী জাহাজে…ক্লান্ত ক্লিষ্ট স্বামিজী বিশ্রামের আশায় বুঝি জলপথই নিলেন বেছে।

বাংলা—যার বাতাসে বিতানে গৌরকিশোরের আবির্ভাব-রোমাঞ্চ—যার মাটিতে, জলে নিত্যানন্দের প্রেমকর্ষিত নূপুর ধ্বনি—যার কুটিরে কুটিরে অদ্বৈত রাঘবানন্দ-ঈশ্বরপুরী-হরিদাস-রূপ-সনাতনের জীবননাট্য—যার ভাগ্যভালে চন্দ্র সূর্য্য নিত্য নিয়মিত—বক্ষে যার ফুল-মালঞ্চের অকৃপণ মধুর মাধুরী—বনে প্রান্তরে পাপিয়া কুহুর উন্মাদ অধীর কণ্ঠ-গুঞ্জন…এ সেই বাংলা, হে আমার জন্মভূমি লহ নমস্কার…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাহাজ নোঙর করলো খিদিরপুর জেটীতে—স্বামিজী চাপলেন অপেক্ষমান স্পেশাল ট্রেনে।

একটি সোনার সূর্য্যের পর অভ্যুদয়ের ক্ষণ বিলম্বে ট্রেন এসে দাঁড়ানো মাত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক্ষারত জনতার সমবেত কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে যেন স্থাবর জঙ্গম শিহরিত হল।

ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় এত আনন্দ? স্বামিজী ত্রস্তপদে এসে দাঁড়ালেন গাড়ীর দরজায়—যুক্তকরে জানালেন নমস্কার উল্লাস অধীর জনসঙ্ঘকে।

অশান্ত জীবন নদীর উপকূলে শান্ত সুস্থির হিমাচলসম ঐ যে দাঁড়িয়ে, ঐ কি আমাদের স্বামিজী? জনতা স্তম্ভিত হলো, বুঝলো সার্থক আমাদের শ্রম, সার্থক জনম আমাদের।

এবার এগিয়ে চল্ল ফুলে পল্লবে পতাকায় তোরণে তোরণে সুসজ্জিত পথ বেয়ে একটি সুন্দর সুসম্পন্ন বৈচিত্র্যময় শোভাযাত্রা রিপন কলেজ অভিমুখে।

সমাগত সুধীদের শিষ্টালাপ তুষ্ট করে হলেন উপস্থিত রায় বাহাদুর পশুপতিনাথ বাবুর আলয়ে। মধ্যাহ্ন ভোজন-অন্তে চল্ল ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন দর্শন উপদেশ।

তারপর…

প্রীতির রঙনে রচা আসন্ন সন্ধ্যায় ছুটলেন আলমবাজার মঠে। চার বছরের নিরুদ্দিষ্ট নেতাকে পেয়ে গুরুভাইদের মনে আজ কত-জনমের যেন বরণ উচ্ছ্বাস—আর বহুদিন পর মঠে ফিরে এসে স্বামিজীর যেন মনে হয় বুঝি খাঁচার বদ্ধ পাখী ফিরে এসেছে তার বনসঙ্গীদের মাঝে,—সেনাপতি যেন ফিরে এসেছে সমস্ত সামরিক আইনের বাইরে, বুঝি বা জীবন-তীর্থে তার কৈশোর এসেছে ফিরে।

সহসা নাট্যাচার্য্য গিরিশবাবুর দিকে নজর পড়তেই তিনি হলেন প্রণত—প্রসন্নমুখে জাগল ভাষা—দেখুন ঘোষজা মহাশয় সেই একদিন আর এই একদিন। প্রতি নমস্কারের পর বীর ভক্ত দিলেন সরস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর—তাই তো মনে হয় আরো দেখি—আরো বাঁচি। ভক্তের ভাব-গঙ্গায় বিচিত্র ঢেউ দোলা।

শ্রীঠাকুর বলতেন, গিরিশ ভৈরবের অবতার—ভৈরবের অবতার না হলে ভৈরবনাথকে কি চিনতে পারে? তার জলদ্ কণ্ঠে শুনলো সেদিনের সমাগত—হরমোহন এসে যখন বল্লে কি একটা কাগজে নরেনের নিন্দা রটেছে—তখন আমি বল্লুম—নরেনকে নিজে চোখে যাদ অন্যায় করতে দেখি তবে জানব আমার চোখের দৃষ্টি-দোষ হয়েছে—এখুনি এই চোখ উপরে ফেলা উচিত।

ও যে অনূদয়ে তোলা মাখন—ওকি জলে মেশে? তাঁর কথা কি ভুলে গেলে।

সেদিন কিন্তু ভাষণ দেওয়া সম্ভব হলো না—আনন্দের উছল অনুনাদে ডুবে যায় বার বার স্বামিজীর উদাত্ত কণ্ঠের সুর সপ্তক—

আজ শুধু রূপ-সাগরের উদ্বেলতা—

* * *

হিঙ্গুল পলাশের বনে বনে আবীর গুলাল খেলতে বাহারে অস্থায়ী অন্তরাত্রে আরোহণ অবরোহণ করতে করতে কেটে চলে বসন্তের প্রহর—

এমনি একটি দিনে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে হাজার হাজার চোখের তারা নিস্পলক হয়ে দেখল স্বামিজীর অর্চিশিখা তনু—হাজার হাজার শ্রবণ শুনল সর্ব্বাবয়ব বেদান্তের সাম্য ঝঙ্কার—।

ছড়িয়ে পড়ে প্রজ্ঞার খ্যাতি—কিন্তু এবার দিকে দিকে নয়—বুকে বুকে—

এতদিন যা ছিল শ্রুত আজ তা হল মর্ম্মানুভূত—।

শীলেদের বাগান বাড়ী যেন নব মহাবিদ্যালয়। আসে উৎসাহী তরুণ—আসে কৌতূহলী জনতা—আসে পরীক্ষা করতে পণ্ডিত—আসে ধর্ম্ম-পিপাসু—আসে শুধু মাত্র দর্শন ভিখারী। তৃপ্ত তবে সকলেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্র ব্যাখা শুনে স্তম্ভিত পণ্ডিতরা—উদ্ভিন্ন প্রতিভাধর দার্শনিকরা হতবাক—

শুধু বৈষ্ণবরা বলেন স্বরস্বতীর বর পুত্র হতে পারেন—জ্ঞানী হতে পারেন, ভক্ত নন্, ভাগবত জানেন না—এমন কি ত্রুটির প্রমাণ দিতে তারা প্রস্তুত—।

—"একদিন আমার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে একটি রূপ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে চলে যান নির্জন দ্বীপে—শ্যাম সাধনায়"—

বৈশাখীর প্রলয়দাহে যুদ্ধং দেহী বলে দাঁড়ালো কয়েকটি গুজরাতী পণ্ডিত—সেই ভাগীরথীর উদ্দাম কল্লোলিত তীরে স্বশিষ্য গৌরচন্দ্রের কাছে জয়পত্র নিতে কেশব কাশ্মিরী—

আজ কিন্তু একা নয় দলবদ্ধ হয়ে সেই দর্শনশাস্ত্র বিশারদ—ব্যাকরণবিদ্‌রা সুরু করলেন বিচার-বিতর্ক—

বিষয়—উত্তর ও পূর্ব্ব মীমাংসার মধ্যে শ্রেয়তর কোনটি ?

ভাষা ছিল অবশ্য সংস্কৃতে—উদ্দেশ্য সুরুতেই তাঁর হোক পদস্খলন—

সপ্তরথীতে ঘেরা অভিমন্যুর মত পণ্ডিতরা চারদিক হতে করেন প্রশ্নের প্রভঞ্জন—

আর অনভ্যস্ত হলেও স্থির ধীর সুললিত ভাষায় স্বামিজী দিয়ে চলেন তাঁদের মনোনীত উত্তর—অনেক বাদানুবাদের পর—পরাজয় তাঁরা স্বীকার করলেন—

স্বীকার করলেন—ব্যাকরণে বুৎপত্তি না থাকলেও শাস্ত্রজ্ঞান অতুলনীয়—যেন শাস্ত্রার্থ দ্রষ্টা—। পণ্ডিতদের মুখে একথাও শোনা গেল—এই অদ্বিতীয় পণ্ডিতের চোখে এক মাদকতা আছে—

যোগ্য স্থানে জয়পত্র রেখে তারা হাসি মুখে নিলেন বিদায়—

বিশ্বজয়ী নেতাকে তারা বরণ করে তার পদ বন্দনা করে—তাঁর সঙ্গে রঙ্গ পরিহাস করে—তবু কোথায় যেন কিন্তু থেকে যায়—মনকে তো নির্ম্মল নির্মেগ করতে পারে না। তৃপ্তির তরঙ্গে তো মন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরাল পাখা মেলে দেয় না—। দিন তবুও চলে—কর্ম্মক্লান্ত শরীরে বুঝি আর শ্রম সহ্য হয় না—অবসাদে যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। তাই চলে বিশ্রামের আয়োজন চলে বায়ু পরিবর্ত্তনের মহড়া—

দার্জিলিং পাহাড়ের তুষার চূড়ায় প্রভাত সূর্য্যের কনক রশ্মি—হাওয়ায় হাওয়ায় রোডোড্রেনডন, ম্যাগ্নোলিয়ার সৌরভ মাদকতা স্বামিজীর শরীর মনকে সুস্থ করতে পারে না—

কর্ম্মপ্রেরণা তাকে বিশ্রাম নিতেও দিল না। ডাক্তারের বারণ উপেক্ষা করে ফিরে এলেন কলকাতা মাত্র দুটি মাস পরে—

আলমবাজার মঠের দিন আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার মত উছল হয়ে উঠলো।

দেশের যুবকদের মনে জাগরণের উন্মাদনা—অনেকেই প্রার্থনা জানাল সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য্যের—তিনিও খুশী হলেন।

শুধু মাত্র একজনের জন্য গুরুভাইরা দিল বাধা—

কেন ?

মলিনতা !

আঁধার ঘর কি ভাস্কর-ভাতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে না ? অতীত পঙ্কিল বলে কি বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকেও পঙ্কময় করে রাখতে হবে ?

তাহলে সেণ্ট খৃষ্টফার—তাহলে জগাই মাধাই ! বল্লেন তিনি—আমরা যদি পাপীতাপী দীন-দুঃখী পতিতদের উদ্ধার সাধনে পশ্চাৎপদ হই তাহলে কে আর তাদের দেখবে।

বিগলিত জাহ্নবীজলে আপনার পিণ্ড আপনি বিসর্জ্জন দিয়ে ভাবী সন্ন্যাসীরা যখন প্রণত হল—প্রাণ খোলা আশীর্ব্বাদের পর বল্লেন আচার্য্য—তোমরা মানব-জন্মের শ্রেষ্ঠ ব্রতগ্রহণে উৎসাদিত হয়েছ—ধন্য তোমাদের জন্ম ধন্য, তোমাদের বংশ।

'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' হচ্ছে সন্ন্যাসীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর 'বহু জন হিতায় বহুজন সুখায়' এর জন্য সন্ন্যাসীর জন্ম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর পরিপূর্ণ নয়নে দেখে নেন দীপ জ্বলে ওঠা দীপাবলীর শোভা।

* * *

অভিজ্ঞতার অভিধান খুলে দেখেন বৃহত্তর যা কিছু তার পশ্চাতে আছে সঙ্ঘবদ্ধতা—

এই সঙ্ঘবাসনা তার মনে লক্ষ পদশব্দে করে আনাগোনা।

তাই বলরাম ভবনে একত্র সন্মিলনে এক দীপ্ত বৈশাখে জানালেন বিবেকানন্দ—

—আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে, কর্ম্মক্ষেত্রে রয়েছেন, আমরা যার নামে সন্ন্যাসী হয়েছি যাঁর দেহাবসানের মাত্র বিশবছরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর নামে ও অদ্ভুত জীবনের প্রসার হয়েছে এই সঙ্ঘ তাঁরি নামে হবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রভুর দাস, সকলেই এ কার্য্যে সহায় হোন। একবাক্যে সব নিল মেনে—

সঙ্ঘের নাম হল—রামকৃষ্ণ মিশন, উদ্দেশ্য সাধারণের সেবা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান—

কার্য্য—দেশ বিদেশে প্রচারকার্যের জন্য ব্রতধারীদের গমন—

নিয়ম—প্রতি রবিবার অধিবেশনে, সভায় যোগদান—

অধিকারী—যিনি বিশ্বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতে বিশেষ কাজের জন্য আবির্ভূত—মঠের উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁর সহানুভূতি আছে—সন্ন্যাসী হবে নিশ্চেষ্ট—নির্ব্বিকার—নিঃসঙ্ঘ। কিন্তু নরেন একি কথা বলে—একি ছড়াতে চায়—এতো শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা নয়—

সহসা একদিন বলে ফেল্লেন যোগানন্দ—সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া, লোকের উপকার করব এই অভিমান বিদেশীভাব, শ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য কি এই ছিল ?

—অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের বুদ্ধির গণ্ডীতে বদ্ধ করতে চাস্ আর আমি চাই পৃথিবীময় তাকে ছড়িয়ে দিতে। যাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদতলে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছি তাঁরি ভাব ত্রিজগতে প্রকাশ করতেই আমাদের জন্ম।

তাঁর দয়ার নিদর্শনও ভূয়ো ভূয়ো পেয়েছি। কতদিন কৌপিন-বন্ত হয়ে গাছ তলায় কেটে গেছে; আবার এই বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য আমেরিকার রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। তাঁরি দয়াতেই তো এত মান এত সম্ভ্রম যার শতাংশ পেলে সাধারণে পাগল হয়ে যায়, তা অনায়াসে হজম করেছি। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর, এগিয়ে আয়।

কথাটা কি জানিস—সাধারণে তাঁকে যতটুকু বুঝেছে তিনি ততটুকু নন্।

নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা হয় কিন্তু অনন্ত অসীম ভাবের ইয়ত্তা হয় না।

আর এও জেনো তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্ত্তে লক্ষ বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন।

কথার ইতি হলেও ভাব বিনিময় হল না—আগ্নেয়গিরি ধূমায়িত হতে থাকে। কেটে চলে দুঃসহনীয় কটি দিন—

হঠাৎ কোন রক্তসন্ধ্যায় অগ্নিউৎগীরণ হল—

কেন তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার কচ্ছ না—শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও উপদেশের সঙ্গে তোমার কার্য্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য কোথায়?

হেসে দেন জবাব—তোরা ভক্তের দল—তোরা ভাবরোগগ্রস্ত উন্মাদ—। ধর্ম্মের কি জানিস। শুধু কচি খোকার মত নাকে কাঁদতে পারিস—ওহো প্রভু তোমার কি সুন্দর নাক—কিবা চোখ—কি যে সব মরি মরি! এতেই তোদের মুক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ চড়চড় করে হাত ধরে গোলকে নিয়ে যাবেন। আর জ্ঞান চর্চ্চা—লোকশিক্ষা—পরের উপকার অনধিকার চর্চ্চা।......

আমি যদি আমার দেশের লোককে মোহকূপ হতে উদ্ধার করতে পারি—তাদিকে কর্ম্মযোগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তাহলে হাসতে হাসতে হাজারবার জন্ম নিতেও আমি প্রস্তুত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাই না শাস্ত্র বিধি······শুধু নিজের ভক্তি মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করে আমি তার দাস ক্রীতদাস···বলতে বলতে শ্বাসরুদ্ধ হল—মুখশ্রী রাগরক্ত হল—কণ্ঠ কেঁপে উঠলো—চলে গেলেন বিশ্রাম গৃহে—

অনুতাপদগ্ধ মনে—ত্রস্ত পদবিক্ষেপে গুরু ভাইরা এসে দেখলেন ধ্যানাসনে উপবিষ্ট যোগী—কিন্তু আঁখিতে উতল যেন গোমুখী গঙ্গা—

কেটে যায় প্রায় একটি ঘণ্টা—বর্ষণক্ষান্ত শারদশ্রী মুখে আবার এসে দাঁড়ালেন সবারি মনের কাছে—মরমের কাছে—

দুঃখ পাওয়ার থেকে দুঃখ দেওয়ার যে বেদনা সেই বেদনায় তারা তখন নির্ব্বাক।

তাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিজেই বলে চলেন—জানো? যখন ভক্তিতে মন ভরে থাকে তখন মানুষের ফুলের আঘাতটুকুও সহ্য হয় না—

আজকাল ঠাকুরের কথা খানিক ভাবতে বা বলতে গেলেই মন বড় উদ্বেলিত হয়ে পড়ে তাই জ্ঞানের শৃঙ্খলে ভাবরূপী মনটাকে ধরে রাখতে চাই—কারণ এখনো মাতৃভূমির প্রতি আমার কর্ত্তব্য শেষ হয় নি।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাসানুদাস। তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন তা যতদিন না শেষ হয় আমার নেই বিশ্রাম, নেই মুক্তি—

মনে পড়ে কত ভালই না বাসতেন তিনি আমাকে—

পরিচ্ছেদ শেষ হলো না বলে ওঠেন যোগানন্দ—থাক ভাই চল সান্ধ্য-গঙ্গার রক্তচরণে পূজা আরতির নিবেদন-কলা দেখে আসি—।

প্রচণ্ড ঝড়ে কালবৈশাখীর ঘন মেঘের মত উড়ে গেল তাঁদের মনোমেঘ—

বিদ্যুতের মত চমকে উঠলো সেই বাণী—"নরেন তোর হাতে এদের দিয়ে গেলুম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার কথার ভাবে দৃষ্টিতে যেন প্রভু রামকৃষ্ণের কার্য্যক্রিয়াই তাঁরা দেখতে পেলেন—।

বিবেকানন্দের মনে এবার বিচার এল সত্যিই কি আমি অন্য পথে চলেছি—

সেদিন বেদ-অধ্যাপনার ক্লাসে এসে দাঁড়ালেন নাট্যাচার্য্য গিরিশ-বাবু। নীরবে শুনে চলেন জ্ঞানসিন্ধুর বিতরণ ভাষা—সহসা প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলেন আচার্য্য—জি, সি, তুমি বোধ হয় এসব পড়ার কোন দরকার বোধ করো না? চিরকাল তোমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেই গেল।

গিরিশবাবু—কি দরকার ভাই বেদ অধ্যয়নে, বুদ্ধি কই? তাই ও সবকে দূর হতে প্রণাম করে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ভব-সমুদ্র পার হব বলে বসে আছি। তোমাকে দিয়ে লোকশিক্ষা দেওয়াবেন ধর্মপ্রচার করাবেন তাই তোমায় ওসব পড়িয়েছেন।

তবে তুমিও একথা বলছ? মনের বল এল ফিরে।

তবে একটা কথা—বলত নরেন দুঃখ, বুবুক্ষ আর্তনাদ, মলিনতার বিহিত কি তোমার বেদে আছে?

ক্ষণ মুহূর্ত্তেই সমাজের দুর্দ্দশায় চিত্র স্বচ্ছ হয়ে উঠলো—তাঁকে অশ্রুময় করে তুল্ল—উদ্বেলিত করে তুল্ল। আত্ম-সংবরণে অসমর্থ বিবেকানন্দ স্থান ত্যাগ করলেন—

সেই বেদন-মন্থর গমন পথ পানে চেয়ে গিরিশবাবু বলে ওঠেন শিষ্যকে—ওরে দেখলি দেখলি তোর। গুরুর হৃদয়টা—দেখলি দুঃখের অশ্রুজলে কেমন করে বেদান্ত ভেসে যায়—।

আপনাকে সামলে নিয়ে ফিরে এল বেদান্ত কেশরী—

সামনেই শিষ্য সদানন্দকে পেয়ে আবেগ-আকুল কণ্ঠে বললেন—একটা সেবাশ্রমে প্রবেশ করতে পারিস না—

উপযুক্ত শিষ্য দেয় উত্তর—যো হুকুম মহারাজ, বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

তৃপ্ত সন্ন্যাসী এবার ফিরলেন গিরিশবাবুর দিকে—জানেন জি, সি, পরদুঃখ নিবারণের জন্য এমনকি একটি মানুষের দুর্দ্দশা দূর করবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য আমি হাজারবার জন্মাতেও পারি। শুধু নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে?

গিরিশবাবুর সার্থক শ্রবণ মন যেন বলে উঠলো—ওগো বীরেশ্বর ওগো আশুতোষ এই জন্যেই তো তোমায় অত মানি।

শীর্ণদেহে বুঝি আর সহ্য হয় না এই মঠ, সেবাশ্রমের জন্য শ্রম, চিন্তা—

গ্রহণের সূর্য্যের মত যেন ক্ষীয়মান—যেন ম্রিয়মান হয়ে আসে শরীরের স্বাচ্ছন্দ দৃঢ়তা।

জাগে শঙ্কা গুরুভাইদের মনে—কি হবে উপায়।

ডাক্তারের বিধি আর সকলের একান্ত অনুরোধে বৈশাখী চাঁপার এক সৌগন্ধ সমীরে যাত্রী হলেন তিনি আলমোড়ার পথে—

আলমোড়া—

অভিনন্দনের পর অশ্বারূঢ় স্বামিজীকে নিয়ে এগিয়ে চল্ল আলমোড়াবাসী—

বাতায়নবাসিনীদের লাজাশিস বর্ষণে ক্লান্ত স্বামিজী দীপান্বিতা সহরের সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ তলে হলেন দণ্ডায়মান—দিলেন ভাষণ—এই হিমালয়ের সঙ্গেই আমাদের শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ বিজড়িত—

ভারতের ধর্ম্ম ইতিহাস হতে হিমালয়কে বাদ দিলে আর অল্পমাত্র থাকে অবশিষ্ট। অতএব এই সাধুজন-লাঞ্ছিত গিরিরাজ-বুকে একটা কেন্দ্র হওয়া চাই ই চাই।

তবে এই কেন্দ্র হবে না কর্ম্ম প্রধান, হবে শান্তরসাস্বাদিত—আত্মার মহিমা গুঞ্জিত হবে ব্রহ্মানন্দ পুলকিত স্থানে—

মূক মৌন অরণ্যানীর সুবদ্ধ প্রহরকে সচকিত করে ছোটে অশ্বারোহী প্রভাত প্রসূনে।

তারপর—

অবাধ্য আলোবাতাসের বুকে অকারণ লুটোপুটি করে ফিরে ঘোড়সওয়ার লালা বদ্রীসার প্রতীক্ষিত অবসরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুটা সময় উপদেশ আলোচনার পর মনটা যেন ধ্যান-নিবিড় হয়ে আসে—

আবার অশ্বারোহীকে দেখা যায় কুটজ গন্ধাভিভূত অলস অপরাহ্নে—খণ্ডচাঁদের প্রদীপ জ্বালা জোছনায়—

এইভাবে কটি উদয়-অস্তের পর শরীরে ফিরে এল পূর্ব্ব লাবণ্য স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি।

সহসা অবাঞ্ছনীয় শব্দ তরঙ্গের এল সৃষ্টি—ধর্ম্মসভার সভাপতি ব্যারেজ সাহেব ভারতে এসে পাননি তেমন শ্রদ্ধা-সম্মান—তাই স্বদেশে পৌঁছে তুলেছেন প্রতিশোধের ঝঞ্ঝা—

দিনের পর দিন এসে জমা হয় নিন্দাভরা পত্রিকা—

বিবেকানন্দ নাকি ভারতের নগরে নগরে করছে আমেরিকান মহিলাদের নিন্দা—আর তাঁর যশ প্রতিপত্তি সব কিছুই অতি নিম্ন-শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ এবং তিনি জাতিচ্যুত।

নিন্দা প্রশংসায় যিনি সম—উৎকণ্ঠার দুয়ার হতে যিনি অতিক্রান্ত, তাঁর আবার ভাবনা ভীতি।

তবে গুরুনিন্দা-কাতর শিষ্যদের জানালেন—তাঁর ধর্ম্মমতে উদারতা না থাকায় তিনি প্রতিষ্ঠা পাননি সে দোষ কি আমার? ভারত আগমনকালে আমিই তার অভ্যর্থনা সভার সভ্য ছিলাম। তিনি কি না আমারি নিন্দায় শতমুখ—এই কি জগতের রীতি! তবে দুঃখ হয় ব্যারেজের আত্মার অবনতি দেখে।

বারবার আঘাত-প্রাপ্ত সাধু একদিন করলেন ভ্রূকুটি নিক্ষেপ—লিখলেন উৎকণ্ঠিত শিষ্যকে—জানো? এই পা দুখানা কত রাজা কত রাজবংশীয়ের দ্বারা হয়েছে বিধৌত পূজিত সেবিত—

দেশের উন্নতি এখন ক্রমবর্দ্ধমান সে কার জন্য?

যখন আমি রাস্তায় বার হই জনতা সংযত করতে পুলিশ দাঁড়ায় এই কি সমাজচ্যুতি, এই কি জাতিচ্যুতির লক্ষণ? জীবনের সারাংশটা তাদের জন্য দান করলুম, তাদের এই ব্যবহার—

শুনে রাখো—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি আমার কাজে পরিতৃপ্ত, আনন্দ মুখর। আজ আমার—ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, রোগ, দারিদ্রের মাঝে নির্ভয়ে কাজ করে চলেছে আর ভগবান তাদের যোগক্ষেম বহন করে যাচ্ছেন। দেখলে সত্যই তুমিও আনন্দ পেতে।

মানুষ কে? মানুষ আমায় কতটুকু সাহায্য করছে—? ভারতে ইংলণ্ডে যখন আমি অপরিচিত ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়িয়েছি তখন যে আমার সঙ্গ করেনি পরিত্যাগ—সেই প্রাণবল্লভই আমার সব।

যে আমি প্রত্যাগাত্মার সন্ধান পেয়েছি—সে কি শিশুর কলরব পৌগণ্ডের চঞ্চলতায় বিক্ষিপ্ত হয়। আমার সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে—যা বলবার বলতে দাও—তাতে যার লাগে লাগুক্। তোমরা ভয় পেয়োনা—তোমাদের পশ্চাতে যে শক্তি আছে সে বিবেকানন্দ নয় তাঁরি শক্তি সেই প্রভু যিনি জানেন কিসে আমার ইষ্টানিষ্ট শুভাশুভ।

বৃষ্টিহীন বন্ধ্যা বৈশাখে মনটা যেন হঠাৎ দীপ্র হয়ে উঠলো—খবর এল দুর্ভিক্ষ পীড়িত পাঁচ শত দীন নারায়ণদের অন্ন যোগাচ্ছেন রিক্ত সন্ন্যাসী অখণ্ডানন্দ—রোগ বালাই আর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে অক্লান্ত শ্রমে সকলে করছে শত শত ম্যালেরিয়া, কলেরাগ্রস্ত নরনারী বালক-বালিকাদের সেবা শুশ্রূষা। আনন্দে যেন বুকের রক্ত উচ্ছল হয়ে ওঠে সেই কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার জন্য—বিবেকানন্দ আছেন। কিন্তু গুরু-ভাইরা দেয় বাধা—

আচম্বিতে এল আর একটি স্বর্ণালী সংবাদ—মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বিজয় গৌরব—ওদিকে ইংলণ্ড আমেরিকাতেও প্রচার কার্য্য চলেছে উদ্দাম গতিতে—

কলকাতা মিশনের কাজও চলছে স্বমহিমায়—আনন্দের অনুরণনে মন যেন আগত আশ্বিন—কল্পনা। আজ বাস্তবে যথাসত্য—এবার উত্তর ভারত—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঞ্জাব কাশ্মীরের নাগরিকদের একান্ত অনুরোধে সার্দ্ধ তুমাস পর আবার ঝাঁপ দিলেন কর্ম্মপ্রবাহে···

৯ই আগষ্ট পৌঁছিলেন বেরিলীতে—বুঝি বিশ্রামের পর শ্রমের প্রবল ধাক্কা সহ্য হলো না। প্রবল প্রতাপে এল জ্বর—

তবু অনাথ আশ্রম পরিদর্শনে উৎসাহ উদ্দীপনার বীজ ছড়িয়ে—প্রতিষ্ঠা করলেন ছাত্র সমিতি।

১২ই আগষ্ট চল্লেন আম্বালা—সেখানে সুস্থ হলেন, সোভিয়ারকে সঙ্গী পেলেন।

তারপর সাতটি দাবদগ্ধ দিনের অন্তে তুষার ধবল নাংগা হরমুখ পেরিয়ে নামলেন রাওলপিণ্ডি। মুরী ও বারমূলাকে পিছনে রেখে পপলারের ঘন বন পেরিয়ে পৌঁছিলেন শ্রীনগর।

স্বামিজীকে দেখেই হেসে উঠলো একগুচ্ছ ফরগেট মি নট—লাঞ্ছিত হল বর্ণালী মেঘমালা—

এরপর কাশ্মীর—এখানেও ভিড় জমল অসহনীয়। যত জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতদের তিনি যেন একান্ত হয়ে উঠলেন। ধর্ম্মালোচনা—সঙ্গীত—হিন্দী—ইংরাজী ভাষণে কেটে চলে তুষার-কোমল দিন অপরাজিত নীল সন্ধ্যা।

আর সম্ভ্রান্ত ঘরের নিমন্ত্রণ রক্ষার পটে শ্রদ্ধায় শ্যামল মধ্যাহ্ন। কাশ্মীরের অপরূপ রূপ সৌন্দর্য্যে শিকার ভ্রমণে শুধু তার নয়ন মন পূর্ণ হলো তা নয়, শরীরেও এনে দিল দ্বিপ্রহরের রৌদ্র দীপ্তি—সখা বসন্তের ক্ষণ সৌহার্দ্র।

কাশ্মীর হ'তে জম্বু—জম্বুতে তার ভাষণ শুনে তৃপ্ত হলেন জনসাধারণ তৃপ্ত হলেন মহারাজ স্বয়ং।

৫ই নবেম্বর শেয়ালকোট হয়ে লাহোর। লাহোরের আর্য্য সমাজীরা তাকে শ্রদ্ধা করল, তাদের অদ্বৈতবাদ—মূর্ত্তি-পূজার বিরোধিতার খণ্ডন মনদিয়ে শুনলো—

তুমি জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ অধিকারী হতে পার কিন্তু তোমার অক্ষম, তুর্বল ভাইকে কেন বাধা দেবে হোক সে কল্পনাশ্রয়ী। তার যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিমাতে ঈশ্বর উপলব্ধি হয় তাতে তোমার বাধা দেবার প্রয়োজনীয়তা কি ?

গোঁড়ামিতে তাড়াতাড়ি দল ভর্ত্তি হয় জানি কিন্তু সেটা জেনো দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। আমার গুরু-ভাইরাও আমাদের গুরুদেব কে অবতার বলে প্রচার করতে ব্যস্ত কিন্তু আমি তা দি না—ধীরে ধীরে নিজের অনুভব, আর তাঁর করুণা লাভে যেটা হবে সেইটা হবে বলবান।

তাদের শ্রদ্ধা সম্মত চোখে উঠলো আর একটি রূপ—

সেদিন যখন স্বামিজী মুখর হয়ে উঠেছেন অপরের গুণাবলী কীর্ত্তনে—সহসা বাধা দেয় একজন, স্বামিজী আপনি যার এত গুণ গাইছেন তিনি আপনাকে মানেন না—নিরহঙ্কারী দিলেন জবাব, নাইবা মানল আমায় মানেন না বলে কি তিনি গুণী হবেন না।

সব সঙ্কোচ—সব বিভেদের পারে যখন বাল্যবন্ধু সার্কাসম্যানের সঙ্গে হাসির-গঙ্গা-তরঙ্গে উচ্ছল হলেন তখন আরেক বার চমকাল সকলে তার নিরভিমানিতা দেখে।

শুধু সভায় সমিতিতে নয়। গৃহ ও গৃহান্তর হতে আসে অনুরোধ ভিক্ষা গ্রহণে—কলেজের অধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামী বাঙ্গালী চীফ্ জাষ্টিস্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সে ভাগ্যে বঞ্চিত হলেন না। সব সমাজের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে—সব বিচ্ছেদের আপাত উচ্ছেদ করে অনেক অন্তরের ভক্তিপাত্র হয়ে ক্লান্ত পীড়িত স্বামিজী যাত্রা করলেন দেরাদুন—।

তারপর খেতরীরাজের অনুরোধে সাহারানপুর হয়ে দিল্লী। সেখান থেকে বালির পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চল্লেন আলোয়ার।

আলোয়ারের দিন রম্য হয় পরিচিত বন্ধুদের দর্শনে আলাপে—

যশের গৌরবে যার চিত্ত বিচলিত নয়—বিড়ম্বিত নয় এমন জনকে ফিরে পেয়ে তাহাদের চোখের পলক নিষ্পলক হল, শ্রবণাকুল মনটা যেন পরিস্ফীত হয়ে উঠলো। দু-একদিনের মধ্যে এত নিমন্ত্রণ পত্র জমা হতে থাকে যে রক্ষা করা তার পক্ষে হয় অসম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেছে নেন একটু ভীরুমনের অভিলাষ। মমতা মেদুর একটি আহ্বান।

স্বশিষ্য স্বামিজী বসলেন আহারে আর বৃদ্ধা হল আনন্দ আকুলতায়—সাশ্রুত আঁধারে ভাব বিহ্বলা। কোনমতে করেন পরিবেশন অভিলাষিত খাদ্য। তবু কুণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ে কণ্ঠ—ইচ্ছা হয় কত ভাল ভাল খাবার খাওয়াই কিন্তু—কোথায় পাব বেটা আমি যে বড় গরীব—কে শোনে তার কাতর গুঞ্জন। সখাত সলিলে ডুবে মরবে ইতিহাস, দেখছিস্ কি স্নেহ বুড়ীমার, কি বলেন স্বামমিজী—স্বাত্তি ক রান্না।

প্রব্রজ্যার কালে এই ভিক্ষাই একদিন মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করেছিল। অস্পৃশ্য চিতাভস্ম যার শ্রীঅঙ্গের বিলেপন সেই বিভূতি ভূষণের চরণেপ্রণাম—

আলোয়ার হতে জয়পুর—জয়পুর হতে এবার চল্ল ক্যারাভান বাহিনী—চল্ল অশ্বারোহী খেতরী। সেই দিগন্তহীন ধূ ধূ বালুর ঢেউএ ঢেউএ যেখানেই চকিত হয় খেজুরের শিহর, পান্থপাদপের বিসর্পিল ছায়া—সেখানেই বসে বেদান্তের আসর—আরণ্যিক বেদান্ত এবার মরুবালুকায় বুঝি ঝিলমিল করে উঠলো। অশ্বের তীক্ষ্ণ খুরে ব্যাপ্ত বালু রাশি দেখতে দেখতে হল সমাপ্তি।

উষ্ট্রের পদচিহ্ন গেল হারিয়ে, পৌঁছিলেন সব খেতরী—। বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামিজীকে পেয়ে প্রজাগণের মধ্যে পড়ে যায় মহোৎসব।

একদিকে ভোজ আতসবাজী আনন্দ কলরব—আর দিকে জমা হতে থাকে প্রজাগণের নজরানা—। মহারাজ বাদ জাননা। সেখানেও জনগণ বেদান্তবাদ শুনলো ঐকান্তিক হয়ে, শুনলো অচঞ্চল হয়ে।

বাকী কটা দিন কেটে চলে আনন্দ অবসরে কেটে, চলে প্রকৃতির নব নব রূপ লীলাঞ্চল দর্শনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিসে হবে সুখ কিসে হবে আয়াস, শুধু সেইটুকু খুঁজে ফেরে মহারাজ—

গুরুগত তনুমন বাক্য—

অশ্বারোহী স্বামিজীর পথের বাধা কাঁটালতাটি সরিয়ে দিতেও মহারাজের হয় না বিভ্রম—সহসা চমকে ওঠে প্রজাগণ সমাগত সকলে—একি রাজরক্তে বালুকার যে বক্ষ রঞ্জিত—ক্ষতস্থানের পানে আহত নয়নে চেয়ে— অনুযোগ করেন গুরু—

কিন্তু শিষ্য সহর্ষে দেন জবাব—ধর্ম্মরক্ষাই কি রাজার চির দিনের কর্ত্তব্য নয়—প্রভু—

ধন্য ভক্তি—

তারপর—কিষেনগড়—আজমীড় যোধপুর, ইন্দোর, খাণ্ডোয়া ক্লান্ত পরিশ্রান্ত স্বামিজী ফিরলেন কলকাতা।

জীবনের এক মুখর মধ্যাহ্ন অধ্যায় এই উত্তর ভারত বিজয়—জীবন প্রবাহের এক অমূল্য উদ্যম—এই রাজপুতানা ময়।

* * * *

আবার ধ্যান, ধারণা উপদেশ দর্শনদান আলাপ আলোচনায় চলতে থাকে প্রাত্যহিকের ছন্দ—শিথিল শীতের কোন সুপ্তিভাঙ্গা প্রভাতে ঘটল এক বিস্ময়—সকলেরই তনুমন নিঙরে এগিয়ে চলেছে এক সংকর্ত্তীনের দল—

দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছে আলো করে…

কে রে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীর দ্বারে—কীর্ত্তনের দল যতই এগোয় ততই একটি দুটী করে ভক্ত সমাবেশে জমাট বাঁধতে থাকে, মুখর হয়ে ওঠে মৃদঙ্গ রোলে। লাজ বর্ষণে হর্ষিত হয় আকুল প্রাণ, বাতাস হয় মৃদুল—মনে হয় এ যেন প্রেম সুন্দর নিত্যানন্দের নগর বিজয়।

সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় ইয়োরোপ—ফেরৎ বিবেকানন্দকে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু চেনা তো যায় না দীনতায় বুঝি দীনদাসও মানে হার—

সেদিন অনেক আর্তি—অনেক সমারোহে অনেক বাসনার অন্তে প্রতিষ্ঠা হলো শ্রীঠাকুরের পোর্সি লেনের—মূর্ত্তি। পূজা অন্তে পূজকের ভাব বিভোল কণ্ঠে জাগল নব ছন্দ—প্রণাম মন্ত্রে—

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায়তে নমঃ ॥

*　　*　　*　　*

ওদিকে একটির পর একটি করে আসতে থাকে প্রতিক্ষীত মনের আকুল পত্র—

একদিন জবাব দিলেন, আচার্য—এখনও ভেবে দেখে বল এদেশে এসো। তুমি নিজেকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতাপূর্ণ অর্ধনগ্ন অসংখ্য নর-নারীর মধ্যে বেষ্টিত দেখতে পাবে—সে কি সইতে পারবে ?

আর শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে ছিটগ্রস্ত মনে করবে—তোমার প্রত্যেক কাজ সন্দেহের চোখে দেখবে, এ সব সত্ত্বেও যদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর তবে আমি তোমাকে শতবার সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

অবশ্য মনে রেখো কর্ম্মান্তে যদি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে যদি বিরক্তি আসে, বেদান্ত প্রচার কর আর নাই কর তবুও আমার দিক থেকে নিশ্চয় জানিও যে আমি আমরণ তোমাকে সাহায্য করব।

আর এও জেনো তোমাকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে—

আনন্দ সংবাদ নিয়ে লার্ক লিনেটের মত ছুটে চল্ল পত্র-দূততীরবেগে যেখানে অধীর ছিল মার্গারেট নোবেলের সুদূর পিয়াসী মন—আকাঙ্ক্ষার উদ্বেল···

এল ২৮শে জানুয়ারী—। যাঁর উপর নির্ভর করে—যাঁকে জীবনের পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করে সমাজ, সংসার, আত্মীয় পরিজন স্বদেশ বান্ধব ধর্ম্ম আচার, মান অভিমান সব ত্যাগ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্গারেট ভারতবর্ষে এল। সে তো অবুঝ নয় ভাবলেন বিবেকানন্দ—তারি গুরুভার বহনের কৃত সংকল্প নিয়ে।

*   *   *   *

জানি না কোন শিব-পর্ব্বাহে কি বিষ্ণু-পর্ব্বাহে স্বামিজীর ধ্যান স্তিমিত নয়নে জেগেছিল যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের নিশানা—নিরিখ, আজ তা সাফল্যের সরযূ মুখে উজ্জ্বল—

মিস হেনরিয়েটা মুলারের নিবেদন অর্থে বিস্তীর্ণ জমি কেনা হল। আর তারি বক্ষে জাগা নীলাম্বর বাবুর জীর্ণ বাগান বাড়ীতে মঠ এল উঠে।

গঙ্গার পশ্চিমকূল বেলুড়ের পতিত জমি বাউলের দলকে বুকে করে হল বারানসী সমতুল—

মঠের মাত্র কয়েক গজ দূরে তৃণাস্তরণের অগাধ নিঃশ্বাসে রোমাঞ্চিত বাদামী রঙের কুটিরখানি ভাড়া নিয়েছেন মিসেস বুল আর মিস ম্যাকলাউড—

নারকেল বীথিচ্যুত নীলকণ্ঠের পালক—ফসলী হাওয়ার সাথে গাঙ্গেয় রহস্যালাপ—লক্ষ হাসিতে ঝরা মেঠো ফুলের গন্ধ—আর স্বামিজীর দুর্লভ সঙ্গ মনটাকে কে যেন উদার আকাশে ঘর বেঁধে দেয়—

দু-চার দিন পর হোটেল হতে মার্গারেট নোবেল ও মঠে হলেন—এদের অতিথী।

প্রতিদিন প্রতঃকাল ভোজনের অন্তে সুরাহা স্বামিজীর মুখ নিঃসৃত আলোচনা-প্রবাহ—ভারতে আচার ব্যবহার, ইতিহাস, উপকথা, সাহিত্য, কাব্য, জাতীয়তার সজীব ব্যাখা শ্রবণ—স্থান, কাল, পাত্রের লুপ্ত অনুভূতির—আভাষের ক্ষণগুলি ছিল জীবনের পরম লগ্নে।

এমনি করেই কেটে চলে সেই সরস্বতী তীরবর্ত্তী গুরু গৌতমের কাছে উপনিষৎ ব্যাখা শ্রোতা কয়েকটী সত্যকামের দিন।

*   *   *   *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখতে দেখতে চান্দ্রেয়ী উমা আর চন্দ্রচূড়ের মিলন—মাঙ্গলিক তিথি শিবরাত্রির উপলক্ষে নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ীতে যেন গাজনের মেলা বসল।

মাল্যবান গিরিবক্ষে, জানকী বিরহ কাতর চাতুর্মাস্য ব্রতধারী—শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান হল সুরু—কুজন্তং রামরামেতি—কুজন্তং রামরামেতি—

আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত হলেন সারদানন্দ—। সিংহল হতে এলেন শিবানন্দ—দুর্ভিক্ষ :কার্য্য সমাপন করে দিনাজপুর হতে এসে যোগ দিলেন ত্রিগুণাতীত।

ওদিকে দ্যুলোক ভূলোককে পুলকিত করে নেমে এল ভাবের রাজা—অচিন বাউলের জন্মতিথি।

আয়োজনের কোন ত্রুটি হলো না।—যেন পৌষলক্ষ্মীর প্রসাদ দৃষ্টিতে মঠবাড়ী পরিপূর্ণ।

যথাবিধি পূজা সমাপনের পর পর পূজক স্বামিজী বসে গেলেন সঙ্গীত আসরে।

বুঝি এই সান্ধ্যলগ্নের অপেক্ষায় সন্ন্যাসীরা ছিল নিশ্চুপ—নিবৃত্ত—

সহসা তারা উন্মাদ আকুল মনোরথে এগিয়ে এসে স্বামিজীকে জটাজটিল ভস্মরেণু বিভূষিত বরদা ভয়শূল বিষাণধারী শিবসুন্দররূপে দিল সাজিয়ে।

কালের মন্দিরে করুণেশগুণত্রয় রূপ মহাকাল দেখে—ধ্যেয় দেবতার সঙ্গে মানবীয় তনুর এই রূপ সাজুখ্য দেখে—শতশত স্ফুরিত দৃষ্টিতে থমকে থাকে অসমাপ্ত পলক—শত শত বাক্য হয় গতিবেগ রুদ্ধ।

বুকের জোর বেড়েছে—অবসাদ হার মেনেছে—মনটাও যেন কর্ম্মের অজস্রতা নিয়ে বিপুলভাবে জেগে উঠেছে—

আর কিছুদিন পরই হয়ত ফিরবো—

তারপর কেটে চলে বহুক্ষণ রামগুণকীর্ত্তন চলতেই থাকে। কিন্তু সুরের একাকী বিহার আর বুঝি ভাল লাগে না—তাই এবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাইতে থাকেন সুকণ্ঠ সারদানন্দ আর স্বামিজীর শ্রীহস্ত পরশে বেজে ওঠে মৃদঙ্গের গভীর নির্ঘোষ।

সেদিনের সেই অনবদ্য ক্ষণের বিরতি—বিরাম হল—স্বামিজীর কণ্ঠে—সেঁইয়া ন পাকাড়ো মেরা—মহাকালের উদারবক্ষে এক ঝাঁক স্বর্ণপক্ষ কপোত দিয়ে যেন আক্ষরিত হলো সেদিনের ইতিহাস—২৫ সে মার্চ—

অনাস্বাদিত এক হৃদয় দৌর্ব্বল্যে বেপথু মার্গারেট প্রবেশ করলেন গর্ভমন্দিরে-সমাপন করলেন শিব আরাধনা—

তারপর স্বর্গচ্যুত কোন অমর লগ্নে—সৃষ্টির কোন আত্মস্থ ক্ষণে—তাঁর ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা হল সমাধা।

ফাল্গুনের সেই উদ্বেল সুষমা, মধুপের যত মদির গুঞ্জন, জীবনের যত বাসনা বহ্নিকে উপেক্ষা করে জেগে উঠলো একটি অটল প্রতিজ্ঞা একটি অটুট অঙ্গীকার—

সন্নতা নবশিষ্যার পানে চেয়ে ত্রিকালজ্ঞ গুরুর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো যাও বৎসে—

যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বেও পাঁচ শত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণসির্জ্জন দিয়েছিলেন সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।

একরাশ—পূষ্প বেলপাতার সঙ্গে তথাগতের চরণে লুণ্ঠিতা হলেন নবজাতক নিবেদিতা—

৩১ বছর আগের শুভ মুহূর্ত্তে মাতৃগর্ভেই যে নিবেদন ঘটেছিল আজ তা সুচারু রূপে হল সুসম্পন্ন একটি রজত প্রদীপে যেন আগুনে স্পর্শ হানলো।

অবিস্মরণীয় এই ২৫এ মার্চ্চের মাত্র দিন চারেক পর স্বামিজীর ভগ্ন শরীর আবার বিদ্রোহ জানাল—তাই সকলের অনুরোধে গেলেন দার্জ্জিলিং।

শরীর এখন ক্রমোন্নতির পথে। কিন্তু সহসা খবর এল কলকাতা মৃত্যুমুখে। মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে প্লেগ—দুঃসংবাদ-কাতর—সন্ন্যাসী ছুটে এলেন কলকাতা। সেই দিনই বাংলা হিন্দী দুটী ভাষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোষণা পত্রের পাণ্ডুলিপি হল প্রস্তুত—। রামকৃষ্ণমিশনের লোক-দ্বারাই পীড়িতদের সেবা করা হবে—এই ছিল তার মর্ম্মকথা—

পাণ্ডুলিপি লিখন—অন্তে চাইল নিবেদিতা চাইল গুরুভাইরা নেতার পানে। বলেন একজন, কিন্তু টাকা কোথায় পাব আমরা?

কণ্ঠে মেঘের পাখোয়াজ শুনে চমকে উঠলো সকলে—কেন নতুন কেনা মঠের জমি বিক্রি করব—ঐটুকুন করলেই যদি হাজার হাজার প্রাণ বাঁচে তবে কিসের জমি কিসের জায়গা। তাছাড়া আমরা তো ফকির, মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি।

জমি বাড়ী বিক্রি করবার প্রয়োজন হলো না। অকৃপণ আকুতিতে দেশবাসীর কাছ হতে এসে পড়ল কত অর্থ—

নির্ভর নিশ্চিত প্রাণে এল কত স্বেচ্ছাসেবক। যাদু মন্ত্রের মত কত কাজ চলতে লাগল দ্রুততর—ভাড়া করা জমির উপর সারি সারি রোগীনিবাস হলো নির্ম্মাণ—দলে দলে পীড়িতরা নিল আশ্রয়। একদিকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা হলো সুরু আর সবঠাঁই মোর ঘর বলে শহরের অলিগলি বাড়ী বাগান হতে থাকে পরিষ্কার পরিশুদ্ধ। মাত্র কটি দিন পর—হাজার হাজার জনের মুখে ভাষা, বুকে বল, জজ্বায় রৈচতেরি সুস্থিরতা এল ফিরে।

কাল যারা ছিল বিদ্রোহী—সমালোচক আজ তারা হলো অনুগত—আশ্রিত। অনুস্মৃয়ী নয়নে দেখলো—যাঁর বাণী—হে ভারত ভুলিও না মূর্খ অজ্ঞ, দরিদ্র মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে ডাকিয়া বল—আমি ভারতবাসী; ভারতবাসী—আমার ভাই—সেই সস্মিত সুন্দর সার্ব্বভৌমকে আবার আসে অনুরোধ পত্র—আলমোড়ার তুষার দুয়ারে আর একবার এসো দাঁড়াও—

তাই হল স্বামিজীর সঙ্গে তুরীয়ানন্দ—নিরঞ্জনানন্দ, মিসেস বুল—মিসেস প্যাটারসন্ ম্যাকলাউড্—নিবেদিতা হলেন সহযাত্রী—

নৈনীতালে তিন চার দিন থাকার পর রাজঅতিথিরূপে যাত্রী হলেন আলমোড়ার পথে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথবিলাসীদের চোখে অকস্মাৎ ঘনিয়ে এল গ্রীষ্মের ঘনরাত্রি—

নির্ভীক—নিরুপায় অশ্বারোহীরা তবু এগিয়ে চলে—সেই বিশাল মহীরুহের পাদপীঠ বেয়ে চলে ;যাওয়া চপলা চঞ্চল আঁকা বাঁকা পার্ব্বত্য পথ বেয়ে—

যে পথ দিনের বেলা গোলাপের বনে—ঝরনার পাশে পাশে জাগা উৎকীর্ণ ফার্ণে—বন্য ডালিমের রক্তকুঁড়ির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল—সেই পথই এখন হানিআকলদের স্বপ্নালু গন্ধ মদিরতার-ভেট এনে দেয়—। স্তব্ধ নীরবতায়—আলোর ভ্রমরের মত লক্ষ তারার অশ্রুত গুঞ্জনে—মনে এক অনন্নুভূত শিহর জাগাল—।

এবার একটা সীমার গণ্ডিতে তারা থামলেন সরকারী ডাকবাংলো—

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসম্মুখে উপবিষ্ট স্বামিজীর ভাবোদ্দীপক নয়নের সেই তমিস্রাখানি ছিল বড় কমনীয় বড় সুগভীর—

পরের দিন আবার পথ চলা—যথাসময়ে পৌঁছলেন তারা আলমোড়া—

স্বশিষ্য স্বামিজীকে পেয়ে মিঃ ও মিসেস সোভিয়ারের দেহ মনে যেন শিশুর চাঞ্চল্য এল নেমে—

আলোয়ারের 'প্রভাতগুলি কেটে যেত—প্রাচ্যজীবন যাত্রার সঙ্গে প্রতীচ্যের পার্থক্য—প্রাচ্য সভ্যতা শাসন প্রণালী, আর্য্য হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন যুগের কীর্তিকলাপেপূর্ণ মূল্যবান আলোচনাতে—

যেদিন সার্ব্বজনীন ভাবে থাকতেন পরিপূর্ণ—সেদিন ইটালী, চীন, য়ুরোপ তার আলোচনা থেকে বাদ যেতো না—

আবার বিভিন্ন কালের স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের বর্ণনাকালে তিনি হয়ে উঠতেন উজ্জ্বল—

শিষ্যরা ধন্য মানতো সেইদিন যেদিন বুদ্ধদেবের বিষয় হত আলোচ্য বিষয়—

ভক্তির শেষ পরিণতি প্রেমাস্পদের সঙ্গে চিরমিলন তাও জানলো বিদেশীরা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনদিন বা হিন্দুদের উপাখ্যানগুলি বোঝাতে বোঝাতে সহসা বলে—উঠলেন দেখ দেখ ঐ দেখ অত্যুঙ্গ তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গরাশি উহাই শিব—আর তার উপর বিচ্ছুরিত রঙ্গীন উষালোক—উহাই জগৎজননী উমা। দিবসের আত্মবিস্মৃতির মূলে হারিয়ে যাওয়া সেই মর্ম্মর লগ্নে অহংবেদ্মি, শুকো বেত্তি, ব্যামো ন বেত্তি বা মন্ত্র শ্রবণে মুগ্ধ শুধু তারা নয়, সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল নিশ্চল তুহিন শুভ্র প্রকৃতি।

বুঝি ত্রিকালজ্ঞ পিতা ব্যাসদেবের আগে আগে নবজাতক কিশোর শুকদেবের লক্ষ্যহীন চলার ছন্দে ছন্দে স্বামিজীর মনও যায় চলে।

ভারতকে নিয়ে এই আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল নিবেদিতা যে দুদিনের জন্য বেড়াতে আসেনি এসেছে ভারতীয় বলে আপনাকে স্বীকার করতে—।

ধুমাভ্র পাহাড়ের উপর তুষারময় সুউচ্চ শিখরকে মহান মহোদয়-শ্রী—শীতালি বাতাসের ঝাপটায় দুলে ওঠে রক্তগোলাপের কুঞ্জ—বীতরাগ—বীতস্পৃহ উর্দ্ধমুখী দেবদারুদের অতল মৌনতার মাঝে কেটে গেল সার্দ্ধ দুটি মাসিক প্রভাত—

সহসা এই সপ্তরঙা সকাল কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল। ধর্ম্মালোচনা প্রচার লোক শিক্ষা কিছুই যেন আর আকর্ষণ করে না।

এমন কি প্রকৃতির রূপ নৈবেদ্যটুকুও দীঘল নয়নে ছায়া ফেলে না—

উদাসী মন খোঁজে নিরালা আশ্রয়—।

কর্ত্তব্যের-বন্ধন হতে দূরে বহুদূরে অসূর্য্যম্পশ্যা এক বনের গভীরে কেটে যায় দিনের ১০।১২টি ঘণ্টা—

এমনি ভাবেই একটি নির্বেদ সপ্তাহের পর কি জানি কেন মাত্র একটি দিন পাখী কুলায় ফিরেই ফিরে গেল অদূর গগনে—

বুঝি দুঃসংবাদেই তাকে আবার টেনে আনল দুখের গণ্ডীতে।

৫ই জুন ফিরলেন আলমোড়ায় বিষণ্ণ বিরস রাত্রিটা কাটল কোন রকমে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরের দিন শুনলেন ছুটী দুঃসংবাদ—ছুটি ঝরাফুলের ইতিকথা—

যোগী পওহারী বাবা—ভক্ত গুড্-উইন নেই—এ জগতে নেই—

ধৈর্যের উপান্তে বসে তিনি শুনলেন, সহ্য করলেন নীরবে হাতের কাজ শুরু করলেন—কয়েক ঘণ্টা পর বুঝলেন অন্তরে সুরু হয়েছে বৈশাখী বহ্নির দাহ—

স্মৃতির অশান্ত পদক্ষেপ। কণ্ঠে জাগল আশঙ্কা—Now my right hand is gone. My loss incalculable. অসহনীয় হয়ে উঠল এ স্থান—যাত্রা করলেন কাশ্মীর—

কাশ্মীরের পথ—

কোথাও গভীর বনানী মনকে গহন করে তোলে—কোথাও নিস্তব্ধ রাত্রি মনকে নিঃসঙ্গ করে তোলে—কোথাও আঁধার ভাঙ্গা উষার আলোয় প্রিমরোজ ভায়োলেটের দল প্রথম কৌতুকে হেসে ওঠে—

পথে এই সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে পথিকরা ১২ই জুন পৌঁছলেন ভীমতালে—

ভীমতালের রূপ—রোমাঞ্চ বিভোল হ্রদের জলে কেঁপে উঠল স্বামিজীর কণ্ঠ—

অসতো মা সদ্ গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃর্ত্যোমাঽমৃতং গময়

আবিরার্বিম এধি—আবিবার্বিম এধি—

রুদ্রস্তোত্রের পর—ত্রিস্মূর্পণ মন্ত্র—তারপর রূপোর তারে অনুরণিত কণ্ঠে জাগল।

প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো—আত্মগতভাবে অনেক্ষণ হল অতিবাহিত—

তারা উঠলেন অশ্বপৃষ্ঠে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি কাটলো ডাক বাংলোয় ট্রেন হতেই দেখালেন—দেখ দেখ এই তরাই ভগবান বুদ্ধের পবিত্র জন্মভূমি।

তার পরে পাঞ্জাব—

বুদ্ধ-ভাবময় তিনি সহসা শিখ গুরুগণের ভাবে হলেন অনুভাবিত —তার কণ্ঠের মুরজ মন্দ্রে ওয়াহে গুরুজীকী ফতে শুনে সেই ঘুমন্ত মায়াপুরী যেন এক মুহূর্ত্তে সজীব হয়ে উঠলো—

এবার টাঙ্গাযোগে রাওলপিণ্ডি হতে পৌঁছুলেন। সবমুবী—১৫ই জুলাই—

তিনদিন পর আবার রওনা হয়ে বিশ্রাম নিলেন ভুলাই বাংলো—

এর পরে শ্রীনগরের পথে—প্রতিটি প্রহর যেন শ্রীনগর—রূপে রসে গন্ধে বর্ণে ছন্দে ছন্দে শুধু নেচে যায়—

রাখালিয়া রৌদ্রে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলে কৃষকের মন—

আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে সাধুরা চলে যান মন্দিরাভিমুখে—

কমলিনী যেমন করে সূর্য্য পানে চায় ঠিক তেমনি করে শৈল-সানুদেশের অজস্র আইরিশ তুষারাবৃত পর্ব্বতের পানে অপলকে চেয়ে থাকে—আর নৃত্য করে শস্যক্ষেত্র, তারুণ্যের সবুজ হাওয়া দিয়ে পথচারীদের প্রাণকে ভ্রমে ভ্রান্ত করে তোলে—

ভূস্বর্গ কাশ্মীর সত্যই তুমি অলংকারচ্যুত উর্ব্বশীর মত নেমে এসেছ মর্ত্তে মাধবীতে—

বজরা ভ্রমণ ও সুরু হল প্রাতর্ভোজনের সময় যথারীতি বিদেশীদের—

বজরাতে চলতে থাকে আলোচনা—চলতে থাকে অশেষ জ্ঞান ভাণ্ডারের বিতরণ—

কাশ্মীরের ধর্ম্ম বিপর্য্যয়—অশোক কণিষ্কের আমলে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি অবনতি—শৈবাপোসনার ইতিহাস—চেঁঙ্গীস খাঁর রাজ্যজয়—প্লেটোর দর্শন—টমাস কোম্পিশ তুলসী দাস পরমহংস গীতা—

কেউ বাদ যান না। বিতস্তার তীরে এসে মনে পড়ে স্বামিজীর পূর্ব্ব স্মৃতি—আশ্চর্য্য হয়ে শুনছে বিদেশীরা—সেদিন যখন বাল্য বন্ধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনির্দ্দেশ্য রোগ ভাল হবার আশায় আমায় ডাকল—আমি গেলুম, ডাক্তার বৈদ্য হতে বিফলকাম সেই বন্ধুর শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম—দাঁড়াতেই আমার কণ্ঠ হতে উচ্চারিত যা শ্রুতিবাক্য সেই শ্লোক আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুর মনের বল ফিরে আসতে থাকে অতি অল্প দিনেই হল সুস্থ—

উড়ন্ত কোন গাংচিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলে উঠেন তিনি—তাহলে দেখ আমি যদি সময় সময় বেয়াড়া কথা বলি বা রাগি তথাপি মনে রেখো আমার ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নেই। যেদিন আমরা বুঝব জগতকে ভালবাসি সেদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোনদিন বা শিব মাহাত্ম্য বর্ণনায় উচ্ছল হয়ে ওঠেন—বলেন শান্ত, সুন্দর, তাপস আমার আরাধ্য দেবতা আমার হৃদয় দেবতা জাগো ? অর্দ্ধনারীশ্বর মানে কি ?

একটি সর্ব্বত্যাগের সন্ন্যাসের ভাব আর একটি বিশ্বব্যাপী প্রেমের ভাব এই কোমল কঠোর সম্মিলনেই জগৎ তত্ত্ব—।

কাশ্মীর প্রকৃতির এই নট বিভঙ্গ দেখতে দেখতে স্বামিজী সহসা আবার একদিন অদৃশ্য হলেন—আকুল হলেন নিঃসঙ্গ নির্জ্জন আস্বাদের আশায়—

ভৃত্যের মুখে প্রায়ই শোনেন নিবেদিতা, ওলিবুল—স্বামিজীর নৌকা ঘণ্টা খানেক আগে কোথায় যেন চলে গেছে—আজ আর ফিরবেন না—এমন কি কবে যে ফিরবেন তার নিশ্চয়তাও নেই—।

তবে প্রত্যাশা ভরা কটী উন্মুখ উদ্‌গ্রীব মনের সম্মুখে তিনি হঠাৎ এসে দাঁড়াতেন—

সেই তপোযজ্ঞাগ্নিশিখা—রূপের পানে তাকিয়ে কিছু ভয় আর কিছু আনন্দে তাঁরা উল্লসিত হতেন। নির্জ্জন বিলাসী বিবেকের তখন বাণী ছিল বার বার দেহের কথা চিন্তা করাও পাপ।

শান্ত নিরালম্বের মুখে কিন্তু হিন্দুর জয়গান ফুরায় না—

দেখ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবে কত ভেদ—পাশ্চাত্য বনে ২০ বছর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একলা থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায়—আর প্রাচ্যে অন্তত ২০ বছর নির্জ্জনে না থাকলে আত্মভাবে বিভোর হওয়া অসম্ভব— ।

জল মঞ্জীরের তালে তালে দিনের সঙ্গে সঙ্গে নৌকাও চলে এগিয়ে—

তখনই সুলেমানের মন্দির দর্শনের পর চল্লেন ইসলামবাদের পথে—

বিতস্তা-তটবর্ত্তী এক বনানীর বুকে বনলক্ষ্মীর শ্রুতিমূল হতে খসে যাওয়া পান্নাকুণ্ডলের মত একটি ছোট দীঘির মাঝে অর্ধ-প্রোথিত মন্দির পাণ্ডাস্থান করলেন দর্শন।

আসা যাওয়ার জগতে যেন জাতিস্মর স্বামিজী—তাঁর কণ্ঠে জাগল অতীতের ঝঙ্কার—

কাশ্মীর ইতিহাসকে চারটি ধর্ম্ম যুগে ভাগ করে সুরু হল তত্ত্বালোচনা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিকদের সাদৃশ্য দেখালেন—আর একথা বল্লেন রোমানরা নিয়েছে বৌদ্ধদের কাছ হতে—

ভাবময় পুরুষসিংহের ভাবের পরিবর্ত্তন হয় ক্ষণে ক্ষণে এই গভীর আলোচনা—এই আবার কৌতুকে উচ্ছল—তাই তো বলেছিল খৃষ্টান প্রচারকরা—সাধারণের মত খালি ঠাট্টা করো এটা কি ভাল ?

কেন আমরা জ্যোতির সন্তান আমরা আনন্দের সন্তান—মুখ অন্ধকার করে থাকবো কেন—?

মার্তণ্ডের ধ্বংসাবশেষ দেখে ২৫শে পৌঁছলেন অচ্ছাবল—

সারি সারি সরল গাছের পাশ দিয়ে খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে সাত শত সন্ন্যাসী যাত্রীদের অমরনাথ যাত্রা স্বামিজীর মনকে উদ্বেল করল—অভিভূত করল—তিনিও অমরনাথ যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—

* * *

মহাতীর্থ অমরনাথের দুর্গম তুষার শুভ্র হিমগিরির বুকে সুদীর্ঘ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন শিবময় স্বামিজী—পশ্চাতে কন্যা নিবেদিতা।

চানার ভুর্জ্জের সঙ্গে মৌন আলাপ করতে করতে সহসা থমকে দাঁড়ালেন গুরু শিষ্যা।

শুভ্র তুষার চূড়ায় গৈরিক বন্যা কেন? জনহীন পদচিহ্নহীন উপত্যকায় মেলা বসল কেমন করে—

গুরু শিষ্যা আরো এগিয়েছেন বিস্ময়াবিষ্ট সন্ন্যাসী পথিকরা বিশ্রাম বিরতির আশায় তাঁবু ফেলেছেন—আর তাঁদিকে দেখেই এই শৈলবন্ধুর অধিত্যকাতেও দোকান বাজার দোকানী—যাত্রী মিলে কয়েক ঘণ্টার জন্য হয়েছে নগর পত্তন।

কোলহাইএর তুষারাবৃত শৃঙ্গদ্বয়, যেন লাস্য নটীর মত দেখতে দেখতে তারা পৌঁছলেন পহেল গাঁও—

পহেলগাঁও হলই বা মেষ পালকের গ্রাম—রূপসজ্জায় এ যে সুইজারল্যাণ্ড—নরওয়েকেও হার মানায়—

নদীর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে সৃষ্ট ছোট ছোট বালুদ্বীপের উপর সকল গাছের শাখাচ্যুত জোছ্‌নার চকিত লুকোচুরি—মনকে করে তোলে—স্বপ্নময়।

গৈরিক ছত্রের তলায় ভূষিত সাধুর সমাবেশ—কোথাও ধুনি—কোথাও বা শাস্ত্রপাঠের গভীরতা কোথাও ধ্যানমগ্ন নিস্তব্ধ নীরবতা—কোথাও বা সদালোপের ঝঙ্কার—কোথাও বা স্তোত্র আবৃত্তির প্রতিধ্বনি—

আর কোথায় শিঙে-শঙ্খে হর হর বম বম শব্দের ঔদাত্ত—

ঐ গৈরিক বন্যায়···আর একটি নতুন ঢেউ উত্তাল হল—স্বামিজীর তাঁবু পড়তে যাত্রীরা চমকে উঠলো—উত্তেজিত হল এত কাছে শ্বেতাঙ্গদের তাঁবু পড়বে কেন?

সংকীর্ণতায় স্বামিজী যেন আহত কণ্ঠের মত গর্জ্জে ওঠেন—তর্ক বিতর্ক হতে চলেছে—

অরণ্যে দাবানল জ্বলে কিন্তু তুষারে তো অগ্নি জ্বলে না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুদ্রকে তুষ্ট করতে এগিয়ে চলে একজন নাগা সন্ন্যাসী—আশুতোষ তুষ্ট হয়ে তাঁবু সরাবার আদেশ দিলেন—

উত্তপ্ত পাহাড়িয়া রৌদ্রের পর আকাশ-বর্ষার মত নেমে এল করুণা—শ্রাবণের পটভূমি—

পর্ব্বত সানুদেশ স্তবকিত ভিক্ষাদানের পর আইরিশ মেয়ে হল প্রণত—নিবেদিতা লাভ করেলো সাধুদের অমোঘ আশীর্ব্বাদ—

যং লব্ধা চাপরং লাভং
মন্যতে নাধিকং ততঃ

এই গুরু শিষ্যা মনের সব অবরোধ প্রথা দিল ভেঙ্গে—তাঁরা খুসী হলেন।

সুরু হল আলাপ আলোচনা—জমে উঠলো যত সাধু শ্রোতার দল—

আছেন তাঁবুতে—ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা পার হয়ে গেল—

আশ্চর্য্য—পরদিন সাধুরাই আপন হতে স্বামিজীর তাঁবু সরিয়ে নিয়ে গেল সর্ব্বাগ্রে—সাধুর হৃদয়ে শঙ্করের স্থান প্রতিষ্ঠা হতে বেশীক্ষণ লাগেনি—

তারপর আলাদীনের প্রদীপ ঘর্ষণে যেন হঠাৎ নগরী নিশ্চিহ্ন হল—যাত্রীরা যাত্রা সুরু করলো জয় অমরনাথ কি জয়—

যাত্রীদের পাশে পাশে—অরণ্যানী ভেদ করে পর্ব্বতের পাদদেশ ধুয়ে ছুটে চলেছে চকিত চপলা নীল গঙ্গা—

সেই নীলাম্বরী অঞ্চলে লাস্যময়ী সিন্ধু অভিসারিণী দেখে নিবেদিতার শিল্পী মন হল স্তম্ভিত—।

গুরু শিষ্যা এসে পড়লেন চন্দনবাড়ী—দুজনেই নগ্নপদে ১০০০০ ফুট উপরের একটি তুষার নদী পার হয়ে উঠতে থাকেন তৃণাস্তরণে ঢাকা কয়েক হাজার ফুট চড়াই এর পথে—

অতিকষ্টে সেই পাকদণ্ডী পথ বেয়ে তারা পর্ব্বত শিখরে উঠে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেল্লেন ছাউনি—শুধু রাতখানা—১৮০০০ ফুট শেষ না হতে কিছু নেমে এসে তারা পঞ্চঝর্ণিতে ফেল্লেন ছাউনি।

সম্মুখে বয়ে চলেছে—চঞ্চল সুচতুর পাঁচটি নদী—

আর...

ধীরে পাশে এমনকি তাঁবু বিছানার নীচেও অজস্র ফুল। বড় বড় নীল ও সাদা Anemone—দূরে অনিবেদিত জীবন অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফরগেট মি নট—

সৌন্দর্য্যে রূপসজ্জা শুধু নিবেদিতার নীল নয়নে—কিন্তু স্বামিজী এই দুরন্ত শীতেও বিধি অনুসারে পরপর পাঁচটি নদীতেই অবগাহন করে করতে থাকেন পুণ্য সঞ্চয়।

একদিকে ডেইজী ও বন্য গোলাপের সঙ্গে শ্রাবণী শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদের নর্ম্ম আলাপের বিহ্বলতা—আর দিকে চড়াই উৎরাই—উৎরাই চড়াইএর দুর্গম ভয়াবহতা।

বহুকষ্টে যাত্রীরা হিম নদীর ধার দিয়ে খরস্রোতা গিরী নদীর দুয়ারে এসে পৌঁছলেন।

আর একটী মাত্র চড়াই তাহলেই দেব দর্শন—সহসা বিস্ময়ে শ্রবন্যা পারে দেখা দিল তিমির হরণ তমোনুদ। পাহাড়ী সূর্য্যের সেই রক্তসাগরের লাজমুগ্ধরূপ দেখতে দেখতে কখন যেন দুর্গমতারও হল অবসান।

নিবেদিতাকে অগ্রসর হতে বলে স্বামিজী চলে গেলেন আর একবার তুষার গলা জলে অবগাহন করতে। প্রায় আধঘণ্টা পর নিবেদিতার প্রতীক্ষিত নয়নের সম্মুখ দিয়ে ভস্মাঙ্গভূষিত স্বামিজী প্রবেশ করলেন গুহামন্দিরে—প্রণাম করলেন বার বার তুষার বিগ্রহকে।

শত শত কণ্ঠের শিবস্তুতি শুনতে শুনতে বিগ্রহের স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখতে দেখতে স্বামিজী ধ্যানস্থ হলেন।

আচম্বিতে তার হৃদয় দুয়ার হলো উন্মুক্ত—বুঝি ভগবান শঙ্করের সাক্ষাৎ দর্শনের আনন্দানুভূতি মাঝে তাঁর বাহ্য সংজ্ঞা লুপ্ত হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাইল। কিন্তু—না আর না—ছুটে বেড়িয়ে এসে বসলেন সেই পূর্ব্ব সঙ্গী নাগা সন্ন্যাসীদের দলে।

শুধু—বললেন আমি কি আনন্দ উপভোগ করলুম—আমার মনে হল তুষার শৃঙ্গটী সাক্ষাৎ শিব। আর কোন তীর্থে এত আনন্দ পাইনি।

শুধু তাই নয় আজ আমি ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করলুম—

* * * *

এবার ফেরার পালা—পহলগাও পাণ্ডে স্থান হয়ে পৌঁছলেন শ্রীনগর—

স্বামিজীর মনও থাকে শিবময় ধ্যানময়—আর শিষ্য শিষ্যাদের মাঝেও জাগে ধ্যান নিথরতার আগ্রহ—

সকলের অনুরোধে তাই কাশ্মীর মহারাজের স্ব-ইচ্ছাকৃত দানের জমিটুকু দখল করতে যাত্রা করলেন—বেশ হবে এই সৌন্দর্য্যময়ী কাশ্মীরের কোলে মঠ আর সংস্কৃত কলেজ।

৩রা সেপ্টেম্বর অচ্ছাবলের সেই বিশাল দেওদার বনের মাঝে তাঁদের তাঁবু পড়ল—বনের ভাষায় আর মনের ভাষায় হল মিতালি। সন্ধ্যার রক্তসাগরে সূর্য্যের দ্বিধাগ্রস্ত শেষ পদক্ষেপের পর শিবিরের বাইরে এসে স্বামিজী একবার আকাশভরা লক্ষ তারার পানে চেয়ে মগ্ন হতেন গভীর ধ্যানে।

সহসা কল্পনার স্বর্ণ বিহঙ্গম মূৰ্ছিত হল ব্যর্থতার বেদীমূলে—জানিয়েছেন কাশ্মীররাজ—ঝিলম তীরের সেই খণ্ড জমিটা সরকার দান করতে দেবেনা

মর্ম্মাহত হলেন, মুষড়ে পড়লেন কিন্তু সে ক্ষণকাল—ইচ্ছাময়ীর যখন ইচ্ছা তখন যা হয়েছে তা হয়ত ভালই হয়েছে—

তাছাড়া বুঝেছি আমার কার্য্যের কেন্দ্রস্থান হবে বাঙ্গলা—রাজধানীর বুকে।

কন্সাল জেনারেলের আতিথেয়তায় দিন দুই কাটিয়ে ফিরে এলেন আপন শিকারায়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবময় মন তাঁর এবার শক্তি ভাবে হল পূর্ণ—সর্ব্বদা চলতে থাকে রামপ্রসাদী সঙ্গীত—মার চিন্তা ভাব তন্ময়তা—এতো দীর্ঘিকা নয় এ যে সাগর তাই এর ভাব বিলাসও বড় গভীর—মুসলমান মাঝির কন্যাকে শিশু উমারূপে পূজাকালে বিদেশীদের হৃদয় হয় বিগলিত—।

সেদিন সচকিত হল সকলে—প্রকাশ করলেন যেদিকেই তাকাই দেখি মা যেন আমায় ছোট ছেলের মত হাত ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছেন—

আবার একদিন তার নৌকা চলে গেল দূর হতে বহুদূরে নির্জ্জন নিরালায়।

তাঁর এই জগৎজননীর ধ্যানে বিভোর রূপ দেখে নিঃশব্দে ফিরতো শুধু একটি ব্রাহ্ম ডাক্তার তিনি স্বামিজীর বিশেষ ভক্ত।

সহসা একদিন ফিরে এল সেই দক্ষিণেশ্বরের প্রদীপ নিথর সন্ধ্যা—

মুছে গেল জগৎ সংসার—কাঁপতে লাগলো তাঁর সর্ব্বাঙ্গ। সেই দুর্জ্জেয় শক্তির চিন্তা-বিভোর নয়নে জাগলো এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—

সে দর্শনে বিশ্বকাব্যের অনন্তরাগিনী তাঁর হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠলো—সে দর্শনে বিশ্বতত্ত্বের অমল জ্যোতিপ্রভা তাঁর প্রতি কোষে কোষে প্রতি দ্বারে দ্বারে উদ্ভাসিত হল।

ভাষায় প্রকাশ করতে তাঁর হাতে এসে ঠেকল একটি লেখনী তিনিও লিখে চললেন মৃত্যুরূপা মা—

মেঘ নিঃশেষে নিভেছে তারা দল—মেঘ এসে আবরিছে স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুমেঘ—

সবশেষে সমাধিস্থ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন পাটাতনে।

যে হৃদয়ে ভয় নেই সেইখানেই তিনি আছেন—যেখানে ত্যাগ আত্মবিস্মৃতি, মরণকে আলিঙ্গনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সেইখানেই মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০শে সেপ্টেম্বর—তার শ্রান্ত চরণ একাকী মন থামল ক্ষীর ভবানীর মন্দির দুয়ারে। প্রত্যহ হোমশিখা হয় উর্দ্ধমুখী।

নিবেদিত হয় স্বহস্তে তৈরী মণটাক দুধের ক্ষীর ও বাদাম—

তারপর বিভোর হয়ে চলে মালা জপ।

সহসা একদিন সন্তানের বক্ষে ব্যথা দেয় দেবীর ভগ্নমূর্ত্তি—হায় তখন আমি যদি থাকতুম তবে কিছুতেই এ মূর্ত্তি বিধর্ম্মীর হাতে কলুষিত হতে দিতুম না।

অকাল মেঘগর্জ্জন-কণ্ঠে চমকে ওঠেন স্বামিজী আমি তোর রক্ষা কর্ত্তা না তুই আমার রক্ষা কর্ত্তা! তাইতো—কেটে চলে ভয় চকিত কটা দৈবী প্রহর—

আবার মনে হয় আমি যদি নতুন মন্দির গড়ে তুলতে পারতুম তাহলে বড় সুখী হতুম—আবার গর্জ্জে ওঠে অশনি-কণ্ঠ বৎস আমি মনে করলে অসংখ্য মঠ মন্দির স্থাপন করতে পারি। এই মুহূর্ত্তে এখানে প্রকাণ্ড সপ্ততল সুবর্ণ মন্দির স্থাপন করতে পারি।

সব সংকল্পের হল অবসান—সব কর্ম্ম চাঞ্চল্যের হল ইতি—স্বদেশ প্রেম গেল ভেসে—

আহ্লাদে আটখানা হয়ে মায়ের ছেলে এল ফিরে—নিরভিমান শিশু বিবেক এল ফিরে। ৬ই অক্টোবর—মুণ্ডিত মস্তক জ্যোতির্ম্ময় চীর বসনধারী সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন, মুখে 'Kali The Mother' কবিতার শব্দ ঝঙ্কার।

এরপর বারমূলা হয়ে লাহোরের পথে পথে কয়েকটা দিনের জন্য কয়েকটা দিনের হল স্থিতি—।

আবার চলা—সহসা উত্তর-গোষ্ঠের সরণিতে বইল বিষফুলের হাওয়া—

এক মুসলমান ফকিরের শিষ্য স্বামিজীর রূপদীপ্তিতে হল আকৃষ্ট ...বিনম্র মন নিয়ে এসে রোজই আসে স্বামিজীর সম্মুখে। তবে যেদিন তার শির-বেদনা ও প্রবল জ্বর স্বামিজীর ক্লেশহরণ একটুখানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শে গেল জুড়িয়ে সেদিন থেকে তার আসা যাওয়ার মাত্রা যায় বেড়ে—

ওদিকে শিষ্য বুঝি বেহাত হয়ে যায়—ফকীরের ক্রোধাগ্নি ওঠে জ্বলে—অনেক কটুক্তির পর শিষ্যকে সে দিল সাবধান বাণী—স্বামিজীর কাছে যাওয়া নিষেধের অনুজ্ঞা—

কিন্তু দীঘি ফেলে ডোবায় যাবে কে ?

গুরুর অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হয় না।

সুরু হল রজোগুণের আস্ফালন—কি ? এতদূর ? আচ্ছা দেখি ফকীর অভিশাপ দিল—কাশ্মীর ত্যাগের আগেই শিরোঘূর্ণন আর বমন রোগে আক্রান্ত হবে—

তাই হল……

অভিমানে দুলে উঠল মন শিশুর মত। অদ্বৈত অনুভূতি তো আমাকে একটা বাজীওয়ালার হাত হতে উদ্ধার করতে হল না সক্ষম, আর শ্রীঠাকুর, তিনিও তো পারলেন না আমাকে রক্ষা করতে—

কি আশ্চর্য্য ! স্মৃতি কনক কিরণে একবার তো উদ্ভাসিত হল না—হাজার বছরের সমাধিস্থ সাধুকে কর্ম্মভূমিতে নামিয়ে আনবার প্রক্রিয়া যে জানে সেই শঙ্করাচার্য্যকে, জগতের নাথ জগন্নাথ শ্রীঠাকুরকেও এই নিগ্রহই মেনে নিতে হয়েছিল—ভাঙ্গতে তো সবাই পারে কিন্তু গড়তে পারে কজন ?

আশ্বিনের উচ্ছল আবির্ভাবের মত ১৮ই অক্টোবর তিনি ফিরলেন বেলুড়ে। এই আচম্বিতে মূর্ত্ত আগমন সকলের মনে উল্লাস উতরোল সৃষ্টি করলেও তাঁর শীতের সূর্যের মত ম্লান তেজোদীপ্তি চোখের কোণে জমাট রক্তবিন্দু—অন্তর্মুখীন মন দেখে ক্ষণিকেই হল তা বিষাদ বিষণ্ন—

অনেক ডাকেও যার সাড়া পাওয়া যায় না তাকে ঘিরেই কেটে গেল দুটি দুঃসহ নিঃস্করুণ দিন দুটী ব্যর্থ বিফলতাময় রাত্রি—

ক্ষণে কান্না, কখনও ঝরা পাতায় ডালাভরা—কখনও ফোটা ফুলে সাজি ভর্ত্তিজগতে মন নামাতে এল শিষ্য শরৎবাবু—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি ও তার প্রবেশ চাঞ্চল্য চোখে পড়ল না কিন্তু তবু শরৎবাবুর প্রশ্নাঘাত, তীর্থযাত্রার গল্প শোনার একান্ত ইচ্ছা তার মনকে যেন খানিকটা সহজ হতে সাহায্য করল—

গল্প বলতে বলতে হঠাৎ বল্লেন—জানো অমরনাথ আমার মাথায় চেপে বসেছেন কিছুতেই যেন নামছেন না।

আবার ভেসে উঠলো ভ্রমণ-চিত্র যে পথে কোন যাত্রীর পদচিহ্ন নেই, সেই নির্জ্জনে হাঁটবার নেশায় দেহবোধ হীন এক শিবময় সন্ন্যাসী—তারপর…

শীতের লক্ষ্যস্থলকে উপহাস করে শীতোষ্ণ সুখদুঃখ বিবর্জিত ও সঙ্গ-বিভূষণ সাধু গুহা মধ্যে নিল ঠাই—

কিন্তু সে বেরিয়ে এল আমার শরীরটাকে টানতে টানতে—তাত পরিশ্রমের জন্যই না আজ শরীরের এত দুর্দ্দশা—

মনটা যদি খানিক সহজ হলো কিন্তু শরীর ক্রমশই খারাপের দিকে—

হাঁপানীর টানে ঘুম তো একরকম হয়ই না—ডাক্তার আর এন দত্ত এসে বলেন, পীড়া ভীতিজনক—খুব সাবধানে রাখতে হবে।" রোগীকে নিয়ে গুরুভাইরা এল কলকাতা বলরাম বোসের বাড়ী—চলতে থাকে রীতিমত চিকিৎসা।

কিন্তু লোকসঙ্গে আলাপ আলোচনা বিরাম নেই—বারণ করলে বলেন—কতদূর হতে অসুবিধা সয়ে কত আর্তি নিয়ে এসেছে বলত আর আমি কিনা মুখ অন্ধকার করে বসে থাকবো, না—না তা হয় না—

আনমনা মনকে বেঁধে রাখবার জন্য চলে কত কৌশল—

সেদিন মনকে বেঁধে রাখবার জন্য চলে কত কৌশল—

সেদিন সবাই মিলে চলে আলিপুর চিড়িয়াখানায়—

পশুরাজ—সিংহ দর্শনের পর দাঁড়ালেন বাঁদরদের সম্মুখে—

হেসে বলেন ওহে—তোমরা আবার এ শরীরে প্রবেশ করলে কেন? এ দেহটা তোমাদের কোন কর্ম্মের ফল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপারিণ্টেডেণ্ট রামব্রহ্ম রায়ের সঙ্গে চলতে থাকে ডারউইনের মত অপেক্ষা পতঞ্জলির প্রকৃত্যা পুরণাৎ, যে মতান্তর পরিণাম করেন তা সর্ব্বাংশে সত্য—

গৃহে ফিরে এসে আবার ডারউইনের Evolution theoryর ব্যাখ্যার বৈঠক বসল—পশু ও প্রাণী জগত কতকদূর পর্য্যন্ত খাটে কিন্তু মনোজগতে সেখানে মনোবৃত্তি পরিচালনা ও স্বাধীন চিন্তার স্থান আছে সেখানে খাটে না।

গরীবের অস্বুস্থতা, স্থায়ী মঠের চিন্তায় ঘুম যেন বিদায় নিয়েছে —তবু তার জন্য সাধনা চলতে থাকে প্রতিদিনই—

এই ব্যর্থ সাধনার মন্থর গতিকে অগ্রাহ্য করে একদিন হেসে দাঁড়ান শিউলি শরৎ তন্বী—তাঁর তুটি গানে শিশিরের আসা যাওয়া বুঝি স্বামিজীর মনকে বিস্মিত করল—দেহে এনে দিল কিছু সামর্থ।

* * *

যাঁর বেদনার্ত কণ্ঠে জেগেছিল ঠাকুর ছেলেরা তোমার পথে পথে বেড়াচ্ছে—তুমি তাদের ঠাঁই দাও আশ্রয় দাও। ১২ই নভেম্বর সেই সেই সজীব স্বরস্বতীর পদচিহ্নের পত্রলতায় বেলুড়ের মঠ প্রাঙ্গণ পদ্ম-দীঘির রোমাঞ্চ নিয়ে হেসে উঠলো—নীহারিকার স্বচ্ছাভ আবরণ ছিঁড়ে কুহুর কণ্ঠে জেগে উঠলো শরৎকালীন মালবশ্রী।

মঙ্গল আশিসের ভরা ডালা নিয়ে আরো কটি সুখ চঞ্চল আনন্দ উদ্বেল দিনের পর এগিয়ে এল একটি প্রত্যাশা মুগ্ধ লগ্ন—

আজ মঠ স্থাপনার দিন আজ সর্ব্বভাব, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মহামন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের দিন—

শঙ্খে ঘণ্টা জয়ধ্বনির কলরোল ছাপিয়ে ও মনকে স্পর্শ করল স্বামিজীর ভাষা—

মনে পড়ে সেই প্রতিজ্ঞা—"তুই আমায় কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই থাকবো ও যাবো। তা গাছ তলায় কি, আর কুটিরই কি?" সেই জন্য আমি নিজে কাঁধে করে নতুন মঠ ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি নিশ্চয় জানবি বহুকাল পর্য্যন্ত বহুজন হিতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর এইখানে স্থির হয়ে থাকবেন। পূজা সমাপনান্তে যজ্ঞেশ্বরের সহস্তে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির আহুতি স্বহস্তে তৈরী পায়সান্ন হল হল নিবেদিত—

তারপর প্রার্থনা মন্ত্র হল উচ্চারিত—হে যুগাবতার আজ থেকে বহু কাল পর্য্যন্ত তুমি এই পুণ্য ক্ষেত্রে অবস্থান করো হে—যুগাবতার আজ থেকে বহু বহু কাল পর্য্যন্ত তুমি এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করো —সেই সমবেত কণ্ঠের সমুদ্র স্বপন যেন দূর মিত্র মণ্ডলেও ধাক্কা দিল—

. ১২ বছরের সাধ হল পূর্ণ—এক অপূর্ব্ব আনন্দ আবেশের সঙ্গে ফুটে উঠলো দূরাগত ভবিষ্যতের একখানি পটভূমি—

তোমাদের মত ধার্ম্মিক গৃহস্থরা থাকবে চারদিকের জমিতে ঘরবাড়ী করে—আর সন্ন্যাসীরা থাকবে মাঝখানে। দক্ষিণ দিকটায় বিদেশী ভক্তদের জন্যে হবে ঘরদোর। কেমন হবে বল তো ?

সেই দুরপনেয় উজ্জ্বল দৃষ্টির পানে চেয়ে বলে শিষ্য—এ আপনার অদ্ভুত কল্পনা—

চমকে ওঠে শিষ্য,—কল্পনা কিরে সময়ে সব হবে। আমি তা পত্তন করছি এর পর আরো কত হবে, আমি তো আইডিয়া দিয়ে যাব তোরা কার্য্যে পরিণত করবি—

তারপর একটি ছাপাখানা কেনা হল—মাসিক দুখানি পত্রিকা বার হবার চেষ্টা চলতে থাকলো—কিন্তু এত পরিশ্রমে তাঁকে আবার হাঁপানীতে ধরল।

আবার চেঞ্জে গেলেন বৈদ্যনাথ সামান্য চিঠিপত্র লেখা—একটু খানি বেড়ানো কিছুক্ষণ পড়াশুনা আর বাকী সময় নির্জ্জনে।

বিশ্রাম অবসর—তবু ফল হলো উল্টো রোগ বেড়েই চল্ল—

উঁচু একটি তাকিয়ায় ভর দিয়ে দিন তাঁর মৃত্যু অপেক্ষায় থাকে কাটতে—

দম আটকে আসে, সর্ব্বাঙ্গে ঘামে ভিজে যায়—মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে তবু মনে হত ভিতর থেকে যেন ক্রমাগত সোঽহম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপারিণ্টেডেণ্ট রামব্রহ্ম রায়ের সঙ্গে চলতে থাকে ডারউইনের মত অপেক্ষা পতঞ্জলির প্রকৃত্যা পুরণাৎ, যে মতান্তর পরিণাম করেন তা সর্ব্বাংশে সত্য—

গৃহে ফিরে এসে আবার ডারউইনের Evolution theoryর ব্যাখ্যার বৈঠক বসল—পশু ও প্রাণী জগত কতকদূর পর্য্যন্ত খাটে কিন্তু মনোজগতে সেখানে মনোবৃত্তি পরিচালনা ও স্বাধীন চিন্তার স্থান আছে সেখানে খাটে না।

গরীবের অসুস্থতা, স্থায়ী মঠের চিন্তায় ঘুম যেন বিদায় নিয়েছে—তবু তার জন্য সাধনা চলতে থাকে প্রতিদিনই—

এই ব্যর্থ সাধনার মন্থর গতিকে অগ্রাহ্য করে একদিন হেসে দাঁড়ান শিউলি শরৎ তন্বী—তাঁর দুটি গানে শিশিরের আসা যাওয়া বুঝি স্বামিজীর মনকে বিস্মিত করল—দেহে এনে দিল কিছু সামর্থ।

* * *

যাঁর বেদনার্ত কণ্ঠে জেগেছিল ঠাকুর ছেলেরা তোমার পথে পথে বেড়াচ্ছে—তুমি তাদের ঠাঁই দাও আশ্রয় দাও। ১২ই নভেম্বর সেই সেই সজীব স্বরস্বতীর পদচিহ্নের পত্রলতায় বেলুড়ের মঠ প্রাঙ্গণ পদ্ম-দীঘির রোমাঞ্চ নিয়ে হেসে উঠলো—নীহারিকার স্বচ্ছাভ আবরণ ছিঁড়ে কুহুর কণ্ঠে জেগে উঠলো শরৎকালীন মালবশ্রী।

মঙ্গল আশিসের ভরা ডালা নিয়ে আরো কটি সুখ চঞ্চল আনন্দ উদ্বেল দিনের পর এগিয়ে এল একটি প্রত্যাশা মুগ্ধ লগ্ন—

আজ মঠ স্থাপনার দিন আজ সর্ব্বভাব, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মহামন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের দিন—

শঙ্খে ঘণ্টা জয়ধ্বনির কলরোল ছাপিয়ে ও মনকে স্পর্শ করল স্বামিজীর ভাষা—

মনে পড়ে সেই প্রতিজ্ঞা—"তুই আমায় কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই থাকবো ও যাবো। তা গাছ তলায় কি, আর কুটিরই কি?" সেই জন্য আমি নিজে কাঁধে করে নতুন মঠ ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি নিশ্চয় জানবি বহুকাল পর্য্যন্ত বহুজন হিতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর এইখানে স্থির হয়ে থাকবেন। পূজা সমাপনান্তে যজ্ঞেশ্বরের সহস্তে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির আহুতি স্বহস্তে তৈরী পায়সান্ন হল হল নিবেদিত—

তারপর প্রার্থনা মন্ত্র হল উচ্চারিত—হে যুগাবতার আজ থেকে বহু কাল পর্য্যন্ত তুমি এই পুণ্য ক্ষেত্রে অবস্থান করো হে—যুগাবতার আজ থেকে বহু বহু কাল পর্য্যন্ত তুমি এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করো —সেই সমবেত কণ্ঠের সমুদ্র স্বপন যেন দূর মিত্র মণ্ডলেও ধাক্কা দিল—

. ১২ বছরের সাধ হল পূর্ণ—এক অপূর্ব্ব আনন্দ আবেশের সঙ্গে ফুটে উঠলো দূরাগত ভবিষ্যতের একখানি পটভূমি—

তোমাদের মত ধার্ম্মিক গৃহস্থরা থাকবে চারদিকের জমিতে ঘরবাড়ী করে—আর সন্ন্যাসীরা থাকবে মাঝখানে। দক্ষিণ দিকটায় বিদেশী ভক্তদের জন্যে হবে ঘরদোর। কেমন হবে বল তো ?

সেই দুরপনেয় উজ্জ্বল দৃষ্টির পানে চেয়ে বলে শিষ্য—এ আপনার অদ্ভুত কল্পনা—

চমকে ওঠে শিষ্য,—কল্পনা কিরে সময়ে সব হবে। আমি তা পত্তন করছি এর পর আরো কত হবে, আমি তো আইডিয়া দিয়ে যাব তোরা কার্য্যে পরিণত করবি—

তারপর একটি ছাপাখানা কেনা হল—মাসিক দুখানি পত্রিকা বার হবার চেষ্টা চলতে থাকলো—কিন্তু এত পরিশ্রমে তাঁকে আবার হাঁপানীতে ধরল।

আবার চেঞ্জে গেলেন বৈদ্যনাথ সামান্য চিঠিপত্র লেখা—একটু খানি বেড়ানো কিছুক্ষণ পড়াশুনা আর বাকী সময় নির্জ্জনে।

বিশ্রাম অবসর—তবু ফল হলো উল্টো রোগ বেড়েই চল্ল—

উঁচু একটি তাকিয়ায় ভর দিয়ে দিন তাঁর মৃত্যু অপেক্ষায় থাকে কাটতে—

দম আটকে আসে, সর্ব্বাঙ্গে ঘামে ভিজে যায়—মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে তবু মনে হত ভিতর থেকে যেন ক্রমাগত সোঽহম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপারিণ্টেডেণ্ট রামব্রহ্ম রায়ের সঙ্গে চলতে থাকে ডারউইনের মত অপেক্ষা পতঞ্জলির প্রকৃত্যা পুরণাৎ, যে মতান্তর পরিণাম করেন তা সর্ব্বাংশে সত্য—

গৃহে ফিরে এসে আবার ডারউইনের Evolution theoryর ব্যাখ্যার বৈঠক বসল—পশু ও প্রাণী জগত কতকদূর পর্য্যন্ত খাটে কিন্তু মনোজগতে সেখানে মনোবৃত্তি পরিচালনা ও স্বাধীন চিন্তার স্থান আছে সেখানে খাটে না।

গরীবের অসুস্থতা, স্থায়ী মঠের চিন্তায় ঘুম যেন বিদায় নিয়েছে —তবু তার জন্য সাধনা চলতে থাকে প্রতিদিনই—

এই ব্যর্থ সাধনার মন্থর গতিকে অগ্রাহ্য করে একদিন হেসে দাঁড়ান শিউলি শরৎ তন্বী—তাঁর তুটি গানে শিশিরের আসা যাওয়া বুঝি স্বামিজীর মনকে বিস্মিত করল—দেহে এনে দিল কিছু সামর্থ।

* * *

যাঁর বেদনার্ত কণ্ঠে জেগেছিল ঠাকুর ছেলেরা তোমার পথে পথে বেড়াচ্ছে—তুমি তাদের ঠাঁই দাও আশ্রয় দাও। ১২ই নভেম্বর সেই সেই সজীব স্বরস্বতীর পদচিহ্নের পত্রলতায় বেলুড়ের মঠ প্রাঙ্গণ পদ্ম-দীঘির রোমাঞ্চ নিয়ে হেসে উঠলো—নীহারিকার স্বচ্ছাভ আবরণ ছিঁড়ে কুহুর কণ্ঠে জেগে উঠলো শরৎকালীন মালবশ্রী।

মঙ্গল আশিসের ভরা ডালা নিয়ে আরো কটি সুখ চঞ্চল আনন্দ উদ্বেল দিনের পর এগিয়ে এল একটি প্রত্যাশা মুগ্ধ লগ্ন—

আজ মঠ স্থাপনার দিন আজ সর্ব্বভাব, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মহামন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের দিন—

শঙ্খে ঘণ্টা জয়ধ্বনির কলরোল ছাপিয়ে ও মনকে স্পর্শ করল স্বামিজীর ভাবা—

মনে পড়ে সেই প্রতিজ্ঞা—"তুই আমায় কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই থাকবো ও যাবো। তা গাছ তলায় কি, আর কুটিরই কি?" সেই জন্য আমি নিজে কাঁধে করে নতুন মঠ ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি নিশ্চয় জানবি বহুকাল পর্য্যন্ত বহুজন হিতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর এইখানে স্থির হয়ে থাকবেন। পূজা সমাপনান্তে যজ্ঞেশ্বরের সহস্তে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির আহুতি স্বহস্তে তৈরী পায়সান্ন হল হল নিবেদিত—

তারপর প্রার্থনা মন্ত্র হল উচ্চারিত—হে যুগাবতার আজ থেকে বহু কাল পর্য্যন্ত তুমি এই পুণ্য ক্ষেত্রে অবস্থান করো হে—যুগাবতার আজ থেকে বহু বহু কাল পর্য্যন্ত তুমি এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করো—সেই সমবেত কণ্ঠের সমুদ্র স্বপন যেন দূর মিত্র মণ্ডলেও ধাক্কা দিল—

১২ বছরের সাধ হল পূর্ণ—এক অপূর্ব্ব আনন্দ আবেশের সঙ্গে ফুটে উঠলো দূরাগত ভবিষ্যতের একখানি পটভূমি—

তোমাদের মত ধার্ম্মিক গৃহস্থরা থাকবে চারদিকের জমিতে ঘরবাড়ী করে—আর সন্ন্যাসীরা থাকবে মাঝখানে। দক্ষিণ দিকটায় বিদেশী ভক্তদের জন্যে হবে ঘরদোর। কেমন হবে বল তো?

সেই দুরপনেয় উজ্জ্বল দৃষ্টির পানে চেয়ে বলে শিষ্য—এ আপনার অদ্ভুত কল্পনা—

চমকে ওঠে শিষ্য,—কল্পনা কিরে সময়ে সব হবে। আমি তা পত্তন করছি এর পর আরো কত হবে, আমি তো আইডিয়া দিয়ে যাব তোরা কার্য্যে পরিণত করবি—

তারপর একটি ছাপাখানা কেনা হল—মাসিক দুখানি পত্রিকা বার হবার চেষ্টা চলতে থাকলো—কিন্তু এত পরিশ্রমে তাঁকে আবার হাঁপানীতে ধরল।

আবার চেঞ্জে গেলেন বৈদ্যনাথ সামান্য চিঠিপত্র লেখা—একটু খানি বেড়ানো কিছুক্ষণ পড়াশুনা আর বাকী সময় নির্জ্জনে।

বিশ্রাম অবসর—তবু ফল হলো উল্টো রোগ বেড়েই চল্ল—

উঁচু একটি তাকিয়ায় ভর দিয়ে দিন তাঁর মৃত্যু অপেক্ষায় থাকে কাটতে—

দম আটকে আসে, সর্ব্বাঙ্গে ঘামে ভিজে যায়—মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে তবু মনে হত ভিতর থেকে যেন ক্রমাগত সোঽহম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোঽহম্ নাদধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে আর কর্ণে বাজতে থাকে উপনিষদের শ্লোক—

"একমেবাদ্বয় ব্রহ্মমেহ নানাস্তি কিঞ্চন—"

তবু সেদিন যখন পথের উপর থাকতে দেখলেন একটি মুমূর্ষু রোগী গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতেই গুরুভাই নিরঞ্জনান্দের সাহায্যে তাকে নিয়ে আনলেন স্বগৃহে। তার ছিন্ন দূষিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে তার অঙ্গ মার্জনা করলেন তাকে আগুনের উত্তাপে সুস্থ করলেন—এরপর ভাবতে বসলেন তাইতো প্রিয়বাবু কি বলবেন ?

মহৎকে যে আশ্রয় দেয় তিনিও তো মহৎ। প্রিয়বাবু দেখলেন তার অতিথি শুধু শক্তিমান নন্ হৃদয়বান—শুধু জ্ঞানী নন্ মহাপ্রেমিক। একটি কুকুরও যতদিন অভুক্ত থাকবে ততদিন আমি বার বার জন্মাবো, এটা তার মুখের কথা নয় বুকের ব্যথা—।

বিশ্রাম তাঁর অসহ্য হয়ে ওঠে—ডাক্তারের বারণকে অগ্রাহ্য করে ফিরে আসেন কলকাতা—

রোগযন্ত্রণা জীবনের ক্ষয়ক্ষতির ভাবনাকে ডুবিয়ে দিয়ে তাঁর চিন্তা সাগরে উঠে নতুন ঢেউ—।

তিনি বুঝলেন পুরাতন আদর্শকে ফিরিয়ে আনতে হবে—জনসাধারণকে কর্ম্মঠ ও উৎসাহী করে গড়তে হবে !

বাংলার আবহাওয়ায় চিন্তাশীল দার্শনিক জন্মায় কিন্তু কর্ম্মনিষ্ঠ উৎসাহীর হয় অভাব। কর্ম্মের গর্ব্বকে, আদর্শকে উপকারিতাকে অগ্রাহ্য করে আমাদের দেশ দিন দিন অধঃপাতে নেমে যাচ্ছে।

চাই একদল লোক শিক্ষা দিবার উপযোগী শিক্ষক। তাই এবার চলতে লাগল সংসারাসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয় পরার্থে জীবন দেওয়ার জন্য তৈরী যুবক সন্ন্যাসীদের কর্ম্মমার্গে উপযুক্ত হবার দীক্ষা—নিবেদিতার ভাষায় He was a born educator কথাটা—যথার্থই সত্যি—

অকৃতকার্য্যতায় তিনি তিরস্কার করতেন না—তিনি দেখতেন তার উৎসাহ কতটা—ঐকান্তিকতা কতটা। তিনি চাইতেন মনোযোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজে ছোট বড় ভেদ ছিল না। সকলকে নিয়ত উৎসাহিত করার অন্ত ছিল না—।

তার বিরাট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতেই অনেক কাজ যেন যেত এগিয়ে! তবে যাকে যে কাজ করবার ইচ্ছা সে সঙ্কল্পে তিনি ছিলেন নিঠুর—এখানে ছিল না কোন মিনতি কোন ওজরের ফাঁক অবাধ্যতা ছিল তার অসহ্য।

রন্ধন, সঙ্গীত, উদ্যান রচনা, পশুপালন, অধ্যয়ন ধ্যান ধারণা, ধর্ম্মালোচনা আর শরীর সাধনা সব মিশেই দিতেন।

দাঁড়টানাকে তিনি বড় ভালবাসতেন। সারদানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, তুরীয়ানন্দের উপর দর্শন অধ্যাপনার আর ধ্যান ধারণার ভার দিলেন! ছেলেদের উপর দিলেন কর্ম্মের ভার। বলতেন—ওদেরও কিছু স্বাধীনতা প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে বৈকী নইলে দায়িত্ব বোধ হবে কি করে, বড় হয়ে বড় কাজ করবে কেমন করে?

আর নিজে দিতেন জীবন গঠনের উপদেশ—

প্রাচীন ঋষিগণ এখন নেই, তাদের সময়ও এখন নেই, এখন তোদেরি হতে হবে নবযুগের ঋষি, আচার্য্য। নিজের কল্যাণ ত্যাগ করে পরের জন্য আত্মবলিদান দিতে হবে।

হে নব প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীগণ, এই মঠে অবাধ্যগণকে ঠাঁই দিও না। মমতা রহিত হয়ে তাদের দূর করে দাও। বিশ্বাসঘাতক যেন কেউ না থাকে। এখানে সকলের বালুর মত মুক্ত অবাধ গতি হোক, আবার কুকুরের মত নম্র ও আজ্ঞাবহ হোক—।

কখন বলতেন, "ব্রহ্মচর্য্য প্রতি শিরায় শিরায় যেন আগুনের মত জ্বলবে।" মনে রেখো এই হবে আদর্শ—আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" বিশ্বকল্যাণের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে করতে সান্তকে অনন্তের মধ্যেই হারিয়ে ফেলা"।

আর একটি কথা—নিজের উপর বিশ্বাস। জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবানের ইতিহাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসীর জীবন অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে আমূল সংগ্রাম। আর জেনো আহার-ব্যথিত চিত্ত সংযম অসম্ভব।

নবীন সন্ন্যাসীদের জন্য একটা অবশ্য পালনীয় তালিকা ও তৈরী করলেন—

সকালে ওঠে খুব জপধ্যান তপস্যা, তারপর স্বাস্থ্যরক্ষা আর খাওয়া দাওয়ার উপর নজর দেওয়া। কথাবার্ত্তা হবে শুধু ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে।

প্রথম অবস্থায় খবরের কাগজ পড়া হবে নিষেধ। অতি আলাপী পরিচিত হলেও গৃহস্থের সাধুর বিছানায় শয়ন উপবেশন, তাদের সঙ্গে একত্রে ভোজন ছিল নিষিদ্ধ। এমন কি গৃহস্থের সঙ্গে মেলামেশা হবে অনুচিত। অর্থবান লোকের সঙ্গ থেকে দূরে থাকা। গরীবদের যত্ন করবে, সেবা করবে, ভালবাসবে—।

প্রকৃতির লীলালাস্যময়ী কোন হোমাগ্নি সন্ধ্যায় তাঁর কণ্ঠের মেঘ-ডম্বরুতে চমকে ওঠে শিষ্য—শোন শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের জন্য এসেছিলেন, জগতের জন্য প্রাণটা দেবো তোদের সকলকে দিতে হবে"।......

কিছুতেই যেন ভুলিস্‌নি যে জগতের সেবা ও ঈশ্বরপ্রাপ্তিই হচ্ছে সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সন্ন্যাসী ও পরমাত্মার মাঝখানে আর কোন দেবতা নেই, সন্ন্যাসী বেদের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন।

এই বেদশীর্ষ সন্ন্যাসীদের আশ্রমে উদাত্তকণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় বেদ উপনিষদ, বেদান্তসূত্র গীতা ভাগবত পাঠ আর স্বয়ং স্বামিজীর কিছুটা সময় কেটে যায় অষ্টাধ্যায়ী পানিনি, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রপাঠে—

তিনি চাইতেন শক্তির স্ফুরণ, দৃঢ়চেতা মন, দেশাত্মবোধ, পৌরুষ ভাব—বলতেন এই পৌরুষের অভাব দেখে মনে হয় একটা জীবন্ত, নতুন ধরণের লেখা লিখব—

তাই দেখি বর্ত্তমান ভারতের পাণ্ডুলিপি—"হে ভারত এই পরানুবাদ, পরাণুকরণ, পরমুখাপেক্ষিত, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে।

হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না,—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী আমার ভাই বল; মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে সদর্পে, ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারানসী, বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর—।”

* * * *

নয়ন সেখানে দর্শন অভিলাষে অভিসারী সেখানে জঙ্ঘাযুগলে কতদিন থাকবে গত চাপল্য।

ছুটে এসেছেন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ভক্ত দেওভোগের শ্রীনাগমহাশয়—আপনাকে দর্শন করতে আইলাম—জয় শঙ্কর জয় শঙ্কর।

শত অনুরোধ সত্ত্বেও আজ সাক্ষাৎ শিবদর্শন হল বলে অনিমেষ নয়নে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর ভাবসিদ্ধ নয়নের পানে খানিক চেয়ে বল্লেন, স্বামিজী আপনার শরীর কেমন আছে।

সেই বিস্মৃত পুরুষ চমকে ওঠেন—এ্যাঁ ছার এ হাড় মাসের কথা জিজ্ঞেস করছেন ?

আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম ধন্য হলাম বলে স্বামিজীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন।

স্বেচ্ছাধৃত দারিদ্র লাঞ্ছনে ধূলামলিন শুষ্ক কৃশতনুখানি তুলে ধরলেন স্বামিজী—আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ওকি করছেন ?

নাগমহাশয়—আমি দিব্যচোখে আজ সাক্ষাৎ শিবদর্শন করছি জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ—

এই শুভাগমন মঠে ছেলেদের চকিত করেছে বিস্মিত করেছে—স্বামিজীর ইঙ্গিতে তার ছুটে এসে ভিড় করল—

স্বামিজী—ওর দেখ দেখ গৃহীভক্ত কিন্তু কিরকম উচ্চ অবস্থা—দেহ বোধ নেই, জগত বোধও নেই। তা এদের কিছু ঠাকুরের কথা শুনান না।

নাগ মহাশয়—ওকি বলেন ! আমি কি বলব ! আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। স্বামিজী—আপনি তাঁকে ঠিক চিনেছেন আমরা ঘুরে মরলুম।

নাঃ মঃ—ছি বলতে নেই, আপনি যে তার ছায়া—এ পিঠ আর ওপিঠ—যার ক্ষমতা আছে সে বুঝুক—,

স্বামিজী—এই মঠ ফট কি ঠিক হচ্ছে ?

নাঃ মঃ—আমি কি বুঝি, আমি অতিক্ষুদ্র। আপনি করবেন নিশ্চয় জানি জগতের কল্যাণ হবে—কালে হবে।

স্বামিজী—তা আপনি মঠে এসে থাকুন—আমার তো সেই ইচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি দিলেন কই বল্লেন গৃহেই থেকো—

তারপর—স্বামিজীর মুখে আপনাদের দেখে একবার যাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন এমন দিন কি হবে ? আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়ের ধুলায় দেশ কাশী হয়ে যাবে—আমার কি সে সৌভাগ্য হবে।
স্বামিজী—আমার তো ইচ্ছে—তবে এখন মা জানেন।

না ঃ—আপনাকে কেই বুঝল কেই বা চিনল একমাত্র তিনিই চিনেছেন।

স্বামিজী—এখন শুধু হচ্ছে দেশকে জাগানো। দেশটা আগের আপনার শক্তি হারিয়ে খালি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই শব্দ নেই, যেন মরা।

একবার জাগিয়ে যদি সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কি শক্তি আছে জানিয়ে দিতে সক্ষম হই তবেই বুঝব ঠাকুরের ও আমাদের আসা স্বার্থক হলো আশীর্ব্বাদ করুন যেন সাফল্য লাভ করি।

না ঃ—ঠাকুর আপনাকে সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করছেন। আপনার গতিরোধ করবে কে ?

স্বামিজী—কই তেমন তো বুঝি না বরং তার ইচ্ছা হয় জয়যুক্ত।

না ঃ—এখন আপনার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা যে এক হয়ে গেছে কি না—জয় রামকৃষ্ণ স্বামিজী—কাজ করতে যে সুদৃঢ় শরীরের দরকার কিন্তু এদেশে এসেই শরীর ভেঙ্গে গেল।

নাঃ—শরীর থাকলেই টেক্সর কথা তো ঠাকুর বলেছেন, তবে আপনার দেহ যেন মোহরের বাক্স খুব যত্নের দরকার। কে করবে ? কে বুঝবে জয় রামকৃষ্ণ।

স্বামিজী—কি যে করছি বুঝি না যে দিকে ঝোক চাপে তখনই সেটা করি, ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে বুঝতে পারি না।

না ঃ—ঠাকুর বলেছেন চাবী দেওয়া রইল বোঝামাত্র সব ফুরিয়ে যাবে, তাই তো বুঝতে দিচ্ছেন না।

এবার প্রসাদের উঠলে বার বার বল্লেন প্রসাদ প্রসাদ আপনার দর্শনে আমার ভবক্ষুধা দুর হয়েছে।

শুক বিদীর্ণ এই মানুষটির মাঝখানে সে অন্তঃ ফল্গুর প্রবাহিতা সে খবর আর কেউ না রাখলেও রাখতেন সর্ব্বজ্ঞ স্বামিজী গ্রহনধর্ম্মী স্বামিজী—আচার্য্য সব শিক্ষাই দেবে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই কি দেখি—জগৎ গুরু সন্ন্যাসী থাকতেও গৃহস্থের কাছেও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতে দ্বিধাহীন।

দুই মহাপুরুষের মিলন মাঙ্গল্যে সেদিনের তিথি আনন্দে উত্তাল হলো।

আবার উদয় হল নতুন সূর্য্য—অগাধ বিশ্বাস নিয়ে জেগে উঠল পাখীর কলরব—আনন্দে উছল হলো আর একটি দিন—

আজ স্বামিজী স্বহস্তে রাঁধবেন ভক্তদের জন্য—সারা আশ্রম আজ ব্যাস্ততার হাতে হাতে যোগান দিতে—সাহার্য্য করতে—

রন্ধনে অপটু নিবেদিতা কি করবেন, শুধু দেখেন গুরুর সুখশ্রমে ক্লান্ত রক্তাভ মুখখানার দিকে। অন্তর্যামী বোঝেন হৃদয় বাসনা—

সহসা বলে ওঠেন স্বামিজী—নিবেদিতা তামাক সেজে এনে দাও। সেবা আধিকার লাভে কৃতার্থ নিবেদিতা তখনই ছুটলেন—

আচার্যদের সব কর্ম্মের ভেতরই থাকে উদ্দেশ্য—

সেদিন সমবেত সকলেই বুঝল—দেখল বিবেকানন্দ শেতাঙ্গদের স্তবস্তুতি করেন, তোষামোদ করেন তা নয়, করেছেন—শক্তি বলে, প্রতিভাবলে পরাভূত।

সেদিন হিতবাদী কাগজের সম্পাদক গনেশ দেউস্কর হলেন ক্ষুণ্ণ। আপনার কাছে এসেছিলুম দুটী ধর্ম্ম কথা শুনতে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বলে অতি সাধারণ কথাই হলো—

জীবের দুখ সমন্ধে কথা কি সাধারণ কথা হলো— বেদনায় যেন পরিপান্তর হলো। তাঁর দীপ্ত মুখশ্রী—

যতদিন আমার জন্মভূমির কুকুর পর্য্যন্ত অভূক্ত থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত তাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম্ম—আর যা কিছু অধর্ম্ম।

কর্ম্মের উজানে পাল তুলে দিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলে দিন—! মাদ্রাজ, কলকাতা, মায়াবতী, আমেরিকা, লণ্ডনে চলেছে বেদান্ত প্রচার—আর বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ গেছেন ঢাকা—দিকে দিকে সাফল্যের সূর্য্যরশ্মি।

এদিকে শরীর আবার অবনতির দিকে। ডাক্তার বলেন মুক্ত বায়ু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরকার—নড়ালের জমিদার স্বামিজীর জন্য নিজের বজরা ছেড়ে দিলেন—

সারাদিন শিক্ষা প্রচার—আর সন্ধ্যায় আকাশ ভরা নীল জোছনার তলায় কেটে যায় গভীর ধ্যানে—কিন্তু যখন ভাসতে ভাসতে বজরা দক্ষিনেশ্বরের সামনে এসে দাঁড়ায়, বুকটা নিঙরে ওঠে—মন গভীর চিন্তায় হয় মগ্ন—বেশ লাগে এই বজরাবাস। তবে রবিবাসরীয় বক্তৃতায় যোগ দেওয়া, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার ত্রুটী নাই—

মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের প্রাদাদে চরণধূলি তো ক'বারই পড়ল নিবেদিতার ভাষণ শুনতে, তা যাওয়া হয়—। ডাক্তারের আদেশ মত বিশ্রাম হলো কই। তাই ঠিক্ হলো সমুদ্র যাত্রার—সকলের একান্ত অনুরোধ মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু একলা ছেড়ে দেওয়া তো যেতে পারে না। স্থির হলো যাত্রী হবে তুরীয়ানন্দ, নিবেদিতা।

চল সারদা ক্ষাত্রশক্তি ওরা খুব দেখেছে এবার দেখাতে হবে ব্রাহ্মণত্ব।

বিদেশ যাত্রা শুনে ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে থাকে মঠ বাড়ী সর্ব্বদা থাকে পরিপূর্ণ আর চলতে থাকে—আলোচনা ধর্ম্মচর্চ্চা।

সংসারীরা ভালবাসে বাঁচতে, সন্ন্যাসীদের ভালবাসতে হবে মৃত্যু। মরতেই যখন হবে, মৃত্যু অপেক্ষা ধ্রুব সত্য যখন কিছু নেই তখন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করাই কি শ্রেয় পথ নয়—

ঝড়ো হাওয়ার বেগে যেন এগিয়ে এল ২০শে জুন—

সঙ্ঘ জননী শ্রী শ্রীমার সহস্তে রন্ধনে ভোজন পর্ব্ব সমাধা করে কিছু বিশ্রাম অকৃপন প্রসাদ আর অজস্র আশীর্ব্বাদ নিয়ে বিনম্র বেদনায় অশ্রুজল সংগোপন করতে করতে দুই ভাই প্রিন্সেপ ঘাটে এসে গোলকুণ্ডা জাহাজে উঠলেন বেদনায়িত চোখের সামনে হারিয়ে গেল কলকাতার বন্দর—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হারিয়ে গেল ঘাসের সবুজ মখমল—দিগন্তের অনাস্থান্ত নীল—জনতার অস্পষ্ট ছায়া।

না ঃ সন্ন্যাসীর ভাব তন্ময়তা সাজেনা···দেখতে বসলেন রোজ নামচা—অনন্ত শস্যশ্যামলা সহস্র স্রোতস্বতী মাল্যধারিণী বাঙ্গলা দেশের একটী রূপ আছে—সেরূপ কিছু আছে মলয়ালামে আর আর কিছু কাশ্মীরে।······

জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারা সম্পাত বইছে—চারিদিকে ভেকের মর্মর আওয়াজ—এতে কি রূপ নেই—আর আমাদের গঙ্গা কিনার বিদেশ থেকে না এলে—ডায়মণ্ড হায়বারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে নীল নীল আকাশ তার কোলে, কাল কাল মেঘ তার কোলে সাদাটে মেঘ সোনালী কিনারাদায় তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল, নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে—

ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না আসে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলছে—যার কাছে ইসার কান্দী ইরাণী তুর্কিস্থানী গালছে কোথায় হার মেনে যায়।

বলি রঙের নেশা ধরেছে কখনও কি? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ পুঁড়ে মরে—মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে—হুঁ বলি এই বেলা গঙ্গা মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও—আর কিছু বলবার থাকবে না। ঐ ঘাসের জায়গায় দেখবে ইটের পাঁজা—যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি খেলা করছে, দাড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট আর সেই গাধাবোট। ঐ তাল তমাল আম লিচুর রঙ্গ আর থাকবে না। ঐ নীল আকাশে মেঘের পাহাড় আর দেখা যাবে না থাকবে শুধু পাথুরে কয়লার ধোঁয়া—ভূতের মত অস্পষ্ট কলের চিমনি—

ঐ যে জাহাজ সমুদ্রে পড়ল—

সামনে অনন্তনীল—পশ্চাতে বিভূতি ভূষণা গঙ্গা ফেনয়িতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জটা পশুপতে সাদা কাল জল শেষ হয়ে গেল—এবার খালি নীলাম্বু সামনে পেছনে আশে পাশে, খালি নীল নীল জল খালি তরঙ্গভঙ্গ নীল কেশ নীলকান্ত অঙ্গশোভা নীল পট্টবাস পরিধান ধীরে আকাশের 'জীমুতমন্ত্র তরঙ্গের লক্ষ লক্ষ গুরুগর্জনে পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার সে এক বিরাট সম্মিলন তন্দ্রাছন্নের মত বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়ে শুনছি সহসা বহু স্ত্রী পুরুষের মিশ্রণ গভীর নাদ ও তার সম্মিলিত রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস "মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। চমকে চেয়ে দেখি ত ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিস্কার চেষ্টায় ব্যস্ত—কেটে গেল দিন চারেক—

২৪শে জুন মাদ্রাজ তটরেখা—

যে মাটীর স্তরে স্তরে জীবনের দিব্বল পত্র, সে মাটীতে নামতে ইচ্ছা হয় বৈকি ? কিন্তু হলো না, দিল না সরকার প্লেগের ভয়।

নেটিভদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহারে ব্যথা পেলেন নিবেদিতা—

নামা হলো না তবে মরমী দরদী বন্ধুরা, ভক্তরা নৌকা করে এসে জাহাজে দেখা করে গেলেন। আরো চারটে দিন পর এল কলম্ব—এখানে নেমে বৌদ্ধদের শ্রীমঠ, মন্দির পরিদর্শন করলেন।

সীমাহীন তরঙ্গ দোলায় দুলতে দুলতে গোলকুণ্ডা এগিয়েই চলে—। মৌসুম বায়ুর উত্তাল প্রাবল্যে জাহাজ দুদিনের পথ পৌঁছল দশ দিনে।

ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে জাহাজ পাড়ি দিচ্ছে। এই সাগরের তীরে বহু জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, ইতিহাসের মিলন ভূমি—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে তবু তার তো চলার বিরাম নেই!

যাইহোক মিশর, এসিয়া মাইনর, গ্রীস, ফিলিপস্, বার্লিন, ইরানী, ইহুদী আসীরীয়ার অনেক চিত্র চরিত্র আলোচনা করতে করতে ৩ শে জুলাই স্বামিজী পৌঁছলেন লণ্ডন—।

দাঁড়িয়ে থাকা বহু পরিচিত অপরিচিতদের সম্মুখে নামলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকানন্দ—টিলবেরী ডকে। অসুস্থ বলে বক্তৃতা হয় না কিন্তু ভিড়ের অন্ত নেই, দীর্ঘ ১৫ দিন জিজ্ঞাসার জবাব উপদেশ দান চলে অবিরাম।

১৬ই রওনা হলেন নিউইয়র্ক—। মিঃ মিসেস্ লেগেটের সঙ্গে দেখা করেই উঠলেন শহর হতে ১৫০ মাইল দূরের হাডসন নদী ঘেরা কাটস্‌কিল পাহাড়ের এক পল্লীতে। বাড়ীটির নাম বিজ্‌লে ম্যনর। সোনার আলোয় ছড়িয়ে পড়া উধাও দিগন্তের কোন ছোট্ট পরিবেশটি বেশ লাগে। তারপর পুনরাগমন শুনে দর্শন বিকুল ভাই এসে ভাইয়ের পাশে দাঁড়ালো, আর স্থায়ী বেদান্তকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতার পানে চেয়ে বিবেকের দুটী চোখে জাগল আনন্দের নির্ঝর—

মিলনের এই হিরন্ময় দ্যুতি দেখে অদূর গেয়ে রবিনবার্ড—

কেটে গেল দশটি কণকমুখী উষা রক্তমুখ সন্ধ্যা অভ্রনীল রাত্রি—

অভেদানন্দ চলে গেলেন কর্ম্মস্থানে তুরীয়ানন্দ ও চলে গেলেন মণ্টক্লেয়ারে কর্ম্ম আরম্ভ করতে—

* * * *

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয়েছে আর বসে থাকা নয়, কর্ম্মের জন্য আসে অস্থিরতা।

আবার দাঁড়ালেন নিউইয়র্কের সাধারণ সমক্ষে। বেদান্ত সোসাইটির বিপুল সম্বর্দ্ধনায় তিনি উত্তর দিলেন দেখছি আমার প্রতি আপনাদের হৃদয়ে পূর্ব্ববৎ অবিকৃত স্নেহ আছে।

নভেম্বরেই যাত্রা করলেন ক্যালিফোর্নিয়া লস এঞ্জেলিসের মিসেস ব্লজেটের তিনি হলেন অতীথি জেগে ওঠল কর্ম্ম তরঙ্গের উদ্দাম আবার আহ্বান আবার—ভাষণ—বেদান্ত দর্শন—কর্ম্মরহস্য মনের শক্তি—।

পাসাডেনা (Pasadena) ইউনিভারসালিষ্ট চার্চ্চে, সেক্সপীয়ার ক্লাবে ভেঙ্গে পড়ল লোক ঈশ্বরদূত। বিশ্বজনীন সাধনার উপায় শুনতে। তাছাড়া রামায়ণ মহাভারত, প্রহ্লাদ, জড়ভরত শুনল সব শ্রোতা একান্ত মনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝি জলহাওয়ার গুণেই শরীরের এই অবিশ্রান্ত খাটুনি সয়ে গেল। নিয়মিত প্রশ্ন উত্তরের ক্লাশ—রাজযোগের ভাষণ তো চলেই আবার সব শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ছুটে আসে। আবার সংবাদ পত্র-গুলো তাঁর নাম, ভাষন, যশ গৌরবে উচ্ছল হয়।

এরপর ওকল্যাণ্ডে অতীথি হলেন রেভারেণ্ড ডাঃ বেঞ্জামিনকে মিনসের। সেখানকার ধর্ম্ম ভবনের জনতা ৮টি ভাষণ শুনলো একাগ্র হয়ে। এবার জনসাধারণ নয় শত শত ধর্ম্মযাজকরা সাক্ষাৎ আলাপ ও ধর্ম্মালোচনা করে শ্রদ্ধায় বিগলিত হলো। বিপুল লোকসভায় হিন্দুমতে মুক্তির পথ বক্তৃতায় স্বামিজীর প্রশংসায় উত্তেজিত হয়ে বল্লেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতরা এর তুলনায় শিষ্যমাত্র।

এরপর নগরীর বিদ্বৎসমাজের অনুরোধে চললেন সানফ্রানসিসকো। গ্লোল্ডেন গ্রেট হ'লে তার জয় জয়কার হলো। (Tucker street) এর বিস্তীর্ণ বাড়ীতে প্রাইভেট ক্লাশে চলতো রাজযোগ ও ধ্যান ধারণার শিক্ষা। ওয়াশিংটনে বক্তৃতা দিলেন সোশ্যাল হলে ভক্তিযোগ।

স্মৃতির সমুদ্র হল উত্তাল—এই অমূল্য উদ্গীথ কে করবে লিপিবদ্ধ গুড উইনতো নেই। কতক হারিয়ে যায় কতক বা উদ্ধার হয়।

রাজযোগের ক্লাশের নবদীক্ষিত ভক্তরা, শিষ্যরা বিশ্বাস করতে পারে না যখন স্বামিজী বলেন শ্বাস জয় হলে চিত্তের জয় হয়। প্রমাণিত হল সেদিন—সাঁকোর নীচে বয়ে যাওয়া উচ্ছল জলস্রোতে ভাসমান কটী ডিমের খোলাকে লক্ষ্য করে যখন হতাশ হচ্ছে জন কয়েক তরুণ আর দূরে দাঁড়িয়ে হাসছেন স্বামিজী।

নজরে পড়তেই জ্বলে ওঠে একজন ওহে কাজটা যতটা সহজ মনে কর ততটা নয়, এসো দেখি একবার এদিকে দেখি তোমার কেমন তাগ। এগিয়ে এসে তিনি নীরবে তুলে নিলেন বন্দুক, গুলিবিদ্ধ করলেন পর পর ১২টী খোলাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চমৎকৃত হলো নবীনরা—কিন্তু এতো আর একদিনের সাধ্য নয় বহুদিনের সাধনা, জিজ্ঞাসিত যোগী দিল জবাব জীবনে কখন বন্দুক হাতে করেন নি।

তবে একথা নিশ্চয় জেনো এর একমাত্র কারণ মনঃ সংযম।

কর্ম্মবীরের ডাক আসে ক্যালিফোর্নিয়া হতে। একজনকে একান্ত প্রয়োজন এই চলন্তিকার মুখে। কিন্তু ফিরে আসার অবসর কই?

ওক্‌ল্যাণ্ড—সানফ্রানসিসকো আলমেডায় বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হল।

ঝড়ের বেগে কাজ এগিয়ে চলে আর প্রয়োজন হয় সন্ন্যাসী প্রচারকের। লিখলেন তুরীয়ানন্দকে আসতে। তাও হলো না তিনিও অষ্ট বন্ধনে বন্দী।

সুখের উপর সুখ ভক্তিমতি মিস্ মিলি বুকের কাছ থেকে পেলেন বেদান্ত পাঠার্থীদের শাস্ত্র পাঠের জন্য ১৬০ একর পরিমিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড—

হ্যামিল্টন পর্ব্বতের সানুদেশে, সাণ্টাক্লারা নামক এই জঙ্গলের পরিবেশ—সত্যি ধ্যানধারণার জন্য উপযুক্ত। স্বামিজী খুসী হলেন।

মন চাইলেও শরীরতো আর বইছে না। চাই বিশ্রাম—। তাইতো এলেন ক্যাম্পটেরনে পল্লীতে—

মাত্র তিনটী সপ্তাহের বিশ্রামের পরই আবার কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে এলেন। কিন্তু ভগ্ন শরীর দেখে তাঁকে ডাক্তারেরা বক্তৃত দিতে দিলেন না।

শরীরে সবলতা যেন সাড়া এল। শিষ্যদের আহ্বানে বনভোজনে যান। হাস্য কৌতুকে করেন; মিসেস হেনসবরোর সেবায় বেশ তুষ্টই থাকেন তবু অন্তর তার কোন ভাব সমুদ্রে থেকে থেকে ডুবে যেত তখন তার ভাব গম্ভীর মুখে দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই বেরোত না বলেন, নাহ কল্যাণকৃত দুর্গতে তাত গচ্ছতি তোরা ময়ে যা গয়ে যা—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিউলির ওড়না তুলে হেসে দাঁড়ায় শরৎ—উদ্দাম হয় ভাদরের ভরানদী রঙের লীলায়নে আকাশের ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে পট পরিবর্ত্তন—

সহসা প্রকাশ করলেন মঠে মার পূজা হবে—বাগবাজার হতে শ্রীশ্রীমার উৎফুল্ল অনুমতি নিয়ে ছুট্‌ল সব কুমোরটুলী প্রতিমার বায়না দিতে—

ওদিকে ব্রহ্মানন্দের যত্নে প্রচেষ্টায় মঠ বাড়ী দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ —পূজোপকরণের কোন ত্রুটি নাই। প্রশংসায় মুখর হলেন স্বামিজী, ভাড়া করা নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়ীর দক্ষিণ দিকটায় এসে উঠলেন জ্যান্ত জগদম্বা—

জাঁকিয়ে বোধন গনেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন এই গীত ঝঙ্কারে অধিবাসের পূজা সমাপন হলো—

যথাবিধি মহা মাতৃ পূজা চলতে থাকে পুরবী ভৈরবীর স্থর মূর্চ্ছনায়—

ঢাক ঢোলের তালে তালে কলনাদিনী গঙ্গার উচ্ছলতার দীয়তাম, নীয়তাম ভূজ্যতাম শব্দের লহরে লহরে।

মায়ের ছেলেরা আজ আনন্দময় সর্ব্বসন্তাপহারা শিশু যেন। এইভাবে কাটল্ শারদীয়া সপ্তমী তিথি। রাত্রে স্বামিজীর এল জ্বর—ভোলানাথের কার্য্যকলাপ বোধগম্য নয়।

নিশ্চিন্তে শুয়ে কাটালেন রাত্রি—অষ্টমীর দিবা। সন্ধিক্ষণে জবা বিল্বদলে মহামায়ার চরণ পূজা করে আবার শুলেন আপন কক্ষে পরদিন সিত বলকো পাখায় জেগে ওঠা নবমীর প্রভাতে তিনি ঝেড়ে ঝুড়ে ওঠলেন—

মহানবমীর পূজা অনুষ্ঠান দীন নারায়ণের সেবা স্থষ্ঠুভাবে হয়ে গেল পরদিন—প্রতিমা নিরঞ্জনের পর পড়ে গেল শ্রীশ্রীমার চরণ ধুলি কাড়া কাড়ির পর্ব্ব—তারপর জগত ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হল বিজয়া সম্মেলন—

লক্ষ্মীপূজা—কালীপূজা ও হলো—মঠে। নিন্দাকারীদের ভ্রান্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলো অপনোদন যথার্থ হিন্দু সন্ন্যাসীর জয়গানে ব্রাহ্মণরা হলেন মুখর—

* * * * *

শঙ্কাতুর ভুবনেশ্বরের মনে জাগে তাই তো কেন এত রোগ ভোগ —কেন এত অসুস্থতা—

সহসা চিন্তার কালো মেঘে পৃষ্ঠ হলো স্মরণের বিদ্যুৎ—মনে পড়েছে—

মানত করেছিলেন মাগো আমার ছেলে যদি ভাল হয় তোমার দুয়ারে গড়াগড়ি দেওয়াবো—পূজা দেবো। সংসারের ঘাত প্রতি-ঘাত—এলোমেলো ঝড় ঝাপটায় সে মানত হয়নি পুরণ—।

রামকেলী রাগে প্রভাতী বন্দনা অন্তে মাতা পুত্র পৌঁছল কালী-ঘাট—কালীগঙ্গায় অবগাহণের সিক্তবসন স্বামিজী আজ্ঞাধীন বালকের মত মন্দিরে প্রবেশ করে মার পূজা করলেন—মার সম্মুখে গড়াগড়ি দিলেন শেষে সাত বার মন্দির প্রদক্ষিণ করে মন্দির চত্তরে সহস্তে প্রজ্জলিত করলেন হোম শিখানল—

সন্ন্যাসীর যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান দেখতে মায়ের মন্দিরে জমল কত শত দর্শনার্থী—

সেদিন তাদের চোখের তারায় হেসে উঠেছিল যজ্ঞ সম্মুখে উপবিষ্ট যেন প্রজাপতি ব্রহ্মা—

সন্ন্যাসী ও তৃপ্ত হয়েছিলেন কালীঘাটের উদারতা দেখে—কই বিলেত ফেরত বিবেকানন্দকে তো প্রবেশ পথে বাধা দেয় নি—।

আর নিন্দাকারী তো হতবাক্। মেনে নিতে বাধ্য হল তার ভাষা—আমি শাস্ত্র মর্য্যাদা নষ্ট করতে আসিনি গড়তেই এসেছি—

অক্টোবরে শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হলো। ডাক্তার স্যাণ্ডর্স বল্লেন একেবারে বিশ্রাম আর চিন্তাহীন থাকতে—

গুরু ভাইরা সত্যেই এবার নির্ম্মম হলো—ফিরিয়ে দেয় যত আগন্তুক...

স্বামিজীকে উঠতে দেয় না শয্যাছেড়ে—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন নদে আবার জোয়ার এল—সুচিকিৎসায় কিছু সুস্থ—হলেন—নিষেদের কারা ভেঙ্গে বাহিরে এসে দাড়ালেন। জমির ঘাস তোলেন, ফুল তোলেন, ফলের গাছ পোঁতেন—তরকারীর বীজ বপন করেন—কোনদিন বা উৎসুক নয়নে চেয়ে থাকেন দিনে দিনে বর্দ্ধিত তাদের তরুলতার পানে—

কখনও তার পদ্মাসনে সমাসীন ধ্যানমূর্তি দেখে গগনচারী বন কপোতেরা—কখনও তাঁর কণ্ঠ নিনাদিত বেদমন্ত্র শোনে পূর্ব্বদিগ্বধুর চকিত প্রহর—। কোনোদিন বা ক্লান্ত শরীর বিছানায় না এলিয়ে থাকতে পারেন না।

শরীর অপটু, অলস আর মনে হতাশা—দেশের দুর্দ্দশায়।

যারা ভাল আধার তাদের কেউ বা বিবাহিত—কেউ বা ধন মান যশের জন্য লালায়িত—নচিকেতার মত মাত্র যদি ১০।১২টি ছেলে পেতাম হায় হায় দৈব বিড়ম্বনায় দেহ ধরতে হলো কোন কাজ হলো না—।

একটু আশা যে উঁকি মারে না তা নয়—কখনও অবসাদের যে প্রলয় ঘটে না তা নয় এই মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসীরাই হয়ত ধর্ম্মবীর—কর্ম্মবীর হতে পারে—।

বলতেন জানিস সব মহাবীরের পূজা কর—দেখ কেমন ভক্তি—রামের আজ্ঞায় অন্তহীন উদ্দাম সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল—জীবন মরণে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই—মহাজিতেন্দ্রিয় রামসেবা ছাড়া সবই উপেক্ষা এমন কি ব্রহ্মত্ব—শিবত্ব—

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা—গুরুর আজ্ঞাপালন কৃতী হবার একমাত্র উপায়—(নান্যঃ পন্থা বিদ্যুতেঽয়নায়)।

মেয়েলি ভাবে ছেয়ে গেল দেশটা খোল কর তালের সঙ্গে লম্ফ ঝম্ফ। পেট রোগাদের অত লাফালে চলবে কেন?

তুরী ভেরী কি ভারতে হয় না? ঢাক ঢোল কি দেশে মেলে না? ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে। ঢাকে ব্রহ্মরুদ্র তালের দুন্দুভি নাদ তুলতে হবে—। হর হর বম বম শব্দে দিগ্দশ কম্পিত করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে—খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে লোককে ধ্রুপদ শুনতে অভ্যাস করতে হবে—।

তুই যদি ঐ ভাবে জীবন গঠন করতে পারিস তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐ রূপ করতে শিখবে। আদর্শ থেকে কখনও এক পাও হটবি না, হীন সাহস হবি না।

শিষ্যের ভীরুকণ্ঠে প্রশ্ন—আচ্ছা, এক এক সময় যে হীন সাহস হয়ে পড়ি তখন ?

ভাববি আমি কার সন্তান ? হীন বুদ্ধি হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে আমি বীর্য্যবান আমি মেধবান্, আমি প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে উঠে দাঁড়াবি। আমি অমুকের চেলা, ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী, এই অভিমান রাখবি। এতে কল্যাণ হবে যার অভিমান নেই তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগে না আমি ব্রহ্মবিদ্।

বলতে বলতে ব্রহ্মভাব উদ্দীপক স্বামিজী বিস্তৃত প্রাঙ্গনের আম্র বৃক্ষ তলের ক্যাম্পখাটে বসলেন—

দেখ্ দেখ্ এই যে সব দেখছিস্ এরাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম—করা-মলকবৎ এই যে ব্রহ্ম দেখতে পাচ্ছিস নি এই—এই—

ব্রহ্মবিদের কণ্ঠধ্বনি শুনতে শুনতে সকলেই যেন চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্তে। সহসা প্রেমানন্দ কে ঠাকুর ঘরে যেতে দেখে বলে উঠলেন এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। শোনা মাত্র একটা গাঢ় নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে কমণ্ডলু হস্তে স্তব্ধ হলেন প্রেমানন্দ। নাম রূপাত্মক জগৎ নিমেষে হল অন্তর্হিত—সকল অধ্যাসের পারে স্তম্ভিত হলো চেতনা—

এইভাবে উত্তীর্ণ ১৫ মিনিটের পর বলেন যা এখন যা ঠাকুর পূজায় যা—একটি ইঙ্গিতে আবার সব নেমে এল আমি আমার রাজ্যে—আবার চঞ্চল হলো নিজের নিজের কাজে। সবার মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন যাঁর এত ক্ষমতা তাঁর কিন্তু বিনবাসের ও নির্ভরতার অন্ত নেই।

নির্ভয়ানন্দের জ্বর যখন ১০৭ প্রলাপ বকছে—আরোগ্যের কোন আশা নেই—সকলেই উদ্বিগ্ন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজীর মনেও চিন্তারেখা—সহসা মেঘের উপত্যকায় যেন হাসে সূর্য্যপ্রভা মনের পরতে জাগে জ্যোতিস্ক—তিনিতো আছেন—। ঢুকলেন ঠাকুর ঘরে নীরবে ধ্যান ও পূজা অন্তে আত্মারামের কৌটা ধুইয়ে খাইয়ে দিলেন নির্ভয়ানন্দকে। ডাক্তার বদ্যিকে আশ্চর্য্য করে রোগী দ্রুত চলতে থাকে আরোগ্যের পথে—

বলেন স্বামিজী ওরে দেখ্‌লি দেখ্‌লি ঠাকুরের শক্তি, তিনি কি না করতে পারেন—।

ব্রহ্ম বৈদান্তিকের শ্রীঠাকুরের সম্মুখে পাদুকাটি মস্তকে ধারণ—কৌটাটির সম্মুখে সকাল সন্ধ্যায় প্রণাম ছিল নিত্য নিয়ম—

হঠাৎ একদিন জাগল সেই ছেলেবেলার চঞ্চলতা—অসহ আব্দার—। দেখি সত্যিই তুমি আছ কিনা? যদি আজ গোয়ালিয়রের রাজা মঠে আসেন তবে জানব তুমি সত্যি—

কিন্তু ঠাকুর ঘর হতে বেরিয়ে ভোলানাথ ভুলে গেছে প্রেমের আর্তি—প্রলাপ—।

কি যেন কাজে চলে গেলেন কলকাতা—কর্ম্ম প্রবাহে কেটে গেল সারাটী দিন ফিরে এসে শুনলেন গোয়ালিয়রের রাজা মঠে এসে তাঁর দেখা না পেয়ে বড় দুঃখ পেয়ে গেছেন—

ছোট্ট শিশুর মত দৌড়ে গিয়ে আত্মারামের কৌটাটি বার বার মাথায় ঠেকান আর বলেন তুমি সত্যি—তুমি সত্যি—তুমি সত্যি—

ধ্যানস্থ প্রেমানন্দের ধ্যান ভেঙ্গে যায় স্বামিজীর আনন্দ অস্থিরতায়—

দেখতে দেখতে হেমন্তের নয়ন পল্লবে লাগল শীতের পরশ—আগামী কালের হাতে রাখী-বন্ধন করতে এল একটি ধান্যোৎপূর্ণ—হাওয়া—

মহানগরীতে আয়োজন চলছে, একটি জাতির মহাসমিতির অধিবেশনের—

ভারতের সকল প্রদেশের প্রতিনিধিরা এসে জমা হন। তাদের অনেকেই আসেন মঠে বিবেকানন্দের দর্শন অভিলাষে—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দলে দলে জ্ঞানী, গুণী সমাবেশে মঠ সর্ব্বদা থাকে পরিপূর্ণ—। স্বামিজীর ক্লেশ নেই—ক্লান্তি নেই—(বারন কল্লে বলেন ওরে সেই যে ঠাকুর কালি কালি বলে যাকে ডাকতেন, তিনি যে সেইটে এরই ভিতর ঢুকিয়ে গেছেন সেই তো আমায় এদিক ওদিক করিয়ে নিয়ে বেড়ায় স্থির থাকতে দেয় না) অনর্গল চলে হিন্দী ইংরেজীতে বাক্যালাপ—। কথা বার্ত্তার মধ্যে ছিল বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা—। তাই হলো তাঁর ইচ্ছায় উদ্বোধন প্রেস বিক্রী করে টাকা জমা রইল—সুস্থ হলেই কার্য্যারম্ভ—

কিসেন্থিমাথের সুস্মিত অধরে শিশির চুম্বিত সকালে এল দুজন অতিথি। তাদের দেশে ধর্ম্ম মহাসভায় যোগ দেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করতে। তারা বল্ল আপনার ন্যায় জগৎপূজ্য ব্যক্তি যদি মহাসভায় যোগদান করেন তবেই এর সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা হবে। জাপানের বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ ওডা ও ওকাকুরার আমন্ত্রণে বল্লেন তিনি—যদি আমার দ্বারা উদীয়মান দেশের উন্নতি হয় তবে কেন যাবনা। নিশ্চয়ই যাব—।

দেহজ্ঞান তিরোহিত সন্ন্যাসী ভুলে গেলেন আধি ব্যাধি যন্ত্রনা। বুদ্ধের মানব হিতে ত্যাগ—তত্ত্বদর্শন শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনায় সমাগত পণ্ডিতরা হতবাক—নিষ্পলক—

অতিথিদের সঙ্গে কটা দিন বেশ সানন্দেই কাটিয়ে একদিন তারা পৌঁছালেন বোধ গয়া। বিশ্ব বিশ্রুত কীর্ত্তি বিবেকানন্দকে অতিথি-রূপে পেয়ে মহান্ত আশাতীত আনন্দে যেন আত্মহারা, অতি সমাদরে আশ্রয় দিয়ে ক্রটির ভীতিতে হয় সঙ্কুচিত—

তথাগতের সাধনপীঠে তার অন্তর্মুখী মন একদিন গভীর ধ্যানে ডুবে গেল।

জীবনের প্রথম অধ্যায়ে এসেছিল যে সমাধি কামনা চঞ্চল তরুণ—আজ সে এসেছে বিদায় সবিতার সেই রক্তরুচী সন্ধ্যায়—সিদ্ধকাম শান্ত—সমাহিত—

মনে হয় একি সেই একটি দিনের নীরব দৃষ্টির সাধনের ফল নয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো ? সিমলের সেই অধ্যয়ন ঘরে রুদ্ধদ্বার ঠেলে দাঁড়িয়েছিল যে সন্ন্যাসী কুমার—অধরে যাঁর বিষ্ঠ ছিল বাণীর ব্যাকুলতা। কিন্তু সৌভাগ্য তো হয়নি। ভয়ে ভাবনায় পালিয়েছিল উত্তীর্ণ কিশোর নরেন্দ্রনাথ।

দর্শনার্থীর ব্যাকুলতায় যেতে হল কাশী এই শেষ ভ্রমণ—। এখানেও তাই পণ্ডিত পাণ্ডা, মোহান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী কেউ বাদ যায় না দর্শন করতে কালাপানি প্রত্যাগত বলে সম্মানের কোন ক্রটি হয় না বরং কেদারনাথের মোহান্তজী তাকে আরতি করতেই চেয়েছিলেন—

ডিঙ্গার মহারাজের মঠ স্থাপনার আর্তি দেখে শিবানন্দকে পাঠালেন—সেখানে—।

বিশ্বনাথ দর্শন—নৌকায় ভ্রমণ—মঠ হতে কর্ম্ম সমস্যা সমাধান যুক্ত চিঠির উত্তর—দর্শনার্থীদের ক্ষুধা উপদেশ দান সবই চলতে থাকে—

তারি উপদেশে বাংলার তরুণদের মনে এল জাগৃহী চেতনা—দেশ প্রেম—সত্যেই তাদের অদম্য উৎসাহে—ভাড়া বাড়ীতেই গড়ে উঠল অনাথ আশ্রম—। বুক ভরে ওঠে স্বামিজীর—বৎস এতদিনে তোমরা ঠিক পথ চিনতে শিখেছ—

সাহস-ধৈর্য্য অবলম্বন করে কাজ করে যাও—অর্থের জন্য চিন্তা করো না—অর্থ আসবেই আসবে। এই হল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রথম সূচনা—। বহুরূপে সম্মুখে তোমারি ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর—

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর—এই বাণীর মহত্তম প্রকাশ—।

কাশীর মঠ মন্দির অন্নছত্র ধর্ম্মপরায়ণ নরনারী দেখে খুব খুশী হলেন—

এখানে যেন তিনি অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেতেন—মনে হত এ যেন তার আপন ধাম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন ধামে বসে অহর্নিশি আত্মানন্দে থাকার ফলে ক্রমে এসেছিল শারীরিক দুর্ব্বলতা—

বুঝি ছিলনা শ্বাসকার্য অথবা শাশ্বকষ্টের অনুভূতি—।

ওদিকে বেলুড় হতে আসে ডাকের উপর ডাক আর তো থাকা চলে না—সমাগত শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব—

ফুল বাসেকের তোরণে তোরণে আজ ঋতুরাজ বসন্তের রূপ বৈভব লালিত্য—জনপদবধুদের কণ্ঠে কণ্ঠে আজ হিন্দোলের বক্রগমক—

সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শুভ জন্মোৎসব—কিন্তু স্বামিজীর অবস্থা শঙ্কাতুর সর্ব্বশরীরে জলসঞ্চার—হাঁটবার সামর্থ্য নেই—

অব্যক্ত বেদনায়—গভীর নৈরাশ্যে মঠবাড়ী নির্ব্বাক—ফিরে গেল শত শত দর্শনার্থী—চরণামৃত পানার্থী দল—

একবার চেষ্টা করলেন সবার সমক্ষে দাঁড়াবার কিন্তু ব্যর্থ হলেন—অক্ষম—

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গৃহদ্বারে রইলেন দ্বারী, যাতে বিশ্রামের ব্যাঘাত কেউ না জন্মায়—

নীল আকাশ হতে চোখ দুটী সরিয়ে নিয়ে স্বামিজী বেদনায় শিষ্যের পানে চেয়ে বল্লেন—শরীর জন্মেছে—আবার মরে যাবে যদি তোদেব ভেতর আমার ভাবগুলো কিছু কিছু ঢুকুতে পেরে থাকি তাহলে জানব দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে—সর্ব্বদা মনে রাখিস ত্যাগই হচ্ছে মুল মন্ত্র—

কিন্তু কেউ জানলো কখন চিঠি গেল দুর দুরান্তের এমন কি সাগর পারের উক্ত গুরুভাইদের, শিষ্যদের কাছে দর্শনাকাঙ্খী বিবেকানন্দের এমন্ত্রে দীক্ষিত না হলে ব্রহ্মাদির ও মুক্তি নাই বলতে বলতে মনটা যেন নিথর সমুদ্র পার হয়ে এল—দেখ ঠাকুরের উৎসবটা কোন রকমে একদিনে না সেরে ৪।৫ দিন ধরে করা উচিৎ—কোনদিন শাস্ত্রপাঠ কোনদিন বেদান্ত বিচার মীমাংসা কোনদিন প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা তাতে সাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া শ্রীঠাকুরের ভাব আদর্শ ও জীবন ধারণের উদ্দেশ্য। শেষদিনে সংকীর্ত্তন পূজা প্রাসাদ বিতরণ এইসব হওয়া—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাতে যদি লোক না আসে নাই বা এল। ঠাকুরকে যাতে চিনতে বুঝতে পারে, তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে জীবন গঠন করতে পারে এই তো আমাদের আসল উদ্দেশ্য—

কথার মাঝখানেই সংকীর্ত্তনের দল প্রবেশ করল মঠ প্রাঙ্গণে—

জানলার রেলিং ধরে একবার মাত্র নির্নিমেষ নয়নে দেখলেন সেই অগণিত জনতা—ভক্ত মণ্ডলী—

সেদিন নিবেদিতার দল এসেছিলেন কুশল সংবাদ নিয়ে বৃথা বিরক্ত না করে তারা বিদায় নিলেন—

সম্পূর্ণ-বিশ্রামে থাকতে তার মন তো চায় না বন্ধন বুঝি আর ভালো লাগে না—

গুরু ভাইদের বিষণ্ণ মুখকে প্রসন্ন করতে গান গাওয়া হাস্য পরিহাস চলতে থাকে।

সেদিন বড় ব্যথা পেলেন দর্শনার্থীদের তত্ত্বান্বেষীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় শুনে—বল্লেন ওরে পরের কল্যাণের জন্য দেহপাত হয় দেহ গেলেই বা কি এসে যায় এতো তুচ্ছ পদার্থ—। যদি দেশের লোকের হৃদয় নিহিত আত্মা প্রবুদ্ধ করবার জন্য শত শতবার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাতেও পশ্চাৎপদ নই—

শরীরে ঝড় ঝাপটা যত হোক তবু নিত্য নিয়মের নেই ত্রুটি—

ভোর চারটেতে ঘণ্টা বাজলেই পবিত্র মণ্ডপে ঘেরা গ্রহ উপগ্রহের মত তাঁকে ঘিরে সবাইকে ধ্যানে বসতে হয়—

ফিরে সান্ধ্যধ্যানে ঘণ্টা দুয়েক কেটে যেত কোথা দিয়ে—

তারপর ঠাকুর ঘরে প্রণাম সেরে পাদ চারনার সঙ্গে চলত তাঁর মুখে সঙ্গীত—শ্যামাসঙ্গীত শেষে সবার সঙ্গে সামান্য জলযোগ। অপরিস্কারে মঠের ছেলেদের স্বাস্থ্য ব্যাঘাত হবে বলে ঠাকুরের অসুস্থতায় ঝাঁটাও ধরতেন, বিছানা রৌদ্রে দেওয়া হয়েছে খোঁজ— নিতেন—

এরপর শাস্ত্র অধ্যয়ন—কর্ম্ম পূজার মধ্যাহ্নে পূর্ণ আকারের পর কিছু বিশ্রাম নিয়ে হত পুরাণ পাঠ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানের ঘণ্টা পড়েছে অথচ যদি কেউ না আসত, অসুস্থ না হলে সেদিন ছিল তার মাধুকরীর ব্যবস্থা ক্ষুধার সময় ছেলেরা মঠ থেকে চলে যাবে না খেয়ে স্নেহময় পিতার এও তো সহ্য হয় না—তিনিও চলে যেতেন কলকাতা—

পরের দিন চলত রঙ্গ তামসা—ওরে কিছু জুটে ছিল কি ?

তিনি যতই বকুন—যাই করুন তার দর্শনে মনটা ভরে উঠতো। তাঁর ক্রোধ গর্জ্জনের চেয়ে স্নেহ বর্ষণ ছিল বেশী—

তিনি গুরু, বন্ধু, বয়স্থ একাধারে সবই যশের গৌরব ফেলে দিয়ে যাদিকে নিয়ে নিভৃতে মানুষ করছিলেন তারা সত্যিই দৃঢ় যত্ন অধ্যবসায়ের পথে হচ্ছিল অগ্রসর।

সহসা—ভবিষ্যতের ভার ভবিষ্যতের ভারবাহীদের হাতে সমর্পণ করে সরে দাঁড়ালেন অন্তমুখ সন্ন্যাসী—

সর্ব্বদা শ্যামা চরণে মন থাকে সমাহিত। থাকে ধ্যান গভীর—কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে হন বিরক্ত—। নবীনরা না বুঝলেও গুরু ভাইয়াদের মনে যাগে আতঙ্ক—শ্রীঠাকুরের কথা ও যখন নিজেকে জানতে পারবে তখন আর দেহ থাকবে না সে দিন কি এসেছে— ?

এ যে প্রদীপের নির্ব্বাপিত হবার উজ্জল মুহূর্ত্ত তাও ধরা পড়ল না—

বিচলিত মনে প্রশ্ন করে কোন সতীর্থ আপনি কি আপনার স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন ? আকাশ ভেঙ্গে পড়ল—মেদিনী দ্বিধা হলো উত্তর—শুনে হ্যাঁ পেরেছি বৈ কি ?

হায় হায় মায়া—যেদিন শুদ্ধানন্দকে পাঁজি চাইলেন সেদিনও কেউ বুঝল না—সমাগত বিদায় বিজয়া—

এ যে শ্রীজীর অনুকরণ তিনি তো পাঁজি দেখেই ফিরছিলেন স্থিরতা—

* * * *

মরুভূমিতে যেন স্নিগ্ধ তরাগের লাবণ্য—হিমশৈত্যে বুঝি গাঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবুজের ছায়া—স্বামিজীর শরীর বেশ সুস্থ মন উচ্ছল, জঙ্ঘায় সবলতা—

সতীর্থ, ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে বেশ বেড়াচ্ছেন গঙ্গার কূলে কূলে—দেখছেন এদিক সেদিক—

সহসা থমকিত হল চরণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখালেন আমার দেহ গেলে ঐখানে করো সৎকার—। বজ্র দাহনে যেন বিমূঢ় হল চেতনা—। রক্ত সঞ্চালনও বুঝি বন্ধ হয়ে আসে।

আজ একাদশী দুটি একটি ভক্ত সমাগম হয়েছে—নিবেদিতার দলও এসেছে। সন্ন্যাসী উপবাসী অক্ষু স্বহস্তে করছেন পরিবেশন—ভাত, আলুসেদ্ধ, কাঁঠালের বীচি সিদ্ধ আর একটু ঠাণ্ডা দুধ—

পরিবেশন আর পরিহাস চলে সমভাবে। তারপর আহারান্তে সকলের হাতে জল দিলেন, গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিলেন—বলে ওঠে একজন এ কি স্বামিজী এতো আমাদের কাজ—আপনি কেন? তা হোক যীশুখৃষ্ট কি নিজের শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেননি ?

চমকে ওঠেন শিষ্যরা সে তো শেষ সময় কিন্তু বলা আর হয় নি। অবরুদ্ধ ব্যাথায় মন গুমরে ওঠে ভাষা ফোটে না।

একটি যৌগিক দেহ যেন বিস্তারিত ঈশ্বরের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। সুস্থ, রোগ মুক্ত, স্বামিজী আনন্দময়, প্রফুল্লময়,

* * * *

১৯০২ এর ৪ঠা জুলাই—।

প্রসন্ন সকালে চায়ের আসরে চলতে থাকে অতীত কথা ও কাহিনী।

তারপর ধ্যানেই কিছুটা সময় কাটিয়ে ঠাকুর ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন স্বামিজী—কণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীতের গুঞ্জন—

কে বলে তারিণী তোমায় তিমির বরণী—কিন্তু ক্ষণকাল পরে চমকে ওঠেন প্রেমানন্দ একটি অস্ফুট স্বরে—যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝত বিবেকানন্দ কি করে গেল—এ কিসের আভাষ—এ কিসের ইঙ্গিত এ কিসের দ্যোতন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলো আঁধারের চকিত সম্মিলনে মন ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রান্ত হয়—

পরক্ষণে আনন্দের অবগুণ্ঠন খুলে এগিয়ে এল আর একটি অমূল্য সময়।

আজ বহুদিন পর স্বামিজী বসেছেন একসঙ্গে খেতে—

যথা সময় কেটে গেল বেদ পাঠ ও ব্যাখ্যার সরস হাসি গল্পে—

চম্পা চামেলি গন্ধে ভ্রমণ পর্ব্বের সঙ্গে সঙ্গে চলত বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলোচনা—বেদপাঠে আর কিছু না হোক সকলের মন হবে সংস্কারমুক্ত, হবে দ্বিধাহীন—।

দিনান্তিকার স্বর্ণছড়া পথে তারা ফিরে এলেন মঠে—

সকলের কুশল সংবাদ নিয়ে স্তিমিতালোকে বসলেন ধ্যানে—

ধ্যান শেষে তিনি দৃষ্টি দীপ তুলে ধরলেন দক্ষিণশ্বরের দেউল চূড়ার পানে। তারপর শরীর এলিয়ে দিলেন বিছানায় আর সেবককে দিলেন পদসেবার শেষ সুযোগ—

ক্ষণ বিলম্বে স্বপ্নভঙ্গ শিশুর মত একটি অস্ফুট কান্না আর একটি সুগভীর নিংশ্বাস মেদিনী মেঘলায় গেল হারিয়ে—

ঘুমিয়ে পড়লেন বিবেকানন্দ—

এ কি হল বলে সেবক ছুটে গিয়ে ডেকে আনল জনে জনে—সব স্তুতি সব আরাধনা—সব ক্রন্দন হল বৃথা—সে ঘুম আর ভাঙ্গল না সমাধিলীন শিব আর পদ্ম চক্ষু মেল্ল না—

যাঁর আদি মধ্য অন্ত সব রহস্যময়
যাঁর জন্ম মৃত্যু বিলাস সব রহস্যময়
সেই দেবাদিদেবের চরণে শত শত

প্রণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi